জ্ঞানাঙ্কুর

তৃতীয় খণ্ড।

(১২৮১ অব্দের অগ্রহায়ণ হইতে ১২৮২ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত)

ভবানীপুর;

সাপ্তাহিক সম্বাদ যন্ত্রে শ্রীব্রজমাধব বসু কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৭৫।

No. 1 Peepulputty Lane, Bhowanipore, Calcutta.

Vol. III. [Price Rs. 3.

চন্দ্রের দোহাই দিয়া থাকি, পৃথিবীর আদি স্তর হয় ত তাঁহারও জন্ম অবলোকন করিয়াছে। পৃথিবী একদা চন্দ্রশূন্যা রাত্রিবিশিষ্ট ছিল বলিলে কি সে সময় পরিমিতি হয়? সে সময় পরিমিতি হৃদয়ঙ্গম করা মনুষ্যের অসাধ্য, তাহা বৎসর গণনার মধ্যে ধর্ত্তব্য নহে। অতএব সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত সময় আবশ্যক মত বিভাগ করিয়া যুগপদে বাচ্য করা যাইতে পারে, এক এক যুগের পরিমাণ অসংখ্য বৎসর।

পৃথিবীর আদিমকালে আভ্যন্তরিক আগ্নেয় উৎপাতের ক্ষণ প্রবর্ত্তন স্বভাব হেতু, বর্ত্তমান জল ও স্থলবিভাগ, তথায় উৎপন্ন এবং পরিবর্দ্ধিত জীব ও উদ্ভিজ্জ-বর্গ, বর্ত্তমানের ন্যায় পূর্ব্বাপর ছিল না। যুগে যুগে বহুতর পরিবর্ত্তন, বহুতর নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহণ এবং তদানুসঙ্গিক শীতাতপ এবং ঋতু পরিবর্ত্তনও ঘটিয়াছিল। যে ইংলণ্ড এক্ষণে অতি শীত-প্রধান দেশ, এক সময়ে উহা আতপ-প্রধান দেশ ছিল। কয়েক বৎসর গত হইল, ইয়র্কসায়রের গুহায় হায়েনা প্রভৃতি বহুতর উষ্ণ প্রদেশীয় জীবের পঞ্জর সকল দৃষ্ট হয়, যে সাইবিরিয়ার উত্তর ভাগ এখন চির নিহার পরিবৃত, উদ্ভিজ্জ এবং জীবশূন্য এবং কদাচিৎ ভিন্ন দেশ প্রবাসী পক্ষির স্বরে চমকিত, তথায় ভূগর্ভে নিহিত হস্তির ন্যায় বৃহৎ এক জাতির জীবের অস্থি পাওয়া যায়, সুতরাং এককালে তথায় বৃহৎ হস্তির আকারবিশিষ্ট জন্তুরা যে স্বচ্ছন্দ পদে বিচরণ করিয়া বেড়াইত, ইহা অনুমিত হয়। ঐ সকল জীব উষ্ণ প্রদেশীয়, উষ্ণ প্রদেশ ব্যতিত উহারা অন্যত্র স্বাভাবিক অবস্থায় তিষ্ঠিতে পারে না। যুগে যুগে পৃথিবীর আকার এবং শীতাতপের এই রূপ পরিবর্ত্তনশীলতা, উদ্ভিজ্জ এবং জীবসঞ্চার সম্বন্ধে কতদূর কার্য্য করিয়াছে, তাহা নিশ্চয় রূপে কে নিরূপণ করিতে পারে? কিন্তু যতদূর বিবেচনা করিতে পারা যায়, তাহাতে ইহার এবং যুগ সংখ্যার কার্য্যফল সাধারণ নহে।

যে পৃথিবী পূর্ব্বোক্ত মত প্রকৃতিবিশিষ্ট, এবং পূর্ব্বোক্ত মত পরিবর্ত্তনাধীন, সে পৃথিবীতে জীবসঞ্চার কত দিন হইয়াছে, এবং যুগ পরিবর্ত্তনে জীব সৃষ্টির পরিবর্ত্তন কিরূপ হইয়াছে, ইহা জিজ্ঞাস্য। যে দিন পৃথিবীর জন্ম, সেই দিন হইতে জীবেরও জন্ম কি না, কি পৃথিবীর জন্মদিনের কতকাল পরে জীবের জন্ম, এ কথা নিরূপণ করিতে, বিজ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থায় মনুষ্যের সুসাধ্য নহে। মনুষ্যক্ষমতায় যতদূর নিরূপিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, কেম্ব্রিয় স্তরেতে প্রথম জীবসঞ্চার হইয়াছে, অর্থাৎ আমরা কেম্ব্রিয় স্তর পর্য্যন্তই জীবসঞ্চারের প্রমাণ দেখিতে পাইয়াছি, তন্নিম্নে পাই নাই। যাহা হউক অধুনাতন বহু ভূতত্ত্ববিদেরা সিদ্ধান্ত করেন যে, ঐ কেম্ব্রিয় স্তর হইতেই জীবোৎপত্তির প্রথম আরম্ভ। ইহার কারণ, প্রথমতঃ যতই শারীরিক যন্ত্রাদি শূন্য প্রায় এবং উদ্ভিদের সাদৃশ্যগত জীব হইবে, ততই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন এবং আদি জীব বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়, কেম্ব্রিয় স্তরে সেইরূপ জীবের অবস্থানের চিহ্ন পাওয়া যায়। উহারা জীব শ্রেণীতে এত নিকৃষ্ট পর্য্যায়ে ভুক্ত যে, তদপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব আর না থাকারই সম্ভব। তথা হইতে আমরা যতই ঊর্দ্ধভাগে অবলোকন করিতে থাকি, ততই ক্রমান্বয়ে জীবসৃষ্টি উন্নত হইয়া আসিয়াছে,

দেখিতে পাই; আবার উচ্চ স্তর অর্থাৎ যে স্তরে আমাদের বাস তথা হইতে যতই নিম্নে অবলোকন করিতে থাকি, ততই ক্রমে ক্রমে জীবসৃষ্টি নিকৃষ্টতায় পরিণত দেখিতে পাই। সেই নিকৃষ্টতা কেম্ব্রিয় স্তরে আসিয়া সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ কেম্ব্রিয় স্তরের নিম্নস্থিত স্তর যদৃচ্ছা সংঘটিত প্রস্তর, উহা প্রস্তরময় হওয়ার পূর্ব্বে যে রূপ ছিল, তাহা মনুষ্য-বুদ্ধিতে জীবের বাসোপযোগী বলিয়া বোধ হয় না এবং উহাতে জীবাবস্থানের কোন লক্ষণও পাওয়া যায় না। এখানে বলা বাহুল্য যে, বর্ত্তমান ভিন্ন, ভিন্ন২ যুগে জীবসঞ্চার বা উদ্ভিজ্জসঞ্চারের প্রমাণ প্রায় ফসিল নামক প্রস্তরীভূত জীব বা উদ্ভিজ্জাবশেষ। এক্ষণে বক্তব্য বিষয় কথনের পূর্ব্বে, সুবিধার নিমিত্ত যুগ বিভিন্নে ভিন্ন ভিন্ন জীবধর্ম্ম যথাসম্ভব অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে পরিদর্শন করা যাউক।

যাদৃচ্ছা সংঘটিত গ্রানিট স্তর এবং বারুণ স্তর সংযুক্ত জীবশূন্য প্রথম যুগ পরিত্যাগ করিলে, আর সমস্ত যুগ স্ব স্ব বিশেষতা জ্ঞাপক ভিন্ন২ জীবসঙ্কুল অবলোকিত হয়। প্রথম জীবশূন্য যুগের পরেই, দ্বিতীয় যুগ বা Palæozoic age অর্থাৎ যাহাকে সাধারণতঃ মৎস্যযুগ কহে। কেম্ব্রিয়, নিম্ন এবং ঊর্দ্ধ সিলুরীয়, ডিবোনীয়, আঙ্গার্য্য এবং পার্ম্মীয় স্তরনিকর এই যুগের অন্তর্গত। ইহাদের প্রত্যেক স্তরেই, বাসোপযোগিতা অনুসারে, যুগভেদে জীবশ্রেণী বিভাগের আবার উপবিভাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রথমে কেম্ব্রিয় স্তর। এই স্তরের স্থূলতা প্রায় ২০,০০০ ফিট। এই স্তর যৎকালে ভবিষ্যৎ গর্ভে থাকিয়া পুষ্টতা প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তখন নানা কারণে অনুমিত হয় যে, বহুদূরস্থিত-তলধৌতকারী অনন্ত সাগরজলে পৃথিবী পরিবেষ্টিতা, সে সাগর বেগ ঘন ঘোর তরঙ্গে তরঙ্গায়িত, প্রায় প্রতিক্ষণে ভূকম্পনে ক্ষোভিত হইয়া মহা-প্রলয় উপস্থিত করিত, কখন বা পৃথিবীর অভ্যন্তর হইতে উৎক্ষিপ্ত কম্পনে ক্ষোভিত হইয়া, ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দ্বীপোৎপত্তির, সূত্রপাত করিত। এই সময়ে শারীরিক অবয়বাদি শূন্যপ্রায় অর্দ্ধোদ্ভিজ্জবৎ অর্দ্ধ জীববৎ জুফাইট নামক অতি সামান্য জলজ জাতীয় জীবের একাধিপত্য। জুফাইটদিগের অতি অধমতম শ্রেণী চৈতন্য বিশিষ্ট কি না, ইহাই কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পশুতত্ত্ববিদ্‌দিগের সন্দেহ স্থল ছিল। যদি চৈতন্য হেতু পৃথিবী-পতি বলিয়া মনুষ্যেরা আত্ম পরিচয় দিতে পারে, তবে এই নির্জ্জীববৎ জীবেরাও এককালে সাগরবসনা বসুমতীর অদ্বিতীয় অধীশ্বর ছিল। কেম্ব্রিয় স্তর পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধে সিলুরীয় এবং ডিবোনীয় স্তর। এই সময়ে ভূভাগ বহুল পরিমাণে জল হইতে ঊর্দ্ধ মস্তক করিয়াছে এবং উদ্ভিজ্জ বিস্তার হইয়াছে, কিন্তু দ্বিপত্রোৎপত্তিক Dicotyledonous উদ্ভিজ্জের সর্ব্বত্রে সম্পূর্ণ অভাব। কেম্ব্রিয় স্তর হইতে জীবশ্রেণী অনেক উন্নতভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্রমান্বয়ে কেম্ব্রিয়, জুফাইট, তাহার উন্নত শ্রেণী, পঙ্গাকীট, শম্বুকজাতীয় জীব। (Mollusca) ক্রস্টেসিয়া (চিংড়ি মাছের জাতি) এবং অতি কঠিন শল্কাবৃত মৎস্য ইত্যাদি এই স্তরদ্বয়ের অধিপতি। এই সময়ের জীবগণ কিরূপ স্বচ্ছন্দ মনে এবং কিরূপ অবস্থায় ক্রিড়া করিয়া ফিরিত, তাহা স্থিবি

সমুদ্রের কোন ক্রমানত তটে ভাটার আরম্ভে জল পরিত্যক্ত বেলা ভাগ অবলোকন করিয়াছেন, তিনিই বোধ হয় সিলুরীয় এবং ডিবোনীয় স্থল জল মিশ্রিত অবনী উপরে তৎকালিকী জীবের ক্রিড়া, কৌতুক, বিলাস, বৃত্তি অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন। ডিবোনীয় স্তর পরিত্যাগ করিয়', আঙ্গার্য্য এবং পার্মীয় স্তর। পার্মীয় স্তর আঙ্গার্য্য রূপ মহাস্তরের এক উপবিভাগ মাত্র বলিলে বলা যায়। আঙ্গার্য্য স্তরে লক্ষিত হইবে যে, এই সময়ে স্থল ও জল বিভাগ বিশেষ রূপে স্থাপিত হইয়াছে, বৃহৎ২ নদী, সঙ্কীর্ণ সাগর উপসাগর ইত্যাদিতে এক্ষণে পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগ অঙ্কিত হইয়াছে। এবং নিম্নগত স্তর সকল হইতে বহুতর বিষয়ে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট জীবের আবাস যোগ্য হইয়া আসিয়াছে; সুতরাং জীব সংখ্যাও অধিক ও উন্নত প্রকৃতির। এই সময়ের উদ্ভিজ্জ মণ্ডলী বহু বিস্তৃত, বিশাল এবং ভয় মোহ উৎপাদক। কিন্তু আশ্চর্য্য! উদ্ভিজ্জমণ্ডলীর এত বাহুল্য সত্ত্বেও কোন স্থলচর জীবের বাসচিহ্ন পাওয়া যায় না। কেবল জলচর মৎস্য, মেরুদণ্ডবিহীন বৃহদাকার সরীসৃপ এবং পূর্ব্বস্তরীয় কয়েক জাতিয় জীবের একাধিপত্য। তথা হইতে ঊর্দ্ধে পার্মীয় স্তরে অবলোকন করিলে দেখা যায় যে, আঙ্গার্য্য স্তরস্থ উদ্ভিজ্জ ক্রমে হ্রাস হইতে আরম্ভ ও অন্যতর অবস্থা গ্রহণোপযোগী হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এ স্থলের জীবশ্রেণী আঙ্গার্য্য স্তরের অনুরূপ, কিন্তু কিঞ্চিৎ২ পরিবর্ত্তনাধীন হইয়াছে। পার্মীয় স্তর আঙ্গার্য্য স্তর সহ জীব এবং উদ্ভিজ্জ সৃষ্টিতে এত সাদৃশ্যযুক্ত যে, পার্মীয় স্তর আঙ্গার্য্য স্তরের বিস্তৃতি বলিলেই হয়। এই খানে মৎস্য যুগের সন্ধ্যা, পৃথিবী এখানে "কনেবউ" অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া দ্বিরাগমনের উদ্যোগ করিতেছেন। মৎস্য যুগের আলোচনায় দেখা গেল যে, পৃথিবীর নানারূপ অবস্থা পরিবর্ত্তন এবং কাল পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও, একবার জীবসঞ্চার হইয়া আর কখনই তাহার নিবৃত্তি হয় নাই; এবং যত আপদ বিপদই ঘটুক, সেই জীব সৃষ্টি ক্রমে পৃথিবীর উন্নতি সহ উন্নতি ভিন্ন অবনতি প্রাপ্ত হয় নাই।

মৎস্যযুগের পরেই Mesozoic বা মধ্যযুগ। ইহা পার্মীয় স্তরের শেষ হইতে আরম্ভ করিয়া Cretaceous বা চৌর্ণ স্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই যুগ অতি পুরাতন মৎস্য যুগ এবং বর্ত্তমান যুগের প্রথমাঙ্ক টার্টিয়ারির (Tertiary) মধ্যবর্ত্তী, সুতরাং ইহা উভয় ধর্ম্মাক্রান্ত। প্রাচীন জীবমালার বহুজাতি যদিও অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু একেবারে লোপ হয় নাই। যখন দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান সময়েও তাহা অনেক জাতি ঈষৎ পরিবর্ত্তিতাকারে বাস করিতেছে, তখন যে তাহারা মধ্যযুগে একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহা হইতে পারে না। অনেক জাতি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সহ বর্ত্তমান থাকিয়া স্বচ্ছন্দ মনে পূর্ব্বের ন্যায় সমুদ্র সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছে বটে, কিন্তু এ যুগেও আবার নূতন বহুবিধ জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, ক্রমান্বয়ে তাহাদের আকার প্রকার এবং বৃত্তি অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং উৎকৃষ্ট ও জীবের শারীরিক যন্ত্র সকল স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত এবং কার্য্যকারী হইয়াছে। এই যুগেই আমরা স্থলচর জীবের আবির্ভাব, পক্ষী জাতির উৎ-

পত্তি এবং স্তন্যজীবীর অঙ্কুর দেখিতে পাই ; সুতরাং এই সময়ে যেমন কতকগুলি পূর্ব্ব জীবের ধ্বংস দেখিতে পাই, তেমনি কতকগুলি, যাহা পূর্ব্বযুগ সন্ধ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং এ যুগে তাহাদের পূর্ণাবস্থা, আবার পরযুগে যাহারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, এ যুগে তেমন কতকগুলি নূতন জীবের জন্ম, দেখিতে পাই। এ যুগের যুগাধিপতিগণ Plesiosaurus, Ichthyosaurus নামক বৃহৎ তিমিজাতীয় জলজীব, Megalosaurus, Hylæosaurus নামক সরীসৃপ জাতিয় অতি বৃহৎ জীব এবং Pterodactylus নামক পক্ষী জাতীয় জীব। ডারুইনের মতানুসারে ইহারা মনুষ্যজাতির অতি-বৃদ্ধ-প্রপিতামহ, কিন্তু তথাপি আমরা উহাদের বাঙ্গালা নাম জানি না,—আমরা অতি মূর্খ! আমরা যেমন ভাবিতেছি যে, আমরাই সৃষ্টির শেষ সীমা, উক্ত পূর্ব্বপুরুষগণের যদি আমাদের মত বোধ শক্তি থাকিত, তবে উহারাও ভাবিত যে, আমাদের দিয়াই জীব সৃষ্টির শেষ হইয়াছে। কাল ক্রমে আর একরূপ দ্বিপদজাতি জন্মিয়া যে যুগ যুগান্তে ভূগর্ভ নিক্ষিপ্ত তাহাদের অস্থি পঞ্জর টানিয়া বাহির করিবে, ইহা কখনই তাহাদের মনেও আসিত না, এবং ভবিষ্যৎ উহা ব্যক্ত করিয়া দিলেও মনে ধারণা করিতে পারিত না। এ সময়ের উদ্ভিজ্জাবলিও পূর্ব্বযুগ হইতে বহুতর ভাবে ক্রমে ক্রমে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী যুগের সমীপবর্ত্তী হইয়াছে। অনন্তর বর্ত্তমান যুগ।

বর্ত্তমান দ্বি অর্দ্ধে বিভক্ত, প্রথমার্দ্ধ, এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধ। প্রথমার্দ্ধে ইওসিন্ এবং মিওসিন্ (Eocene and Miocene) স্তর, দ্বিতীয়ার্দ্ধে প্লিওসিন্ এবং প্লিষ্টসিন্(Pliocene and Plistocene) স্তর। ইহা এবং পূর্ব্বে যাহা কথিত হইল, ইহারা সাধারণ স্তরবিভাগ; তদ্ব্যতিত বিশেষ২ স্তরবিভাগ আছে, তদালোচনা এখানে আবশ্যকও নাই, বলাও হইল না। প্রথমার্দ্ধযুগেও বর্ত্তমানরূপ স্থল জল বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে কি না, জানি না ; বোধহয় হয় নাই। এই অর্দ্ধযুগে প্রমাণের দ্বারা অনুমিত হয় যে, পৃথিবীর প্রায় বহুলাংশ গ্রীষ্মপ্রধান ছিল। এখনও যে সকল শীতপ্রধান, তাহাও বহুভাবে গ্রীষ্মপ্রধান ছিল। এক্ষণে যে সকল জাতিয় উদ্ভিজ্জ এবং জীবশ্রেণী গ্রীষ্মপ্রধান দেশ ভিন্ন অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না, এই সকল জাতির বহুতর জীব এবং উদ্ভিজ্জের নিদর্শন বৃটনদ্বিপে এবং ইউরোপের দক্ষিণ ভাগে পাওয়া যায় ; এই সময়ে স্তন্যজীবী জন্তুবর্গের বিশেষ আড়ম্বর। মধ্য যুগের সামান্য স্তন্যজীবী হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর উন্নত হইতে আরম্ভ হইয়া, সেই উন্নতি বানরজাতির সামান্য হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ শ্রেণিতে সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সময়ের জন্তুবর্গ অত্যন্ত বৃহৎ এবং ভীষণ দর্শন, ম্যামথ, ম্যাষ্টডন নামক হস্তিজাতীয় জীব। গণ্ডার, সিংহ প্রভৃতি নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। এ সময়ের জীব সংখ্যা এবং নামমালা প্রদান করিতে গেলে, স্থানে কুলায় না। বলা বাহুল্য যে এ সময়ের উদ্ভিজ্জ অনেক অংশে বর্ত্তমান জাতিয়। অধুনাতন আবিষ্ক্রিয়ার দ্বারা জানা যায় (গাড্রি সাহেব কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত যে মিওসিন্ স্তরে এক জাতিয় জীবের অস্থি পাওয়া গিয়াছে, যাহার আকার প্রকারাদিতে, তাহাকে Semnopithecus এবং Macacus নামক উচ্চ দ্বিজাতীয়

বানরের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়; সুতরাং মিওসিন্ উপযুগেই পৃথিবী মনুষ্য গ্রহণের অনেক উপযোগী হইয়া আসিয়াছে। ইহা তদ্দ্বারা অনুমিত হয় এই যুগের অন্ত হইতেই পৃথিবী বর্ত্তমানরূপ স্থল ও জল ভাগে বিভক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; পর্ব্বতগণ যেন যেখানকার যে সে খানে স্থাপিত হইয়া নবীন বেশ ভূষা গ্রহণে উদ্যত এবং সাগর উপসাগর বর্ত্তমান আকার ধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছে; নদ নদী পূর্ব্বযুগের ভীষণমূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া সঙ্কীর্ণায়তন হইতে চেষ্টা করিতেছে। যেন সুচতুর নাট্যকারগণ মানবরূপ দর্শকবৃন্দের আগমনের পূর্ব্বাহ্নে সাজ করিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিতেছে। এই রূপে প্রথমার্দ্ধ গত হইল। দ্বিতীয়ার্দ্ধ আগত। ইহার প্রথমাংশের অধিপতি উচ্চ জাতীয় বনমানুষ, দ্বিতীয় অংশের অধিপতি তাঁহারা, যাঁহারা এখন ভাবিতেছেন যে, আমাদিগেতেই জীব সৃষ্টির শেষ সীমা।

প্লিষ্টসিন্ স্তরের প্রারম্ভেই আমরা দেখিতে পাই যে, ম্যামথ, ম্যাষ্টোডন, ভল্লুক, হায়েনা, সিংহ প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জীব যাহারা পূর্ব্বকালে অকুতোভয়ে সচ্ছন্দ পদে অধুনাতন শীতপ্রধান দেশে বিচরণ করিয়া বেড়াইত, তাহারা তথা হইতে দূরীভূত হইয়া বিষুব রেখার সমীপবর্ত্তী স্থান সমূহে আশ্রয় গ্রহণে উদ্যত হইয়াছে। এবং বর্ত্তমান যে সকল জীবশ্রেণীর মধ্যে পৃথিবীর যে যে অংশে যাহারা এখন বসবাস করিতেছে, সেই সেই স্থানে তাহাদের বিভাগ এবং উপনিবেশ আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্ব কথিত বিষয় দ্বারা ইহা অবশ্যই জ্ঞাত হইবে যে, এপর্য্যন্ত আমরা মনুষ্যের কোন চিহ্নই দেখিতে পাই নাই। এতকাল পৃথিবী নির্ম্মনুষ্যা ছিল। কি ভয়ানক, কি আশ্চর্য্য কথা! এত যুগ, এত স্তর অতিক্রম করিয়া অবশেষে প্লিষ্টসিন্ স্তরের প্রারম্ভে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অতি সামান্য আকারের প্রস্তর নির্ম্মিত পাত্র এবং অস্ত্র শস্ত্র, ডোঙ্গা নৌকার অবশেষ সকল রহিয়াছে। কিন্তু এই সকলের সঙ্গে মনুষ্যের শারীরিক কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না; এমন কি যথায় বহু পরিমাণে ঐ সকল অবশেষ প্রাপ্তব্য, তথায়ও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই সকল অবশেষ বহু পরিমাণে সোমের (Somme) অধিত্যকায়, কানাডায়, স্কাণ্ডিনেবিয়ায় এবং ইংলণ্ডে পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন পণ্ডিত বিবেচনা করেন যে, মনুষ্য অন্যান্য জন্তু হইতে পক্ব দ্রব্যাদি ভোজী বলিয়া তাহাদের অস্থি অসার হইয়া থাকে; সুতরাং তাহা কাল পরিবর্ত্তনে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এ কথা অগ্রাহ্য। যে সকল মনুষ্যেরা প্রথমে অবনীমণ্ডলে পদার্পণ করিয়াছিল, অথবা যতদূর তাহাদের উদ্দেশ পাওয়া যায়, তাহাদের উপরি উক্ত অস্ত্র শস্ত্র এবং আসবাব দৃষ্টে ইহা কখনই বোধ হয় না যে, পক্ব দ্রব্যই ইহাদের আহার ছিল; ইহাদের তখন অট্টালিকাও ছিল না, কাশ্মীরি শালও ছিল না, পারশ্য হইতে জাফ্রানও আসিত না, স্পাইস দ্বীপপুঞ্জ হইতে মসলাও আমদানি হইত না। ইহারা তখন তিন ভাগ পশু এক ভাগ নর, যথেচ্ছা অরণ্য বিচরণে উদর পূরণ করিত। দ্বিতীয়তঃ যখন অতি প্রাচীনতম যুগের বৃক্ষপত্রটি পর্য্যন্ত, জীবের পদ চিহ্নটি পর্য্যন্ত অতি সামান্য এবং অস্থিবিহিন কীটের অবশেষ পর্য্যন্ত অতি চমৎকার ভাবে যুগ যুগান্ত

রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, তখন মনুষ্যের অস্থি যে ধ্বংস হইবে, ইহা অগ্রাহ্য। কোন অব্যক্ত কারণ বশতঃ তাহা পাওয়া যায় নাই, বিশেষতঃ কখনই বা ভূতত্ত্ব অনুসন্ধান করা হইয়াছে। সে যাহা হউক, অস্থি পঞ্জরাদি না পাইলেও উপরিউক্ত দ্রব্যাবশেষে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে যে, প্লিষ্টসিন্ স্তরের প্রথমেই মনুষ্যের আবির্ভাব হইয়াছিল, নতুবা ওরূপ যন্ত্রাদি প্রস্তুত করণে আর কোন্ জীবের সমর্থ হইতে পারে? যে ফিউজিয়ানদিগকে দেখিয়া ডারুইন সাহেবের মনোমধ্যে প্রথম এভাব প্রবেশ হয় যে, তাহারা বনমানুষ হইতে উৎপত্তি, এবং তাহার পূর্ব্ব পুরুষেরা আদিতে তদ্রূপ ছিল; প্লিষ্টসিন্ স্তরের আদি কালীয় মনুষ্যেরা তাহা অপেক্ষাও হীনতর ছিল, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, যে পৃথিবীতে মনুষ্য প্রথম পদার্পণ করিয়াছিল, সে পৃথিবী রহিয়াছে, যে সূর্য্য তাহাদিগকে প্রথম প্রভাত এবং দিবালোক দর্শন করাইয়াছিল, সেই সূর্য্যও আছে, যে সুধাংশুনিধি সুধালোক দানে প্রথম তাহাদিগের চক্ষুবিনোদন করিয়াছিল, সে চন্দ্রও রহিয়াছে, অসংখ্য হিরক খণ্ড সদৃশ যে নক্ষত্রপুঞ্জ অপার দূরে থাকিয়া স্তিমিতালোকে প্রথমে তাহাদিগকে ভীত, বিস্মিত এবং স্তম্ভিত করিয়াছিল, তাহারাও অদ্যাপি গগণতলে, সেই দূরত্ব, সেই হিরকখণ্ড সদৃশ মূর্ত্তি, সেই স্তিমিতালোকসহ বর্ত্তমান থাকিয়া বিরাজ করিতেছে; কিন্তু যে দিনে তাহারা সেই পৃথিবীতে পদার্পণ করিয়াছিল, যে দিনে সেই প্রভাত, সেই সূর্য্যকিরণে দিবালোক দেখাইয়াছিল, যে দিনে সেই সুধাংশুনিধি দেখিয়া নয়ন বিনোদন করিয়াছিল, যে দিনে সেই হিরক-খণ্ড-সদৃশ বহুদূরস্থিত নক্ষত্রপুঞ্জের স্তিমিতালোক দেখিয়া ভীত, বিস্মিত, স্তম্ভিত হইয়াছিল, সে দিন কোথায়? সে দিন কত দিন গত হইয়াছে, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? তোমার আমার ক্ষমতা নাই, কাব্য নাটকের ক্ষমতা নাই, জ্যোতিষের ক্ষমতা নাই, বিজ্ঞানের এখনও ক্ষমতা হয় নাই, কখনও হইবে কি না, তাহাও বলিতে পারি না; সুতরাং সেই দিন কতদিন গত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা দশ সহস্র বা দশ লক্ষ বৎসর বলি, সকলই সমান। এই পর্য্যন্ত আমাদের বলিবার ক্ষমতা আছে যে, কেম্ব্রীয় স্তরে প্রথম জীবসঞ্চার এবং প্লিষ্টসিন্ স্তরে প্রথম মনুষ্যসঞ্চার দেখিতে পাওয়া যায়।

জীবোৎপত্তি কিরূপে হয়, ইহা লইয়া অনেক বিদেশীয় পণ্ডিতগণ বহু প্রকার বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়াছেন। আমার স্মরণ হয়, একদা অধ্যাপক হক্সলির কোন বক্তৃতা মধ্যে দেখিয়াছিলাম যে, তিনি বলিয়াছিলেন, উপযুক্ত ভূতগণ একত্র সংঘটিত হইলে অনুরূপ জীবের উৎপত্তি হইবার সম্ভব। এতৎসম্বন্ধে অধ্যাপক ওয়েন বলেন, "If it be ever permitted to man to penetrate the mystery which enshrouds the origin of organic force, it will be, most probably, by experiment and observation on the atoms that manifest the simplest condition of life." ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের বুদ্ধি শক্তি এবং অনুভব শক্তি চমৎকার! যাহা হউক, আজি পর্য্যন্ত চেতন পদার্থ অন্তরে থাকুক, জড় পদার্থের অতি নিম্নতম বস্তুরও মূলতত্ত্ব মনুষ্য

বিন্দুমাত্র অবধারণে সমর্থ হয় নাই, অতএব চেতনের মূলতত্ত্ব নিরূপণের বহু বিলম্ব আছে। মৎস্যযুগ হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত যে সমুদয় জীবসৃষ্টি দেখিয়া আসিলাম, ইহারা আকার প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, উন্নত জীব জন্মিয়াছে, তৎপরে সৃষ্টির পরিমাস্বরূপ মনুষ্যও উৎপত্তি হইয়াছে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আদি সৃষ্টির সামান্য জুফাইট জাতিয় জীব হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত অবলোকন করিলে দেখা যায় যে, জীবসঞ্চারক একই নিয়ম অপ্রতিহত ভাবে মূল হইতে সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি রহিয়াছে। এবং উচ্চ হইতে নীচ অথবা নীচ হইতে উচ্চ এরূপ পর্য্যায়ক্রমে জীবসৃষ্টি অবলোকন করিলে, শারীরিক গঠন এবং বৃত্ত্যাদি যেন অতি নীচ হইতেই ক্রমেই অল্পে২ উন্নতিতে পরিণত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, আবার তদ্রূপ উচ্চ হইতে অল্পে২ নীচতায় পরিণত বলিয়া বোধ হইতে থাকে। আবার পরিবর্ত্তন এত ভয়ঙ্কর যে, পরিবর্ত্তনের উভয় সীমাস্থিত দুই জীবের প্রকৃতি অবলোকন কর, বোধ হইবে যে, এক সীমাস্থ সহ অপর সীমাস্থের কখন সৌসাদৃশ্য ছিল না, নাই এবং হইবে না। কিন্তু ধীরভাবে সমস্ত পরিবর্ত্তনের এক প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে২ অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গমন কর, আর ওরূপ বিশ্বাস থাকিবে না। উদ্ভিজ্জ সৃষ্টিতেও তদ্রূপ; শুধু তাহাই কেন, যেখানে আমরা অবলোকন করি, সেই খানেই দেখিতে পাই, নিয়ন্তার হস্ত এবং নিয়ম বিরাজ করিতেছে, কোথাও তাহার অভাব নাই। প্রত্যুত তাহার অভাব এত ভয়ঙ্কর যে, তাহার ক্ষণমাত্র অনস্তিত্বে সমস্ত জগৎ বিশৃঙ্খলাময় হইয়া উঠে। অতএব পরমাণু সমষ্টির যদৃচ্ছা সংঘটনে জীব কি কোন প্রকার সৃষ্টি হয়, এই তত্ত্বজ্ঞান বর্ত্তমান অবস্থায় গ্রহণযোগ্য নহে। বস্তুতঃ যদৃচ্ছা শব্দ কিরূপে ব্যাবহৃত হইতে পারে, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। অতর্কিত ভাবে বজ্রপাতে এক জন্তুর প্রাণ বিনষ্ট হইল, আমরা দেখিলাম যদৃচ্ছা বজ্রপাতে প্রাণ বিনষ্ট হইল, উহা আমরা দেখিলাম মাত্র, কিন্তু সেই সেই সময়ে সেই সেই কার্য্য যোগে সেই সেই কার্য্য ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, এ নিয়ম পূর্ব্বে প্রতিপালিত না হইয়া কখনই মনুষ্যের প্রাণ বিনষ্ট হয় নাই।

জীবসঞ্চারের প্রারম্ভাবধি দেখা গিয়াছে যে, নীচ হইতে আরম্ভ করিয়া জগতের অবস্থা অনুসারে ক্রমেই উন্নত জীবের আবির্ভাব হইয়াছে, এবং আমাদের দৃষ্টিতে মনুষ্য জাতিতে আসিয়া সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। এখানেই কি সীমা, না আরও পৃথিবী পরিবর্ত্তিত হইলে, আরও উন্নত জীবের আবির্ভাব হইবে, এ প্রশ্নের উত্তর করা সাধারণ নহে। তবে প্রাকৃতিক পূর্ব্বগত কার্য্য সকল অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, নিত্য নূতনতায় অবতরণ করাই প্রকৃতির কার্য্য। এমন কি মনুষ্য জাতির ভিতর ঐতিহাসিক সময়ের মধ্যেও নিত্য নূতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক সময়ের প্রারম্ভে যে সকল মানব জগতে বিচরণ করিত এবং এখন যাহারা তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে, এতদুভয় সহ তুলনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে, অথবা সভ্যতম দেশের একজন এবং টেরাডেলফিউগো দ্বীপবাসী আর একজন, এতদুভয়ে তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, সেই দ্বীপবাসী এক

জন মানবের এবং উচ্চ শ্রেণীস্থ বন-মানুষে যে অন্তর, একজন উক্তরূপ সভ্য জাতীয় ব্যক্তির সহ ঐ দ্বীপবাসীর প্রায় তদ্রূপ অন্তরতা। সুতরাং পূর্ব্বাপর পরিবর্ত্তনই যখন প্রাকৃতিক ক্রিয়া বলিয়া অনুমিত হয়, তখন যে সময়ে মনুষ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীব পৃথিবীতে রাজত্ব করিবে না, একথা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়? জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, তবে মনুষ্য জাতি কতকাল থাকিবে, এ জিজ্ঞাসার উত্তর নাই, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, মনুষ্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে পরিবর্ত্তন প্রবাহিত হইতে যে সময় লইতেছিল, মনুষ্যের বহুকার্য্যতা হেতু সে প্রবাহ অপেক্ষাকৃত দ্রুততর হইতে পারে।

পৃথক্ পৃথক্ জীব পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টি হইয়াছে, কি আদিতে সৃষ্ট জীবের বংশাবলী ক্রমে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে, একথাও ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ নানা জনে নানা মত মীমাংসা করেন। স্বেদজ, অণ্ডজ প্রভৃতি পূর্ব্বতত্ত্ব গতাসু হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন ভূতসংঘটনে নিত্য নূতন জীব সৃষ্টি এ তত্ত্বও গতাসুপ্রায়। ঐ সকল তত্ত্বের বিপক্ষবাদিদিগের পূর্ব্বচূড়ামনি লামার্ক, অধুনাতন ডারুইন। ডারুইনের মতে আদি সৃষ্ট জীবের বংশাবলীক্রমে উন্নত হইয়া উচ্চতম জীবে পরিণত হইতেছে। বস্তুতঃ স্থূল দৃষ্টিতে অবলোকন করিলে জীবসৃষ্টির নিম্নতম পর্য্যায় হইতে উচ্চ পর্য্যায় পর্য্যন্ত যেরূপ ক্রমোন্নতি দেখা যায়, তাহাতে ঐ মতই সহসা বিশ্বাস যোগ্য। অনেক বিজ্ঞানবিদের ঐ মত, কিন্তু বড় লোকের মত বলিয়াই যে বিনানুসন্ধানে তন্মত গ্রাহ্য এবং গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, ইহা কখনই হইতে পারে না। ডারুইন উক্তরূপ ক্রমোন্নতি সাধনের যে উপায় নির্ণয় করেন, তন্মধ্যে দুই রূপ প্রধান; এক (Sexual selection) বাঙ্গলায় যথাযোগ্য স্ত্রী পুরুষ সংঘটন ব্যতিত কি বলিব, তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না, এবং (Evolution) অর্থাৎ এক জীব হইতে ক্রমে ক্রমে জীবান্তর প্রাপ্ততা। তদ্বিষয় বলিতে আমরা অদ্য ক্ষান্ত হইলাম।

জাহ্নবী হৃদয়ে।

১

শান্ত ভাগীরথী-জলে শান্ত সমীরণ
খেলায় লহরী-লীলা শান্ত সুকোমল
সরলা জাহ্নবী ধরে হৃদয়ে আপন
সুনীল গগণ-ছবি। সরল, উজ্জ্বল,
মধ্যাহ্ন-তপন নিজ কিরণমালায়
সহস্র তরঙ্গ' পরে,
রাখে কত যত্ন ক'রে;—
জাহ্নবী-হৃদয়ে কত যতনে সাজায়।

২

একটি তরঙ্গ উঠে, অমনি তাহায়
তপন আপন করে সাজায় কেমন;—
ঝক্ মক্ ঝক্ মক্ যেমন হীরায়
গাঁথিয়ে চিকণ মালা হৃদয়-ভূষণ—
যতনে তটিনী-হৃদে আপনি পরায়।
সরল জাহ্নবী-প্রাণ,
গায় সুখে প্রেম-গান,
কুলু কুলু রবে ধীরে তরঙ্গ খেলায়।

৩

সে শান্ত বিমল জলে তট তরু যত
বিম্বিত হইয়ে সাজে কেমন সুন্দর
উর্দ্ধপদ অধঃশির যোগী ঋষি মত;
কভু বা সুস্থির, কভু কাঁপে থর থর,
যখন তটিনী কাঁপে পবন-হিল্লোলে।

কাঁপে তরু, কাঁপে পাতা,
পাদপে জড়িত লতা
কাঁপে তালে তালে যবে তরঙ্গ উথলে।

৪

হেন শান্ত নদী-জলে আপনা আপনি
চলে তরি ধীরি ধীরি, নাহি কর্ণধার,
তটিনী-প্রবাহ সুখে চালয় তরণী,
যে দিকে যেমন রূপে বাসনা তাহার।
খেলায় তরঙ্গ-লীলা তটিনী যখন,
ধীরে ধীরে নাচে তরি;
পবিত্র প্রবাহ ধরি
নাচিতে নাচিতে চলে অমনি তখন।

৫

তরঙ্গিনী-কূলে বসি করি দরশন—
চলে তরি, চলে নদী, তরঙ্গ খেলায়;
গগণে, তটিনী হৃদে খেলে নব-ঘন,
বিহরে বিহঙ্গ যেন মেঘেতে মিশায়।
নিরখি চৌদিকে চারু কত শোভা আর,
যুড়াই নয়ন মনে;
আবার তরণী পানে
হেরি সচকিতে,—দেখি কি গতি তাহার।

৬

সহসা নিস্তব্ধ সব; তটিনী-হৃদয়ে
আর না তরঙ্গ খেলে আর না পবন,
বহে মৃদু পূর্ব্ব মত; প্রতিবিম্ব ল'য়ে
আর না আদরে নদী দোলায় তেমন।
সকলি প্রশান্ত স্থির; তরণী আমার
ধীরে ধীরে ধীরে চলে
কেবল প্রবাহ বলে;
স্থির নদী, কেবা আর সহায় তাহার।

৭

আচম্বিতে চারিদিক্ করিয়ে আঁধার,
বহে বেগে ঝঞ্ঝা-বায়ু; পাগল মতন
জীর্ণ-পত্র রাশি ল'য়ে ধূলি রাশি আর
খেলায় পবন; খেলে তরঙ্গ ভীষণ
তটিনী হৃদয়ে। শুনি তরঙ্গ-নিনাদে
আচম্বিতে মনে হ'ল
তরণী কোথায় গেল,
অমনি মানস মম পূরিল বিষাদে।

৮

চকিত চঞ্চল আঁখি, আকুল পরাণে
হেরিনু তরণী পানে; সে ঘোর আঁধারে
নিরখি তরণী মম পড়িয়ে তুফানে
হাবু ডুবু খায়; ভাবি কে রক্ষিবে তারে
হেরিনু ভাবনা ভরে হেরিনু তখন,—
ঘুরিল মস্তক মম,—
সামান্য খেলনা সম
ডুবাইল তরি মম তরঙ্গ ভীষণ।

৯

ডুবিল তরঙ্গে তরি, বিষাদে মানস;
চিন্তার তরঙ্গ বেগে উথলিল আর;
অবসন্ন কলেবর, ভাঙ্গিল সাহস,
নারিনু বুঝিতে কিছু; চেতনা আমার
ত্যজিল আমারে যেন। কতক্ষণ পরে
শুনিনু ঝটিকা রব,
হেরিনু তখনো সব
আকুল তেমতি। হেরি ভাবিনু অন্তরেঃ—

১০

হেন শান্ত নদী-জলে উঠিল যখন
তরঙ্গ ভীষণ, তাহে ডুবিল তরণী;
সংসার-সমুদ্র মাঝে না জানি কেমন
বহিবে প্রবল ঝড়; না জানি কেমনি
উঠিবে তরঙ্গ তাহে; না জানি তখন
কেমনে জীবন-তরি
রক্ষিব, তরঙ্গে পড়ি
ডুবিবে নিশ্চয় অই তরণী মতন।

১১

ডুবিবে নিশ্চয় অই তরণী মতন;
নারিব রক্ষিতে তারে আমি অসহায়;—
ভাবিলাম মনে মনে। সহসা তখন
পড়িল কি কথা মনে;—নাচিল হৃদয়,
ছুটিল শোনিত বেগে ধমণী ভিতর;
মাতিল সাহসে মন;
হাসি হাসি দুনয়ন
আপন আনন্দে আজি আপনি কাতর।

১২

ঝটিকা, তরঙ্গ, তরি, ভুলিয়ে সকলি;
ভুলিয়ে সংসার-চিন্তা; মুদিয়ে নয়ন
হেরিনু অন্তর পানে; হেরিনু কেবলি
সাহস অক্ষরে লেখা সাহস বচন—
'কর যত্ন হ'বে জয়, সংকল্প-সাধনে;
সাধিতে আপন ব্রত

স্বীয় কার্য্যে হও রত,
এক মনে ডাক সেই অনাথ-শরণে।
১৩
মাতিল সাহসে মন, ভাবিনু তখন

কেন অসহায় আমি থাকিতে সহায়—
থাকিতে জগত-পতি, অনাথ-শরণ।
পড়িব বিপদে যবে ডাকিব তাঁহায়,
যুঝিব পরাণ পণে, যায় যাবে প্রাণ।

চৈতন্য।

তৃতীয় অধ্যায়।

লোকের প্রকৃতি দুই ভাগে বিভক্ত। এক দল সাময়িক ঘটনার স্রোতে ভাসিয়া যায়। ভোগে শোকে, আমোদে নিরামোদে, আশায় নিরাশায়, সুখে দুঃখে, ঘটনা যে দিকে যায়, তাহারাও অনুমাত্র স্বাধীনতা বিহীন হইয়া সেই দিকে ধাবিত হয়। আশার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া কার্য্য বিশেষে প্রবৃত্ত হয়, পরক্ষণেই নিরাশ হইয়া চির জীবনের জন্য তাহার অনুসরণ ত্যাগ করে। অপর দল জীবনে কোন একটী বিশেষ লক্ষ্য অনুসরণ করিয়া কার্য্য করে, বৃত্তিস্থ সমুদায় রেখার ন্যায় তাহাদিগের কার্য্য সেই কেন্দ্র সহ যুক্ত। গ্রহগণ সূর্য্য হইতে বহু দূরে ভ্রমণ করিয়াও যেমন একমাত্র মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রভাবে স্থির থাকে ও নির্দ্দিষ্ট স্থান ভ্রষ্ট হয় না, সেইরূপ বহু কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও তাহারা এক স্থিরীকৃত উদ্দেশ্য পরায়ণ হইয়া তাহার দিকে অত্যধিক আশক্তি বশতঃ নিয়মিত কার্য্যকলাপ পরিত্যাগ করে না। ভোগে, আমোদে, আশায়, সুখে অথবা শোকে, নিরামোদে নিরাশায়, দুঃখে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য বিস্মৃত হয় না। সম্পদে গর্ব্বিত হইয়া অথবা নৈরাশ্যে ভগ্নোদ্যম হইয়া নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য বিস্মৃত হয় না। অত্যুন্নত পর্ব্বত শৃঙ্গের ন্যায় ঝটিকা বা বৃষ্টিদ্বারা আক্রান্ত হইলেও সিক্ত-শির হয় না।

সংসারে প্রথমোক্তদলের লোক অতি অল্প সংখ্যক দেখা যায়। দ্বিতীয় দলের লোকই অধিক। কিন্তু তাহারও আবার পরস্পর বহুল পরিমাণে উদ্দেশ্যগত বিভিন্ন। কেহ ধন, কেহ মান, কেহ প্রভুত্ব ও কেহ পারলৌকিক সুখোদ্দেশে কার্য্য করে। ধন লিপ্সু লোক কি রূপে অধিক ধন সঞ্চয় করিবে, তদ্দিকেই দৃষ্টি করে। উপার্জ্জনে অথবা দৈনিন্দিন ব্যয়ে মান সম্ভ্রমের দিকে দৃষ্টি করে না। যশ অনুসন্ধায়ী ইহার বিপরীত। জীবনের সুখ সচ্ছন্দে অথবা ধনের দিকে দৃষ্টি নিরপেক্ষে প্রাণপণ করিয়া মান সম্ভ্রম রক্ষা করে। প্রভুত্ব লিপ্সু লোক প্রভুত্ব মদে মত্ত হইয়া যাবজ্জীবন সমরক্ষেত্রের ক্লেশকে সুখভবন মনে করে। দয়া ও ন্যায়পরতার মুণ্ডে পদাঘাত করিয়া ভিন্ন দেশ জয় করিতে অথবা ভিন্ন জাতীয়দিগকে করতলস্থ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। অযশ অথবা অধর্ম্মের ভয় হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটাইতে পারে না। পক্ষান্তরে ব্রহ্মনিবিষ্টচেতা সাধু ঐহিকের ধন, মান, সম্ভ্রম, সুখ, যশ সমুদয় ত্যাগ করিয়াও সৎ পথে থাকিতে চেষ্টা করে। অত্যাচারির লৌহ অথবা অগ্নি তাঁহাদিগের স্বর্গীয় বলে বলীয়ান নির্ভীক হৃদয়ের ভয় সঞ্চার করিতে পারে না।

চৈতন্য এই দুই দলের মধ্যে দ্বিতীয় দলের চতুর্থ শ্রেণীর লোক। তাঁহার

হৃদয় পরলোকের জন্য ব্যাকুলিত হইয়া ছিল। ইহলোকে কেবল তাঁহার শরীর মাত্র ছিল, মন পারলৌকিক সুখের অক্ষয় ভাণ্ডারের দিকে ধাবিত হইয়া ঐহিককে একেবারে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিল। অজ্ঞানাচ্ছন্ন লোকে পরলোকের জন্য এতাধিক ব্যাকুলতা বুঝিয়া উঠিতে পারে না; সুতরাং উন্মত্ততার লক্ষণ মনে করে। পক্ষান্তরে পারিষদবর্গ দেবভাবের চিহ্ন মনে করিয়া আপনাদিগের মত প্রচার করিতে আন্তরিক ব্যাকুলিত হইয়া নানা রূপ মিথ্যা প্রবাদ দ্বারা তাহার প্রাধান্য বিস্তারের জন্য চেষ্টা করে।

বৈষ্ণবগণ মানব সুলভ এই সাধারণ অপূর্ণতা বশীভূত হইয়া পুরাণাদিতে নানা রূপ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত করিয়াও চৈতন্যের ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। নিম্নে তাহার কএকটী দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হইল।

১। মথুরা নাথ বচনং পদ্মপুরাণে—

কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোঽহং মহীতলে।
ভাগিরথীতটে রম্যে ভবিষ্যামি শচীসুত॥

রমণীয় ভাগিরথীতটে কলির প্রথম সন্ধ্যাতে পৃথিবীতলে আমি শচীগর্ভে গৌরাঙ্গ রূপে জন্ম পরিগ্রহ করিব।

২। দ্বারকানাথ বচনং নারদীয় পুরাণে—

অহমেব কলৌবিপ্র নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকাণপ্রথ্যামি সর্ব্বথা॥

হে বিপ্র! কলিকালে আমি প্রচ্ছন্নশরীর ধারণ করিয়া ভগবদ্ভক্ত রূপে সর্ব্বথা লোকদিগকে রক্ষা করিব।

৩। গোলকনাথ বচনং গারুড় পুরাণে—

কলিনাদহ্য মনানাং পরিত্রাণায় তনুভৃতাং।
জন্মপ্রথম সন্ধ্যায়াং করিষ্যামি দ্বিজাতিষু॥

কলি কর্ত্তৃক দগ্ধ শরীরীদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত আমি কলির প্রথম সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিব।

৪। গোকুলনাথ বচনং যামলে—

অহংপূর্ণভবিষ্যামি যুগ সন্ধোবিশেষতঃ।
মায়াপারে নবদ্বীপে বারমেকং শচীসুতঃ॥

৫। গরুড়ে—

যদ্গোপীকুলকুম্ভ সম্ভ্রমভরারম্ভেণ সংবর্দ্ধিতং।
যদ্গোপকুমারসার কলয়াবঙ্কিমুভঙ্গীকৃত।
যদ্বৃন্দাবন কাননে প্রবিলসৎ শ্রীদামদামাদিভি
তৎপ্রেম প্রকটঞ্চকার ভগবান চৈতন্যরূপপ্রভুঃ

চতুর্থ অধ্যায়।

গয়াধাম হইতে প্রত্যাগত হইয়া, চৈতন্য কয়েক বৎসর গৃহে অসংসারী ভাবে অবস্থিতি করিয়া ছিলেন। গৃহে সর্ব্বদা শিষ্যগণসহ নাম সংকীর্ত্তন করিতেন। চৈতন্য সংকীর্ত্তনকে সাধনের অদ্বিতীয় উপায় জ্ঞান করিতেন। নিম্নে তাহার প্রমাণ প্রদত্ত হইল।

সতে ধ্যায়তে বিষ্ণু ত্রেতায়াং যযতেমখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌতদ্দ্পরিকীর্ত্তনাৎ॥
হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলং।
কলৌনাস্তেব নাস্তেব নাস্তেব গতিরণ্যথা॥

হরিদাস ও বিপ্রের কথপোকথনস্থলে চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে সংকীর্ত্তন মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। কথিত আছে, হরিনদী গ্রামবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ হরিদাসের উচ্চ নাম-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া উপহাস করিতে লাগিলেন। হরিদাস বলিলেন—

হরিদাস বলেন শুনহ মহাশয়।
যে তত্ত্ব ইহার বেদে ভাগবতে কয়॥
শুন বিপ্র সকৃত শুনিলে কৃষ্ণনাম।
পশু পক্ষ কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম॥

তথাহি দ্বাদশ স্কন্ধে সুদর্শন বচনং—

যন্নাম গৃহ্নান্নখিলান্ শ্রোতৃনাত্মানমেবচ।
সদ্যঃ পুনাতিং কিং ভয়স্তস্যস্পর্শঃ পদাহিতে॥

তথাহি নারদীয়ে প্রহ্লাদ বাক্যং—
জপতো হরিনামানি শ্রবণে শত গুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপম শ্রোতৃণ্‌পুনাতি।
তথাহি ভাগবতে—

কৃষ্ণবর্ণংত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গপাঙ্গ পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ প্রায়ৈ সংকীর্ত্তনৈঃ যজন্তীহসুমেধসঃ।।

চৈতন্য এই সংকীর্ত্তন মাহত্য পরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। প্রথম দিবস শুক্লাম্বর চক্রবর্ত্তীর গৃহে চৈতন্য ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণ একত্রিত হইলেন। অনেকক্ষণ কীর্ত্তন হইল। বৈষ্ণবগণ প্রেমাবেশে বহুক্ষণ অচেতন থাকিল। পর দিবস শিষ্যবর্গ প্রভাতে তাঁহার নিকটে আসিল। চৈতন্য কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হইয়া এই রূপে কৃষ্ণ মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন—

হরি বলি পুথি মেলিলেন শিষ্যগণে,
শুনিয়া আনন্দ হইলা শচীর নন্দনে।
বাহ্য নাহি প্রভুর শুনিয়া হরিধ্বনি,
শুভদৃষ্টি সভারে করিলা দ্বিজমনি।
আবিষ্ট হইয়া প্রভু করয়ে ব্যাখ্যান,
সুত্রবৃত্তি টীকায়ে সকলে হরি নাম।
প্রভু বলে সর্ব্বকাল সত্য কৃষ্ণ নাম,
সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণ বহি না বলায়ে আন।
হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর,
অজ ভব আদি যত কৃষ্ণের কিঙ্কর।
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি যে আর বাখানে,
বৃথা জন্ম যায় তার অসত্য কথনে।
আগম বেদান্ত আদি যত দরশন,
সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে কৃষ্ণ পদ ভক্তিধন।
মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়,
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে ধায়।
করুণাসাগর কৃষ্ণ জগত-জীবন।
সেবক বৎসল নন্দ গোপের নন্দন।
হেন কৃষ্ণ নামে যার নাহি রতি মতি।
পড়িয়াও সর্ব্ব শাস্ত্র তাহার দুর্গতি।।
দরিদ্র অধমে যদি লয় কৃষ্ণ নাম।
সর্ব্ব দোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণ ধাম।।
এইমত সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায়।
ইহাতে সন্দেহ যার সেই দুঃখ পায়।।
কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি যে শাস্ত্র বাখানে।
সে অধমে কভু শাস্ত্র মর্ম্ম নাহি জানে।।
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় মাত্র শাস্ত্র বহি মরে।।
পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারে খারে।
কৃষ্ণ মহা মহোৎসব বঞ্চিত তাহারে।।

* * *

দেখি কার শক্তি আছে এই নবদ্বীপে।
খণ্ডুক আমার ব্যাখ্যা আমার সমীপে।।
চৈতন্য ভাগবত মধ্যম খণ্ড।

এই রূপ কিছুক্ষণ গত হইলে, চৈতন্য চৈতন্য লাভ করিয়া স্নানান্তে ভোজন করিতে গেলেন। শচী ভোজ্য দ্রব্য আনয়ন করিয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অদ্য কি বিষয়ের কথোপকথন হইতেছিল। চৈতন্য উত্তর করিলেন, অদ্য কৃষ্ণনাম পাঠ করিয়া কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিতেছিলাম। মাতঃ! চণ্ডাল কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিলে চণ্ডালত্ব অতিক্রম করে। বিপ্র কৃষ্ণনাম ত্যাগ করিলে বিপ্রত্ব হারায়। মাতঃ! কৃষ্ণকে ভক্তি কর। কৃষ্ণের সেবক গর্ভবান অথবা কালচক্রের যন্ত্রণা দ্বারা প্রপীড়িত হয় না। কৃষ্ণের সেবক পুনর্জ্জন্ম মরণের ক্লেশ ভোগ করে না। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে।
নশ্রোতব্যং নবক্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ।
জয়মুণি ভারত।

নযত্র বৈকুণ্ঠ কথা সুধাপগান সাধবোভাগ
বতাস্তদাশ্রয়াঃ।
নযত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবা সুরেস লোকোঽপি
নবৈ নসেব্যতাং।।
ভাগবত।

সদ্য মুক্তি পথি পুনঃ সিশ্লোদর কুভোদ্বমৈ।
আস্থিতো মরমতে জন্তুরেক বিংশতি পূর্ব্ববৎ।।

অনায়াসেন মরণংবিনা দৈন্যেন জীবনং।
অনারাধিত গোবিন্দ চরণস্য কথং ভবেৎ।

অতএব মাতঃ! কৃষ্ণকে ভক্তি কর। ভক্তিহীন কর্ম্মে কোন ফল নাই।

চৈতন্যের জননী ও শিষ্যবৃন্দ এই সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়া জ্ঞান ও কর্ম্ম কাণ্ড প্রধান সময়েও ভক্তি মাহাত্য ধারণা করিতে পারিলেন। কিছু দিনের মধ্যে চৈতন্যের আলয় ভক্তি মাহাত্যে পূর্ণ হইল। এদিকে দিনে দিনে চৈতন্যের প্রেম আরও গাঢ় হইল। এবং কিছু কাল মধ্যে তিনি তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া বাহ্যজ্ঞান-শূন্য প্রায় হইলেন। শিষ্যেরা পাঠ লইতে আইসেন, প্রভু প্রত্যেক শব্দের ও অক্ষরের কৃষ্ণ পক্ষে অর্থ করেন। শিষ্যেরা ভাবিলগুরু বায়ুরোগ গ্রস্ত হইয়া এই রূপ প্রলাপোচ্চারণ করিতেছেন। এবং সকলে একত্রিত হইয়া পরমগুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট গমন করিল।

গঙ্গাদাস অপরাহ্নে চৈতন্যকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, বৎস! অজ্ঞানাচ্ছন্ন ভক্তিতে পরম পুরুষার্থ লাভ হয় না। বিশেষ তোমার পূর্ব্ব পুরুষেরা সকলেই মহা পণ্ডিত ছিলেন। তুমি বাতুলের ন্যায় অন্ধ ও ভক্তিমার্গের অনুসরন না করিয়া অধ্যয়ণ ও অধ্যাপন কর। জ্ঞান ব্যতীত কেবল ভক্তিতে কদাপি কৃষ্ণ প্রাপ্তি হইবে না। প্রভু এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন গুরুদেব! আমি অদ্য হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, আমি শাস্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিব, নবদ্বীপবাসী কেহ তাহা খণ্ডন করিতে পারিবে না।

চৈতন্য হয় ত ঈশ্বরে অটল বিশ্বাস বশতঃ প্রার্থনার বলের উপর নির্ভর করিয়া এরূপ বলিয়াছেন। অন্ধ বিশ্বাসী লোক মাত্রে মনে করে তর্ক দ্বারা কোন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় না। প্রত্যাদেশ দ্বারা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কঠিন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। হইতে পারে যে, এই বলের উপর নির্ভর করিয়া চৈতন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, নবদ্বীপে আর কেহ তাঁহার ব্যাখ্যা উল্‌টাইতে পারিবে না।

বস্তুতঃ অন্ধ বিশ্বাসী লোকেরা প্রকৃত সত্য আবিষ্কার করুক বা না করুক, যাহা বিশ্বাস করে, সহস্র যুক্তি দ্বারা তাহার বিশ্বাসের অন্যথা করা যায় না। সুতরাং জয়ী হউক অথবা পরাভূত হউক, মনে করে যে তাহারা জয়ী হইয়াছে।

অনেকে মনে করিতে পারেন, চৈতন্য ব্যাকরণ মাত্র সমাপ্ত করিয়া চতুষ্পাটী ত্যাগ করিয়া কিরূপে অধ্যাপক নামে পরিচিত হইলেন। আমরা এ কথার এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছি। প্রকৃত ধার্ম্মিক লোক সত্যানুসন্ধায়ী; সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্ম,সত্যাসত্য নির্ব্বাচন জন্য তাঁহাকে অনেক অনুসন্ধান, অধ্যয়ণ ও চিন্তা করিতে হয় এবং তদ্দারা মনোবৃত্তি অনেক পরিমাণে চালিত হয়*। সুতরাং ধার্ম্মিক লোক নিরক্ষর হইলেও সাধারণ লোকাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক জ্ঞানী দৃষ্ট হয়।

চৈতন্য গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট এইরূপে প্রতিশ্রুত হইয়া সশিষ্যে গঙ্গাতীরে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথায় শিষ্যগণের জ্ঞানোন্নতি পক্ষে চেষ্টা করিবেন, না একদা রত্নগর্ভ আচার্য্য উচ্চারিত—

শ্যামং হিরণ্য পরিধিং বনমাল্য বর্হ ধাতু
প্রবাল নটবেষমনব্রতাংশে।

* লর্ড বেকনের এই মত।

বিন্যস্তহস্ত মিতরেণ ধূনানমজ্ঞং কর্ণেবং
পালালক কপোলমুখাজ্জহাসং ॥

দূরাগত শ্লোকরব শ্রবণ করিয়া প্রেমাবেশে ভূমিতে মুর্চ্ছিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জ্ঞান লাভ করিয়া দ্বিজবরের সহিত প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। শিষ্যগণ ক্রমাগত ৮।১০ দিবস কাল পাঠ লইতে চেষ্টা করিয়া প্রভুর মুখে কৃষ্ণনাম ব্যতীত অন্য রব শ্রবণ না করিয়া এক দিবস নিভৃতে তাঁহার নিকট সমুদয় মনের কথা বর্ণন করিল। চৈতন্য শিষ্যগণের হৃদয় বুঝিয়া ধীরভাবে বলিলেন, "আমার জিহ্বা হইতে কৃষ্ণব্যতীত অন্য শব্দ নির্গত হইবে না, তোমরা অন্য অধ্যাপকের নিকট গমন করিয়া পাঠারম্ভ কর" এই বাক্য শিষ্যদিগের হৃদয়ে আহত হইয়া যুগান্তর উপস্থিত করিল। তাহারা প্রভুর কৃষ্ণনামোপদেশের মর্ম্ম বুঝিতে পারিল। এবং অন্য আচার্য্যের নিকট যাইয়া অশ্রেষ্ঠ জ্ঞানোপার্জ্জনে অসম্মত হইয়া পাঠত্যাগ করিয়া তাঁহার ভক্তবৃন্দ মধ্যে পরিগণিত হইল।

বালকের কোমল হৃদয় স্বভাবতঃ স্বার্থশূন্য ও উৎসাহী। সুতরাং নবযৌবনে যে কোন বিষয়ে অত্যাসক্তি জন্য ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া তাহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে। বিশেষতঃ যদি ধর্ম্ম লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে যে তজ্জন্য ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া যাহা ভাল বোধ হয়, তদ্রূপ আচরণ করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? সুতরাং যে জন্য নেটীব কন্বার্ট ও ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী অধিকাংশ যুবক বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া কেবল সংস্কারক মধ্যে গণ্য হয়, সেই কারণেই চৈতন্যের শিষ্যবর্গ অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া মহা ভাগবত হইয়া উঠিল।

পঞ্চম অধ্যায়।

একদা ভক্তবৃন্দ একত্র সম্মিলিত হইয়া অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে গমন করিলেন। অদ্বৈত বৈষ্ণবদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, অদ্য গীতার এক শ্লোকের অর্থ হৃদ্বোধ করিতে না পারিয়া অনাহারে শয়ন করিয়াছিলাম। সমস্ত দিবসের ক্লান্তিতে হঠাৎ নিদ্রায় অচেতন হইয়া স্বপ্ন দেখিলাম যে স্বয়ং অখিলনাথ আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন,"আমি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি এবং অতি শীঘ্রই পৃথিবীর সমুদয় স্থলে আমার নাম কীর্ত্তিত করাইব। আমি আরও দেখিলাম যে আমাদিগের বিশ্বম্ভরই (চৈতন্যের নামান্তর) সেই অখিলপতি। কিছু কাল পরে বিশ্বম্ভর তথায় সত্যই আগমন করিলেন। আচার্য্য প্রভু তাঁহার নিকট সাময়িক দুর্গতি বর্ণন করিয়া পাষণ্ডদিগকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু (চৈতন্যকে তদীয় শিষ্যবৃন্দ এই নামে অভিহিত করিয়া থাকে) এই সমুদয় শ্রবণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এবং পাষণ্ডেরা ভক্তের মনোদুঃখের কারণ হইয়াছে, এই কথা ভাবিয়া কিরূপে পাষণ্ডদিগকে পরাজিত করিবেন, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই ঘটনা হইতে চৈতন্যের চরিত্রের কতক পরিবর্ত্ত ঘটিল। চৈতন্য শান্তভাব ত্যাগ করিয়া পাষণ্ডদিগকে বিনাশের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুতরাং সময়ে সময়ে যার পর নাই উগ্রভাব ধারণ করিয়া লোককে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কখন কখন প্রেমাবেশে উগ্রস্বভাব হইয়া নির্দ্দোষিনী বনিতা

অথবা প্রতিবেশীদিগের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্যপুত্র শচী পুত্রের ঈদৃশী অবস্থা দেখিয়া মহা চিন্তাকুলা হইয়া চিকিৎসক আহ্বান করিলেন। বৈদ্যরাজ বায়ুরোগ বিবেচনাতে শিতবীর্য্যের তৈল ও ঘৃত ব্যবস্থা দিলেন।

পরম-উদার-স্বভাব শচী বৈদ্যের বাক্যের উপর যথোচিত আস্থা প্রকাশ না করিয়া শ্রীবাস নামক জনৈক বৈষ্ণব নিকট গমন করিয়া, তাঁহাকে নিজালয়ে আহ্বান করিয়া আনিলেন। চৈতন্যদেব ভগবদ্ভক্ত দর্শন করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া হতজ্ঞান হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সজ্ঞা লাভ করিয়া শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি আমাকে উন্মাদ জ্ঞান কর" শ্রীবাস উত্তর দিলেন "তুমি উন্মাদ বট, কিন্তু বায়ু রোগ তোমার উন্মত্ততার কারণ নহে, তুমি প্রেম ভক্তিতে উন্মত্ত হইয়াছ। আমরা সকলেই তোমার মত উন্মত্ত হইতে ইচ্ছা করি।" শ্রীবাসের এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন "তুমি যদি আমাকে বায়ু রোগগ্রস্ত মনে করিতে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সহানুভৌতিক নৈরাশ্যে আমি প্রাণত্যাগ করিতাম।" শচী শ্রীবাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই হৃষ্টমতি হইলেন। একদা মনোদুঃখে অদ্বৈতাচার্য্য তুলসী চয়ন করিতে ছিলেন, এই সময়ে মহাপ্রভুকে সমীপস্থ দেখিয়া ভাবিলেন, ইনি অন্তর্যামী ভগবান, অন্যথা কি রূপে আমার হৃদয়ের বেদনা বুঝিয়া এস্থানে উপনীত হইলেন। সুতরাং পূর্ণব্রহ্ম অবতার জ্ঞান করিয়া চরণ পূজা করিলেন। প্রভু বিশ্বম্ভর শীঘ্রই আত্ম সংবরণ করিয়া আচার্য্যের চরণোপান্তে পতিত হইলেন। এই যাত্রা চৈতন্য কিয়দ্দিবস আচার্য্য প্রভুর আলয়ে অবস্থান করিলেন।

সহজে বিশ্বাসিনী অজ্ঞানাচ্ছন্না বৈষ্ণবদিগের গৃহিণীগণ মহা-প্রভুর এতাধিক প্রেম দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন নিশ্চয়ই ইনি অংশাবতার অথবা পূর্ণব্রহ্মাবতার। অজ্ঞানাচ্ছন্ন স্ত্রীজাতি সর্ব্বদা অলৌকিক ঘটনাপ্রিয়। লোকে যাহার কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিতে পারে না, তাহা দৈবসম্ভূত বলিয়া বিশ্বাস করে। কালে বিজ্ঞান প্রভাবে দেখিতে পাই যে, প্রাকৃতিক নিয়মাধীন হইয়া তাহা ঘটিতেছে। আমরা বালক কালে যে কার্য্য দৈব-শক্তি-প্রভাবে সংঘটিত মনে করিতাম, এক্ষণে তাহা বিজ্ঞানের চক্ষে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ যুক্ত দেখিতেছি। যদি তাৎকালিক বৈষ্ণবগণ ও তাঁহাদিগের গৃহিণীরা মনস্তত্ত্ববিৎ হইতেন, তাহা হইলে কদাপি মনে করিতেন না যে, পূর্ণব্রহ্ম অবতার ব্যতীত আর কেহ ইদৃক্ ভাবাপন্ন হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ—মহৎ ভাবাপন্ন কার্য্য দেখিলে আমরা তাহার উজ্জ্বলতাতে হতবুদ্ধি হইয়া যাই, সুতরাং স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালিত করিয়া তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে অগ্রসর হই না।

তৃতীয়তঃ—স্বভাবতঃ লোকে স্বদলের মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য যত্ন করে। মনুষ্যের স্বাভাবিক অহঙ্কার ইহার নেতা। এই অহঙ্কারবশতঃ লোকে আপনার অথবা আপনার দলের অথবা আপনার অবলম্বিত মতের প্রাধান্য বিস্তার জন্য যার পর নাই চেষ্টা করে। গর্হিত কার্য্য অথবা অনৃতাচরণ অথবা অনৃত বাক্য

প্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এবং নানা রূপ অসম্ভব অসত্য ঘটনা বর্ণন করিয়া আপনার মতকে সপ্রমাণ করে।

ইত্যাকার কারণ হইতে এক্ষণাবধি চৈতন্যকে তাঁহার শিষ্যবর্গ পূর্ণব্রহ্ম অবতার বলিয়া বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে ও তাহার পরবর্ত্তী কালে তৃতীয় অধ্যায় উক্ত শাস্ত্রীয় বচন সকল প্রক্ষিপ্ত হইয়া সম্পূর্ণ রূপে চৈতন্যের ঈশ্বরত্ব প্রমাণীকৃত হইল।

এ দিকে চৈতন্য আপনাকে পূর্ণব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া তদনুরূপ আচরণ করিতে লাগিলেন। একদা তিনি প্রেমাবেশে হুঙ্কার করিতে করিতে শ্রীনিবাসের বাটীতে উপনীত হইলেন। এবং যে গৃহে শ্রীনিবাস ধ্যান করিতেছিলেন, সেই গৃহের দ্বারে বারম্বার লাথি মারিয়া বলিতে লাগিলেন "তুই দিবা রাত্রি যাহাকে ডাকিস সেই আমি বৈকুণ্ঠ হইতে আগমন করিয়াছি" শ্রীনিবাস পূর্ব্বাবধি চৈতন্যকে যার পর নাই শ্রদ্ধা করিতেন। এক্ষণে তাঁহার মুখে এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সহজেই বিশ্বাস করিলেন।

সমাজ তত্ত্ব।

সাম্য ও বৈষম্য—পদের তারতম্য।

২২। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, জীবন, স্বাধীনতা, আত্ম সম্ভ্রমাদি সম্বন্ধে মনুষ্যেরা স্বাভাবিক নিয়মানুসারে পরস্পর সম্য। আরবার ইহাও প্রাকৃতিক নিয়ম যে, মনুষ্যেরা ভিন্ন২ শক্তি ও গুন বিশিষ্ট হইয়া জন্ম ধারণ করিয়াছেন। কেহ বা স্বভাবতঃ বলবান, কেহ বা দুর্ব্বল; কেহ বা তেজঃস্বী বুদ্ধি সম্পন্ন ও কর্ম্ম পরায়ন, কেহ বা নির্ব্বোধ ও অলস। এই সকল কারণ প্রযুক্ত পদ, শক্তি ও সৌভাগ্য সমন্ধে বৈষম্য উৎপত্তি হয়। স্বাভাবিক নিয়মানুসারে সম্য এমন দুই ব্যক্তি যদি একত্র হইয়া কোন কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয় এবং তাহাদের এক জন শিক্ষিত ও অন্য জন অশিক্ষিত হয়, তবে তাহাদের মধ্যে অচিরে বৈষম্য সৃষ্ট হইবে। এক জন শিক্ষিত ও অন্য জন অশিক্ষিত, সুতরাং শিক্ষা দ্বারা শিক্ষিতের ক্ষমতা অশিক্ষিত হইতে অধিক পরিমাণে প্রকাশ পাইবে।

২৩। পদ ও মর্য্যাদা যাহা নৈসর্গিক অবস্থার মূল স্বরূপ, তাহা যে সকল সমাজ অসভ্যাবস্থা হইতে সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

২৪। যখন কোন ব্যক্তি অসাধারণ কোন গুণাদি প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে তাহা নিয়োজিত করেন, তখন অনেকানেক রাজ্যের এই ব্যবহার যে, এইরূপ ব্যক্তিকে কোন সম্মানসূচক পদ প্রদান করে। এই রূপ সম্মান প্রদান করিবার অভিপ্রায় এই যে, যিনি সম্মান প্রাপ্ত হন, তিনি যেন তাহা মূল্যবান জ্ঞান করেন এবং অপর লোকেরা যেন তাঁহার উক্ত গুন স্বীকার করত সৎকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। কোন২ দেশের প্রথানুসারে এই রূপ সম্মানসূচক পদ প্রকাশ্য রূপে প্রদত্ত হয় না; তথাচ সদ্গুণের নিমিত্ত গুনবান ব্যক্তি সর্ব্ব সাধারণের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব ইহা বলা যাইতে পারে যে, প্রকাশ্য রূপে

কোন মহোপকারী ব্যক্তিকে সম্মান প্রদান করা, মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।

২৫। গুণবান ও দেশহিতৈষী ব্যক্তি-দিগকে সম্মানসূচক পদ প্রদান করার ব্যবহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ বলিয়া অতি অল্প লোক আপত্তি করিয়া থাকেন। বিদ্যা বুদ্ধি ও পরোপকারাদি সদ্‌গুণের নিমিত্ত ব্যক্তি বিশেষকে সম্ভ্রান্ত পদ প্রদান কালীন তাহাদের পুত্র পৌত্রাদি বিরুদ্ধ স্বভাবাপন্ন হইলেও ঐ পদাধিকারী হইবে এই ভাবি দর্শনাভাবে কোন২ দেশে পিতার সম্মানসূচক পদাদি পুত্রেরা অধিকার করিয়া সম্মানসূচক পদবী পৈত্রিক হইয়া উঠিয়াছে?

২৬। মনুষ্যের জীবনের অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী হইলে, তিনি তাঁহার বিষয়াদি হস্তান্তর করিবার নিমিত্ত চিন্তা করেন। কিন্তু সন্তান ব্যতিত আর কেহই উক্ত বিষয় প্রাপ্ত হইবার দাবী করিতে পারে না। ইহা এক প্রকার ন্যায্য বোধ হয় যে, সন্তানাদি যাহারা অন্যান্য বিষয়ের অধিকারী, তাহারা সম্ভ্রান্ত পদাদিরও অধিকারী হওয়া উচিত। এই ভাব স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় এবং সকলেই ইহা অনুমোদন করিয়া থাকেন। অন্যান্য উপার্জ্জিত সম্পত্তি হইতে সৎ-কার্য্যের নিমিত্তে যে সকল উপাধি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা প্রভেদ করা সহজ নহে, সুতরাং পদাদি পুরুষপরম্পরা অধিকৃত হইয়া আসিতেছে।

২৭। এই রূপে প্রকৃত গুণাভাবেও সম্ভ্রান্ত পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যদিচ অনেকে এই রূপ পদ প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত অবৈধ বলিয়া দোষারোপ করেন, তথাচ মানব জাতি প্রথম ব্যক্তিকে যেমন, দ্বিতীয় ব্যক্তি (যে তাঁহার মাননীয় পদ উত্তরাধিকারী হইয়া প্রাপ্ত হন) তাঁহাকেও তদ্রূপ মান্য করিয়া থাকেন। বহু পুরুষ পর্য্যন্ত কোন সম্ভ্রান্ত পদ পর পর অধিকৃত হইলে, প্রাচীনত্বের নিমিত্ত উহা আরও অধিক মাননীয় হইয়া উঠে; এই রূপ জ্ঞান এমন সর্ব্বসাধারণ যে, ইহা মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি বলিয়া বোধ হয়। মনুষ্যেরা অতর্কিত ভাবে এই রূপ যুক্তি করিয়া থাকেন যে, যে পদ বিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত পর পর প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা কোন বর্ত্তমান মানুষিক ক্ষমতা রহিত বা সৃষ্টি করিতে অক্ষম। এই যুক্তিই প্রাচীন রাজ-পরিবারস্থ লোকদিগকে সম্মান করিবার মূল কারণ। জ্ঞান, বুদ্ধি ও হিতৈষিতা প্রভৃতি নানা গুণে অলঙ্কৃত এমন অনেকানেক ব্যক্তি দৃষ্ট হয়, যাহারা রাজপদ গ্রহণ পূর্ব্বক শাসনাদি করিবার উপযুক্ত পাত্র, তথাচ তাহারা কেহই ঐতিহাসিক রাজ পরিবারস্থ লোক নয় বলিয়া আপনা হইতে রাজপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন না। রাজকীয় পদের কার্য্য সম্পাদনার্থে যে সকল রাজা মনোনীত হয়েন, তাঁহারা বুদ্ধিবৃত্তি বা ধর্ম্ম প্রবৃত্তির সমধিক উৎকর্ষতার নিমিত্ত মনোনীত হয়েন তাহা নয়, কিন্তু রাজ-পরিবার বলিয়া সকলের সমাদর ও সম্ভ্রমের পাত্র। এই বিবেচনায় মানসিক উৎকর্ষতার ভাগ অপেক্ষাকৃত অল্পদৃষ্ট হইলেও, রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া থাকেন। মানব জাতির সুশাসনের নিমিত্ত ইহা যে আবশ্যক, তাহা এই স্থলে বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। কেবল এই মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে, এই প্রথা অনেকে অযৌক্তিক ও অজ্ঞানতা মূলক বলিয়া যে দোষার্পণ করেন, তাহা সম্পূর্ণ রূপে সঙ্গত নহে।

সমাজ প্রতিযোগিতা সম্বন্ধীয় অনেক নিয়মের অধীন।

২৮। স্বার্থ বিহীন প্রেম অর্থাৎ এক জন অন্য জনের নিমিত্ত ত্যাগ স্বীকার *করিবার ইচ্ছা, পরিবার মণ্ডলীতেই* যেমন অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, জগতের অপরাপর ব্যক্তির সহিত ধারাবাহিক সাংসারিক কার্য্যে প্রায় তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না। কেননা সকলেই আপন২ ইষ্ট পথে গমন পূর্ব্বক আপনার চেষ্টা ও যত্নের উপর নির্ভর করত আপন২ অভিপ্রায়াদি সুসিদ্ধ করণার্থেই ব্যস্ত হইয়া কার্য্য করেন। এই রূপ কার্য্য সম্পাদন করাতে সকলেই অধিক কিম্বা অল্প পরিমাণে পরস্পর প্রতিযোগী হইয়া উঠেন। অতএব ইহা বলা যাইতে পারে যে, সমাজ প্রতিযোগীতা সম্বন্ধীয় নিয়মের অধীন। এবং এই প্রতিযোগিতা থাকাতে মানব প্রকৃতিরও বিস্তর উপকার হইয়া থাকে। যদি মানব জাতির উন্নতি আকাঙ্ক্ষা ও স্বয়ং যত্ন করিবার কোন কারণ না থাকিত, তবে এই জগতে অনেক গুরুতর কার্য্য সাধিত হইতে পারিত না।

২৯। সমাজে প্রতিযোগিতার অবস্থিতি আবশ্যক বলিয়া স্বার্থ সাধন বা নিজের পরিবার প্রতিপালনার্থে প্রতিবাসির অনিষ্ট করা কাহার উচিত হইবে না। অশিক্ষিত অসভ্য লোকদিগের, সম্মুখে কোন মূল্যবান বস্তু পুরস্কারের নিমিত্ত রাখিলে, তাহা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত এক জন অন্য জনকে পদতলে দলিত বা পরস্পর চক্ষু উৎপাটন করিবে কিন্তু সুসভ্যেরা ইহা বুঝিবেন যে, তাহাদিগের জীবনের কার্য্য সফল হওনার্থে প্রতিবাসির প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা কোন প্রকারে উচিত নহে। অসভ্য সমাজের এই দশা যে, অন্যের অনিষ্ট না করিয়া কেহ আপনার উন্নতি সাধন করিতে পারে না; সুতরাং অসভ্যদিগের *মধ্যে কর্ম্মশীল ও চতুর ব্যক্তিরা চৌর্য্য* ও দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু সভ্য সমাজে যাঁহারা ধন ও সম্ভ্রম প্রাপ্ত হন, তাঁহারা মানব জাতির অপকারের পরিবর্ত্তে উপকার করিয়া থাকেন।

৩০। নিজের নিমিত্ত কোন অধিকার সৃষ্টি করা বা প্রতিবাসির অধিকৃত বস্তু আক্রমণ পূর্ব্বক গ্রহণ করা, এই উপায় দ্বয় অবলম্বন করিয়া মনুষ্যেরা বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া থাকে। যে সমাজে কেবল যুদ্ধাস্ত্র ও ব্যক্তি বিশেষের শারীরিক শক্তির আধিপত্য প্রবল ও তাহা সর্ব্বত্র সম্মানিত হয়, তথায় যুদ্ধাস্ত্রাদিই কৃতকার্য্য হইবার প্রধান পথ। এই রূপ অসভ্য ও অসম্পূর্ণ সমাজে অনেকে অন্যের ধন দ্বারা আপনাদিগের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করে। কখন যুদ্ধে পরাজয় করিয়া অপরের দ্রব্যাদি অপহরণ করে, কখন বা অপর লোকদিগকে বলপূর্ব্বক দাসত্ব সৃঙ্খলে নিবদ্ধ করিয়া তাহাদের পরিশ্রমের ফল স্বয়ং ভোগ করিয়া থাকে।

৩১। আসিয়া ও আফ্রিকার অনেকানেক রাজ্যে ধনবান হওয়া অতি আপদ জনক। কেননা স্বেচ্ছাচারী রাজারা কাহাকে ধনবান দেখিলে তাহার ধন হরণার্থে লোলুপ হইয়া, নানা কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন। আফ্রিকা খণ্ডের স্বাধীন রাজ্যসমূহে এবং পারস্য তুর্কি কাবুল ইত্যাদি দেশে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত নানা প্রকার দৌরাত্মের স্রোতঃ প্রবল রূপে প্রবাহিত হইতেছে। এই সকল দেশে বলবানেরা দুর্ব্বলের প্রতি অত্যা-

চার পূর্ব্বক আপনাদিগের ঐশ্বর্য্যাদি বৃদ্ধি করিতে যত্ন করিয়া থাকেন। মুসলমানদিগের রাজত্বের সময় ভারতবর্ষেরও উক্ত রূপ অবস্থা ছিল।

৩২। সমাজে প্রতিযোগিতা প্রবল হইয়া যখন দৌরাত্মের বৃদ্ধি হয়, তখন প্রতিযোগিতা আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে অনিষ্টোৎপাদন করে, কিন্তু যে স্থলে পবিত্র ধর্ম্মের গুণে মানব-প্রকৃতি পবিত্রতা লাভ করিয়াছে, মনোবৃত্তি সমুদয় পরিচালিত হইয়া উন্নত হইয়াছে, সেই স্থলে প্রতিযোগিতার গরলময় ফল দৃষ্ট হইবে না। সভ্যতম অবস্থায় মনুষ্যেরা আপনং উন্নতির সঙ্গেং সমাজের উপকার করিয়া থাকেন। কোনং বিষয় ব্যতিত সভ্যতম ব্যক্তিরা যত বিষয়ে আপনার উন্নতি সাধন করিবার যত্ন করিবেন, ততই সমাজের উপকার করিবেন। তাঁহারা কখনই অন্যের পরিশ্রমের ফল আক্রমণ পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে ধনবান করিবেন না। ধনবান হইবার নিমিত্ত স্বয়ং কার্য্য করিয়া তাহার ফল ভোগ করিবেন।

৩৩। সভ্যতম সমাজে যাহারা অভিনব বিষয় আবিষ্কার করিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন এবং ধনবান হইয়াছেন, তাঁহারা আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা সমপ্রকৃতিস্থ জীবের বিস্তর উপকার করিয়াছেন। ওয়াট, হার গ্রেবস্, ষ্টিফিন্সন ও অন্যান্য মহোদয়গণ যাহারা লৌহবর্ত্ম, বাষ্পযন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়া ও উন্নতিসাধন করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। সুবিখ্যাত শিল্পকর ও গ্রন্থকর্ত্তা প্রভৃতির বিষয় এই রূপ বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা আপনাপন কল্পিত বিষয় বহু পরিশ্রম সহকারে কার্য্যে পরিণত করিয়া কেবল সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাহা নয়, প্রতিযোগিতাবৃত্তি পরিতৃপ্ত, নিজের উন্নতি ও সমাজের উপকার করিয়াছেন।

৩৪। সভ্যসমাজেও কোনং ব্যক্তি উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার করিয়া ধনবান হইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহারা স্বয়ং কোন বিষয় উদ্ভাবন না করিয়া অন্যে যাহা উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার ফল ভোগ করিতে বাসনা করেন। এমন ব্যক্তিরা সভ্য সমাজে প্রায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, কেননা সভ্য সমাজ এতাদৃশ লোকদিগের বিরুদ্ধাচারী হইয়া উঠে এবং সমাজের ব্যবস্থানুসারে দোষীকৃত হয়।

৩৫। ইহা প্রতিপন্ন হইল যে, অপরের অনিষ্ট না করিয়াও আমাদের প্রতিযোগিতাবৃত্তি ও উচ্চাভিলাষ পরিচালিত হইতে পারে এবং তাহাতে মানবজাতীয় সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলও সাধিত হয়। সৃষ্টিকর্ত্তা আমাদের হৃদয়ে পারিবারিক প্রেম রোপণ করিয়াছেন, এবং ইহার উদ্দেশ্য এই যে, পরিবারস্থ দুর্ব্বল ও অধীনস্থ সকলে যেন যত্নসহকারে প্রতিপালিত হয়, সুতরাং পরিবার মণ্ডলীতে প্রতিযোগিতা দৃষ্টি হয় না, কেননা স্বার্থবিহীন প্রেম ব্যতিত পরিবার রক্ষিত হয় না। কিন্তু পরিবার ব্যতিত সংসারের সর্ব্বত্রে উপযোগিতাবৃত্তি ও সুপথাবলম্বী উচ্চাভিলাষ সমাজের মঙ্গলার্থে মানবপ্রকৃতিতে রোপিত হইয়াছে এমন বোধ হয়।

ফিরিনু দুজনে যবে।

"Go where glory waits thee"—
Moore.

ফিরিনু দুজনে যবে,
জানিত তখন কাহার হৃদয়
শেষেতে এমন হবে!
কাহার হৃদয় বলিতে পারিত
মিলন হবে না আর,
বিরহ বিচ্ছেদে মনের বিষাদে
জীবন হইবে সার!
দূর দেশপরে ফিরি দুই জনে,
মাঝারে দুখের নদী;
কর সমর্পণ জীবন যৌবন,
পার হতে চাও যদি।
কর সমর্পণ সুজনের নাম,
পাবন সাধুর মান;
লোকলাজ ভয় পরিহার করি,
জুড়াও আমার প্রাণ।
জুড়াও আমার তাপিত পরাণ,
তাপিত তোমার তরে;
আমি দাসী তব, হে জীবিত নাথ,
এস হে হৃদয় পরে।

২

আমি দাসী তব, হে জীবিত নাথ,
এসহে হৃদয় পরে;
তোমার কারণ অতুল রতন
রেখেছি যতন করে'।
রেখেছি যতনে সরলতা মধ,
কর এসে তাহা পাণ
কর এসে পাণ প্রেমের পীযুষ,
জুড়াবে তোমার প্রাণ।
জুড়াইবে প্রাণ, পাইবে হরিষ,
আমার রূপের বনে;
দেখো, হে মধুপ, কত ফুল আছে,
খেলিও তাদের সনে।
আধ ফোটো ফোটো কত ফুল আছে,
সুষমা-মুকুলরাশি,
হাসি হাসি মুখ নবীন যৌবনে,
এখনো হয় নি বাসি।
নবীন যৌবনে যত সুখ আছে,
সঁপিব তোমার করে;
এস, ওহে দেব, হৃদয় ভুবনে
বিহর আমোদ ভরে।

৩

এস, ওহে দেব, হৃদয়-ভুবনে,
জ্বলে জ্বলে যায় প্রাণ;
তোমার বিহনে কি হয়ে গিয়েছি,
দেখ, কর এসে ত্রাণ।
নাহিক এখন সে সব আমোদ,
নাহিক সে সব হাসি;
তোমার বিহনে কি হয়ে গিয়েছি!
ভাল বাসি কি না বাসি?
ভাল বাস কি না, জানি না ক তাহা,
নিজে ভালবাসি জানি;
না বাসিলে ভাল জ্বলিত না মন,
কাঁদিত না এ পরাণী।
'তুমি কোথা আছ, আমি কোথা আছি,
তবু কেন জ্বলে মন?
তবু কেন ভাবি?—কেন ভাল বাসি?
প্রেমবিধি একেমন!

৪

যখন মিলন ছিল,
কি এক সুখেতে যেপেছি জীবন,—
সে সুখ কে হরে নিল!
লুকায়ে লুকায়ে দেখেছি তোমারে,
দেখেছি সে চাঁদমুখ;
নয়ন মিলনে—হৃদয় কম্পনে—
ভুলে গেছি সব দুখ।
প্রেমের ভাবনা মধুর যেমন
তেমনি তোমার হাসি,—
পরাণ থাকিতে ভুলিব কেমনে
তোমায়, হে গুণরাশি?
কবিগণ করে তব গুণগান,
কবিতা তোমারি রূপ;
পড়িতে পড়িতে জুড়ায় অন্তর,

সূচীপত্র।

জ্ঞানাঙ্কুর।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

৩য় খণ্ড। ১লা অগ্রহায়ণ ১২৮১। ১ সংখ্যা।

হিতবাদ দর্শন।*

মনুষ্য মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হওয়ার অব্যবহিত পরেই সুখদুঃখানুভব প্রবৃত্তি বিশিষ্ট হয়। জন্তুগণ প্রকৃতি কর্ত্তৃক রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই জন্য ক্ষুধা ও পিপাসার ভাব স্বভাবোৎপন্ন। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও সৌন্দর্য্য সঙ্গীত প্রভৃতির ভাব প্রস্ফুটিত হওয়ার পূর্ব্বেই শিশু ক্ষুধা ও পিপাসার ভাবান্বিত হয়। ক্ষুৎ* পিপাসা † গ্রস্ত হইলে ক্লেশানুভব হয়, সুতরাং আপনা হইতেই ক্রন্দন বাড়ায়, এবং তাহা নিবৃত্তি হইলে তৃপ্তি বোধ হয় ও তাহার বাহ্যিক চিহ্নস্বরূপ হাস্য ও আনন্দাশ্রু আননে নৃত্য করে। অতএব একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, অবস্থা সাপেক্ষ সুখ দুঃখের প্রবৃত্তি স্বাভাবিক ও জন্মকালীন উৎপন্ন।

সুখকর অবস্থাতে সুখানুভব হয় এবং হাস্য দ্বারা তাহা বাহ্যে প্রকাশিত হয়। ক্লেশকর অবস্থাতে দুঃখানুভব হয় এবং শোকাশ্রুতে গণ্ডদেশ প্লাবিত হয়।

মনুষ্যের যাবতীয় কার্য্যের উদ্দেশ্য সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তি। সাংখ্য দর্শন প্রণেতা মহর্ষি কপিল বলেন "তিন প্রকার (অর্থাৎ আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক) দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির নাম পরম পুরুষার্থ।" তিনি শিষ্যবর্গকে এই ত্রিতাপ নিবৃত্তি হেতু দর্শন শাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছেন।

স্বভাবানুকরণ মানবজাতির স্বাভাবিক। কেহ স্বভাবের বিরোধী বা স্বভাবের বিরুদ্ধ বাক্য প্রয়োগাভিলাষী হইতে

* শরীরস্থ অংশ বিশেষের অভাব ও তন্নিবারণের ইচ্ছা।

† শরীরস্থ জলীয় ভাগের অভাব ও তন্নিবারণের ইচ্ছা।

* An introduction to the principles of Morals and Legislation—By Jeremy Bentham Esq. Bencher of Lincoln's inn; and late of Queen's College Oxford M. A. In two volumes.

ইচ্ছুক নহে। সদসদ্বিবেচনাপরায়ণ মনুষ্য ব্যতিত যাবতীয় প্রাণীই এই একমাত্র স্বভাব অনুযায়ীক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। পশু পক্ষী ইচ্ছানুরূপ বনজাত উদ্ভিজ্জাদি আহার করে, আনন্দে সমস্ত দিন ক্রীড়াকরে, বিহার করে, নৃত্য করে, স্বভাবের অনুগামী হইয়া চলে। নদী স্রোতে তৃণ নিক্ষেপ করিলে যেরূপ যেদিকে স্রোতবেগ প্রবাহিত হয়, তৃণ সেই দিকেই ধাবিত হয়। পশু পক্ষীও সেইরূপ অনুমাত্র স্বাধীনতা বিহীন হইয়া স্বভাব কর্ত্তৃক চালিত হয়। জন্তুগণও মনুষ্যের ন্যায় সুখ দুঃখাধীন বটে, কিন্তু তাহাদিগের কার্য্য একমাত্র স্বভাব দ্বারা উত্তেজিত, তন্নিবন্ধন জন্তুবর্গ আপনার কার্য্যের ফল স্বরূপ সুখ—কেবল সুখ-ভাক্ হয়। পক্ষান্তরে অতি অল্প বিবেচনা করিলেই প্রতীয়মান হয়, মনুষ্য সকল সময়ে স্বভাবের অনুকরণ করে না।* সুতরাং মনুষ্যের সুখ দুঃখ জন্তুবর্গের ন্যায় একমাত্র স্বভাবোৎপন্ন নহে। এই জন্যই ঋষিপ্রবর শিষ্যবর্গকে কিরূপে "ত্রিতাপ" হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। ইহলোক-সর্ব্বস্ব চর্ব্বাক মনি হইতে অদ্বয়বাদী শঙ্করাচার্য্য, ও একমাত্র আত্ম-সুখ-নিবিষ্ট-চিত্ত ইপীকিউরসের শিষ্যগণ হইতে বিষপ বটলর মানব জীবনের যে কোন উদ্দেশ্যই ব্যাখ্যা করেন না, সর্ব্ব প্রকার মতই দুঃখনিবারণ ও সুখবর্দ্ধন উদ্দেশ্যমূলক। ঐহিক সুখাভিলাষী চার্ব্বাক ও ইপীকিউরসের শিষ্যবর্গ একমাত্র সুখের ইচ্ছারই পরবশ। পক্ষান্তরে সেশ্বর সাংখ্য (পাতঞ্জলমনি রচিত যোগ-বাদ) দর্শনবাদী চক্ষু মুদিত করিয়া, নানা রূপ ঐহিক ক্লেশ সহ্য করিয়া, একমাত্র দুঃখ নিবৃত্তি হেতুই চিত্তকে সমাহিত করে। একমাত্র সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তি মানব সাধারণের উদ্দেশ্য। কিন্তু হিতাহিত বিবেচনা-পরায়ণ মনুষ্য কেবলমাত্র স্বভাবের অনুকরণ করে না, বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা উপায় উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই নিমিত্তই জগতে এতাধিক মত-বৈষম্য দৃষ্ট হয়। বস্তুত আমরা সংসারে যেরূপ অবস্থায় অবস্থিত, মত-বৈষম্য অনিবার্য্য। কিন্তু এই নানা বৈষম্য সত্ত্বেও মূল এক (সুখ-বর্দ্ধন ও দুঃখ-নিবারণ)।

এ স্থলে কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যদি একমাত্র দুঃখনিবৃত্তিই মনুষ্যের সমুদয় কার্য্যের মূল স্বরূপ হয়, তবে প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়া কি জন্য লোকে আপনাকে নানারূপ ক্লেশ ও দুঃখে নিপাতিত করে। এ স্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, আশু দুঃখ নিবৃত্তির অভিলাষই ইহার একমাত্র কারণ। সকলেই জানে ব্যভিচার হইতে সুখী হওয়া যায় না। পরলোক দূরে থাকুক, ইহলোকেই অশেষ প্রকার ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। শরীরে ব্যাধি হয়, লোকের নিকট নিন্দাভাজন হইতে হয়, অর্থ ক্ষতি হয়, আত্মীয় বন্ধু ঘৃণা করে, তথাপি লোকে কেবল আশু শারীরিক ক্লেশ নিবৃত্তির জন্য তৎপথাবলম্বী হয়। ফলতঃ মনুষ্য যত কর্ম্ম করে সকলেরই উদ্দেশ্য একমাত্র দুঃখনিবৃত্তি ও সুখবৃদ্ধি। সুতরাং সদসদ্বিবেচনার মূল একমাত্র সুখ দুঃখ। মনুষ্যের নিঃস্বার্থতা স্বার্থমূলক। পরলোকে স্বার্থ সিদ্ধি হেতু লোকে ইহলোকে স্বার্থনাশ করে। এ বিষয় পুনঃ২ জ্ঞানাঙ্কুরে আলোচিত হইয়াছে; সুতরাং পুনরুক্তি বোধে এক্ষণে

* ২য়.খণ্ড ৫ম সংখ্যক জ্ঞানাঙ্কুরে, সদসদ্বিবেচনাখ্য প্রস্তাব দেখ।

আর বর্ণন করা গেল না। হিতবাদের * অর্থ যদ্দ্বারা আপনার হিত সাধন হয়। বেন্থাম বলেন ব্যক্তিবিশেষ যে কার্য্য দ্বারা আপনার অথবা আপনার সংসৃষ্ট অন্য কোন ব্যক্তির হিত সাধন করে তাহা সৎ, আর যদ্দ্বারা আপনাকে অথবা আপনার সংসৃষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে ক্লেশে নিপাতিত করে তাহা অসৎ। সংক্ষেপতঃ সৎকার্য্যের উদ্দেশ্য কর্ত্তা অথবা কর্ত্তার সংসৃষ্ট লোকের সুখ বর্দ্ধন এবং অসৎ কার্য্যের উদ্দেশ্য কর্ত্তা অথবা তাঁহার সংসৃষ্ট লোকের ক্লেশোৎপাদন।

হিতবাদের স্বাভাবিকত্ব সম্বন্ধে বেন্থাম বলেন,লোকে বাল্যাবধি আপনা হইতেই অজ্ঞাতসারে এই মতাবলম্বী। শিশু যাহা দেখে ভীষণ ও ক্লেশকর না হইলেই আত্মসাৎ করার অভিপ্রায় প্রকাশ করে। জগতে স্বার্থপর লোক বুদ্ধিমান বলিয়া প্রসিদ্ধ। অনেকের এরূপ সংস্কার আছে, ধর্ম্মজনিত কঠোরতা অল্প বুদ্ধি লোকেরাই সহ্য করে। আমরা যদিও এ বাক্যকে সর্ব্ব প্রকারে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি না, তথাপি স্বীকার করি যে এরূপ বিশ্বাস কথঞ্চিৎ প্রচলিত থাকাও বেন্থামের মত পোষণ পক্ষে প্রমাণ স্বরূপ।

যদি আত্মসুখ অনুসন্ধানই নৈসর্গিক হয়, তবে কি জন্য সময়ে সময়ে লোকে তাহার অন্যায়াচরণ করিয়া যার পর নাই কঠোরতা ও শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ সহ্য করে? কি জন্য হিন্দু বিধবারা শোণিত শোষণকারী নানারূপ ব্রত অবলম্বন করে? কি জন্য মধ্য ভারতে জনক জননী প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম তনয়কে সাগরের জলে ভাসাইয়া দিত? আমরা ইহার এই উত্তর দিতেছি, যে নিরবচ্ছিন্ন সুখ কখন সংসারে পাওয়া যায় না। সুতরাং দুঃখ অপেক্ষা সুখ যে কার্য্যে অধিক পাওয়া যায়, তাহাই হিতবাদ দর্শনানুমোদিত। আর যে কার্য্যে সুখ অপেক্ষা দুঃখ অধিক, তাহা হিতবাদ দর্শনের অনুমোদনীয় নহে।

জগতে যেরূপ নিরবচ্ছিন্ন সুখ পাওয়া যায় না, তদ্রূপ নিরবচ্ছিন্ন দুঃখও দেখা যায় না। যেরূপ ক্লেশকর ঘটনা হউক না কেন, তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে সুখের কারণ বিদ্যমান থাকে। ধর্ম্মার্থে সন্তানকে সাগরে নিক্ষেপ বা ইষ্টদেবের নিকট বলিদান করিলে যেরূপ মনোক্লেশ হওয়ার সম্ভব, সেই রূপ আবার কুসংস্কারাচ্ছন্ন অজ্ঞ লোকদিগের নিকট প্রশংসার পাত্র হওয়া যায়। সুতরাং এই সকল গর্হিত ও ক্লেশকর কার্য্যেরও উদ্দেশ্য একমাত্র স্বার্থ। কোন কঠোর ব্রত অবলম্বন সময়ে লোকে মনে করে, এ সংসারে কিয়ৎপরিমাণে কঠোরতা সহ্য করিলে, পরলোকে অপার আনন্দ ও সুখ উপভোগ করিতে পারিবে।

আপাততঃ যে সমুদয় কার্য্যকে হিতবাদের বিরুদ্ধ পক্ষীয় বোধ হয়, বেন্থাম তৎসমুদয় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। ১ম, যে কার্য্যে নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশ ব্যতীত সুখের লেশমাত্রও নাই; যথা যোগ ও

* Principles of utility. Note by Bentham. July 1822.

To this denomination has of late been or substituted the greatest happiness or greatest felicity principle: this for shortness, instead of saying at length that principle which states the greatest happiness of all those whose interest is in question, as being the right and proper, and only right and proper and universally desirable, end of human action.

নানা রূপ শারীরিক কঠোরতা। ২য়, যে কার্য্য হইতে সময়ে সুখ ও সময়ে দুঃখোৎপত্তি হয়; যথা সহানুভূতি ও সহবিরাগ * অনুযায়িক ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্দ্দেশী করণ।

বেন্থাম বলেন যত লোক শারীরিক কঠোরতা স্বীকার করে তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে † বিভাগ করা যায়। একদল ইহলোকে মান সম্ভ্রমের প্রত্যাশায়, অপর দল পরলোকে নরক যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হওয়া মানসে শারীরিক কঠোরতা স্বীকার করে। প্রথমোক্ত দলে প্রায় বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমানদিগকে অগ্রসর হইতে দেখা যায়। ‡ তাহারা মান সম্ভ্রমের প্রত্যাশায় ঈদৃশ ক্লেশকর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। দ্বিতীয় দল প্রায় পরলোক ভীতু, অজ্ঞানাচ্ছন্ন, সুতরাং কুসংস্কারাপন্ন লোক পরিপূর্ণ। এই দলস্থ কোন২ লোক যার পর নাই ক্লেশ স্বীকার করিয়া অনাহারে, অথবা জ্বলন্ত অনলে ঝম্প দিয়া প্রাণ নাশ করে। তথাপি তাহার উদ্দেশ্য একমাত্র ঐহিক বা পারলৌকিক স্বার্থসাধন। প্রকৃতিগত স্বার্থপর মনুষ্য কি জন্য নানা রূপ শারীরিক ক্লেশ স্বীকারের পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছেন? বেন্থাম বলেন ইহার কারণ একমাত্র স্বার্থ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। বিলাষ, ইন্দ্রিয়সুখচরিতার্থতা প্রভৃতি ঐহিকের সুখকর বিষয় পরিণামে দুঃখের কারণ হয়, পক্ষান্তরে ভোগ-সুখ-বিরত সংসারে বিগতস্পৃহ-লোক কখন তাদৃশ ক্লেশে পতিত হয় না। এই জন্য স্বাভাবিক দুঃখ ভোগে বিরত-মানস মনুষ্য শেষোক্ত পথ অবলম্বন করিয়াছে। কালে হয়ত, ইহা হইতেই এই বিশ্বাস প্রবল হয় যে, ক্লেশ সহ্য করিলে পরিণামে সুখ হয়, আর ঐহিক সুখভোগ করিলে শেষে অশেষ দুঃখে নিপতিত হইতে হয়।

ফল-সাপেক্ষ মতবাদের সমুদয় মতই স্বার্থমূলক। সুতরাং তাহার কোনটীই হিতবাদ দর্শনের বিশেষ বিরোধী নহে। প্রত্যাদেশবাদী ধর্ম্মাবলম্বীগণ ঈশ্বরের আদেশকে সমুদয় ধর্ম্মের মূল স্বরূপ বর্ণন করে। এই মত হিতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। কোন২ সম্প্রদায়ের মতে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে অশেষ প্রকারে ঐহিকের সুখ নাশ আবশ্যক। আমরা সদসদ্বিবেচনাখ্য প্রস্তাবে এই মতের ভ্রম দর্শন করিয়াছি, সুতরাং ইহার সহিত

* The principle of sympathy and Antipathy.

By the principle of sympathy and antipathy I mean that principle which approves or disapproves of certain actions, not on account of their tending to augment the happiness, nor yet on account of their tending to diminish the happiness of the party whose interest is in question, but merely because a man finds himself disposed to approve or disapprove of them: holding up that approbation or disapprobation as a sufficient reason for itself, and disclaiming the necessity of looking out for any extrinsic ground.

Bentham vol. I. chap. II.

† এই বিভাগ সর্ব্বাঙ্গ সম্পান্ন বোধ হয় না, যেহেতু আপনার অথবা আপনার কোন স্নেহভাজন লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত কঠোরতা স্বীকার এই দুই শ্রেণীর মধ্যে নিপতিত হয় না। বোধ হয় এরূপ কার্য্যে একমাত্র ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য দেশে বহুল পরিমাণে প্রচলিত না থাকায় বেন্থাম কঠোরতা সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ বিভাগ বর্ণন করিয়াছেন। বিভাগ যেরূপই হউক না কেন, কিন্তু একথাতে কোন সন্দেহ নাই। লোকে শারীরিক ক্লেশ ও কঠোরতা এক মাত্র স্বার্থ সাধন হেতুই সহ্য করে, সুতরাং বেন্থামের মূল কথা প্রামান্য, শাখা প্রশাখাতে ভুল থাকিতে পারে।

‡ ষ্টোইকেরা (Stoics) কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত।

আর হিতবাদ দর্শনের তুলনা করিতে অভিলাষ করি না।*

বঙ্গবিজেতা।

ত্রিংশং পরিচ্ছেদ।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

Out! Out! brief candle!

Shakespeare.

উপরি উক্ত ঘটনার দুই তিন দিন পরে এক দিন সন্ধ্যার সময় রাজা টোডরমল্ল ও প্রেমদাস দুই জন দুর্গের প্রাচীরোপরি পদচারণ করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকক্ষণ কথোপকথন হইতেছিল। রাজা বলিলেন,

"তুমি বালক বলিয়া এরূপ বলিতেছ, যুদ্ধে কেবল সাহস আবশ্যক করে না, রণকৌশলও আবশ্যক।"

প্রেমদাস উত্তর করিলেন,

"কিন্তু আপনি কি বোধ করেন, যদি আমরা দুর্গ ছাড়িয়া সম্মুখরণে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমরা পরাস্ত হইব?"

রা। "যুদ্ধ করিলে পরাস্ত হইব না, কিন্তু কয় জন যুদ্ধ করিবে?"

প্রেমদাস বিস্মিত হইলেন। ক্ষণেক পর বলিলেন, "মহারাজ, তবে আমরা কয় দিন এই অবস্থায় দুর্গের ভিতর থাকিব?"

রা। "আর অধিক দিন নহে। ঐ যে এক খানি শিবিকা আসিতেছে, উহার আরোহী আমাদিগকে এই ক্ষণেই সংবাদ দিবেন, যে আর অল্প দিনের মধ্যে শত্রুর বিনাশ হইবে,—আমাদের বিনা যুদ্ধে জয় হইবে!"

প্রেমদাস যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেন, বলিলেন,

"মহারাজ! আপনার যুদ্ধকৌশল জগৎ বিখ্যাত। কিন্তু আপনি মন্ত্রবলে ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন, তাহা আমি জানিতাম না।"

সেই শিবিকা নিকটে আসিলে তাহার ভিতর হইতে দেওয়ানজী সতীশচন্দ্র অবতরণ করিলেন। প্রেমদাস তাঁহাকে দেখিয়া আরও বিস্মিত হইলেন।

সতীশচন্দ্রের সহিত রাজা টোডরমল্লের যে২ কথা হইল, তাহা বিস্তারিত বিবরণ করিবার আবশ্যক নাই, সংক্ষেপে, সতীশচন্দ্র রাজা টোডরমল্ল কর্ত্তৃক বঙ্গদেশীয় প্রধান২ হিন্দু জমীদারেব নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। সতীশচন্দ্র কার্য্যদক্ষ, বাক্‌পটু ও বুদ্ধিমান। সেই সকল জমীদারের নিকট নানারূপ কারণ দর্শাইয়া তাঁহাদিগকে একে২ পাঠান পক্ষ ত্যাগ করিয়া মোগল পক্ষ অবলম্বন করিতে লওয়াইয়াছিলেন। পাঠানেরা চারি শত বৎসরাবধি হিন্দুদিগের উপর অত্যাচার করিতেছে, আকবর সাহ হিন্দুদিগের পরম বন্ধু; হিন্দুদিগের উপর অন্যায় করসমূহ উঠাইয়া দিয়াছেন; হিন্দুদিগের শাস্ত্র আলোচনা করিতেছেন; হিন্দু রমনী বিবাহ

* আমরা এস্থলে প্রত্যাদেশের সত্যাসত্যতা বিষয় বিচার করিতেছি না, কেবল এইমাত্র বলিতেছি যে, ধর্ম্ম অবশ্যম্ভাবী এবং ঈশ্বরের তাহাই আজ্ঞা। সত্য ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন নহে, কিন্তু তাঁহার আজ্ঞা সত্য ভিন্ন অসত্য হইতে পারে না। ঈশ্বর সত্য ও পবিত্র স্বরূপ, সুতরাং সত্য ও পবিত্রতা হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বেচ্ছাচারী জ্ঞান করা ভ্রান্তি।

করিয়াছেন; হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার কোন২ অংশে অবলম্বন করিয়াছেন ও বঙ্গদেশে জাতিবিদ্বেষ রহিত করিবার জন্য হিন্দু সেনাপতি ও শাসনকর্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন; বিজয়লক্ষ্মী স্বয়ং সে সেনাপতির পত্নী স্বরূপ, ছায়া স্বরূপ, কখনও তাঁহাকে ত্যাগ করেন না; তিনি দুইবার বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন, এবারও অবশ্য করিবেন; জয় করিলে বিদ্রোহী জমীদারদিগকে শাস্তি দিবেন। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার সহায়তা করিলে সে ক্ষত্রিয় মহাত্মা কখন সে ঋণ বিস্মৃত হইবেন না—ইত্যাদি নানরূপ প্রলোভন ও ভয় প্রদর্শন করিয়া, সতীশচন্দ্র অনেক জমীদারকে মোগলপক্ষাবলম্বী করিয়াছিলেন। সেই জমীদার এক্ষণে পাঠান সৈন্যদিগকে খাদ্য দ্রব্য পাঠাইবেন না স্বীকার করিয়াছিলেন। সুতরাং আর পাঁচ সাত দিনের মধ্যে পাঠান সৈন্যের পরাজয়ের আর সংশয় রহিল না।

রাজা সতীশচন্দ্রকে বহু সম্মানপূর্ব্বক বিদায় দিলেন, প্রেমদাসের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,

"প্রেমদাস, আমার কথা সত্য কি না?"

প্রে। "মহাশয়, আমি অদ্যাবধি আপনাকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া জানিলাম। কিন্তু"—

রা। "কিন্তু কি"—

প্রে। "আমি কাহারও বিপক্ষে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু আমার একটী কথা ক্ষমা করিবেন,—সতীশচন্দ্রের সমস্ত কথা আপনি বিশ্বাস করিবেন না।"

রা। "তরুণ সেনাপতি কি টোডরমল্লকে রাজনীতি শিক্ষা দিতে চাহেন? কাহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে, কাহাকে অবিশ্বাস করিতে হইবে, তাহা প্রেমদাস কি আমা অপেক্ষা ভাল জানেন?"

প্রে। "মহারাজ! আমার অপরাধ লইবেন না, কিন্তু হইতে পারে এই সতীশচন্দ্রের সম্বন্ধে আপনি যাহা জানেন আমি তাহা অপেক্ষা অধিক জানি।"

রা। "হইতে পারে প্রেমদাস যতদূর জানেন আমিও ততদূর জানি;—হইতে পারে প্রেমদাসের মনে এইক্ষণে কি চিন্তা হইতেছে, তাহাও আমি জানি।"

প্রেমদাস বিস্ময়ে অবাক হইয়া রাজার দিকে চাহিয়া রহিলেন; রাজা পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় ঈষৎ হাসিতে২ বলিলেন,

"এই সতীশচন্দ্র রাজা সমরসিংহকে হত্যা করিয়াছে প্রেমদাস তাহাই চিন্তা করিতেছেন।"

প্রেমদাস বিস্ময়ে নিঃসংজ্ঞের ন্যায় হইলেন, বলিলেন,

"মহারাজ! ক্ষমা করুন, আপনি অন্তর্য্যামী।"

রাজা গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন,

"বৎস! এরূপ কথা বলিও না, কেবল ভগবানই অন্তর্য্যামী। কিন্তু দিল্লীশ্বরের সেনাপতি চারিদিকের সন্ধান না রাখিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, কেবল এই মাত্র তোমাকে দেখাইলাম।"

প্রেমদাস নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। রাজা আবার বলিতে লাগিলেন,

"এক্ষণে তোমাকে বলি, আমি কেবল সতীশচন্দ্রের কথায় কখন প্রত্যয় করিতাম না, কিন্তু যেরূপ সতীশচন্দ্রকে পাঠাইয়াছিলাম, সেইরূপ আরও দশ জনকে দশ দিকে পাঠাইয়াছিলাম। তাহারা সকলেই ফিরিয়া আসিয়া এই কথাই বলিয়াছে, সুতরাং সন্দেহের স্থল নাই।

সেই জন্যই সতীশচন্দ্রের শিবিকা দেখিয়াই তাঁহার কামনা সিদ্ধ হইয়াছে, অগ্রেই বলিতে পারিয়াছিলাম। প্রেমদাস! আমি ভবিষ্যদ্বক্তাও নহি, অন্তর্যামীও নহি কিন্তু যুদ্ধ ব্যবসায়ে আমার কেশ শুক্ল হইয়াছে, ভগবানের ইচ্ছায় যুদ্ধ কৌশল কিছু শিখিয়াছি।”

প্রেমদাস ক্ষণেক মৌনভাবে থাকিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন,

“মহারাজ! আর একটী কথা নিবেদন করি;—আপনি কি তবে রাজা সমরসিংহের হত্যাকারীকে ক্ষমা করিলেন?”

রাজা গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন,—“আমার পুত্রকে হত্যা করিলে হত্যাকারীকে ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু রাজা সমরসিংহের হত্যাকারীকে ক্ষমা করিতে পারি না,—সে অপরাধের মার্জ্জনা নাই। কিন্তু যুদ্ধের সময় পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিলে চলে না, যুদ্ধ শেষ হইলে সতীশচন্দ্র স্বীয় কার্য্যের পুরস্কার পাইবেন, দোষের দণ্ড পাইবেন।”

প্রেমদাস গঙ্গাতীরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

নিশীথ সময়ে সতীশচন্দ্র গঙ্গাতীরে পদচারণ করিতেছেন। আজি তিনি রাজার নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন,—তাঁহার হৃদয় উল্লাসে পরিপূরিত হইয়াছে,—মায়াবিনী আশা তাঁহার কানে২ বলিতেছে, “তুমি এক দিন পাপের দণ্ডের ভয় করিয়াছিলে,—সে পাপ কে জানিতে পারিয়াছে, দণ্ড কোথায়, এখন দিন২ তোমার সম্মান বৃদ্ধি হউক পদ বৃদ্ধি হউক।” সূর্য্য অস্তে যাইবার সময় অবধি কুহকিনী আশা তাঁহার কানে২ এই প্রকারে বলিতেছিল,—সেই সূর্য্য পুনরায় উদয় হইবার অগ্রে সতীশচন্দ্র বুঝিলেন আশা মায়াবিনী, কুহকিনী, মিথ্যাবাদিনী।

অর্দ্ধরাত্রে চন্দ্রালোকে সতীশচন্দ্র একটী ভীষণ আকৃতি দেখিতে পাইলেন। দেখিতে২ সেই আকৃতি ছুরিকা হস্তে সতীশচন্দ্রের দিকে দৌড়াইয়া আসিল। সতীশচন্দ্র চীৎকার শব্দ করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সে বৃথা, সেই হত্যাকারী খড়্গহস্তে সতীশচন্দ্রের উপর আসিয়া পড়িল।

হটাৎ বৃক্ষপার্শ্ব হইতে এক জন সৈনিক পুরুষ আসিয়া সতীশচন্দ্রের উদ্ধার সাধন করিলেন। দূর হইতে অসি নিষ্কোষিত করিয়া আসিলেন,—এক আঘাতে দস্যুকে ভূতলশায়ী করিলেন।

তখন সতীশচন্দ্র শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সেই সৈনিক পুরুষকে আলিঙ্গন করিতে গমন করিলেন। সৈনিক আপন দুই হস্ত বক্ষের উপর স্থাপন করিয়া ধীরে২ পশ্চাৎগামী হইলেন।

সতীশচন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন,

“আপনি আমার মহৎ উপকার করিয়াছেন, এক্ষণে কোপ প্রকাশ করিতেছেন কি জন্য?”

সৈনিক উত্তর করিলেন, “আমি আপনার উপকার করিতে আইসি নাই। দস্যুর প্রাণ দণ্ড করা সৈনিকের ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মপালনে আসিয়াছিলাম। সে দস্যু হত হইয়াছে,—আমি বিদায় হইলাম।”

সতীশচন্দ্র অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন,

“আপনি কে বলুন,—আপনার উদ্দেশ্য যাহাই হউক, আপনি আমাকে প্রাণদান করিয়াছেন।”

সৈনিক উত্তর করিলেন “আমি রাজা

সমরসিংহের বিধবা ও অনাথা কন্যার বন্ধু! দস্যু হস্ত হইতে আপনার প্রাণ রক্ষা করিলাম, কেন না বিচারে আপনার প্রাণদণ্ড হইবে, এই আমার মানস।"

এই বলিয়া প্রেমদাস বেগে প্রস্থান করিলেন।

সতীশচন্দ্রের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল; —একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন, চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন, সভয়চিত্তে পাপী অগত্যা নৈশগগণের দিকে চাহিল। হটাৎ মৃতপ্রায় দস্যু বলিল,

"সতীশচন্দ্র তোমার মৃত্যু সন্নিকট।"

ভীত চিত্ত পাপী আরও ভীত হইয়া সেই দিকে চাহিলেন,—সে আবার বলিল,

"আমি যে আঘাত করিয়াছি, তাহা হইতে আপনার নিস্তার নাই।"

তখন সতীশচন্দ্রের মুখ হইতে কথা বাহির হইল,—বলিলেন,

"নরাধম! ভগবান্ আমাকে রক্ষা করিয়াছেন,—তোর আঘাতে সামান্য মাত্র রক্ত পড়িয়াছে।

দস্যু বলিল,—"সেই সামান্য আঘাতে আপনার প্রাণ নাশ হইবে,—আমার ছুরিকা বিষাক্ত! প্রভু! আপনি আমাকে কি জানেন না?"

সতীশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ আপনার পুরাতন ভৃত্যকে চিনিলেন বলিলেন,—"নরাধম! তোকে কে এরূপ প্রভুভক্তি শিখাইয়াছিল?"

ভৃত্য অতি ক্ষীণ ও স্খলিত স্বরে উত্তর করিল "পা—পা—পাপিষ্ঠ শকুনি।"

সতীশচন্দ্র তখন ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন,

"আমিও ভাবিয়াছিলাম সেই পামরেরই এই কার্য্য। পৃথিবীতে তাহার মত ভীষণ পাপী আর নাই,—নরকেও নাই। কিন্তু তুই আমার পুরাতন ভৃত্য তুই আমার বধের সঙ্কল্প করিয়াছিলি?"

ভৃত্য আরও ক্ষীণ স্বরে উত্তর করিল,

"শ—শ—শকুনি অনেক লোভ দে-খাইয়াছিল,—লো—লোভে পড়িলে জ্ঞান থাকে না, লোভে পড়িয়া পাপ করিলাম, প্রাণ হারাইলাম——প্র—প্র—প্রভু ক্ষ—ক্ষমা——।"

আর কথা বাহির হইল না, শরীর হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইল, ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে২ স্থির হইল; নয়ন দুইটী আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। চন্দ্রালোকে সে আকৃতি ভীষণ দেখাইতে লাগিল, বিশেষ সতীশচন্দ্রের হৃদয় যে রূপ ভয়চিন্তায় প্রপীড়িত হইতেছিল, তিনি সে দর্শন সহ্য করিতে পারিলেন না, মৃত দেহের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভৃত্য! তোর অপেক্ষা জ্ঞানী লোকও লোভে পড়িয়া জ্ঞান হারাইয়াছে,—তোর অপেক্ষা ভীষণ পাপ করিয়াছে,—তোর মত প্রাণ হারাইবারও বিলম্ব নাই। পরমেশ্বর তোকে ক্ষমা করুন,—আমার পাপের ক্ষমা নাই"!

প্রাতঃকালে রাজার নিকট সংবাদ আসিল দেওয়ানজী সতীশচন্দ্র মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। রাজা তৎক্ষণাৎ সতীশচন্দ্রের গৃহে গমন করিলেন, প্রেমদাস সঙ্গে২ চলিলেন।

তথায় যাইয়া দেখিলেন সতীশচন্দ্র শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, চারিদিকে চিকিৎসক বসিয়া রহিয়াছে, কিন্তু যে ভীষণ বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে পারত্রাণ নাই। রাজা এই অদ্ভুত ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, পার্শ্বস্থ অনুচরগণ সবিশেষ

অবগত করাইল। তখন সতীশচন্দ্র অতি ক্ষীণস্বরে বলিতে লাগিলেন,

"মহারাজ! আমি পাপী, পাপিষ্ঠকে ক্ষমা করুন।"

রাজা নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন,—সতীশচন্দ্র পুনরায় বলিলেন "আমি ভীষণ দোষ করিয়াছি—সে অপরাধ ক্ষমা করুন।"

রাজা তথাপি নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন—সতীশচন্দ্র পুনরায় বলিলেন,

"মহারাজ! আমি নরহত্যাকারী কিন্তু মৃত্যুশয্যায় ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে ক্ষমা করুন।"

সে কাতর স্বর শ্রবণ করিয়া রাজা আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন,

"রাজা সমরসিংহের হত্যাকারীকে আমি কখনও ক্ষমা করিব ভাবি নাই, কিন্তু জগদীশ্বর তোমাকে শাস্তি দিয়াছেন, আমি ক্ষমা করিলাম, তোমার জীবিত থাকিবার আর অধিক কাল নাই, ভগবানের নাম গ্রহণ কর, তিনি দয়ার সাগর. মৃত্যুকালে তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিলে জীবনের পাপ খণ্ডন হয়।"

সতীশচন্দ্র জগতের আদিপুরুষের নাম লইলেন, পাপীর নয়নযুগল হইতে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল। সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পর সতীশচন্দ্র আবার রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"মহারাজ! তবে আপনি সমরসিংহের মৃত্যুর কারণ সবিশেষ অবগত আছেন?"

রাজা উত্তর করিলেন "আছি।"

সতীশচন্দ্র বিস্মিত হইলেন,—আবার নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পর আবার বলিলেন,

"মহারাজ! আমার আর একটী নিবেদন আছে। আমি পাপী বটে, কিন্তু জন্মাবধি পাপী ছিলাম না, যৌবনে আমার জীবন পবিত্র ছিল, উচ্চমতি, উচ্চ আশয়, উচ্চ প্রবৃত্তি ছিল। লোভে, মহালোভে পড়িয়া সে সকল হারাইয়াছি, জীবন পাপে কলুষিত হইল, আজি প্রাণ হারাইলাম"—

সতীশচন্দ্রের ক্ষীণ স্বর অধিকতর ক্ষীণ হইয়া আসিল,—আর কথা নিঃসৃত হইল না। রাজা সস্নেহে ওষ্ঠে দুগ্ধ দিলেন, রসশূন্য ওষ্ঠ পুনরায় সিক্ত হইল। সতীশচন্দ্র পুনরায় বলিতে লাগিলেন,

"আমি পাপী বটে, কিন্তু আমার অপেক্ষাও ঘোরতর ভীষণতর পাপী আছে। মহারাজ! আমার ভৃত্য শকুনিই যথার্থ সমরসিংহকে বধ করিয়াছে,—সেই অদ্য আমাকে বধ করিল," আবার কণ্ঠ রোধ হইল।

ক্রোধে রাজা টোডরমল্লের নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ হইল। কিন্তু তিনি ক্রোধ সম্বরণ করিয়া ধীরে২ বলিলেন,

"চিন্তা নাই, জগদীশ্বর পাপীর দণ্ড দিবেন।"

আবার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সকলে নীরব হইয়া রহিল। সতীশচন্দ্রের আয়ু নিঃশেষিত হইয়া আসিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে সতীশচন্দ্র অধিকতর ক্ষীণ ও কাতর স্বরে বলিলেন,

"কন্যা,—স্নে—স্নেহময়ী ধর্ম্মপরায়ণা কন্যা"—সহসা বাক্‌ রুদ্ধ হইল।

রাজা পুনরায় অঙ্গুলি দ্বারা ওষ্ঠে দুগ্ধ দান করিলেন। ক্ষণেক পর আবার বলিতে লাগিলেন,

"হতভাগিনী কন্যা,—তোমার মা—মা—মাতা নাই"—বলিতে২ পার্শ্বের গৃহ হইতে হৃদয়বিদারক রমনীকণ্ঠজাত ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল, সে ধ্বনি শুনিয়া সতীশচন্দ্রের স্পন্দহীন নয়নদ্বয় জলে পরিপূর্ণ হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে বিমলা বেগে পিতার নিকটে আসিলেন,—ঘর লোকে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু সে সময়ে সে জ্ঞান কোন্ রমনীর থাকে?

প্রেমদাস পূর্ব্বপরিচিত বিমলাকে সতীশচন্দ্রের কন্যা বিমলা বলিয়া জানিতেন না,—আজি তাহা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেন।

সতীশচন্দ্র কন্যাকে দেখিয়া বলিলেন

"আলিঙ্গন। তোমাকে পরমেশ্বর"—আর কথা সরিল না।

বিমলা পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার পদবন্দনা করিলেন। বোধ হইল যেন সেই পবিত্র আলিঙ্গনে সতীশচন্দ্রের হৃদয় উদ্বেগশূন্য হইল, মুখমণ্ডল শান্তিভাব ধারণ করিল, নয়ন দুইটী চিরনিদ্রায় মুদিত হইল।

তখন বিমলা বার২ সেই মৃতদেহকে আলিঙ্গন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আজি বিমলার নয়নের আলোক নির্ব্বাণ হইল, আজি চারিদিক অন্ধকার হইল, আজি হৃদয় বিদীর্ণ হইল, আজি জগৎ শূন্য হইল।

সে দর্শন দৃষ্টি করিয়া রাজা নয়নদ্বয় আবরণ করিয়া বেগে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, প্রেমদাস খড়্গের উপর ভর্ দিয়া বালিকার ন্যায় অবারিত নয়নধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

* * * *

ইতিহাসে লিখিত আছে যে, বঙ্গদেশের জমীদারগণ রাজা টোডরমল্লের দলভুক্ত হইয়া বিদ্রোহীদিগকে খাদ্য দ্রব্য প্রেরণ বন্ধ করিলেন। তজ্জন্য ও অন্যান্য কারণবশতঃ বিদ্রোহীসৈন্য অবশেষে মুঙ্গের পরিত্যাগ করিয়া চারিদিকে পলায়ন করিল। বিদ্রোহী সেনাপতির মধ্যে আরব বাহাদুর পাটনা হস্তগত করিবার মানসে সহসা তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধি রাজা টোডরমল্ল তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সেই নগর রক্ষার্থ পূর্ব্বেই তথায় কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, সুতরাং আরব বাহাদুর বিফলমানস হইলেন। মাসুমী কাবুলী নামক পাঠান বীর বিহার দেশ আক্রমণ করিলেন, কিন্তু টোডরমল্ল স্বয়ং সাদীকখাঁর সহিত যাইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন, সুতরাং মাসুমী মোগলের অধীনতা স্বীকার না করিয়া বরং উড়িষ্যা দেশের রাজার নিকট শরণাপন্ন হইলেন। রাজা টোডরমল্ল অল্প দিনের মধ্যে দিল্লীর সম্রাটকে লিখিলেন যে, সমগ্র বিহার দেশ জয় হইয়াছে।

প্রেমদাস এ সকল যুদ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন না। সরলার বিষয় যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বিলম্বের আর সময় ছিল না। যে দিন মুঙ্গেরের সম্মুখে শত্রুর শিবির ভঙ্গ হইল, সেই দিনই তিনি রাজা টোডরমল্লের নিকট বিদায় লইতে গেলেন। সে প্রার্থনা করাতে রাজা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। বলিলেন,

"সে কি প্রেমদাস! কি হইয়াছে?"

প্রে। "মহারাজ! যুদ্ধকার্য্য সমাধা করিয়া আমাদের পৈতৃক ভদ্রাসনে পদধূলি দিবেন, অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।"

রা। "যাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলাম

তাহা করিব, তাহার জন্য ব্যাকুল হইতেছ কেন ?”

প্রে। “মহারাজ, যদি আজ্ঞা করেন তবে আমি অগ্রে যাই।”

রা। “আমাদের এক্ষণও যুদ্ধ সমাধা হয় নাই, আমার ইচ্ছা ছিল তোমাকে আমার সঙ্গে লইয়া তোমার পিত্রালয়ে যাইব, কিন্তু যদি তোমার বিশেষ আবশ্যক থাকে, অগ্রে যাইতে পার।”

প্রে। “মহারাজের নিকট আমার আর একটী ভিক্ষা আছে।”

রা। “নিবেদন কর; তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই।”

প্রে। “আপনি শকুনিকে ধরিবার জন্য চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গে লোক পাঠাইতেছেন.—আদেশ করুন আমি সে কার্য্য সম্পাদন করিব।”

রা। “কেন, প্রেমদাস কি আমাদের অন্য সৈন্যর উপর প্রত্যয় করেন না ?”

প্রে। “মহারাজ! সে জন্য নহে, অন্য কারণ আছে” বলিয়া প্রেমদাস লজ্জায় মুখ অবনত করিলেন।

রা। “আমাদের কোন কথাই আমরা প্রেমদাসের নিকট গোপন রাখি না, প্রেমদাসের কি আমাদিগের নিকট গোপন রাখিবার কোন কথা আছে ?”

প্রেমদাস অধিকতর লজ্জিত হইয়া বলিলেন,

“মুঙ্গেরে আসিবার সময় এক জনের নিকট পুর্ণিমা তিথিতে বিদায় লইয়া আসিয়াছিলাম,—প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সপ্তম পূর্ণিমার মধ্যে পুনরায় দেখা করিব। তিনি এক্ষণে চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গে আছেন, সেই জন্য আমার এই ভিক্ষা !”

রা। “কাহার নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ আছ, যে তাঁহার কার্য্যের জন্য এরূপ ব্যাকুল হইতেছ ?”

প্রেমদাস অধিকতর লজ্জিত হইয়া অধোবদনে রহিলেন। রাজা সহাস্যবদনে বলিলেন—“আচ্ছা যাও, কিন্তু আমরা আকবর সাহকে পত্র লিখিব যে এক জন নবীন সেনাপতি বিদ্রোহী হইয়াছেন—দিল্লীশ্বরের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আপন হৃদয়েশ্বরীর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন !”

প্রেমদাস সম্মতি পাইয়া সেই দিনই মুঙ্গের ত্যাগ করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু নাবিকের নৌকায় উঠিলেন। প্রেমদাসের অনুরোধে, অনাথা নিরাশ্রয়া বিমলাও অপর একটী নৌকায় উঠিলেন, সঙ্গে২ চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

বিমলা এক্ষণে আর পূর্ব্বমত নাই। তাঁহার বদনমণ্ডল রক্তশূন্য ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিল, চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট, অথচ নয়নের তারা অনৈসর্গিক উজ্জ্বলতায় ধক্২ করিয়া জ্বলিতেছিল। তাঁহার কথার স্বর শুনিয়া প্রেমদাস চমকিত হইলেন, শ্মশানের নৈশবায়ুর ন্যায় ভীষণ ও নৈরাশ প্রকাশক! আজি বিমলার হৃদয়ের আশা ভরসা সকলই দগ্ধ হইয়াছে,—প্রেমদাসের প্রতি যে অনুরাগ ছিল, তাহাও সেই ঘোর সন্তাপাগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছিল, হৃদয় প্রকৃত দগ্ধ শ্মশান হইয়াছে। এ অনন্ত জগতে কত অভাগিনীর মায়ার সমস্ত বস্তুই একে২ কালগ্রাসে পতিত হয়,—কত অভাগিনীর হৃদয় শূন্য শ্মশানের ন্যায় হয়, তাহা কে বলিবে ? অনন্ত দুঃখ সহ্য করিবার জন্য কি মানব জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল ?

—

একত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

সপ্তম পূর্ণিমা।

If after every tempest come such calms
May the winds blow till they have
wakened death.
Shakespeare.

আজি পূর্ণিমা তিথি, কিন্তু আকাশ দেখিলে কে বলিবে আজি পূর্ণিমা? গভীর ধূম্রবর্ণ মেঘ রাশিতে আকাশ অদ্য আচ্ছন্ন রহিয়াছে, জগৎ ভীষণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। মধ্যে২ বিদ্যুৎ লতার ভীষণ আলোকে সেই অন্ধকার মুহূর্ত্তের জন্য উদ্দীপ্ত হইতেছে। আবার পূর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতর অন্ধকার হইতেছে। আশার ক্ষণস্থায়ী জ্যোতি লীন হইলে, হতভাগ্যের পক্ষে সংসার যেরূপ পূর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতর তিমিরাচ্ছন্ন বোধ হয়, বিদ্যুতালোকের পর জগৎ সেইরূপ অধিকতর ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখাইতে ছিল। মুসলধারা বৃষ্টিতে ক্ষেত্র, গ্রাম, পথ, ঘাট সকল ভাসিয়া যাইতেছিল, মুহূর্ত্তে২ যেন সেই বৃষ্টি বৃদ্ধি পাইতেছে বোধ হইতেছিল। বায়ু রহিয়া২ অতিশয় ভীষণ শব্দে প্রবাহিত হইতেছিল, নদীতে কোন কোন নৌকা, ছিন্নবন্ধন হইয়া মগ্ন হইতেছিল, কোন কোন খান বা ঘূর্ণিত হইতেছিল, বৃক্ষের শাখা, ঘরের চাল ভীষণ বেগে উড়িয়া যাইতেছিল। সেই বায়ুর শব্দের মধ্যে২ ভীষণতর মেঘের অনেকক্ষণ স্থায়ী গর্জ্জন জগৎসংসার ত্রস্ত ও কম্পিত করিতেছিল।

এরূপ ভীষণ বাত্যায় সরলা একাকী চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের অন্ধকারাচ্ছন্ন উদ্যানের মধ্যস্থ একটী জনশূন্য কুটীরাভ্যন্তরে বসিয়া আছে, কি জন্য? বালিকার হৃদয়ে কি ভয় নাই, এই অন্ধকারে এই ভয়াবহ মেঘগর্জ্জনে বালিকার হৃদয়ে কি শঙ্কা হইতেছে না?

না! অদ্য সরলার চিত্তে আর ভয় নাই, অদ্য সরলা কাহাকেও ভয় করে না। সুখের আশা, জীবনের আশা অদ্য শেষ হইয়াছিল, যাহার আশা নাই, তাহার ভয় কিসের? আকাশে যে ভীষণ বিদ্যুৎ ক্ষণে২ নয়ন ঝলসিতে ছিল, সরলা স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে অবলোকন করিতেছিল। তাহার পর যে ভয়ানক মেঘ গর্জ্জন হইতেছিল, সরলা স্থির চিত্তে তাহাও শ্রবণ করিতেছিল! ভয়শীলা, বিহ্বলা বালিকা অদ্য ভয়শূন্যা হইয়াছে, কেন না জীবনে আর তাহার আশা ভরসা নাই। আজি সপ্তম পূর্ণিমা, প্রেমদাস অদ্যও আসিলেন না, সরলার জীবনের আশা ভরসা অদ্য ফুরাইল।

একবার বাল্যাবস্থার কথা মনে আসিল। মহামান্য সমরসিংহের এক মাত্র দুহিতা এই প্রশস্ত দুর্গে, এই বিস্তীর্ণ উদ্যানে বেড়াইয়া বেড়াইত, পিতার ক্রোড়ে উঠিয়া শাখা হইতে ফুল পাড়িত, মাতার ক্রোড়ে উঠিয়া এক দিন একটা পাখী ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল। পাখী উড়িয়া গেল নির্ব্বোধ শিশু কাঁদিল, নির্ব্বোধ শিশু জানিত না যে, জীবনের আশা ভরসা সকলই সেই পাখীর মত একে২ উড়িয়া যাইবে।

তাহার পর ছয় বৎসর কাল রুদ্রপুরে অতিবাহিত হইয়াছে। দরিদ্র পল্লী-গ্রামে দরিদ্র কুটীরে সেই ছয় বৎসর কাটিয়াছে,—কিন্তু ধন হইলেই সুখ হয়, না দরিদ্রতা হইলেই দুঃখ হয়? সরলার অন্তঃকরণে সেই ছয় বৎসর পরম সুখের কাল বলিয়া বোধ হইল। প্রাণের সখী অমলা! তাহাকে কি আর

দেখিতে পাইবে। প্রাতঃকালে সেই অমলার সহিত প্রত্যহ ঘাটে জল আনিতে যাইত, সন্ধ্যার সময় সেই অমলার সহিত অনন্ত উপকথা, অনন্ত প্রণয়ের কথা হইত। সুখের সময় সেই অমলা নিকটে থাকিলে সুখ দ্বিগুণ হইত, দুঃখের সময় অমলার প্রবোধ বাক্যে দুঃখ শান্তি হইত। আজি সে অমলা কোথায়? পাখীর মত উড়িয়া গিয়াছে!

আর সেই প্রেমদাস! যাহার চিন্তায় আজি ছয় মাস সরলার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, যাহার আশায় আজি ছয় মাস সরলা জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছে, সে হৃদয়ের প্রেমদাস কোথায়? বাল্যকালে ইচ্ছামতী তীরে যাহার ক্রোড়ে বসিয়া বালিকা গল্প শুনিত, গল্প শুনিত আর এক দৃষ্টে সেই মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত; যৌবনের প্রারম্ভে যে প্রেমময় মুখ খানির কথা সদাই ভাবিত, ভাবিত আবার রহিয়া২ সেই মুখ খানি দেখিয়া হৃদয় শীতল করিত, সে প্রেমদাস কোথায়? রুদ্রপুরের কুটীর পার্শ্বে চন্দ্রালোকে যে প্রেমদাস বিদায় লইয়াছিলেন, সেই অবধি যে প্রেমদাসের চিন্তা দিবা রাত্রি সরলার হৃদয়ে জাগরিত রহিয়াছে, সে প্রেমদাস কোথায়? হায়! তিনিও পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িয়া গিয়াছিলেন, অনন্ত সংসারাকাশে বিচরণ করিতেছেন!

সরলা ভাবিয়া২ হতজ্ঞান হইল। মাথা ঘুরিতে লাগিল কিন্তু চক্ষুতে জল নাই। বালিকার হৃদয়ে আজি যে যাতনা কে জানিবে। যত দিন জীবনে একটী আশা থাকে, তত দিন জীবন সহনীয় হয়, কিন্তু সরলার পক্ষে এক একটী করিয়া সকল আশাই তিরোহিত হইয়াছিল। পৃথিবী শূন্য হইয়াছিল, সংসার তমোময় হইয়াছিল। এক একটী করিয়া নাট্যশালার দীপ নির্ব্বাণ হইল, সরলা ধীরে২ সেই নাট্যশালা হইতে বিদায় লইবার উদ্যোগ করিল।

"আজি হৃদয়েশ্বরের আসিবার শেষ দিন, আজি তিনি আসিলেন না কেন? তিনি কি হতভাগিনীকে ভুলিয়া গিয়াছেন? তিনি কি জীবিত আছেন? ভগবান তুমিই জান তোমার অচিন্তনীয় মানস কে বুঝিতে পারে, তোমার যাহা মনে লয় কর। প্রেমদাস! তোমার নিকট ইহজন্মে বিদায় লইলাম, তুমি যদি আমাকে ভুলিয়া থাক, হতভাগিনী তোমাকে ভুলে নাই, হতভাগিনী মৃত্যুর সময় তোমার নাম উচ্চারণ করিতে২ মরিবে,—তোমার কথা ভাবিতে২ মরিবে, তোমার দেবমূর্ত্তি জ্ঞানচক্ষুতে দেখিতে২ মরিবে। আর তুমি যদি জীবিত থাক, যে অভাগিনী তোমার জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছে একবার তাহার কথা ভাবিও,—যে ভিখারিণী বিপদে, দুঃখে, দারিদ্র্যে মুহূর্ত্তমাত্র তোমার নাম, তোমার চিন্তা বিস্মৃত হয় নাই, একবার তাহার কথা মনে স্থান দিও। আমার আর ভিক্ষা নাই,—পরমেশ্বর তোমাকে ধন দিবেন, মান দিবেন, ক্ষমতা দিবেন, লক্ষ্মীর মত পত্নী দিবেন; কিন্তু প্রেমদাস! সরলার মত তোমাকে কেহ ভাল বাসিতে পারিবে না। দুঃখিনীর ধন! ভিখারিণীর রত্ন! জীবনের বায়ু! নয়নের মণি! পরমেশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন, আর আমার কিছু প্রার্থনীয় নাই।" সরলার কষ্ট হইল, অজস্র বিগলিত অশ্রুধারায় শুষ্ক বদনমণ্ডল প্লাবিত হইল।

এক্ষণও প্রবল বেগে ঝড় বৃষ্টি হইতেছে, তাহার মধ্যে সরলার বোধ হইল যেন এক অপরূপ ঝন্‌ঝনা শব্দ হইল। সরলা ধীরে২ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া চারি দিকে দেখিল, কিন্তু সে নিবিড় অন্ধকারে কিছু মাত্র দেখিতে পাইল না। অন্য দিন হইলে সরলা ভীত হইত, কিন্তু আজি বালিকার হৃদয়ে ভয় ছিল না,—হতভাগিনীর আর কি হইতে পারে? যাহা হইবার হউক!

এমত সময়ে উজ্জ্বল বিদ্যুতালোক দেখা দিল। সে আলোকে সরলা সম্মুখে কি দেখিতে পাইল? হরি হরি? এ কি প্রেমদাস!

চারি চক্ষুর মিলন হইল, মুহূর্ত্ত মধ্যে পরস্পর পরস্পরের আলিঙ্গনে বদ্ধ হইল।

অনেকক্ষণ দুই জনই বাকশূন্য হইয়া নীরবে রহিলেন, সে সময়ে তাঁহাদের হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হইতেছিল তাহা আমরা বর্ণনা করিতে অক্ষম, যাঁহারা পারেন অনুমান করুন। তাঁহারা স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল বিস্মৃত হইলেন, জগৎসংসার বিস্মৃত হইলেন, বৃষ্টি, বায়ু, মেঘগর্জ্জন বিস্মৃত হইলেন,চিন্তা, দুঃখ, বিপদ বিস্মৃত হইলেন, স্থান, কাল, বিস্মৃত হইলেন। কেবলমাত্র পরস্পরের আলিঙ্গন সুখ ভিন্ন তাঁহাদের পক্ষে জগৎসংসারে যেন আর কিছুই নাই!

প্রেমদাস সরলার অশ্রুপ্লাবিত কপোলদ্বয় পুনঃ২ চুম্বন করিতে লাগিলেন, ললাট ও ওষ্ঠদ্বয় পুনঃ২ চুম্বন করিতে লাগিলেন। সরলা প্রায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া বৃক্ষোপরি বল্লরীর ন্যায় প্রেমদাসের শরীরের উপর গলিয়া পড়িল।

তাঁহাদিগের সুখ বর্ণনাতীত। এ জগতে সেরূপ সুখের মুহূর্ত্ত অতি বিরল,—সে রূপ অসীম আনন্দ যাহার জীবনে একবার ঘটে সেই ভাগ্যবান, অধিকবার কাহারও ঘটে না।

অনেকক্ষণ পর প্রেমদাস বলিলেন,

"সরলা তোমার জন্য আমি অনেক চিন্তা করিয়াছি।"

সরলা উত্তর করিতে পারিল না, জলে নয়ন ভাসিয়া গেল। সে অশ্রুপরিপূর্ণ লোচন চুম্বন করিয়া প্রেমদাস আবার বলিলেন,

"সরলা তুমি আমার জন্য ভাবিতে?"

এ কথায় সরলা কি উত্তর দিবে? মনে২ ভাবিল, "ভাবিতাম কি না ভগবান জানেন," প্রকাশ্যে কিছু বলিতে পারিল না। আবার নয়নজলে বদনমণ্ডল ভাসিয়া গেল।

কাহারও অধিক কথা নাই, কিন্তু তাঁহাদিগের মনের কি ভাব, পরস্পরের সেই অবারিত আনন্দাশ্রুর প্রতি বিন্দুতে তাহা প্রকাশ হইতেছিল।

আবার অনেকক্ষণ উভয়ে নীরবে রহিলেন। পরে প্রেমদাস পুনরায় বলিলেন,

"সরলা, এ ছয় মাস তোমাকে না দেখিয়া যে আমার কি রূপে কাটিয়াছে স্মরণ করিলে হৃৎকম্প হয়। যুদ্ধের সময় বিশ্রামের সময়, কার্য্যের সময়, নিদ্রার সময়, তোমার নির্ম্মল মুখ খানি আমার হৃদয়দর্পণে প্রতিবিম্বিত থাকিত।

সরলা উত্তর করিল—"প্রেমদাস—" কথা আপনা হইতেই রুদ্ধ হইল, ছয় মাসের পর প্রেমদাসের নিকট তাহার এই প্রথম কথা, একটী কথা কহিতেই লজ্জায় কণ্ঠ রুদ্ধ হইল! মুখে কথা আসিয়াছে, ওষ্ঠ কম্পিত হইতেছে, কিন্তু কথা বাহির হইতেছে না, লজ্জায় অধোবদন হইল।

সে অমৃতবর্ষী পূর্ব্বপরিচিত স্বর শুনিয়া প্রেমদাসের হৃদয় কন্দর পর্য্যন্ত বিলোড়িত ও কম্পিত হইল! সে অপরিস্ফুট "প্রেমদাস" কথাটী ছয় মাস পরে শুনিয়া প্রেমদাসের নয়নে আনন্দাশ্রু আসিল। ধীরে২ সরলার বদন খানি তুলিয়া গাঢ়চুম্বনে সেই কম্পিত ওষ্ঠ একেবারে রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

সে সুখের রাত্রিতে কেহ নিদ্রা যায় নাই। সমস্ত রাত্রি সেই গৃহে বসিয়া দুই জনে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সরলা কত দুঃখের কথা কহিল,—আশায় হতাশ, ভরসায় নৈরাশ, চিন্তায় দুঃখ এই সকল কথা কহিতে লাগিল। সে কাহিনী কি শেষ হয়,—জগতের মধ্যে যাহাকে হৃদয়ের স্পর্শমণি বলিয়া গণ্য করি, তাহার নিকট যখন মনের কবাট খুলিয়া মনের কথা বলিতে আরম্ভ করি সে কথার কি শেষ আছে? প্রেমদাসও সেই অনন্ত কথা শুনিতে লাগিলেন, সরলার সেই সরল মুখখানির দিকে চাহিতে লাগিলেন,—চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া, তাঁহার তৃপ্তি হইল না।

প্রাতঃকালে প্রেমদাস আপন নৌকা হইতে কয়েক জন সৈনিক পুরুষকে ডাকাইলেন। পরে রাজা টোডরমল্লের আজ্ঞানুসারে শকুনিকে বন্দী করিয়া লইয়া ইচ্ছাপুরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। মহাশ্বেতা, সরলা ও বিমলা এক নৌকায় যাত্রা করিলেন। সেই দিন সন্ধ্যার সময় ইচ্ছাপুরে পঁহুছিলেন। প্রেমদাস পিতার চরণে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার চিন্তা দূর করিলেন।

দ্বাত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

পুনর্ম্মিলন।

When wild war's deadly blast was blown,
And gentle peace returning
With many a sweet babe fatherless,
And many a widow mourning;
I left the lines and tented field,
Where long I'd been a lodger.

Burns

বহুকালের পর পরস্পরের সহিত পরস্পরের মিলনে সকলেই যে কি অপর্য্যাপ্ত সুখ লাভ করিলেন, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। নগেন্দ্রনাথ বহুকাল পরে পুত্রকে পাইয়া অপার আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। পুত্রকে বার২ আলিঙ্গন করিয়া সহস্র আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

বনাশ্রম হইতে চন্দ্রশেখর আপন কন্যাকে সঙ্গে করিয়া ইচ্ছাপুরে আসিলেন। রুদ্রপুর হইতে অমলা বৃদ্ধ স্বামীকে সঙ্গে করিয়া আনিল। রাজা টোডরমল্ল আসিবেন শুনিয়া সকলেই সকল দিক হইতে ইচ্ছাপুরে আসিতে লাগিল।

প্রেমদাস যে জমীদার নগেন্দ্রনাথের পুত্র, তাহা সকলেই জানিতে পারিল। সরলা এক দিন গোপনে সুরেন্দ্রনাথকে কহিল,

"আমি তোমাকে দরিদ্র ব্রাহ্মণপুত্র বলিয়া ভাল বাসিতাম, জমীদারপুত্র জানিলে ভয়ে কথা কহিতাম না।"

প্রেমদাস সহাস্য বদনে উত্তর করিলেন,

"দোহাই ধর্ম্ম! সে জন্য এখন যেন পুরাতন ভাল বাসা ভুলিও না।"

সরলা বলিল,

"পারিব কেন?" বলিয়াই বেগে পলায়ন করিল।

অমলা অধিকতর লজ্জিত হইল। রুদ্রপুরে প্রেমদাসকে সামান্য ব্রাহ্মণ-পুত্র বলিয়া কত তামাসা করিত, এক্ষণে তাঁহাকে জমীদরপুত্র জানিয়া লজ্জায় কথা কহিতে পারিল না কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ অল্পে ছাড়িবার লোক নহেন। এক দিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া নবীন-দাসের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। অমলা তাহাকে দেখিয়া ১॥ হাত ঘোমটা টানিল।

প্রেমদাস হাসিতে২ বলিলেন,

"বটে, এই বুঝি পুরাতন ভাল-বাসা?"

অমলা লজ্জিত হইল, অথচ তামাসা ছাড়িল না, অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে বলিল,

"আপনি পরের বাড়ীর ভিতর গিয়া এইরূপ মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করেন, আমি সরলাকে বলিয়া দিব।"

প্রেমদাস উত্তর করিলেন,

"অমলা তুমি আমাকে পর মনে কর, —আমি তোমাকে পর মনে করি না।"

অমলা এবার অপ্রতিভ হইল, অব-গুণ্ঠন তুলিয়া বলিল, "প্রেম—— সুরেন্দ্রনাথ, আমায় ক্ষমা কর, আর আমি তোমার নিকট লজ্জা করিব না।"

সেই অবধি অমলার লজ্জা ভঙ্গ হইল।

মহাশ্বেতা যে রাজা সমরসিংহের বি-ধবা তাহা জানিয়া লোকে অধিকতর বিস্মিত হইল। এখন আর মহাশ্বেতা দরিদ্রা নহেন। রাজা টোডরমল্লের আ-জ্ঞানুসারে সমরসিংহের বিস্তীর্ণ অধিকার তাঁহার বিধবা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুত-রাং এক্ষণে মহাশ্বেতা আপন কন্যার সহিত সুরেন্দ্রনাথের বিবাহ দিতে অস-ম্মত ছিলেন না।

এক দিন অমলা আসিয়া সরলাকে বলিল,

"সই, এখন তোমরা বড় মানুষ হ-ইলে, এবার আমাদের ভুলিয়া যাইবে।"

সরলার চক্ষুতে জল আসিল, বলিল,

"সই জীবন থাকিতে আমি তোমা-কে ভুলিতে পারিব না।"

অমলা সরলার চক্ষুর জল মুছাইয়া দিয়া বলিল, "ছি সই তামাসা বুঝ না, আমি তোমাকে কেবল তামাসা করিয়া-ছিলাম, তাহাতেই চক্ষুতে জল? তুমি আমাকে কখনও ভুলিবেনা তাহা জানি, —কিন্তু পৃথিবীতে কয় জন আছে যে বড়লোক হইলে আপন পুরাতন বন্ধু-দিগকে ভুলে না। সকল স্ত্রীলোক যদি সরলার মত হইত, আর সকল পুরুষ যদি সুরেন্দ্রনাথের মত হইত, তাহা হইলে সংসার স্বর্গ হইত।"

সকলের সুখ দেখিয়া বিমলাও আপ-নার দুঃখ কিয়দংশ বিস্মৃত হইলেন। সরলার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় স্নেহ হই-য়াছিল, সেই সরলা আজি বিস্তীর্ণ জমী-দারির উত্তরাধিকারিণী, পাপাত্মা শকুনি এক্ষণে বন্দী এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া আপন মনের ক্লেশ কথঞ্চিৎ বি-স্মৃত হইয়াছিলেন।

চিন্তাশীলা কমলাও তাঁহাদিগের সহিত থাকিতেন, কিন্তু পূর্ব্বের মত সত-তঃই চিন্তায় অভিভূতা। যখন কথা কহি-তেন তাঁহার সারগর্ভ কথা শুনিয়া সকলেই চরিতার্থ হইতেন, সকলেই একাগ্রচিত্তে আরও শুনিতে চাহিতেন। এইরূপে চারি জন বয়স্যা সুখে কাল হরণ করিতে লাগিলেন।

পাঠক মহাশয়! আমাদের উপন্যাস প্রায় শেষ হইল। আপনি যদি আমা-

দের উপর সন্তুষ্ট না হইয়া থাকেন, তবে আইসুন এই স্থানেই বিদায় লই। আর যদি আপনাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিয়া থাকি, তবে আপনার একটী মনের কথা বলুন দেখি! এই কথাটী কানেং জিজ্ঞাসা করিব, আপনি কানেং উত্তর করিবেন, অপর লোকে যেন কেহ টের পায় না। বলুন দেখি এই চারিটী সমবয়স্যার মধ্যে কোনটীকে আপনার মনে ধরে?

সৌন্দর্য্যে বিমলা সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই উজ্জ্বল রূপরাশি দেখিয়া বোধ হয় কোনং পাঠক তাঁহাকেই মনোনীত করিবেন। বিশেষ বিমলা তেজস্বিনী, উন্নত চরিত্রা, ধর্ম্মপরায়ণা,বীর পুরুষের যোগ্যা বীরাঙ্গনা। কিন্তু না! অনেকেই বোধ হয় তাঁহাতে নারাজ। অনেকেই বলিবেন "বীরাঙ্গনায় আমাদের কায নাই, রূপে কাজ নাই, তেজে কাজ নাই, একেই গৃহিণীর মুখ ঝাম্‌টায় প্রাণ অস্থির তার উপর তেজ! শেষকালে প্রাণ লইয়া টানা টানি হইবে? ও বাবা মেয়েকে রেখে দাও, বরং আর কাহাকেও দাও।"

পাঠক মহাশয়, কমলাকে লইতে সম্মত আছেন? কমলা সুন্দরী, শান্ত, চিন্তাশীলা। গ্রীষ্মের দিন গত হইলে শীতল সায়ংকাল যেরূপ শান্ত, নিস্তব্ধ সুখ প্রদায়ী চিন্তা উত্তেজক, কমলা সেই রূপ শান্ত, গম্ভীর, সুখদায়িনী, চিন্তাশীলা। হৃদয়ে কোন উৎপাত নাই, নয়ন দুইটী প্রশস্ত শান্ত ও নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ, কেশ রাশিও নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ, অধিক সময়েই আলুলায়িত হইয়া পৃষ্ঠে লম্বিত হইয়া থাকে, বদন মণ্ডল ও বক্ষঃস্থল আবৃত করিয়া থাকে। সমস্ত অবয়বে শান্তভাব লক্ষিত হইতেছে। বোধ হয় এ রূপ নায়িকা পাইলে অনেকেরই মনে ধরিবে। কিন্তু কোনং পাঠক বলিবেন "না, অত চিন্তা করিলে চলে না। বাঙ্গালীর মেয়ে, ঘরের কায করিতে হইবে, অত চিন্তা করিলে হবে কেন? খোলায় মাছ দিয়া উনি যে চিন্তা করিতে বসিবেন, আর আমাকে যে প্রত্যহ চোঁয়া মাছ খেতে হবে তা পারিব না। চন্দ্রশেখর যোগী পুরুষ ওঁর খাওয়ায় ভাল মন্দ আইসে যায় না, কিন্তু আমার ভাল খাওয়া টুকু না হইলে চলে না। চিন্তাশীলায় আমার কায নাই, অন্য এক জনকে দেখ।"

সরল চিত্তা প্রেম বিহ্বলা সরলাকে বোধ হয় অনেক পাঠকেরই মনে ধরিবে। আমাদের ত ইচ্ছা মনে ধরে কিন্তু পাঠক মহাশয় তাহাতে সম্মত হয়েন কই। কোনং পাঠক বলিবেন "না বাপু" ও প্যান পেনে ভ্যান ভেনে মেয়েকে আমার কায নাই। উপন্যাসে পড়িতে ভাল কিন্তু কাযের সময় কিছু নয়। একটু বুদ্ধি শুদ্ধি থাকে, একটু চালাক চতুর হয়, দুই একটা ঠাট্টা তামাসা করিবে, দুই এক বার মুখ নাড়া দিবে, তবে বাড়ীর গৃহিণী বলিয়া বোধ হয়। তা নয় এ কোথাকার বোবা মেয়ে কথা বার্ত্তা জানে না, ওকে আমার কায নাই"

চঞ্চল হৃদয়া, প্রখর নয়না, চতুরা, রূপলাবন্য সম্পন্না অমলাকে বোধ হয় অনেক পাঠক মহাশয়েরই মনে ধরিবে। তবে কৈবর্ত্তের মেয়ে বলিয়া যদি কেহং ঘৃণা করেন আর——বৃদ্ধ স্বামি বর্ত্তমান! বিধবা হইলেও বরং বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ডাকাইয়া কোন রকম চেষ্টা

দেখা যাইত, কিন্তু বুড় এখনও মরে নাই।

তবে হইল না পাঠক মহাশয় আপনার কপালে নাই! আমাদের দোষ নাই অন্য উপন্যাসে একটী করিয়া নায়িকা থাকা রীতি, আমরা আপনার মনোরঞ্জনার্থ চার চারিটী নায়িকা আনাইয়াছিলাম। তাহাতেও যদি মন না উঠে, তবে আর আমাদের দোষ কোথায়। "যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ ?

ত্রয়োত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

অপরূপ পুনর্ম্মিলন।

She gazed—she reddened like a rose,
  Sine pale like ony lily :
She sank within my arms and cried
  "Art thou my ain dear Willie ?"
"By Him who made you sun and sky
  By whom true love's regarded,
I am the man ; and thus may still
  True lovers be rewarded."

Burns.

সন্ধ্যাকাল আগত। কমলা একাকী ভ্রমণ করিতে২ ইচ্ছাপুর হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িলেন। একাকী যমুনার তীরে বসিয়া স্বভাবের নিস্তব্ধ ভাব অবলোকন করিতেছিলেন, ঘন বৃক্ষাবলির মধ্যে পুঞ্জ২ খদ্যোৎমালা খেলা করিতেছে তাহাই দেখিতেছিলেন। নীল আকাশে দুই একটী শুভ্র মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে তাহাই দেখিতেছিলেন, শান্ত নদীর উপর একখানি মাত্র ক্ষুদ্র তরি ভাসিতেছে তাহাই দেখিতেছিলেন। নদীজলে দুই একটী তারা প্রতিফলিত হইয়া কম্পিত হইতেছে, দূরস্থ গ্রামের মধ্য হইতে দুই একটী প্রদীপ দেখা যাইতেছে।

কমলা সতত্তই চিন্তাশীল. কিন্তু অদ্য বোধ হইতেছে যেন কোন বিশেষ চিন্তায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন। সেই নদী তীরে বসিয়া শান্ত নয়ন দুইটী ফিরাইয়া আকাশের দিকে এক দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। তারার শান্ত জ্যোতিঃ সেই শান্ত নয়ন ও মুখমণ্ডলের উপর পড়িতেছে। আলুলায়িত কেশ পৃষ্ঠদেশে লম্বিত রহিয়াছে, বা বদনমণ্ডল ঈষৎ আবৃত করিয়া উন্নত বক্ষঃস্থলের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। বাহুর উপর বদনমণ্ডল স্থাপিত রহিয়াছে। আজি এই গম্ভীর ভাবে কমলা কি চিন্তা করিতেছেন ?

কমলা আজি পূর্ব্বকালের কথা স্মরণ করিতেছেন। স্বামীর মৃত্যুর কথা তাঁহার স্মরণ নাই কিন্তু তাহার পর পীড়ার সময় যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, কমলা তাহাই স্মরণ করিতেছেন। স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যেন গভীর নীল আকাশে এক খানি সুভ্র মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে ; —চাহিয়া দেখিলেন অদ্য যথার্থই সেইরূপ গভীর নীল আকাশে সেই রূপ এক খানি শুভ্র মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে। আরও স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, সেই মেঘের উপর কোন দেব পুরুষ এক খানি ক্ষেপনি হস্তে করিয়া অনন্ত আকাশে সেই মেঘখানি চালনা করিতেছেন। চাহিয়া দেখিলেন, মেঘের উপর কোন দেবপুরুষ নাই, কিন্তু নদীর উপর সেই রূপ দেবাকৃতি এক জন মনুষ্য এক খানি তরী চালন করিতেছে। স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, সেই দেবপুরুষের স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত, বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, সেই নৌকা চালক নাবিকের স্কন্ধে যজ্ঞো-

পবীত লম্বিত রহিয়াছে। পাঠক মহাশয়কে বলা বাহুল্য যে সে পূর্ব্ব পরিচিত মুঙ্গেরের নাবিক।

কমলা বারং সেই দিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয়ে সহস্র চিন্তা জাগরিত হইতে লাগিল। "এ নাবিক কে? জাতিতে ব্রাহ্মণ! ব্যবসায়ে নাবিক! আর আমি যে দেবপুরুষকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, আকৃতি অবয়ব সেই রূপ! সেই রূপে দাঁড় ধরিয়াছে, সেই রূপ গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতেছে! ইনি কি সেই দেবপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছেন?

সহসা চন্দ্রোদয় হইল। সেই নীল আকাশ, সেই অনন্ত বৃক্ষাবলী, সেই নদী আলোকে পরিপূর্ণ করিয়া চন্দ্রোদয় হইল। সেই চন্দ্রালোকে নাবিকের মুখমণ্ডল স্পষ্ট রূপে দৃষ্ট হইল। দেখিবামাত্র পূর্ব্ব স্মৃতি অবারিত সহস্র সাগর তরঙ্গের ন্যায় বেগে কমলার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। কমলা ক্ষণেক উন্মত্তার ন্যায় কম্পিত কলেবরে সেই মুখমণ্ডলের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া পরে চীৎকার শব্দে "উপেন্দ্রনাথ" এই মাত্র উচ্চারণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া জলে নিপতিত হইলেন!

নাবিকও অনেক ক্ষণ অবধি সেই রমণীর দিকে দৃষ্টি করিতেছিলেন, নবোদিত চন্দ্রালোকে সহসা সেই রমণীর মুখমণ্ডল দেখিতে পাইয়াছিলেন। দেখিবামাত্র তাঁহার হৃদয়ে যেন বজ্রাঘাত হইল! রমণী জলে পড়িবামাত্র তিনিও ঝাঁপ দিয়া জলে পড়িলেন। "হৃদয়ের কমলা, তোমাকে কি আবার পাইলাম, না স্বপ্ন দেখিতেছি" এই বলিয়া সেই চৈতন্য শূন্য শরীর নদী তীরে তুলিলেন।

সেই চন্দ্রালোকে, সেই জনশূন্য নদীতীরে, সেই নিবিড় বৃক্ষ শ্রেণীর পার্শ্বে, নাবিক যত্ন সহকারে কমলার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনিমেষ লোচনে সেই মনোহর বদন মণ্ডলের দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সুন্দর ললাট, সেই নিবিড় কৃষ্ণ ভ্রূযুগল, সেই স্নেহ পরিপূর্ণ চিন্তা প্রকাশক নয়ন, সেই মধুর ওষ্ঠ, ও সেই নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাশি, সেই উন্নত হৃদয় ও সুসৌষ্ঠব বাহুযুগল আবরণ করিতেছে। উপেন দেখিতেং পাগলের ন্যায় হইয়া সেই হৃদয়ের প্রতিমাকে চুম্বন করিতে লাগিলেন। যখন কমলা পুনরায় চৈতন্য লাভ করিয়া নয়ন উন্মীলন করিলেন, দেখিলেন স্বামীর আলিঙ্গনে রুদ্ধ রহিয়াছেন, স্বামীর ওষ্ঠে আপনার ওষ্ঠ স্বামীর হৃদয়ে আপনার হৃদয়!

চির বিরহের পর পুনর্ম্মিলনে সেই প্রেমিক যুগলের হৃদয়ে যে অতুল আনন্দ, যে অনির্ব্বচনীয় সুখলহরী উথলিয়া পড়িতেছিল, কাহার সাধ্য তাহা অনুভব করে? পরস্পরের মুখ দেখিয়া বহুকালের প্রেমতৃষ্ণা নিবারণ করিয়া তাঁহারা যেরূপ উন্মত্তের ন্যায় অপরিসীম আনন্দ সাগরে ভাসিতেছিলেন, কে তাহা অনুভব করিতে পারে? পরস্পরের হৃদয়ে হৃদয় সংস্থাপন করিয়া যে স্বর্গীয় শান্তি লাভ করিতেছিলেন, কে অনুভব করিতে পারে? সে রূপ সুখ জগতে নাই, স্বর্গেও বিরল!

অনেক ক্ষণ পরে উপেন্দ্র বলিলেন,

"নিকুঞ্জবাসিনী কমলা! আমি মরি নাই, কিন্তু তোমাকে আর পাইব, আমার আশা ছিল না, গ্রামের লোকে আমাকে

বলিয়াছিল, তোমার পীড়ায় কাল হই-য়াছে।"

কমলা বলিলেন, "হৃদয়েশ্বর! আমার সংকট পীড়া হইয়াছিল কিন্তু অনেক দিন পরে নিস্তার পাইয়াছিলাম।

যখন নিস্তার পাইলাম তখন আমি বনাশ্রমে। কিন্তু তুমি যে নৌকায় গিয়াছিলে, লোকে আমাকে বলিল, সে নৌকা ঝড়ে উল্টাইয়া সকলের মৃত্যু হইয়াছে।

উ। "সকলের মৃত্যু হইয়াছিল, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের উপর সদয়, অদ্যকার রজনীর পুনর্ম্মিলনের জন্য আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রাণ রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু আর কিছু রক্ষা করেন নাই, পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত আমার ছিল না। ভিক্ষা করিতে২ অনেক দিন পর মুঙ্গেরে পঁহুছিলাম। তথায় যাইয়া তোমার সম্বন্ধে যে কথা শুনিলাম, ইচ্ছা হইল, নৌকার অন্যান্য লোকের সহিত আমারও মৃত্যু হইলে ভাল হইত।"

ক। "ভগবানের কি বিচিত্র লীলা। বহু দিন হইল তুমি একবার মূর্চ্ছিত হইয়াছিলে, চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া আমাকে পাইলে ও পাণিগ্রহণ করিলে। আজি আমি মুর্চ্ছা হইতে চৈতন্য লাভ করিয়া তোমাকে পাইলাম।"

এই রূপ কথা কহিতে২ উভয়ে ইচ্ছাপুরাভিমুখে গমন করিলেন। উভয়ই পূর্ব্বকালের কথা কহিতে লাগিলেন, সে কথা কহিতে২ কমলার বাল্যকালাবধি সমস্ত কথা হৃদয়ে জাগরিত হইল।

দ্রুতবেগে চন্দ্রশেখরের নিকট আসিয়া তাঁহার হৃদয়ে আপন মুখ লুকাইয়া কমলা রোদন করিয়া উঠিলেন। চন্দ্রশেখর বিস্মিত হইয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। কমলা বলিলেন,

"পিতা, এত দিন আপনাকে পিতা বলিয়াছি, আপনিও আমাকে কন্যার অধিক স্নেহ করিয়াছেন, অদ্য জানিলাম আপনি যথার্থই আমার জন্মদাতা।"

সকলেই বিস্মিত হইল। চন্দ্রশেখর কমলাকে ক্রোড়ে লইয়া চুম্বন করিয়া সবিশেষ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

কমলা অনেক কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,

"আপনি অনেক বার আমাকে বলিয়াছেন, আপনি আপন কন্যাকে শৈশবাবস্থায় গঙ্গাসাগরে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন,—তথা হইতে তাহাকে কে তুলিয়া লয় জানেন?

চ। "নবদ্বীপ নিবাসী হরিদাস ভট্টাচার্য্য।"

ক। "তবে আর সন্দেহ নাই, আমি সেই নবদ্বীপের হরিদাস ভট্টাচার্য্যের দ্বারা পালিত, তিনিও সর্ব্বদা আমাকে বলিতেন আমি চন্দ্রশেখর নামক যোগী পুরুষের কন্যা।"

চন্দ্রশেখরের বদনমণ্ডল আনন্দাশ্রুতে ভাসিয়া গেল। বলিলেন "ভগবান কি আমার এই বৃদ্ধ বয়সে আমার প্রতি এত অনুগ্রহ করিবেন, আমার প্রাণের কন্যাকে কি ফিরিয়া পাইলাম, এই বলিয়া কমলাকে পুনরায় বক্ষে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন। পরে বলিলেন,

"কমলা আর একটী কথা আছে,—তোমার শরীরে কোন স্থানে কোন চিহ্ন আছে?"

কমলা পিতাকে নিভৃত স্থানে লইয়া গেলেন। তথায় বক্ষস্থল হইতে বস্ত্র অপসারিত করিলে চন্দ্রশেখর দেখিলেন, স্তনদ্বয়ের মধ্যে শিবের আকৃতি এক্ষণও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে!

তখন চন্দ্রশেখর আনন্দে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। কমলাকে ক্রোড়ে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন, বারং মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন "আজি আমার কি সুখের দিন, আজি যদি আমার অভাগিনী গৃহিনী জীবিত থাকিত, প্রাণের দুহিতাকে একবার আলিঙ্গন করিয়া হৃদয় শান্ত করিত।"

তখন চন্দ্রশেখর কমলাকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এত দিন কোথায় ছিলে, আর অদ্য এ সুখের সংবাদ কোথা হইতে পাইলে ইত্যাদি নানা বিষয় জিজ্ঞসা করিলেন। কমলা বলিলেন "পিতা শ্রবণ করুন।"

"হরিদাস ভট্টাচার্য্য আমাকে পাইবার কিছু দিন পর সপরিবারে দেশত্যাগ করিয়া ৺ কাশীধামে যাত্রা করিলেন ও তথায় অনেক দিন বাস করিতে লাগিলেন। যখন আমার বয়ঃক্রম ৮।৯ বৎসর হইবে তখন হরিদাসের একটী পুত্র সন্তান হইল। এত দিন নিঃসন্তান থাকিয়া আমাকেই যত্ন করিয়া কন্যার মত লালন পালন করিতেন, এক্ষণে বৃদ্ধবয়সে পুত্র হওয়াতে আনন্দের আর সীমা রহিল না।

"পুত্র প্রসব হইবার প্রায় এক মাস পরে হরিদাসের গৃহিণীর কাল হইল, সুতরাং সেই পুত্রকে লালন পালন করিবার ভার আমার উপর পড়িল। আমি সেই অল্প বয়সে যথাসাধ্য সেই পুত্রকে লালন পালন করিতে লাগিলাম, দিন রাত্রি তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া থাকিতাম, আপনার ভ্রাতা অপেক্ষা ভাল বাসিতাম।

"সেই শিশুপুত্রের প্রতি আমার এই রূপ যত্ন দেখিয়া হরিদাস প্রথমে আমার উপর বড় সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু পুত্র যেমন বড় হইতে লাগিল, হরিদাসের আমার উপর স্নেহের হ্রাস হইতে লাগিল। অবশেষে আমি পরিচারিকারূপে সেই গৃহে থাকিতে লাগিলাম। গৃহের অন্য পরিচারিকাকে বিদায় দিলেন, আমাকে সকল কার্য্য করিতে হইত;—হরিদাস ও তাহার পুত্র আমাকে দাসী বলিয়া ডাকিতেন।

"আমার অতিশয় মনঃপীড়া হইতে লাগিল, একাকী বসিয়া কখনং ক্রন্দন করিতাম, কিন্তু যাহার জগৎসংসারে কেহ নাই, তাহার ক্রন্দন কে শ্রবণ করে, তাহার মনঃপীড়ায় কি ফল হয়। পিতা, আপনাকে স্মরণ করিতে পারিতাম না, কিন্তু কতবার মনেং ইচ্ছা হইত যে অগাধ গঙ্গাসাগরে যখন আমি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম, তখনই আমার মৃত্যু হইত।

"কেবল ইহাই নহে। পিতা আপনি জানেন, আমি জন্মাবধি কিছু অন্যমনস্কা, কিছু চিন্তাশীলা। সে জন্য আমি যে হরিদাসের নিকট কত তিরস্কার কত ভর্ৎসনা সহ্য করিয়াছি বলিতে পারি না। সমস্ত দিন অবিশ্রামে গৃহের সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতাম, ইহাতে যদি কোন কার্য্যে কোন প্রকারে দোষ থাকিত হরিদাস আমাকে গালি দিতেন, কখনং সম্মার্জনীদ্বারা প্রহার করিতেন। আমি নীরবে ক্রন্দন করিতাম।

"বয়স যত অধিক হইতে লাগিল, হরিদাসের নিষ্ঠুরতা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অন্যান্য দোষ জন্মাইতে লাগিল। যৌবনে যে সমস্ত দোষ হয়, হরিদাসের পত্নীর মৃত্যুর পর সেই সকল দোষ

হইতে লাগিল ;—ক্রমে তাঁহার গৃহ বার-বনিতার সমাগম স্থান হইয়া উঠিল।

"সুতরাং আমি তাঁহার গৃহ হইতে পলাইবার উদ্যোগ দেখিতে লাগিলাম ;—কিন্তু একটী কারণের জন্য সহসা পলাইলাম না। আমার বোধ হইল যেন হরিদাসের আমার প্রতি নিষ্ঠুরতা হ্রাস পাইতে লাগিল। আর আমাকে কখন প্রহার করিতেন না,—বিশেষ কারণ না থাকিলে আমাকে গালিও দিতেন না। যখন গালি দিতেন তখনও সহাস্য বদনে দুই একটী কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইতেন। তাঁহার সহস্র দোষ থাকিলেও আমি তাঁহাকে মনিব বলিয়া মান্য করিতাম, ভাবিলাম উনি সৎলোক হউন আর অসৎলোকই হউন, আমি দাসী, যত দিন খাইতে পাইব, ততদিন তাঁহার সেবা করিব।

"হতভাগিনীর বৃথা আশা! এক দিন সমস্ত দিন কার্য্যের পর প্রায় দুই প্রহর রজনীর সময় আপন গৃহে শয়ন করিতে গেলাম, দেখিলাম,——পিতা আপনার নিকট আমার সকল কথা বলিতে লজ্জা করে,—সংক্ষেপে, সেই পামর হরিদাস আমার সতীত্ব হরণে চেষ্টা পাইল। আমি তখন বুঝিতে পারিলাম, কি জন্য তিনি ইদানী আমার প্রতি দয়ালু হইয়াছিলেন, কি জন্য আমাকে দেখিলেই হাসিতেন। চীৎকার করিয়া আমি ঘর হইতে বহির্গত হইলাম। সেই দিন, সেই দুই প্রহর রজনীতে তরুণ বয়সে অসহায় হইয়া সংসার সাগরে ঝাঁপ দিলাম।

"পিতা আপনি যে গঙ্গাসাগরে আমাকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার কুল আছে, কিন্তু আমি যে সংসারসাগরে ঝাঁপ দিলাম, তাহার কুল নাই। কিছু দিন নগর হইতে নগরে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতাম, অবশেষে,"—

কমলা লজ্জায় একেবারে মুখ অবনত করিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ লজ্জা সম্বরণ করিয়া বলিলেন,

"অবশেষে মুঙ্গের নগরে এক ব্রাহ্মণ পুত্র আমাকে বিবাহ করিলেন। পিতা আমি বিধবা নহি, আপনার জামতা এক্ষণও জীবিত আছেন।"

এই বলিয়া যথায় উপেন্দ্রনাথ ছিলেন, কমলা সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন,—কিন্তু উপেন্দ্রনাথ তথায় নাই।

এরূপ সময়ে সহসা রোদন নিনাদ শ্রুত হইল। সকলে চাহিয়া দেখিল, উপেন নাবিক নগেন্দ্রনাথের পদতলে পড়িয়া রোদন করিতেছেন, ও সুরেন্দ্রনাথ তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া দুই হস্তে চক্ষু আবরণ করিয়া রোদন করিতেছেন। সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইল ও যৎপরোনাস্তি উৎসুক হইল।

উপেন নাবিক বলিলেন,

"পিতা! ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে এই বৃদ্ধ বয়সে যে কষ্ট দিয়াছি স্মরণ করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ব্যাঘ্রে খায় নাই, হতভাগ্য এক্ষণও জীবিত আছে। আর আমি আপনাকে ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইব না।"

আনন্দাশ্রুতে বৃদ্ধ নগেন্দ্রনাথের বদন মণ্ডল প্লাবিত হইল, বলিলেন,

"উপেন্দ্রনাথ তোমার দোষ নাই, আমিই পাপ করিয়াছিলাম, আমিই পাপাত্মা, তোমাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু ভগবান জানেন, সে পাপের ফল আমি অনুভব করিয়াছি। তুমি যাইবার পরই আমার

গৃহ শূন্য হইল, তোমার মাতা দুঃখে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। হতভাগিনি! যদি আজ জীবিত থাকিতে, অশ্বিনি-কুমারের ন্যায় দুই পুত্রকে ক্রোড়ে করিতে পারিতে" এই বলিয়া বৃদ্ধ আবার ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। উপেন্দ্রনাথও মাতার কথা স্মরণ করিয়া শোকে ব্যাকুল হইলেন।

আজি ইচ্ছাপুর নগর আনন্দ লহরীতে ভাসিয়া গেল। প্রজারঞ্জক জমীদার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ফিরিয়া পাইয়াছেন, চন্দ্রশেখর আপন কন্যাকে ফিরিয়া পাইয়াছেন সেই জ্যেষ্ঠ পুত্রে ও সেই কন্যার বিবাহ হইয়াছে। এই আনন্দের বার্ত্তা সেই রজনীতেই ইচ্ছাপুরে সকলেই জানিতে পারিল। পথে২ গৃহে২ শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল, আনন্দের জয়ঢাক বাজিতে লাগিল, পুরবাসিনীগণ বৃদ্ধ নগেন্দ্রনাথ ও তাঁহার পুত্রের উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল,—পথ ঘাট আনন্দে ভাসিয়া গেল, প্রভাত হইবার পূর্ব্বে সেই সুখ সংবাদ নগেন্দ্রনাথের জমীদারীর সকল গ্রামে ব্যাপ্ত হইল।

প্রাতঃকালে সুরেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠের চরণযুগলে প্রণিপাত করিয়া সাশ্রুলোচনে বলিলেন,

"ভ্রাতঃ আপনার অজ্ঞাতবাসে আমি আপনার প্রতি কত অশ্রদ্ধা দেখাইয়াছি, তাহা ক্ষমা করিবেন,—আমি জানিতাম না, ভ্রমবশতঃ করিয়াছি।"

উপেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন,

"সুরেন্দ্রনাথ! তোমার ক্ষমা চাহিবার আবশ্যক নাই, জগৎ সংসারে আমি তোমার মত ভ্রাতা পাইব না, তোমার সাহস বীরত্ব ও যুদ্ধকৌশলের যশে বঙ্গদেশ যেরূপ পরিপূর্ণ হইয়াছে, দরিদ্রের প্রতি দয়া, প্রজাবাৎসল্য ও অমায়িকতা প্রভৃতি সদ্গুণেও তুমি সেইরূপ ভূষিত আছ। আজি যেন আমি নগেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র হইয়াছি, কিন্তু যখন তুমি আমাকে দরিদ্র নাবিক বলিয়া জানিতে, তখনও আমার সহিত ভ্রাতার মত স্নেহপূর্ব্বক কথা কহিয়াছ, একত্রে শয়ন করিয়াছ। যাঁহাদের হাতে ক্ষমতা ও ধন থাকে, তাঁহারা সকলেই যদি তোমার মত অমায়িক হয়েন, তাহা হইলে এ জগৎ সংসার স্বর্গ হইত।"

চতুঃত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

বিচার।

Behold where stands,
The userper's cursed head,
Shakespeare.

রাজা টোডরমল্ল ইচ্ছাপুরে আসিয়াছেন, আজি আনন্দে ইচ্ছাপুরবাসিগণ মত্ত হইয়াছে।

বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে রাজার সভা হইয়াছে, সে সভার শোভা বর্ণনা করা যায় না। উপরে অতি বিস্তীর্ণ চন্দ্রাতপ লম্বিত রহিয়াছে, সেই পট্টবস্ত্র নির্ম্মিত চন্দ্রাতপ জরীতে ঝল্‌মল্ করিতেছে। চন্দ্রাতপের পার্শ্ব হইতে সুন্দর ও সুগন্ধ পুষ্পমাল্য ভূমি পর্য্যন্ত লম্বিত রহিয়াছে; শুভ্র রক্ত বর্ণ নীল পীত প্রভৃতি নানা প্রকার পুষ্পে সেই চন্দ্রাতপ অধিকতর শোভিত হইয়াছে। চন্দ্রাতপের নীচে বিস্তীর্ণ শয্যা রচিত হইয়াছে, সে শয্যা রক্ত বর্ণ মকমলে মণ্ডিত, ও তাহার উপর অতি সুন্দর বিচিত্র স্বর্ণ ও রৌপ্যের কারু কার্য্য শোভা পাইতেছে। সেই মকমলের স্থানে২ সুন্দর পুষ্প, সুন্দর লতা ও অপরূপ পত্র চিত্রিত রহিয়াছে, এত

সুন্দর যে সহসা কেহ আসিলে সেই পুষ্প লতার উপর পদবিক্ষেপ করিতে সঙ্কোচ করে। সভার মধ্যস্থলে একটী দ্বিরদরদ ও রৌপ্য নির্ম্মিত সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে। তাহার চারি পার্শ্বে মহা ক্ষমতা ও ধনসম্পন্ন যোদ্ধা ও জমীদারগণ সমবেত রহিয়াছেন। মধ্যে২ স্তুপাকারে সুগন্ধ পুষ্প সজ্জিত রহিয়াছে, চতুর্দ্দিকে ভৃত্যগণ বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করিয়া চামর ব্যজন করিতেছে। জমীদার ও যোদ্ধাগণ সকলেই সুবর্ণ রৌপ্য খচিত বহুমূল্য বস্ত্রে শোভা পাইতেছিলেন।

সভার তিন দিকে পদাতিকগণ রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার পশ্চাতে অশ্বারোহীগণ নিষ্কোষিত অসি হস্তে প্রস্তরপুত্তলীর ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া রহিয়াছে,—তাহার পশ্চাতে আবার মাতঙ্গশ্রেণী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই রূপে তিন দিক সৈন্য সামন্তে বেষ্টিত। সম্মুখে রাজার আসিবার জন্য প্রশস্ত ও অতি দীর্ঘ একটী পথ, সে পথও রক্তবর্ণ মকমল দিয়া মণ্ডিত, তাহার দুই পার্শ্বে আবার সৈন্যগণ সেইরূপে সন্নিবেশিত, নিকটে ধ্বজবহ পদাতিক পতাকা হস্তে দণ্ডায়মান, তাহার পশ্চাতে অশ্বারোহী কৃপাণপানি হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার পশ্চাতে হস্তী শ্রেণী। তরুণ অরুণ কিরণে সেই নিষ্কোষিত খড়্গ ঝকমক্ করিয়া উঠিল, প্রাতঃকালের শীতল বায়ুতে সেই উচ্চ পতাকা সকল পতপত শব্দে উড্ডীন হইতে লাগিল। শত২ যুদ্ধক্ষেত্রে যে জয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল, আজি ইন্দ্রাপুরে সেই জয়পতাকা উড্ডীন হইতেছে, দেখিয়া নিবাসীগণ আনন্দে নিমগ্ন হইতে লাগিল,—যোদ্ধাগণের হৃদয় সাহসে ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল।

সূর্য্যোদয় হইবার পরই রাজা টোডরমল্ল সভায় শুভাগমন করিলেন, তদ্দর্শনে সভাসদ্ সকলেই এক বাক্যে "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া উঠিলেন। তাঁহারা নিস্তব্ধ হইলে সৈন্যগণ ক্রমান্বয়ে সেই জয়স্তুতি উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে লাগিল। সে জয়নাদ চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রাম পর্য্যন্ত শ্রুত হইল, বোধ হইল যেন ভীষণ দিগন্তব্যাপী মেঘ গর্জ্জন গিরি গুহায় বার২ প্রতিধ্বনিত হইল।

রাজা ধীরে২ সভার দিকে আসিতেছিলেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে নরেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ অপর পার্শ্বে সুরেন্দ্রনাথ সাদীক খাঁ ও তারশন খাঁ যাইতেছেন। পশ্চাতে আর কতিপয় খ্যাতি সম্পন্ন জমীদার ও সৈনিক পুরুষ ধীরে২ যাইতেছেন। রাজা ধীরে২ যাইয়া সিংহাসনোপরি উপবেশন করিলেন।

তখন একেবারে সহস্র জয়ঢাক হইতে ভীষণ রণবাদ্য আরম্ভ হইল;—সে সুশ্রাব্য গম্ভীর দিগন্তব্যাপী রণবাদ্য গ্রামে গ্রামে শ্রুত হইতে লাগিল, নির্ম্মল প্রাতঃকালের নীল গগণমণ্ডলে উত্থিত হইতে লাগিল। সে শব্দ শুনিয়া অশ্ব, গজ আস্ফালন করিতে লাগিল, সৈনিকদিগের রণক্ষেত্রের কথা মনে পড়িল, একেবারে সহস্র অসি কোষ হইতে ঝনঝনা শব্দে বহির্গত হইয়া রবিকরে ঝকমক্ করিতে লাগিল।

সে বাদ্য নিস্তব্ধ হইল, তাহার পর কত রূপ দর্শন ক্রমে২ প্রদর্শিত হইল, তাহা বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। আজি দিল্লীশ্বরের সেনাপতি ও প্রতিনিধি বঙ্গ

দেশ জয় করিয়া ইচ্ছাপুরে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন,—আজি কত শত বৎসরের পর এক জন হিন্দু সেনাপতি বঙ্গ দেশ শাসন করিতে আসিয়াছেন। সুতরাং বঙ্গ দেশের মধ্যে যে স্থানে যে কোন আশ্চর্য্য বস্তু ছিল, তাহা রাজার সম্মুখে প্রদর্শিত হইবার জন্য সমানীত হইয়াছিল। দূর দেশ হইতে খ্যাতিসম্পন্ন নিপুণ বাদ্যকর আপনার বাদ্য শুনাইয়া রাজা ও সভাসদ্গণকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিল, দেশ২ হইতে সুন্দর গায়কগণ সুললিত গীতধ্বনিতে সকলের মন মুগ্ধ করিতে লাগিল। নর্ত্তকীগণ আপন জগৎ বিমোহিনী রূপরাশি বিস্তার করিয়া ও নানা অঙ্গ ভঙ্গী ও সুললীত স্বরে সকলের হৃদয় অপহরণ করিতে লাগিল। ঐন্দ্রজালিকগণ বিচিত্র ইন্দ্রজাল দেখাইয়া, যোদ্ধাগণ অদ্ভুত মল্লযুদ্ধ প্রদর্শন করিয়া, ধানুষ্কগণ বিস্ময়কর তীর বিক্ষেপ করিয়া, সকলেই আপনাপন অপরূপ কৌশল দেখাইয়া সভাসদ্গণকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল।

অবশেষে কবির যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বঙ্গ দেশে তৎকালে যাঁহারা কবিত্ব শক্তিতে পারদর্শী ছিলেন, সকলেই রাজার নিকট আপনাপন গুণের পরিচয় দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। একে২ সকলেই আপনাপন রচিত কবিতা পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহার সঙ্গে২ ব্যাখ্যা ও অঙ্গ ভঙ্গী করিয়া দর্শক ও শ্রোতাদিগের হৃদয় নানারূপ ভাবে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। কেহ বা যুদ্ধের বর্ণনা দ্বারা সকলকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, যোদ্ধাদিগের খড়্গ যেনস্বতঃই কোষ হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। কেহ বা দেবদেবীর স্তুতি পাঠ করিয়া সকলের মন ভক্তি পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন, কেহ বা প্রেমের কথা আনিয়া শ্রোতাদিগের হৃদয় দ্রবীভূত করিতে লাগিলেন, আবার কেহ দুঃখের কথা বলিয়া সভাসদ্গণের চক্ষু জলে প্লাবিত করিতে লাগিলেন। কবিতার মোহিনী শক্তিতে যোদ্ধার হৃদয়ও গলিতে লাগিল, যোদ্ধার নয়নেও জল আসিল।

সেই কবিমণ্ডলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠকে বিচার করা অতিশয় দুরূহ হইল। সভাসদ্গণ সকলেই একবাক্যে দুই জনকে শ্রেষ্ঠ স্থির করিলেন, এক জন যুবক ও অপর বৃদ্ধ। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে উৎকৃষ্টকে বিবেচনা করিয়া স্থির করা সহজ হইল না। অবশেষে রাজা টোডরমল্ল আদেশ করিলেন,

"আপনারা আর এক বার আপনাপন রচিত এক একটী কবিতা পাঠ করুন।"

যুবক চণ্ডীর একটী স্তুতি পাঠ করিলেন, সে স্তুতি কি অপূর্ব্বভাব কি ভক্তিরস পরিপূর্ণ! শুনিতে২ সভাসদ্গণ জগৎসংসার ভুলিয়া গেলেন, ঐহিক বাসনা ভুলিয়া গেলেন, এই সংসারের মায়া ভুলিয়া গেলেন। একেবারে ভক্তিরসে অভিভূত হইলেন। রহিয়া২ কবি যখন "মা" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, সভাসদ্গণ যেন সাক্ষাৎ সেই জগৎবিমোহিনী বিশ্বেশ্বরী জগৎমাতা দুর্গাকে দেখিতে লাগিলেন। কবির কবিতা যখন সাঙ্গ হইল শ্রোতাগণের কর্ণে সেই সুমধুর কবিতা তখনও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

রাজা টোডরমল্লের হিন্দুধর্ম্মে গাঢ়ভক্তি ছিল। এই ধর্ম্ম সঙ্গীত শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ে যে কি পর্য্যন্ত ভক্তিরসের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায়

না। কবিতা সাঙ্গ হইলে ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিলেন, ক্ষণেক পরে বলিলেন,

"আপনার জন্ম সার্থক, চণ্ডী যথার্থই আপনার হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিয়েছেন, আমরা কেবল বৃথা মায়াজালে জড়িত হইয়া রহিয়াছি, রাজ্যশাসন ত্যাগ করিয়া আপনার মত ভিক্ষা করতঃ জীবন ধারণ করিয়াও ঐ অপরূপ কবিতা শিখিতে ইচ্ছা হয়। আপনার নাম কি, নিবাস কোথায়?" এই বলিয়া গলদেশ হইতে সুবর্ণ হার উন্মোচন করিয়া কবিকে প্রদান করিলেন।

কবি উত্তর করিলেন,

"মহারাজ, বর্দ্ধমান জেলায় দামুন্যা গ্রাম আমার নিবাস, আমার পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র, পিতার নাম হৃদয় মিশ্র, আমার নাম মকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। এক্ষণে বাঁকুড়ার জমীদারের অধীনে আছি, তিনিই আমাকে প্রতিপালন করিতেছেন,—আমি তাঁহার পুত্রকে শিক্ষা দান করি।"

রাজা বলিলেন,

"আমি তোমার কবিতায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমার চণ্ডীর প্রতি যেরূপ প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়াছি, এক খানি 'চণ্ডী কাব্য' রচনা কর, তোমার নাম চিরস্মরণীয় হইবে," এই বলিয়া দ্বিতীয় কবিকে পাঠ করিতে আদেশ করিলেন।

সকলেই ইঙ্গিত করিয়া বৃদ্ধ কবিকে কবি পাঠ করিতে নিষেধ করিলেন। বলিতে লাগিলেন "মকুন্দরামকে রাজা যেরূপ প্রশংসা করিলেন, আর তোমার কবিতা পাঠ করা বৃথা, কি জন্য অপদস্থ হইবে,—অগ্রেই পরাজয় স্বীকার কর, মানে২ গৃহে প্রত্যাগমন কর," কিন্তু কবি কাহারও কথা শ্রবণ না করিয়া কবিতা পাঠ করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্রের শোকে রাজা দশরথের মৃত্যু বর্ণনা করিতে লাগিলেন। পাঠারম্ভ করিবার পূর্ব্বে সকলেই স্থির করিয়াছিলেন, মকুন্দরাম জয় লাভ করিবেন, কিন্তু যখন সেই প্রাচীন কবি গম্ভীর স্বরে, অশ্রু পরিপূর্ণ লোচনে সেই দুঃখ বার্ত্তা গাইতে আরম্ভ করিলেন, সকলেই একেবারে চমকিত হইলেন। ভাষা সাগর মন্থন করিয়া সুচিক্কণ বাক্য রত্ন সমুদায় নির্ব্বাচন করতঃ যখন কবি আপনার গান আরম্ভ করিলেন, তাহার উপর যখন আপনার অশ্রুতপূর্ব্ব সঙ্গীত ও স্বরমাধুর্য্য প্রদান করিলেন. প্রদান করিয়া যখন প্রাণপ্রিয় রাম লক্ষ্মণ বিরহে বৃদ্ধ রাজা দশরথের শোক বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সকল সভাসদ্গণের হৃদয় একেবারে দ্রবীভূত হইয়া গেল, কবির নিরানন্দ শুষ্কমূর্ত্তি, শীর্ণবাহু, শীর্ণ কলেবর ও মস্তকে শুক্ল কেশ, অথচ জ্যোতিপরিপূর্ণ নয়নদ্বয় দেখিয়া সকলের হৃদয় অধিকতর দ্রবীভূত হইতে লাগিল। নগেন্দ্রনাথ আপনার পুত্রদ্বয়ের অবর্ত্তমানে যে শোক অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাই স্মরণ করিলেন. সে কথা স্মরণ হইবামাত্র সহসা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন,—তাঁহার রোদন শুনিয়া ও কবির গীতের মহিমাতে সভাসদ্গণের মধ্যে অনেকেই রোদন করিলেন, সকলেরই চক্ষুতে জল আসিল। রাজা টোডরমল্লও চক্ষুর জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন,

"মহাশয়, আর আবশ্যক নাই, আপনারা দুই জনই সমতুল, দুই জনই অতুল্য। আপনার নাম কি?" বলিয়া

আপন হস্ত হইতে সুবর্ণ বলয় লইয়া কবির হস্তে পরাইয়া দিলেন। কবি উত্তর করিলেন,

"আমি নবদ্বীপ জেলার অন্তঃপাতী ফুলিয়া গ্রামের মুরারী ওঝার পৌত্র, নাম কীর্ত্তিবাস ওঝা."

রাজা বলিলেন,

"কীর্ত্তিবাস! আপনার কীর্ত্তি বঙ্গদেশে চিরকাল বাস করিবে, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই আপনার কবিতা পাঠ করিবে, আজি যেরূপ সভাসদ্‌গণ আপনার কবিতা শুনিয়া ক্রন্দন করিলেন, যুগ যুগান্তরেও কি বৃদ্ধ, কি বালক, কি পুরুষ, কি অন্তঃপুরবাসিনী কুলকামিনী সকলেই আপনার কবিতা পাঠ করিয়া ক্রন্দন করিবে" রাজা সকলকেই কিছু২ পুরস্কার দিয়া বিদায় দিলেন।

পরে রাজা আদেশ দিলেন, "আর আমোদ প্রমোদে আবশ্যক নাই, এখনও আমাদিগের প্রধান কার্য্য করিতে আছে, বন্দীকে লইয়া আইস।"

চারি জন সৈনিক পুরুষ শকুনিকে লইয়া আসিল। শকুনি আসিয়া রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। মলিন পরিচ্ছদ, দুই হস্ত বদ্ধ, বন্দী ভূমির দিকে এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছেন। তখন সুরেন্দ্রনাথ কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন,

"মহারাজ, আমি মহাত্মা সমরসিংহের নিরাশ্রয় বিধবা ও অনাথা কন্যার পক্ষ হইতে অভিযোগ করিতেছি,

এই নরাধম রাজা সমর সিংহের নামে মিথ্যা অভিযোগ করিয়া তাঁহার প্রাণ দণ্ড করাইয়াছিল। রাজা সমরসিংহ দিল্লীশ্বরের অনুগত দাস ছিলেন,—দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি ও সেনাপতির নিকট আমি সেই বীর পুরুষের হত্যার নিমিত্ত বিচার প্রার্থনা করিতেছি।" এই বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ রাজার হস্তে কতিপয় খণ্ড কাগজ দিলেন। বিমলা চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ হইতে নৌকাযোগে পলায়ন করিবার সময় এই কাগজ লইয়া গিয়াছিলেন।

শকুনির দোষের প্রমাণের অভাব ছিল না। শকুনি যে কাগজ জাল করিয়াছিলেন, তাহা রাজার হস্তেই ছিল, তাহা বারং পাঠ করিয়া দেখিলেন, সেই পত্রসকল সমরসিংহের দ্বারা পাঠান সেনাপতিদিগকে লিখিত হইয়াছিল, এই রূপ অভিযোগে সমরসিংহের প্রাণ দণ্ড হয়। কিন্তু সে সকল পত্রে শকুনির হস্তাক্ষর, আর সমরসিংহের মোহর! সেই মোহরের প্রতিকৃতি একটী শকুনির নিজ কক্ষে পাওয়া গিয়াছে। তাহাও বিমলা দুর্গ হইতে লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন।

তাহার পর ছয় বৎসর কাল মহাশ্বেতা যেরূপে ছিলেন, শকুনির সহস্র চর যেরূপে মহাশ্বেতাকে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে তাড়না করিয়াছিল, যেরূপে মহাশ্বেতা কন্যার সহিত পরিশেষে চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের অভ্যন্তরে রুদ্ধ হয়েন, কোন বিষয়েই প্রমাণের অভাব ছিল না।

আর সতীশচন্দ্রের হত্যার কথা রাজা আপনিই জানিতেন।

তখন রাজা টোডরমল্ল সিংহের মত গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,

"পামর! তোর জীবন পাপরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। এক্ষণও জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, পরকালে ভাল হইতে পারে, ইহকালে তোর পাপের ক্ষমা নাই।"

শকুনি ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "আমি নির্দ্দোষী।"

রাজা আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন,

"জল্লাদ! আর বিলম্বে কায নাই।"

শকুনি তখন বলিলেন "মহারাজ! আপনি আমার শত্রুদিগের সকল কথা শুনিয়াছেন,—আমার একটী নিবেদন আছে।"

রাজা বলিলেন, "শীঘ্র নিবেদন কর, তোর আর অধিক পরমায়ু নাই।"

শকুনি গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন "আমার দোষ যদি প্রমাণ হইয়া থাকে, তথাপি আমি ব্রাহ্মণ,—ব্রাহ্মণ অবধ্য! আপনি হিন্দু ধর্ম্মের পরম ভক্ত, হিন্দুশাস্ত্রে বিশারদ,—হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ অবধ্য! শত সহস্র দোষ করিলেও ব্রাহ্মণ অবধ্য! আমি নিরাশ্রয় বন্দী, হস্তদ্বয় বদ্ধ রহিয়াছে, যে দিকে নিরীক্ষণ করি, সেই দিকেই আমার শত্রু। সুতরাং আপনার আজ্ঞায় বাধা দিবার কেহ নাই, আমাকে সহায়তা করিবার কেহ নাই। এক্ষণে আপনি আমাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিলে বধ করিতে পারেন, কিন্তু তাহা হইলে শাস্ত্রের বিরুদ্ধ কার্য্য করিবেন। প্রায় চারিশত বৎসর অবধি মুসলমানে বঙ্গদেশ শাসন করিতেছে,—তাহারা অপকৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ও ম্লেচ্ছ, তথাপি তাহাদের মধ্যেও বোধ হয় কেহ ব্রাহ্মণকে বধ করে নাই। আজি ঈশ্বর ইচ্ছায় এক জন হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী পরম ধার্ম্মিক রাজা বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন,—শাস্ত্র বিরুদ্ধ কার্য্য করা, ব্রাহ্মণ বধ করা কি তাঁহার শাসনের প্রথম কার্য্য হইবে? মহারাজ! সাবধান! আজি আপনি যে পুণ্য কর্ম্ম করিবেন চিরকাল তাহার যশ থাকিবে, আজি আপনি যে পাপ কর্ম্ম করিবেন, চিরকাল তাহার অপযশ থাকিবে! আমি নিরাশ্রয় বন্দী, আমাকে বধ করা মুহূর্ত্তের কার্য্য, কিন্তু রাজা টোডরমল্লের শুভ্র নিষ্কলঙ্ক যশোরাশির মধ্যে সে কর্ম্ম কলঙ্কের স্বরূপ হইবে,—রাজা টোডরমল্লের জীবন চরিত হইতে সে দুরপনেয় কলঙ্ক শত শতাব্দীতেও বিলীন হইবে না। সমস্ত ভারতক্ষেত্রে সে কলঙ্ক রটিবে;—আমাদের কাল হইলে আমাদিগের পুত্রেরা, তাহাদিগের পর আমাদের পৌত্রেরা এ কথা স্মরণ করিয়া রাখিবে,—সহস্র বৎসর পরেও বালকগণ পুরাবৃত্তে পাঠ করিবে যে রাজা টোডরমল্ল বঙ্গদেশে আগমনের পর প্রথমেই এক ব্রাহ্মণপুত্রকে হত্যা করিয়াছিলেন। সহস্র বৎসর পরেও বৃদ্ধেরা গল্প করিবে যে, মুসলমানদিগের সময়েও যাহা হয় নাই, রাজা টোডরমল্লের শাসনকালে ব্রাহ্মণ হত্যা হইয়াছিল। মহারাজ সাবধান! আমাকে দণ্ড দিতে পারেন, কিন্তু দেশ দেশান্তরে যুগ যুগান্তরে আপনার এ কলঙ্ক অপনীত হইবে না, ব্রহ্মহত্যারূপ মহাপাপে আপনার বিস্তীর্ণ যশোরাশি মলিন হইয়া যাইবে।"

শকুনি নিস্তব্ধ হইলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া রাজা চিন্তাশীল হইয়া মস্তক অবনত করিলেন। শকুনি তাহা দেখিলেন। যদি কেহ সে সময়ে শকুনির মুখ বিশেষ করিয়া নিরীক্ষণ করিত, তাহা হইলে ওষ্ঠের নিকট অল্প হাস্যকণা দেখিতে পাইত। শকুনি মনে২ ভাবিতেছিলেন।

"যাহার যেমন তাহার তেমন। বালককে মিষ্টান্ন দিয়া বশ করিতে হয়,

যুবতীকে রূপ দেখাইয়া বশ করিতে হয়, আজি যোদ্ধা ও ধর্ম্মপরায়ণ রাজাকে অপযশ ও অধর্ম্মের ভয় দেখাইয়া বশ করিয়াছি। যে মোহজাল বিস্তার করিয়াছি, তাহা ছিন্ন করা রাজার সাধ্য নাই। বুদ্ধির চিরকালই জয়।”

রাজা টোডরমল্ল অতিশয় হিন্দুধর্ম্মপরায়ণ। “ব্রাহ্মণ অবধ্য” এ কথা হিন্দু শাস্ত্রের পত্রে২ লিখিত আছে। শাস্ত্রের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে রাজা টোডরমল্ল অক্ষম। মৌনভাবে মস্তক নত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সাদীক খাঁ বলিলেন, “মহারাজ আপনি সেনাপতি, সেনাপতির ধর্ম্ম ভুলিবেন না, আপনি শাসনকর্ত্তা, শাসনকর্ত্তার ধর্ম্ম ভুলিবেন না, দোষীকে দণ্ড বিধান করুন।

রাজা ধীরে২ উত্তর করিলেন “ব্রাহ্মণ অবধ্য।”

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন “এই বিধবা ও অনাথার আপনি ভিন্ন আর কেহ নাই, ইহাদের বিচার করুন, দোষীকে দণ্ড দিন।”

রাজা ধীরে২ উত্তর করিলেন “ব্রাহ্মণ অবধ্য।”

ইতিমধ্যে সেই সভার কিছু দূরে একটা অতিশয় গোলমাল হইয়া উঠিল। দেখিতে২ এক জন দীর্ঘকায় শীর্ণ কলেবর কৃষ্ণবর্ণ মলিন বেশ পাগলিনী সেই সভার নিকট দৌড়াইয়া আসিল! চীৎকার শব্দ করিয়া ভূমিতে পতিত হইল! সে বিশ্বেশ্বরী পাগলিনী।

শকুনি এতক্ষণ স্থিরভাবে ছিলেন, যখন তাঁহার মৃত্যুর আজ্ঞা হইয়াছিল, তখনও স্থিরভাবে ছিলেন, কিন্তু এই পাগলিনীকে দেখিয়া একেবারে কম্পিত-কলেবর হইলেন। বলিতে লাগিলেন,

“আমি দোষী, আমি দোষী, আমার প্রাণ বধ করুন, কিন্তু এ পাগলিনীর কথা শুনিবেন না।”

সকলেই বিস্মিত হইল। পাগলিনী পুনরায় দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিল,

“মহারাজ! আমাকে রক্ষা করুন! পামর আমার মাতাকে বধ করিয়াছে, আমি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, আমার মাতার বিকট আকৃতি এক্ষণও দেখিতে পাইতেছি, ঐ দেখুন তাঁহার ভীষণ আকৃতি, ঐ দেখুন আরক্ত নয়ন, ঐ”———আর কথা বাহির হইল না, শকুনির দিকে তাহার নয়ন পতিত হওয়াতে সহসা চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

সকলে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল। রাজার আজ্ঞায় অনেক জল সেচনের পর পাগলিনীর সংজ্ঞা হইল। তখন তাহাকে পুনরায় সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করায় পাগলিনী রহিয়া২ আত্মবিবরণ করিতে লাগিল। সেরূপ প্রকারে বলিতে হইলে অনেক বিলম্ব হইবে, সুতরাং আমরা পাগলিনীর কথা সংক্ষেপে বলিব।

পাগলিনী গোপকন্যা, তাহার মাতা পরমাসুন্দরী ছিল, তাহার স্বামীর কাল হইবার পর, বিধবা গোপীকে দেখিয়া এক জন ব্রাহ্মণ মোহিত হয়েন। তাঁহার ঔরসে সেই গোপস্ত্রীর গর্ভে শকুনির জন্ম হয়!

শকুনীর পিতা যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন এই গোপবনিতা ও তাহার পূর্ব্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যা বিশ্বেশ্বরীকে লালন পালন করিয়াছিলেন।

পরে তাঁহার মৃত্যুর পর শকুনি অল্প বিষয়ের উত্তরাধিকারী হয়েন। সকলে তাঁহাকে জারজ বলাতে শকুনি অল্প বয়সে অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন। এক দিন ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া আপনার মাতাকে বিশ সেবনদ্বারা হত্যা করিলেন! বিশ্বেশ্বরী পলাইল, কিন্তু সেই হত্যা দেখিয়া অবধি পাগলিনী হইল। শকুনি এই মহাপাতকের পর দেশত্যাগ করিয়া সতীশচন্দ্রের গৃহে ব্রাহ্মণ পুত্র বলিয়া আপনার পরিচয় দিলেন।

বিশ্বেশ্বরী প্রাণভয়ে অনেক দিন অবধি দেশ দেশান্তরে লুকাইয়া বেড়াইত। অবশেষে যে দিন বনাশ্রম হইতে মহাশ্বেতা ও সরলা চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গে বন্দীরূপে নীত হয়েন, সেই দিনেই বিশ্বেশ্বরীও বন্দী রূপে চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গে নীত হয়। পাছে বিশ্বেশ্বরী শকুনির জন্মের কলঙ্কের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করে, সেই জন্য তাহাকে চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের মধ্যে এক অতি অন্ধকার কারাগারে এত দিন বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল।

এক্ষণে শকুনি বন্দী হইলে পর বিশ্বেশ্বরী সেই কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু কারাবাসে তাহাকে যে কষ্টে রাখা হইয়াছিল, তাহাতে তাহার শরীরে কেবল অস্থি চর্ম্ম অবশিষ্ট ছিল। আপনার এই সমস্ত বিবরণ বলিতে বলিতে তাহার চক্ষুদ্বয় কপালে উঠিল, শরীর কম্পিত হইতে লাগিল,—সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

সকলে তাহাকে জল সিঞ্চনের দ্বারা পুনরায় চৈতন্য দান করিবার চেষ্টা করিল,—কিন্তু সে চেষ্টা বিফল, শরীর হইতে জীবন বহির্গত হইয়াছে!

দেখিয়া সকলে হতজ্ঞান হইলেন। রাজা দুঃখে ও ক্রোধে অস্থির হইলেন, বলিলেন,

"তুই চণ্ডাল হইয়া ব্রাহ্মণদিগের সহিত সহবাস করিয়াছিস, ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিতে যত্ন পাইয়াছিস" আর মুখ হইতে কথা বাহির হইল না, সিংহাসন হইতে লম্ফ দিয়া শকুনির নিকট যাইয়া অসির এক আঘাতে তাহার মস্তক ছিন্ন করিলেন। শোণিতাপ্লুত ছিন্ন মস্তক দশ হস্ত দূরে গিয়া পড়িল।

"সমরসিংহের মৃত্যুর প্রতিহিংসা হইল" "সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর প্রতিহিংসা হইল" "মাতৃহন্তার উপযুক্ত শাস্তি," "কপটাচারীর উচিত দণ্ড" এইরূপ নানা প্রকার কথা বলিয়া সকলেই গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

পঞ্চত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

প্রতিমা বিসর্জ্জন।

Why let the stricken deer go weep,
The hart ungalled play,
While some must watch while some must sleep,
Thus runs the world away.

Shakespeare.

উপরি উক্ত ঘটনার কিছু দিন পরেই রাজা টোডরমল্ল ইচ্ছাপুর পরিত্যাগ করিয়া প্রতিগমন করিলেন। নগেন্দ্রনাথ পুত্রদিগকে জমিদারীর ভার দিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু কোন পুত্র ভার লইতে ইচ্ছা করিলেন না। উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমার জমিদারী লইয়া কিছু আবশ্যক নাই, জমিদারীর কার্য্য আমার পক্ষে বিরক্তিজনক বোধ হইবে,—আমি আশ্রমে যাইয়া নীরবে বাস করিতে

ইচ্ছা করি, তাহার অধিক আমার আর সুখ নাই।" জ্যেষ্ঠের অসম্মতি দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথও অনিচ্ছুক হইলেন, কিন্তু পিতার অনুরোধে অবশেষে সেই ভার গ্রহণ করিলেন।

উপেন্দ্রনাথ কমলাকে লইয়া বনাশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় তাঁহারা কৌতুক বশতঃ এক খানি নৌকা রাখিলেন, উপেন্দ্রনাথ সততই কমলাকে সেই নৌকায় বসাইয়া আপনি দাঁড় বাহিতেন—পরস্পর পরস্পরের প্রেমে অপরিসীম সুখ লাভ করিতে লাগিলেন, এ সংসারে তাঁহাদিগের অপেক্ষা সুখী ও নিশ্চিন্ত কেহ জীবন ধারণ করেন নাই।

নগেন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত হইয়া ইচ্ছাপুরে বাস করিতে লাগিলেন, বৃদ্ধ বয়সে গুণবান্ পুত্র দেখিয়া সুখে কাল হরণ করিতে লাগিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ সরলাকে বিবাহ করিয়া দুইটী বিস্তীর্ণ জমিদারীর একাধীশ্বর হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বের মত প্রজাবাৎসল্য, পূর্ব্বের মত অমায়িকতা এক্ষণও রহিল। এক্ষণও ছদ্মবেশে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া প্রজাদিগের অবস্থা জানিতেন, সাধ্যমতে সে অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে যত্নবান হইতেন।

সুরেন্দ্রনাথ আপন পুরাতন বন্ধু নবীনদাসকে আপনার দেওয়ান করিলেন,—রুদ্রপুরে বিশ্বেশ্বরী পাগলিনী অমলার হাত দেখিয়া যাহা বলিয়া দিয়াছিল, তাহা যথার্থ হইল,—অমলা দেওয়ানের গৃহিণী হইলেন। অমলা সরলাকে সেইরূপ ভগ্নীর ন্যায় ভাল বাসিতে লাগিলেন,—তাঁহার পুরাতন বন্ধু "প্রেমদাসের" সহিত সেইরূপ আমোদরহস্য করিতেন। তিনি সুরেন্দ্রনাথকে কখনও সুরেন্দ্রনাথ বলিতেন না "প্রেমদাস" ভিন্ন অন্য নামে ডাকিতেন না। সুরেন্দ্রনাথ তাহাতেই সম্মত,—তাহাতেই মহাহৃষ্ট।

আমাদের ইচ্ছা এই স্থানেই আখ্যায়িকা শেষ করি, কিন্তু জগতে সকলের কপালে সুখ ঘটে না, কাহারও কপালে সুখ থাকে, কাহারও ললাটে দুঃখ থাকে,—দুই একটী দুঃখের কথা না বলিয়া শেষ করিতে পারি না।

পাঠক মহাশয়, জানেন প্রতিহিংসা মহাশ্বেতার জীবনের গ্রন্থিস্বরূপ হইয়াছিল। বৃদ্ধাবস্থায় যে চিন্তায় ছয় বৎসর কাল অভিভূত ছিলেন, সে চিন্তা তাঁহার জীবনের প্রতিকৃতি স্বরূপ, জীবনের অবলম্বন স্বরূপ হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে সে চিন্তা শেষ হইল, জীবনের গ্রন্থি শিথিল হইল, সরলার বিবাহের কয়েক দিন পর কোন রোগ কি পীড়া বিনা মহাশ্বেতা কালগ্রাসে পতিত রহিলেন।

আর বিমলা! উন্নত চরিত্রা, ধর্ম্মপরায়ণা, রূপলাবণ্যসম্পন্না বিমলার কি হইল! হায় যে দিন বিমলার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল, সেই দিন তাঁহার হৃদয় শূন্য হইয়াছিল, সেই দিন অবধি বিমলার পক্ষে জগৎ সংসার অন্ধকারময় হইয়াছিল। সে দিন অবধি বিমলার কোন আশা ছিল না, কোন ভরসা ছিল না, কোন সুখের অভিলাষ ছিল না, কোন দুঃখের ভয় ছিল না। সেই দিন অবধি বিমলা উদাসীনা, হৃদয়ে পূর্ব্বে যে সকল প্রবৃত্তি ছিল, সকলই সেই দিন হইতে বিলীন হইয়াছিল, মানবজাতি যে মায়াজালে জড়িত হইয়া জগতে সুখ দুঃখ অনুভব করে, বিমলার সে মায়াজাল ছিন্ন হইয়াছিল।

বিমলা ভাবিলেন, "আমার হৃদয় শূন্য হইয়াছে।" সেটী ভুল, এক্ষণও একটী প্রবৃত্তি ছিল, নারীর মৃত্যু পর্য্যন্ত যে প্রবৃত্তি জাগরুক থাকে। বিমলার হৃদয়ে সে প্রবৃত্তিটী জাগরিত ছিল। যে দিন সরলার বিবাহ হইবে, সহসা বিমলার মনে অপরূপ ভীষণ ভাবের উদয় হইতে লাগিল,পূর্ব্বের কথা, পূর্ব্বের স্মৃতি, পূর্ব্বের ভাব, পূর্ব্বের প্রেম জাগরিত হইতে লাগিল।

সেই দিন সুরেন্দ্রনাথ একবার বিমলার সহিত দেখা করিলেন, বলিলেন,

"বিমলে! বিপদকালে তুমিই আমার সাহায্য করিয়াছিলে,—আপন প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া দুই বার আমাকে মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়াছ, আমার আর একটী ভিক্ষা আছে, সেটীও পূরণ কর,—যত দিন তোমার বিবাহ না হয়, পাটেশ্বরী হইয়া আমার গৃহে অবস্থান কর, সরলা তোমার চরণ সেবা করিবে, জীবনের ঋণ যদি পরিশোধ করা যায়, আমি যত্ন ও সুশ্রুষা দ্বারা তাহা শোধ করিব। পরে যখন তোমার বিবাহ হইবে সে দিন প্রস্থান করিও।"

শেষ কথাটী শুনিয়া বিমলা বলিলেন, "সে কবে" বলিয়া একটু হাসিলেন। সে হাসি বিকট ও অস্বাভাবিক, উন্মাদিনীর মর্ম্মান্তিক বেদনা হইলে ওষ্ঠে যে রূপ হাস্য থাকে, এ সেই রূপ;—সুরেন্দ্রনাথ দেখিয়া চমকিত হইলেন।

ক্ষণেক পর সুরেন্দ্রনাথ বিমলার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া অতিশয় স্নেহের সহিত বিমলার হস্তদ্বয় আপনার হস্তে লইয়া করুন বচনে বলিতে লাগিলেন,

"বিমলে! তোমাকে দুঃখিনী দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, আমার জীবন ধারণ করিতে আর ইচ্ছা করিতেছে না। জগতে ধর্ম্মপরায়ণ পরোপকারিণীদিগের যদি এ অবস্থা হয়, তাহা হইলে, এ অসার সংসারে কে বাস করিবে? তুমি আমার জন্য এরূপ কষ্ট পাইয়াছ, আমাকে এত বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছ, তোমার দুঃখ যদি দেখিতে হইল তখন আর এ সংসারে আমার সুখ নাই, মানে ঐশ্বর্য্যে, সম্ভ্রমে প্রেমে আমার সুখ নাই, পিতা, পিত্রালয় সকল ত্যাগ করিয়া বনবাস করাই বিধেয়। বিমলা শান্ত হও, আমাকে চিরকালের জন্য দুঃখী করিও না, আপনাকে চির দুঃখী করিও না।"

বিমলা শান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার উন্মত্ততার আর কিছুই চিহ্ন নাই, নীরবে বসিয়া রহিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের করস্পর্শে তাঁহার হস্তদ্বয় ঘর্ম্মে আপ্লুত হইতেছিল, সুরেন্দ্রনাথের অঙ্গে সংস্পৃষ্ট তাঁহার অঙ্গ থর২ করিয়া কাঁপিতেছিল ও ঘর্ম্মাক্ত হইয়া সমস্ত বসন সিক্ত করিতেছিল, আর সুরেন্দ্রনাথের শোক পরিপূর্ণ করুণ মধুর বচনে তাঁহার নয়নধারা অবারিত বহির্গত হইয়া বক্ষঃস্থলের বসন একেবারে সিক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ অতিশয় দুঃখিত হইলেন, কিঞ্চিৎ আশ্বাসও পাইলেন, কেন না যে ক্রন্দন করিতে পারে ক্রমশঃ তাহার দুঃখের লাঘব হয়। পুনরায় সস্নেহ বচনে বলিতে লাগিলেন

"বিমলে! শান্ত হও। এজগতে কেবল সুখের জন্য কয় জন আইসে, কেবল দুঃখের জন্য কয় জন আইসে? চিরকাল কাহারও সুখ তিষ্ঠে না, পতি বা পত্নী বিয়োগ,ধনক্ষয়, মানহানি, আশায় নৈরাশ, প্রিয়তমের বিচ্ছেদ, পুত্রের

মৃত্যু, আত্মীয় কুটুম্বের যাতনা, এইরূপ সহস্র বিপদের একটী না একটীতে অতি সুখী লোকেরও সুখ নাশ করে, অতিশয় আনন্দের গৃহকেও শোকে পরিপূর্ণ করে, মানবজাতিকে ইহকালে সকলই মায়া ও ভ্রমময় এইরূপ শিক্ষা দেয়। সেই রূপ কাহারও দুঃখ চিরকাল থাকে না। অতিশয় হতভাগিনী, অনাথারও শোকনিশার প্রভাত আছে, করুণাময় পরমেশ্বর সকল পীড়ার ঔষধ দিয়াছেন। সকল বিপদেরই উদ্ধারের উপায় দিয়াছেন, সকল শোকেরই শান্তি দিয়াছেন। আমাদিগের সকলকেই নিজ নিজ দুঃখ ভার বহন করিতে হয়। বিমলা সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর, অদ্যকার দুঃখ কল্য থাকিবে না।"

বিমলা নীরবে বসিয়াছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ মনে করিতেছিলেন যে বিমলা তাঁহার কথা শ্রবণ করিতেছেন, কিন্তু বিমলার সে দিকে মন ছিল না, কেবলমাত্র সুরেন্দ্রনাথের নিকটে বসিয়া আছেন এই মাত্র জ্ঞান ছিল, কেবলমাত্র সুরেন্দ্রনাথের প্রবোধ বাক্যের সঙ্গীত ও মধুরতা তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ে কোন মধুর চিন্তার উদ্রেক করিতেছিল। বিমলা সেই মধুর সুখের চিন্তায় একাগ্র চিত্তে লিপ্ত ছিলেন, স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া প্রেমের সফলতার কোন স্বপ্নে লিপ্ত ছিলেন,—এক্ষণেই তিনি যথার্থ সংজ্ঞাশূন্য ও পাগলিনী হইয়াছিলেন। যখন সুরেন্দ্রনাথের বচনের শেষ হইল, তখন সেই মধুর চিন্তাসূত্র সহসা ছিন্ন হইল, স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় সুরেন্দ্রনাথের দিকে দেখিলেন, সহসা পাগলিনীর ন্যায় সুরেন্দ্রনাথের দিকে হস্ত প্রসারণ করিলেন, তৎক্ষণাৎ বিমলার সম্পূর্ণ চৈতন্য হইল, অমানুষিক মানসিক চেষ্টার দ্বারা হৃদয়ের বেগসম্বরণ করিলেন। সহস্র সুন্দর সুমিষ্ট ভাবে মুখ একবার রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, আবার সহস্র বিকট নৈরাশ্যজনক ভাবে মুহূর্ত্তের মধ্যে সে রক্ত অপসারিত হওয়ায় বদনমণ্ডল একেবারে পাণ্ডুবর্ণ হইল;—"সুরেন্দ্রনাথ আমি চলিলাম, অভাগিনীকে স্মরণ রাখিও" এই বলিয়া মুর্চ্ছিত হইয়া সহসা ভূতলে পতিত হইলেন।

সুরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ জলসেচন ও বীজন করিয়া তাঁহাকে চৈতন্য দান করিবার চেষ্টা করিলেন,—সে চেষ্টা বৃথা। বিমলার জীবনগ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছিল,—কয়েক মাস হইতে প্রেমের জ্বলন্ত পাবক নিভৃত রাখিবার চেষ্টায় হৃদয় স্তরে২ দগ্ধ হইতেছিল,—আজি সে বীরান্তঃকরণ বিদীর্ণ হইল।

সন্ধ্যাকাল সমাগত। শঙ্খধ্বনিতে গ্রাম পরিপূর্ণ হইল, শুভকার্য্যোপলক্ষে স্ত্রীলোকের কণ্ঠধ্বনি নৈশ গগনে উত্থিত হইতে লাগিল, জমীদারপুত্রের বিবাহোপলক্ষে চতুর্দ্দিকস্থ গ্রামবাসী ও গ্রামবাসিনী একত্র হইয়া আনন্দধ্বনিতে গ্রাম পরিপূর্ণ করিল। সরলা (বিমলার মৃত্যু বার্ত্তা তাহাকে কেহ অবগত করে নাই) অপরিসীম আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিল,—কেবল সুরেন্দ্রনাথের ভ্রূকুঞ্চিত ও ললাট নৈরাশ্যের অনপনেয় অঙ্কে অঙ্কিত হইয়া রহিল। সেই দিন আপন জীবন দাত্রীকে চিতায় স্থাপিত হইতে দেখিয়াছিলেন, ধূ২ করিয়া অগ্নিশিখা প্রহরৈক সময়ের মধ্যে সেই শরীরকে ভস্মসাৎ করিল তাহা দেখিয়াছিলেন,—সেই দর্শন দৃষ্টি করিয়া তিনি বিবাহ গৃহে প্রবেশ করিলেন। চতুর্দ্দিকে আ-

নন্দের দৃশ্যে তিনি কেবল সেই অগ্নি-রাশি দেখিতে লাগিলেন, আনন্দের শব্দে কেবল সেই দাহের শব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। বিজ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন, এ সংসারে যত দম্ভ, যত আনন্দ, যত গর্ব্ব, যত ঘোরঘটা, যত হাস্যধ্বনি সকলই সেই ভীষণ চিতা শব্দের প্রারম্ভ ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না।

তিনশত বৎসর অতীত হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথের বিপুল বংশ এক্ষণে লোপ হইয়াছে। বিস্তীর্ণ সমুদ্রে বীচিমালার ন্যায় নূতন বংশ ও নূতন লোক এক্ষণে তাঁহাদের স্থানে অবস্থিতি করিতেছে।

সমাপ্ত।

পূর্ব্ব রাগ।

১। নিরমল গোরা তনু, কষিত কাঞ্চন জনু,
হেরইতে পড়ি গেল ভোর।
বাহু ভুজঙ্গমে, দংশল মঝু মনে,
অন্তর কাঁপয়ে মোর।।
সজনী! যবহাম পেখনু গোরা।
আকুল দিগ বিদিগ্ নাহি পাইয়ে মদন
লালসে মন ভোরা।
অরুনিত নয়নে, তেরছ লোকনে,
বরিখে কুসুম সর সাধে।
জীবইতে জীবন, থেহ নাহি পায়ল,
ডুবল অঙ্গ অগাধে।।
মন্ত্র মহৌষধি, তহুঁ জানসি যদি,
মঝু লাগি করবি উপায়।
বাসুদেব ঘোষ কহে, শুন শুন এ সখি,
গোরা লাগি প্রাণ মোর যায়।

দর্শন।

২। কিরূপ দেখিনু, মধুর মুরতি,
পীরিতি রসের সার।
হেন লয় মনে, এ তিন ভুবনে,
তুলনা নাহিক যার।।
বড়ি বিনোদিনী চূড়ার টাননি,
কপালে চন্দন চাঁদ।
জিনি বিধুবর, বদন সুন্দর,
ভুবন মোহন ফাঁদ।।
নব জলধর, রসে ঢর ঢর,
বরণ চিকন কালা।
অঙ্গের ভূষণ, রজত কাঞ্চন,
মণি মুকুতার মালা।।
জোড় ভুরু যেন, কামের কামান,
কেনে কৈলে নিরমাণ,
তরুণ নয়নে তেরছ চাহনি,
বিষম কুসুম বাণ।।
সুন্দর অধরে মধুর মুরলী,
হাসিয়া কথাটী কয়।
দ্বিজ ভীমে কয়, ও রূপ নাগর,
দেখি কি পরাণ রয়?

পদকল্পলতিকা

রায়শেখর।

বঙ্গীয় প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতিকে সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়া, তাঁহার ডানি দিকে গোবিন্দ দাস আর বাম ভাগে আমাদের অদ্যকার প্রস্তাবের শিরোনামধারী ব্যক্তিকে বসাইতে পারা যায়। গোবিন্দদাসের ন্যায় ইনিও বিদ্যাপতির অনুসরণ করিয়াছেন—ইহাঁর অধিকাংশ রচনার প্রকৃতি বিদ্যাপতির কবিতার ন্যায়। তবে সকল স্থলে ভাবের গৌরব তত অধিক নহে। সে বিষয়ে বিদ্যাপতির প্রাধান্য অনন্যভাক্। তা বলিয়া যে রায়শেখর একজন সামান্য কবি ছিলেন, এরূপ নহে। তাঁহার প্রকৃত কবিত্বশক্তি ছিল। তাঁহার রচিত পদাবলী ব্রজবোলী ও বাঙ্গালা বিমিশ্র। কবিতা অনেক স্থলেই অত্যুৎকৃষ্ট। যেমন কবিতার নানাবিধ অসাধারণ গুণ আছে, তেমনই এক দোষও আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর চরম ভাগে শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে সেইটী অতীব দূষ্য বলিয়া বোধ হইতে পারে। সে দোষ আদিরস-প্রাধান্য। আমরা কোন এক সাময়িক পত্রের একটি বিজ্ঞাপনীর কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম। কয়েকজন কৃতবিদ্য বাঙ্গালী যুবক প্রাচীন বাঙ্গালী কবিদিগের রচনা পুনর্মুদ্রাঙ্কনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের এই সাধু চেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করি। কিন্তু বিজ্ঞাপনীতে তাঁহারা যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম। তাঁহারা নাকি ঐ কবিগণের যে সকল কবিতা আধুনিক কৃতবিদ্য যুবকদলের মনে অশ্লীল বলিয়া বোধ হয়, তাহা পরিত্যাগ করিয়া মুদ্রিত করিবেন। এরূপ অশ্লীলতা সম্বন্ধে আমাদের মতামত আমরা গোবিন্দদাস প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছি। এক্ষণে কেবল এই বলিতে চাই, যে যদিও বৈষ্ণব কবিদিগের কোন কোন কবিতা এক্ষণকার "ডেলিকেট"-রুচি বাঙ্গালী যুবকের অশ্লীল বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে বটে, তথাপি সেই কবিতাগুলিকে কখনই ইন্দ্রিয়-লালসার পরিপোষক বলা যাইতে পারে না। সুতরাং যদিও আধুনিক কোন লেখকের রচনাতে সেরূপ ভাব অসহ্য, অপাঠ্য, তথাপি বৈষ্ণব কবিদিগের সেই সকল রচনা প্রাচীন-কীর্ত্তি বলিয়া, অনিন্দনীয় ও মার্জ্জনীয় বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। প্রাচীন কবিদিগের রচনা যত সমগ্র ও সম্পূর্ণ পাওয়া যায়, তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কেননা সেই সকল কবিতা সুরক্ষিত হইলে, অনেক স্থলে অপকার অপেক্ষা, সমধিক উপকার হইবার সম্ভাবনা। যে সময়ে ঐ কবিগণ তাঁহাদের গীতি সকল রচনা করেন, সে সময়ের সামাজিক ইতিহাস অতীব বিরল। সুতরাং এরূপ অনেক কবিতা থাকিতে পারে, যাহা সামান্য দুই একটী কথার জন্য হয়ত অশ্লীল উপাধি পাইয়া পরিত্যক্ত হইল; কিন্তু হয়ত সেই কবিতা পাঠে বিজ্ঞ মার্জ্জিতরুচি পাঠক সামাজিক তত্ত্ব সম্বন্ধে, অনেক নূতন কথা আবিষ্কৃত করিলেন। যে ইংরেজদিগের অনুকরণ করিয়া আধুনিক বাঙ্গালী "যুবক মার্জ্জিত রুচির পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহাদেরই মধ্যে এক জন সুবিজ্ঞ লেখক বলিয়াছেন, যে শুদ্ধ রচনাগত বাক্যদ্বারা কোন বিষয় অশ্লীল হইতে পারে না; তাহা হইতে পাঠকের মন স্বতঃ যেরূপ ভাব সংগ্রহ

করে, তাহারই উপর অধিক পরিমাণে দোষ গুণ নির্ভর করে। উদ্যান-কুসুম-সমূহে মধুমক্ষিকা ও মাকড়সা উভয়েই বিচরণ করে; কিন্তু যে ফুল হইতে মধুমক্ষিকা মধুমাত্র সংগ্রহ করে, সেই ফুল হইতে মাকড়সা বিষ বই আর কিছুই সংগ্রহ করিতে পারে না। সুতরাং রচনাগত অশ্লীলতা পাঠকের মন ও রুচির উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। একেত প্রাচীন অনেক কবিতা লোপ পাইয়াছে, তাহাতে আবার যাহা এখনও পাওয়া যায়, তাহারও কিয়দংশ বাদ দিয়া যদি সেই মধুর কবিতা নিচয়ের নাসাকর্ণচ্ছেদ করিয়া দেওয়া হয়, তবে আর সেই সকল কবিতার পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা থাকেনা। আবার এরূপ অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, যে অনেক সুরুচি-প্রবর্ত্তক মহাশয় অতি সামান্য একটা তুচ্ছ কথার জন্য, একটী অত্যুৎকৃষ্ট কবিতা পরিত্যাগ করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহা যে নিতান্ত গর্হিত, তাহার আর সন্দেহ নাই। সুতরাং প্রাচীন কবিদিগের গ্রন্থ যতদূর সম্পূর্ণ করা যাইতে পারে, তাহারই যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কৃতবিদ্য যুবকদিগের মধ্যে অনেকেই ইংরাজীভক্ত; সুতরাং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যদি সেকসপীয়রের রচনাগুলির একটী মার্জ্জিত সংস্করণ (expunged edition) প্রকাশক হয়, তাহা হইলে তাঁহারাই বা কিরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহাদের গুরু ইংরেজগণই বা কিরূপ পছন্দ করেন? অদ্যাপি সেকসপীয়রের রচনাসমূহের মধ্যে Venus and Adonis নামক ক্ষুদ্র কবিতাটী স্থান পাইয়াছে, আর ইংরাজীভাষাজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা কি আধুনিক বাঙ্গালী যুবকগণ বিস্মৃত হইয়াছেন? তবে যদি আধুনিক পদসংগ্রহ কর্ত্তাগণ ঐ কবিতা সকলের টীকা লিখিয়া মুদ্রিত করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে না হয় যে অংশ অশ্লীল বোধে টীকা লিখিতে লজ্জা বোধ হইবে, তাহার টীকাই না লিখিবেন। ফল কোন কবিতাই লোপ না পায়—অথবা ভগ্নপাদ না হয়, তাহারই বিধিমতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

রায়শেখরের আর দুইটী নাম ছিল, চন্দ্রশেখর ও শশীশেখর। তন্মধ্যে শশীশেখর নামেই ইনি বিশেষ বিখ্যাত। তিনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মানকর নামক গ্রামের নিকটবর্ত্তী পড়ানেতে জন্মগ্রহণ করেন এবং সর্ব্বদা ঐ গ্রামের নিকটস্থ মাড়ো নামক গ্রামে বাস করিতেন। জাতিতে নিত্যানন্দ গোস্বামীর বংশোদ্ভূত ব্রাহ্মণ; সুতরাং ইনি চৈতন্যদেবের অনেক পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাঁর সমকালে জগদানন্দঠাকুর নামক ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব জনৈক প্রসিদ্ধ পদরচয়িতা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বিরচিত অনেক পদ পদকল্পতরু নামক গ্রন্থে দেখা যায়। এক্ষণে রায়শেখর কিরূপ কবিত্ব লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা বুঝাইবার জন্য, তাঁহার রচিত কবিতানিচয়ের মধ্য হইতে নিম্নে যথেচ্ছা কয়েকটী পদ উদ্ধৃত হইল;—

রাধাকৃষ্ণের যুগল রূপ বর্ণন;—

নিধুবনে শ্যাম বিনোদিনী জোর।
দোঁহার রূপের নাহিক উপমা,
প্রেমের নাহিক ওর॥ ধ্রু॥
আধশিরে শোভে ময়ূর মুকুট,
আধশিরে দোলে বেণী।

শিরীষ কুসুম ঝলমল করে,
ফণী যেন উগারল মণি।
এক শ্রবণে মকর কুণ্ডল,
এক রতন ছবি।
আধ কপালে চাঁদের উদয়,
আধ কপালে রবি॥
আধ পহিরণ হিরণ কিরণ,
আধ নীলমণি জ্যোতিঃ।
আধ গলে বন মালা বিরাজিত,
আধ গলে গজমোতি॥
সৌরভে আকুল কুঞ্জ ভবন,
তরু লতা দোলে মন্দ বায়।
নিকুঞ্জ মন্দিরে রসের সাগর,
বাহিরে শেখর রায়॥

নিম্ন লিখিত গীতে কবি বয়ঃসন্ধি সময়ে রাধিকার অবস্থা বর্ণন করিতেছেন;

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহু পথ হেরইতে মনসিজ গেল॥
মদন কিতার পহিল পরচার।
ভিন জনে দেয়ল ভিন অধিকার॥
কটিকে গৌরব পাওল নিতম্ব।
ইন্দ্ধকে ক্ষীণ উর্দ্ধই অবলম্ব॥
প্রকট হাস অব গোপত ভেল।
বরুণ প্রকট ফেব উর্দ্ধকে নেল॥
চরণ-চঞ্চল-গতি লোচন পাব।
লোচনক ধৈরয পদতলে যাব॥
নব কবি শেখর কিকহিতে পার।
ভিন ভিন রাজ, ভিন ব্যবহার॥

এই গীতে সাক্ষেপ অনুরাগ ব্যক্ত হইতেছে;

কবহু রসিক সনে দরশন হোয জনি,
দরশনে তোমে জনু লেহা।
লেহ বিচ্ছেদ জনি কাহুকে উপজয়ে,
বিচ্ছেদে ধরয়ে জনি দেহা॥
সজনি, দূরে কর ও পরসঙ্গ।
পাহিলহি উপজিতে প্রেমক অঙ্কুর,
দারুণ বিহি দিল ভঙ্গ॥ ধ্রু॥
যবহু দৈব দোষ উপজয়ে প্রেমহিঁ
রসিক সনে জনু হোয়।
কানু সে লেহ করি, অব এক
সবহুঁ শিখায়ল মোয়॥
হেন ঔখদ, সখি, কাঁহা না পাইয়ে,
জনু যৌবন জ্বলি যায়।
অসমঞ্জস রস সহিতে না পারিয়ে,
গায় কবি শেখর রায়॥

কৃষ্ণপ্রেমে-বিমোহিতা নবানুরাগিনী রাধিকাকে এই রূপে প্রণয় গোপন করিয়া রাখিবার উপদেশ কোন সখী দিতেছেন;—

শুন শুন বিনোদিনী রাই।
তোরে পুন কহিয়ে বুঝাই॥
কানুক ভাবনা যব হোই
হিয়া মাহা রাখবি গোই॥
কোন জন নখই ন পার।
বেকত করবি কুলাচার॥
কানু উপর হিয় মাহ।
আনছলে বিছুরিবি তাহ॥
গুরু দুরুজন তুয়া পাপ।
দেখিলে দেয় বহু তাপ॥
থিবকরবি সদা চিত।
ঐ ছল কুলবতী রীত॥
পুন জনি ভাবহ আন।
ইহ কবি শেখর ভান॥

এরূপ উপদেশ পাইয়াও রাধিকা কৃষ্ণবিরহে উদ্বেগ সম্বরণ করিতে না পারায়, সখী কৃষ্ণ সমীপে গিয়া রাধিকার শোচনীয় অবস্থা বর্ণন করিতেছেন;—

তুহু মনোমোহন, কি কহব তোয়।
মুগধিনী রমণী তোহারি লাগি রোয়॥
দিবা নিশি জাগি জপয়ে তুয়া নাম।
থরহরি কাপি পড়য়ে সোই ঠাম॥
যামিনী আধ অধিক যব হোয়।
বিগলিত লাজ উঠয়ে, তব রোয়॥
সখীগণ যত পরবোধয়ে তায়।
তাপিনী তাপে ততহি নাহি ভায়॥
কহ কবিশেখর তাকর উপায়।
রচইতে তবহি রজনী বহি যায়॥

যে রাধিকা কৃষ্ণ বিরহে এতাদৃশ উ-

দ্বিয়া, তিনিই আবার এত মানিনী হইয়াছেন, যে কৃষ্ণ আক্ষেপ করিয়া কহিতেছেন ;—

সজনি, না বুঝিয়ে এ মঝু ভাগ।
আকুল চিত মঝু, তাঁহি সজাগ॥
বচন হি নিজ করি না বোলয়ে রাই।
মুঞি জীবন বিনু না বোলাহ তাই॥
মঝু পরসঙ্গে সে নাহি দেই কাণ।
তাহা বিনু মঝু মুখ না ফুরয়ে আন॥
সমাধান চাহি, নহি হোয়ে সমাধান।
তেঁই অতিরেক হইয়ে পাঁচবাণ॥
শেখরে কহয়ে প্রিয় মন কর থির।
সহজই নাগরী ভাব গভীর॥

নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটী গীত সখি সম্বোধনে শ্রীরাধিকার উক্তি ;—

কি পুছসি রে সখি কানুক সিনেহ।
এক জীউ, বিহি সে গঠল ভিন দেহ॥
কহিল কাহিনী পুছই কতবেরী।
কত সুখ পায়ই মঝু মুখ হেরি॥
মঝু বিনু দরশে পরশে নাহি জীব।
মো বিনু পিয়াসে পাণি নাহি পীত॥
উরঃ বিনু শেযে পরশ নাহি পাই।
চিবহি বিনু তাম্বুল নাহি খাই॥
ঘুমের আলসে যদি পালটিয়ে পাশ।
মান ভয়ে মাধব উঠয়ে তরাস॥
আন সম্ভাষণে না রহে গেয়ান।
আন সনে কাহিনী না সহে পরাণ॥
কহ কবি শেখর শুণ বরনারী।
তোহারি পরশ বিনু লুবধ মুরারি॥

পুনশ্চ ;

চিরুণি করে ধরি কেশ বেশ করি,
সিথায়ে দেই সিন্দুর।
নাস বেশ করি, বসন পরাই,
পায় ধরি পরায়ে নূপুর॥
সোই, পিয়াগুণ কহনে না যায়।
দরিদ্র যেমন, তিলেক না ছাড়ই,
রভসে রজনী গোঙায়॥ ধ্রু॥
সো মোর আঁখিজল আচরে মোছই,
দেই বসনক বায়।
চিবুক করে ধরি সঘনে নিরখই,
মুখভরি তাম্বুল খাওয়ায়॥
বৃন্দাবন ভরি রসের বাদর,
দিন রজনী নাহি জান।
কৃপণ ধন সম তিলেক না ছোড়ই,
কবি শেখর পরমাণ॥

তথা—

এমন পিয়ার কথা কিপুছসি বে সোই,
পিয়া সে পীরিতি জানে।
যে দেখি যে শুনি, চিতে অনুমানি,
নিছিয়া পেলি পরাণে॥ ধ্রু॥
মো যদি সিনান করে আগিলো ঘাটে,
আর ঘাটে পিয়া নায়।
মোর অঙ্গের জল পরশ লাগিয়ে
চৌদিকে সাঁতারায়॥
বসনে বসনে যোগ হইবে বলিয়া,
একই রজকে দেই।
মোর নামের আধ আখর পাইলে
হরিষ হইয়া লেই॥
ছায়ায় ছায়ায় লাগিবে লাগিয়া,
ফিরয়ে কতেক পাকে।
আমার অঙ্গের বাতাস যে দিকে যে দিন,
সে মুখে সে দিন থাকে॥
হাত দিয়া দিয়া মুখানি মাজিয়া,
দীপ লইয়া চায়।
অনেক যতনে পরশ পাইয়ে,
থুইতে ঠাই না পায়।
মনের আকুতি বেকত করিতে,
কত না সন্ধান জানে।
পায়ের সেবক, রায় শেখর,
কিছু বুঝে অনুমানে॥

অমৃতে গরল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

মনের ব্যথা।

ঔষধ মিলিল। রোগ আরোগ্যোন্মুখ হইল। শৈলবালা দিনেং সুস্থ হইতে লাগিলেন। এক্ষণে আহারের স্পৃহা, পরিমিত নিদ্রা, ভ্রমণের ইচ্ছা, সঙ্গিনীগণ সহ আমোদ আহ্লাদ, ক্রমেং সকল ইচ্ছাই হইতে লাগিল। তাঁহার এইরূপ অবস্থা দৃষ্টে সকলেই যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন। মন্ত্রী হারা নিধি পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহার মনে তিলাৰ্দ্ধের জন্যও সুখ হইল না। কারণ তিনি ইতিপূর্ব্বে জগৎমোহনের একখানী হস্ত লিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল, "লোক মুখে আপনার কন্যার রূপ, গুণের প্রশংসা শুনিয়া আমি তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। অতএব আপনার কি রূপ মত তাহা এই পত্রবাহকের সহ লিখিয়া পাঠাইবেন। যদি অমত হয়, তবে রাজাদেশ লঙ্ঘন জন্য স্বপরিবারে প্রাণ দণ্ডার্হ হইবেন। শৈলবালা যে সময় পীড়িতা ছিলেন, মন্ত্রী সেই সময় এই পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি ভবিষ্যৎ বিবেচনা না করিয়া এইরূপ লিখিয়াছিলেন "আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। লিখিত প্রস্তাবে আমার অমত নাই, কিন্তু এ সম্বন্ধে শৈলবালার মত জানাও আবশ্যক। সে এক্ষণে অত্যন্ত পীড়িতা সুতরাং কিছুই বিশেষ করিয়া লিখিতে পারিলাম না, আরোগ্য হইলে সকল বিষয় জানাইব।" এই সকল কারণে তিনি অহোরহ শৈলবালার অদৃষ্টের বিষয়ই ভাবিতেন এবং পরিণামে যে কি হইবে তজ্জন্য তিনি সততই উদ্বিগ্নমনা থাকিতেন। এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবারও কোন আশা ছিল না, কারণ জগৎমোহন রাজ্যেশ্বর, বিজয়সিংহ বন্দী।

শৈলবালার আরোগ্য সংবাদ শ্রবণ করিয়া ক্ষীরোদবাসিনী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে প্রমোদ কাননে আগমন করিলেন। ক্ষীরোদবাসিনী যে দিবস চন্দ্রপুরে প্রথম আইসেন সেই দিবসই শৈলবালাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু সে সময় শৈলবালা অত্যন্ত কাতর বিধায় দেখা করিতে পারিয়াছিলেন না।

শৈলবালা বাতায়নে বসিয়া প্রাতঃসমীরণ সেবন করিতেছেন, এমন সময়ে হেমলতা সহ ক্ষীরোদবাসিনী তথায় আগমন করিলেন। ক্ষীরোদবাসিনীকে সমাগতা দেখিয়া শৈলবালা ব্যগ্রভাবে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। ক্ষীরোদবাসিনী পর্য্যঙ্কের উপর উপবেশন করিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "ভগিনি! আর এক দিন আমি সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু সে দিন তোমাকে অজ্ঞানাবস্থায় দেখিয়া ফিরিয়া গিয়াছিলাম। এখন ত আর শরীরে অন্য কোন অসুখ নাই?"

শৈলবালা মৃদু মধুর বচনে কহিলেন "আপনি অনুগ্রহ করিয়া এখানে আসিয়াছেন, আপনার সেবা শুশ্রূষা করা দূরে থাকুক, দুই দণ্ড আলাপ করিয়া যে সন্তোষ লাভ করিব, বিধাতা সে সুখেও বঞ্চিত করিয়াছেন। শরীর যদিও অনেক সুস্থ হইয়াছে তত্রাচ এত দুর্ব্বল,

যে এখন হইতে বাটীর উপর যাইয়া যে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব, তাহাতেও অসক্ত।”

শৈলবালা কথা কহিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে প্রশস্ত দৃষ্টি অধোদিকে ছিল। দুই খানী কোমল চক্ষু পল্লবে সুনীল নয়নদ্বয়কে অৰ্দ্ধ আবরিত করিয়া রাখিয়াছিল। মুখ হইতে বাক্য বিনির্গমে ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল। নিটোল ললাটের উপরিভাগস্থিত নীল নিবিড় কুঞ্চিত অথচ বিন্যাসিত কেশের মধ্য হইতে ক্ষুদ্র২ মুক্তার ন্যায় ঘৰ্ম্ম বিন্দু দৃষ্ট হইতেছিল। শারীরিক কাতরতা হেতু অঙ্গ সমুদয় ঈষৎ কাঁপিতেছিল এবং সেই সঙ্গে কর্ণাভরণ গৰ্ব্ববিস্ফারিত গ্রীবাদেশ স্পর্শ করিয়া নীরবে দুলিতেছিল, তাহার উজ্জ্বল কান্তিতে সুপ্রভাশালী গণ্ডদেশের আরও শোভা বৃদ্ধি হইয়াছিল। ক্ষীরোদ বাসিনী এক দৃষ্টে সে রূপরাশি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার মুখ কিঞ্চিৎ গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছিল।

সরোজিনী সেই সময় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্ষীরোদবাসিনীর সহিত তাঁহার পূর্ব্বেই পরিচয় হইয়াছিল। তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন “কি আশ্চর্য্য যেন একটী মৃণালে দুইটী পদ্ম ফুটিয়াছে, যাহোক শৈলবালার সহিত ত দেখা হইল? বাঁচিলাম! শৈলবালাকে না দেখিতে পাইয়া এ কয়েক দিন রাজকুমারীর নিদ্রা হয় নাই।”

সরোজিনীর বাক্যে শৈলবালা কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইলেন। ক্ষীরোদবাসিনী হাসিতে২ বলিলেন “আপনি যার ঘটক, তার আবার কার্য্য উদ্ধার হয় না!” সরোজিনী কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গের সহিত বলিলেন “এমন ঘটক হইয়াও তোমাদের ঘটকালী করিতে পারিলাম না।” প্রস্তরে কুঠারাঘাত হইল। ক্ষীরোদবাসিনীর মুখ গম্ভীর হইল। ক্ষীরোদবাসিনী কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করিয়া কহিলেন ঘটকালী ত হইয়া গিয়াছে, আবার নূতন কি?” সরোজিনী কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইলেন, কহিলেন, “সে কেমন?”

ক্ষীরোদ। যখন জগৎমোহনের সহিত রঘুজির সাতপুরা পৰ্ব্বতে সন্ধি হয়, সেই সময়ইত কথা বাৰ্ত্তা স্থির হয় “যে রঘুজি যদি জগৎমোহনকে সারণগড়ের রাজা করিয়া শৈলবালার সহিত বিবাহ দিয়াছেন তবে জগৎমোহনও রঘুজিকে অনঙ্গপুরের সিংহাসনে বসাইয়া আমার সহিত বিবাহ দিবেন। এবং সেই কারণেই রঘুজি জগৎমোহনের সাহায্য করিতেছেন, এখন পরিণয় কার্য্য বাঁকি।”

ক্ষীরোদবাসিনীর বাক্যে শৈলবালার মনে কোনই ভাবান্তর উপস্থিত হইল না, তিনি ভাবিলেন ক্ষীরোদ ব্যঙ্গ কবিতেছেন। নির্ব্বুদ্ধি! পরে জানিবে। সরোজিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, “যত সংবাদ তোমার কাছে, আমরা দেশে থাকিয়া শুনিতে পাইলাম না, তুমি বনে বনে ভ্রমণ করিয়াই সকল জানিয়াছ?”

ক্ষীরোদ। “মন্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন।”

সরোজিনী। “এখন ত বিজয়সিংহ দেশে আসিয়াছেন?”

ক্ষীরোদ। “আসিলে কি হইবে? চারিদিকেই শত্রু।”

শৈলবালার মন অন্য দিকে ছিল, তিনি ক্ষীরোদবাসিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, “জগৎমোহন যাহার

জন্য দেশান্তরিত হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিলেন, এখন তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া, হাতের লক্ষ্মী পায় ঠেলিতেছেন কেন?"

ক্ষীরোদ। "লক্ষ্মী এমন কুলের কলঙ্কিনী।"

শৈলবালা। "সে কেমন?"

ক্ষীরোদ। "দীর্ঘকাল একাকিনী অশোকবনে!"

সরোজিনী হাসিতে২ বলিলেন "রাবণ ত স্পর্শ করিয়াছিল না, অনুনয় বিনয় করিয়া থাকিবে, ইহাতে কলঙ্কিনী?" ক্ষীরোদবাসিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া ব্যঙ্গের সহিত কহিলেন "স্পর্শই যে না করিয়াছিল, কে বলিবে?" ইহা কহিয়া তিনি বঙ্কিম নয়নে শৈলবালার মুখপানে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন শৈলবালার রসাল নয়নদ্বয় আরও জলের ভরে টলমল করিতেছে, মুখখানী রক্তিমাকার ধারণ করিয়াছে। এতদ্দৃষ্টে তিনি শৈলবালার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, ভগিনি! ও কি হইতেছে!" শৈলবালা আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না, দর দর ধারায় অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল, তাঁহার মুখে কথা নাই। সরোজিনী অবাক।

পাঠক! তুমি কখন সরল ও পবিত্র প্রণয় হইতে বিচ্যুত হইয়াছে? যদি না হইয়া থাক, তবে শৈলবালার ব্যথায় ব্যথী হইতে পারিবে না। শৈলবালার এ দারুণ দুঃখ তোমার হৃদয় মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারিবে না। শৈলবালা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার ইহজন্মের মত আশালতা ছিন্ন হইয়াছে। সুখের স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়াছে। এরূপ ক্রন্দনে অন্য কোন ভাব লক্ষিত হইতে ছিল না। ইহাতে কেবল সরলতার চিহ্ন, সেই প্রগাঢ় প্রণয়ের নৈরাশ্য ব্যঞ্জক চিহ্নই লক্ষিত হইতেছিল। বিজয়সিংহ রাজা হইলে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন না বলিয়া যে কান্না কাঁদিয়াছিলেন এও সেই কান্না। কুমারের বন গমনের কথা শুনিয়া যে কান্না কাঁদিয়াছিলেন এও সেই কান্না। ইহা ব্যতিত ইহাতে কোন ভাবই প্রকাশ পাইতেছিল না।

শৈলবালার চক্ষে জলাকর্ষণ দেখিয়া ক্ষীরোদবাসিনীর কোমল মনে বেদনা লাগিল তিনি পুনর্ব্বার কহিলেন, "ভগিনি! আমি না বুঝিয়া ব্যঙ্গ করিতে গিয়া তোমার সরল মনে ব্যথা দিলাম, আমাকে ক্ষমা কর। রাজকুমারের সম্বন্ধে এরূপ কথা বলিলে যে তুমি কষ্ট পাইবে, জানিলে কখনই মুখে আনিতাম না। কি করিব অদৃষ্ট মন্দ! নতুবা এই দণ্ডে তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ করিতাম। যাহোক আমি তোমার জন্য দিল্লীশ্বর আরঙ্গজীবের নিকট গমন করিব, আমার দুঃখ তাঁহাকে জানাইব, যদি পৃথিবীতে ধর্ম্ম থাকে, যদি মনুষ্য হৃদয়ে দয়া বসতি করে, যদি চক্ষু মধ্যে লজ্জার জন্ম স্থান হয়, যদি স্ত্রীলোকের ক্রন্দনে পুরুষের মন বিগলিত হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, বাদসাহের নিকট হইতে স্বরাজ্য উদ্ধার করিতে পারিব। আমি সুখের প্রত্যাশা করি না, সুখ এ কপালে কখন হইবে না, যদি সুখের কপাল হইত, তবে মাতৃ পিতৃ হীনা হইয়া পরের গলগ্রহ হইতাম না, তবে স্বরাজ্যচ্যুত হইয়া পথে পথে ভিখারিণীর মত কাঁদিয়া২ বেড়াইতাম না। বিধাতা এ অদৃষ্টে দুঃখ লিখিয়াছেন, দুঃখেতে আমি কাতর নহি, সুখের জন্যও লালা-

য়িত নহি। আমি,যেরূপেই হউক, রাজ্য উদ্ধার করিব। বিজয়সিংহকে অনঙ্গপুরের রাজসিংহাসনে বসাইব.এবং তোমাকে তাঁহার বাম অঙ্কে বসাইয়া নয়ন যুগল চরিতার্থ করিব। আর সেই নরাধম, প্রবঞ্চক জগৎমোহন যাহার জন্য তুমি এত দুঃখ পাইতেছ, তাহাকে উচিত প্রতিফল প্রদান করিয়া তোমার এই চরণে ধরাইব।” বলিতে বলিতে তাঁহার গাত্র হইতে প্রভূত ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল, এবং আরক্ত লোচনদ্বয় হইতে দুই চারি বিন্দু উষ্ণ বারি শৈলবালার হস্তোপরি পতিত হইল, শৈলবালা শিহরিয়া উঠিলেন। ক্ষীরোদবাসিনী শৈলবালার হস্ত ছাড়িয়া দিয়া বসনাঞ্চলে স্বীয় অশ্রু সম্বরণ করিয়া শৈলবালার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

আমরা এত দিন এই আখ্যায়িকার উদ্যান মধ্যে নানা স্থান বিচরণ করিয়া একটী একটী করিয়া ফুল তুলিয়া যে ডালা সাজাইয়াছিলাম, তাহা লইয়া এক্ষণে বহুযত্নে এই হার ছড়াটী গাঁথিলাম। পাঠক এখন একবার নিজ গলে পরিধান করিয়া দেখুন কিরূপ দেখায়। যদি গাঁথিবার ত্রুটী হইয়া থাকে, তবে সে দোষ আমাদের। কিন্তু তাহাও ধর্ত্তব্য নহে, কারণ গ্রন্থকার মালাকর নহে, হার গাঁথা তাহার ব্যবসা নহে। তবে নিতান্ত ফুলের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তুলিয়া লইয়া মালা গাঁথিয়াছেন। বিশেষতঃ গাছে থাকিলেও কোন ফল ছিল না, কারণ যে জঙ্গলে এই সকল ফুল ফুটিয়াছিল,সে জঙ্গলে ফুলগুলি নষ্ট হইয়া গেলেও কেহ তুলিতে আসিত না, সুতরাং ফুলগুলি প্রখর রবিকিরণে শুষ্ক হইয়া যাইত। আর যদি ফুলেরই কোন দোষ হইয়া থাকে, তবে সে দোষ আমাদের নহে। সে স্বষ্টিকর্ত্তার দোষ। তিনি যে গাছটী যে স্থানে যে ভাবে জন্ম দিয়াছেন, যে ফুলটী যেরূপ রঙ্গে রঞ্জিত হওয়া তাঁহার অভিপ্রেত ছিল,সে গাছটী সেই ভাবে জন্মিয়াছে, সে ফুলটী সেই বর্ণেরই হইয়াছে; অতএব তাঁহার রুচির সহিত পাঠকের রুচির যদি ঐক্য না হয়, তবে সে জন্য আমরা কখনই দায়ী হইব না।

বিজয়সিংহ এখন বন্দী। বিনা অনুমতিতে এক পদ গমন করিবার ক্ষমতা নাই, অনুমতি পাইবার ইচ্ছা করিলেই বা কে দেয়, সুতরাং তিনি পার্থিব সকল আশা সকল ভরসা, প্রস্তর মধ্যে নিহিত করিয়াছেন,সুখ সম্পদ বিস্মৃত হইয়াছেন, কাহারও কথা তাঁহার মনে নাই। এ জগতে যে তাঁহার কোন দিন কেহ ছিল, তাহাও তাঁহার স্মৃতিপথে উদয় হইতেছেনা, অথচ তিনি পর্য্যস্ত অর্দ্ধ শয়ান হইয়া এক দৃষ্টে শূন্যে চাহিয়া আছেন।

তিনি এতদবস্থায় আছেন এমন সময় একটী স্ত্রীলোক গৃহে প্রবেশ করিল। বিজয়সিংহ স্ত্রীলোকটীর মুখপানে দৃষ্টিপাত করিয়া চিনিতে পারিলেন, মৃদুস্বরে কহিলেন “কে রত্নমালা, কোথা হইতে আসিতেছ?” রত্নমালা বিনীত স্বরে কহিলেন, “চন্দ্রপুর হইতে কুমারের সহিত সাক্ষাৎ মানসেই আসিতেছি।

বিজয়সিংহ আর কোন কথা কহিলেন না। কিঞ্চিৎকাল উভয়েই নীরব। রত্নমালা মনে করিয়াছিলেন, কুমার তাঁহা-

কে দেখিলে কতই আহ্লাদিত হইবেন, এবং আগ্রহ সহকারে শৈলবালার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবেন, কিন্তু এক্ষণে দেখিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব। রত্নমালা পুনর্ব্বার সেই স্বরে কহিল। "রাজকুমারের শরীরের ত কোন অসুখ হয় নাই?

উত্তর। "না।"

রত্নমালা অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনর্ব্বার বলিল, "শৈলবালারও শরীর এক্ষণে অনেক সুস্থ হইয়াছে।"

বিজয়সিংহ কহিলেন "সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় নাই?" তাঁহার মুখেতে কিছু সন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ পাইল।

রত্নমালা কহিল "এখন আর অন্য কোন অসুখ নাই, কেবল শরীর কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল আছে।"

রাজকুমার শৈলবালার সম্বন্ধে আর কোন কথা না বলিয়া কহিলেন,

"এখানে কি জন্যে?"

রত্ন। "এক খানি পত্র আছে।" ইহা বলিয়া পত্রখানি রাজপুত্রের সম্মুখে রাখিলেন। বিজয়সিংহ পত্রখানী হস্তে করিয়া কহিলেন, "কার পত্র?" রত্নমালা কহিল, বলিতে পারিনা কিন্তু ক্ষীরোদবাসিনী আমার হস্তে দিয়াছেন।

বিজয়। "তিনি এক্ষণে কোথায় আছেন?"

রত্ন। "আমাদের প্রভুর বাটীতেই আছেন।"

বিজয়সিংহ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পত্রখানী খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।——

রাজকুমার! আমি যে এমন করিয়া অসময়ে আপনার নিকট হইতে বিদায় লইব ইহা কখন মনে ছিল না। বিশেষ প্রয়োজন বশতঃই এরূপে বিদায় লইতেছি। আমি চলিলাম। অতি দূরদেশে চলিলাম। পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবার ভরসা অতি অল্প। যদি ইষ্ট সিদ্ধ হয়, তবে পুনর্ব্বার জন্মভূমি ও আপনাদিগকে দর্শন করিয়া সুখী হইব। আর যদি বিধাতা বিমুখ হয়েন, মনের বাসনা পূর্ণ না হয়, তবে আর দেখা হইবে না, এই বিদাই শেষ বিদায়, অভাগিনীর সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

যদি কখন চন্দ্রপুরে আগমন করেন, যদি এ মন্দভাগিনীর কথা মনে থাকে এবং যদি এরূপ হঠাৎ গমনের কারণ জানিতে ইচ্ছুক হয়েন, তাহা হইলে সরোজিনীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেই সমস্ত জানিতে পারিবেন। আর যদ্যপি ভুলিয়া জান, তাহা হইলে সরোজিনী আপনা হইতে সে কথার কোন প্রসঙ্গও আপনার নিকট করিবে না। কারণ বিস্মৃত কথা মনে করিয়া দিয়া আপনার মনে কষ্ট বৃদ্ধি করা আমার অভিপ্রেত নহে।

দূর দেশে যাত্রা করিতে হইলে সহায় সম্পত্তির আবশ্যক। ঈশ্বর প্রসাদে আমার সহায়ের অভাব নাই; গুরুদেবের পাদপদ্ম, সুচরিত্র এবং আমার সর্ব্ব বিপদ নাশক বিজয়সিংহ আমার সঙ্গে চলিলেন। সম্পত্তিরই সম্পূর্ণ অভাব, অন্য সম্পত্তি দূরে থাকুক, আমার চিরযতনের ধন এক গাছি রত্নকণ্ঠহার ছিল, তাহাও অন্যের হস্তে অর্পণ করিয়া চলিলাম, সুখের বিষয় এই তাহা সুপাত্রিতে অর্পিত হইয়াছে—আমার স্নেহময়ী ভগিনীর গলে শোভা পাইতেছে।

বোধ করি আপনি অবগত আছেন যে আমার মাতুলের একটী কন্যা আছে। শৈশবাবধি আমাদিগের উভয়ের মধ্যে এতদূর প্রণয় আছে, যে লোকে আমাদি-

গের উভয়ের একাত্মা ভিন্ন বোধ করিত না। আমি স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি, এ সময় একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া যাইতে পারিবনা। অদ্য তথায় রওয়ানা হইবার ইচ্ছা আছে, চতুর্থ দিবসে গন্তব্যস্থানাভিমুখে গমন করিব, কিন্তু হয়ত এই রাস্তা হইয়াই পুনরায় যাইব। যদি আপনার সুবিধা হয়, এবং যদি দেখা করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে চতুর্থ দিবস রাত্রি দ্বিপ্রহর অন্তে রত্নমালার বাটীতে অপেক্ষা করিলে আমার সহিত দেখা হইতে পারিবে। যদি না হয়, তবে জানিবেন আর দেখা হইল না।

বোধ করি আপনার মনে আছে, আপনার পীড়িতাবস্থার সময়ে সোহনপুরে পরীক্ষিতের বাটীতে আপনি আপনার, কবচ, রত্নহার ও কর্ণের হীরক কুণ্ডল আমার নিকট রাখিয়াছিলেন। আমি তাহা শৈলবালার নিকট রাখিয়া চলিলাম, আবশ্যক হইলে লইবেন।

অনেক কথা মনে রহিল, যদি কখন দেখা হয় বলিব। এক্ষণে বিদায় হই।

আপনার স্নেহের
ক্ষীরোদবাসিনী।

পত্র পাঠ সমাপ্ত হইলে বিজয়সিংহ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া সজলনয়নে রত্নমালার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভগ্ন কণ্ঠে কহিলেন, "ক্ষীরোদবাসিনী কি অদ্যই নিশ্চয় গমন করিবেন?"

স্বর শুনিয়া রত্নমালা জানিতে পারিলেন কুমার ক্ষীরোদবাসিনীর পত্র পাঠ করিয়া কাঁদিতেছিলেন। কহিলেন, "সেই রূপইত কথা আছে?

বিজয়। পত্রের উত্তর লিখিলে কি পাইবেন না?"

রত্ন। "কেমন করিয়া বলিব? না পাইবারইত অধিক সম্ভাবনা।"

বিজয়সিংহ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। রত্নমালা কিঞ্চিৎকাল পরে কহিলেন, " আচ্ছা এক খানা লিখিয়া দেন তবে, যদি দেখা পাই।"

কুমার এই সময় গৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া দেখিলেন। লিখিবার কোনই উপকরণ পাইলেন না, হতাশ্বাস হইয়া কহিলেন, "এখানেত লিখিবার কিছুই নাই। যদি দেখা পাও তবে কহিও, তিনি যেন অবশ্য অবশ্য একবার দেখা করিয়া যান। আমি যে রূপেই পারি সেই দিবস তোমার বাটীতে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিব।" দাসী "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

কাঁদি কেন?

১

আনন্দ আলয় এই নিখিল সংসার,
সদা হেথা হেসে হেসে,আনন্দ সাগরে ভেসে,
বেড়ায় সুখেতে সব মানব নিকর,
আমি তবে কি কারণে কাঁদি নিরন্তর?

২

সরস বসন্তে যবে ফুটি অগণন,
চামেলী, গোলাপ, জুঁই; নিশিগন্ধা, রসময়ী,
বেল, গন্ধরাজ করে গন্ধ বিতরণ,
কিসের কারণ আমি কাঁদি বা তখন?

৩

কলকণ্ঠ বসি যবে নিকুঞ্জ ভিতর,
মধুর মধুর গীত, গাহি করে প্রফুল্লিত,
শোক-দুঃখ-প্রপীড়িত মানব অন্তর,
আমি কেন কাঁদি শুনি সেই গীতস্বর?

৪

বিমল সরসী জলে ফুল্ল শতদল,
নাচে যবে ধীরে ধীরে, সুমন্দ সমীর ভরে,—
উঠিলে সরসী হৃদে সুনীল হিল্লোল—
কেন কাঁদি—কেন মম চক্ষে বহে জল?

৫

সুনীল গগণে যবে উঠে কাদম্বিনী,
দামিনী তাহার কোলে, নাচে যবে কুতূহলে,
থাকিয়া থাকিয়া—মরি শূন্য বিহারিণী—
কেন আমি অশ্রুনীরে ভাসাই অবনী?

৬

শরতের পূর্ণশশী গগণে যখন
বসিয়া, বিমল কর, ছড়ায় ধরণী'পর,
হাসায় সরসী শোভা কুমুদ রতন,
কেন কাঁদি, আমি তাহা করি নিরীক্ষণ?

৭

কল কল কল নাদে তটিনী যখন,
গাহিয়া প্রেমের গীত, যায় হয়ে হরষিত,
মিলিতে পতির সনে—সাগর সদন—
শুনি সেই গীত আমি কাঁদি কি কারণ?

৮

কি কারণে, পশে যবে নিশীথ সময়
নরমন মুগ্ধকরী, বাসরীস্বর লহরী;
শ্রবণ বিবরে—হায়! নয়ন ধারায়
ভাসে মম বক্ষঃস্থল—ভাসে নেত্রদ্বয়?

৯

কেন কাঁদি, স্মরি যবে রমণীরতন
জুলিয়েট, অভাগিনী, ত্যজিল জীবন, ধনি
হেরিল সমাধি স্থলে রোমীয়ে যখন
অচেতন, আহা মরি করি বিষপান।

১০

কেমনে বলিব আমি কাঁদি কি কারণ—
কাঁদিতে জনম যার, কাঁদে সেই অনিবার—
এই চাই, যেন পাই করিতে ক্রন্দন
এই রূপে, যত দিন থাকিবে জীবন।

তি———
হালিসহর।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

পদ্যলতিকা—নীতিগর্ভ পদ্যাবলী। গোস্বামী দুর্গাপুর নিবাসী শ্রীপার্ব্বতীনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। কুমারখালী মথুরানাথ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র। এই গ্রন্থে বিশেষ কোন গুণ দৃষ্ট হইল না, তবে দুই একটী পদ্য চলনসহি হইয়াছে। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করিয়াছেন যে "রচনা শিক্ষার্থী" হইয়া তিনি এই পদ্যগুলি লিখিয়াছিলেন তার পর কতিপয় "কৃতবিদ্য বান্ধবের" পরামর্শে ঐগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন। এই পদ্যগুলি যদি নিয়ম মত রচনা শিক্ষার ফল হয়, তাহা হইলে আমরা ভবিষ্যতের জন্য অধিক আশা করিনা। "কৃতবিদ্য বান্ধবগণের" পরামর্শ দেখিয়া তাঁহাদিগকে কৃতবিদ্য বলিয়া বোধ হয় না, গ্রন্থকারের বান্ধব বলিয়াও বোধ হয় না। যাহা হউক,

নবীন গ্রন্থকারককে আমরা ভগ্নোৎসাহ করিতে ইচ্ছা করি না। তিনি ভাল করিয়া লিখিবেন—আমরা প্রশংসা করিব।

বালাবোধিনী। শ্রীমধুসূদন সেন প্রণীত। ঢাকা ইষ্টবেঙ্গল প্রেসে মুদ্রিত। দেখিয়া বোধ হইল পুস্তকখানি কোন অজাতশ্মশ্রু উদ্ধত ব্রাহ্মের লেখা। বাঙ্গালির সকলই অল্পকালে হইয়া যায়। অল্প বয়সে বিবাহ হয়; অল্প বয়সে সন্তান হয়; অল্প বয়সে সংসারের সুখ দুঃখ অনুভব করিয়া "সখিরে সখি" করিয়া বেড়ায়। আবার অল্পদিনের মধ্যেই সংসারের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হয়। তখন এই অনিত্য, অসার, ক্ষণভঙ্গুর সংসার ত্যাগ করিয়া হিমাদ্রিশিখরমালার নিভৃততম গুহায় বসিয়া "হায়২" করিতে সাধ যায়। দুই একটী বক্তৃতা শুনিয়া, অল্পদিনেই আমাদের ধর্ম্মের শিখা জ্বলিয়া উঠে, আবার দুই এক দিনেই তাহা নিভাইয়া যায়। মধুসূদন বাবুর ধর্ম্মশিখা অল্পদিনেই জ্বলিয়া উঠিয়াছে—এখন না নিভায়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি ব্রাহ্মলেখকদিগকে আমরা, বঙ্গীয় লেখকদিগের মধ্যে প্রধান স্থান দিয়া থাকি। ইহাঁদের দেখা দেখি মধু বাবুরও গ্রন্থকার হইতে সাধ গিয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, স্বভাবের এমন কি কোন নিয়ম আছে যে ব্রাহ্ম মাত্রেই সুলেখক হইবে?

ফল কথা, গ্রন্থখানিতে কোন গুণ দৃষ্ট হইল না; না আছে যুক্তি, না আছে ভাব, না আছে ভাষার লালিত্য। সমালোচক ব্যতীত আর কাহারও ইহাতে ক্ষতি হইবে না, কেন না আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আর কেহ ইহা পড়িবে না। আমরা গ্রন্থকারের কোন অনিষ্ট করিয়াছি বলিয়া ত স্মরণ হয় না, তবে আমাদের উপর এত দৌরাত্ম্য এত অত্যাচার কেন?

আর্য্যদর্শন—সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুরাবৃত্তাদি মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাভূষণ, এম, এ, দ্বারা সম্পাদিত। কলিকাতা, নূতনভারতযন্ত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ তিন টাকা।

আর্য্যদর্শনের যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয় তাহাতে লেখকবর্গের যে তালিকা ছিল, তাহা দেখিয়া আমরা অনেক আশা করিয়াছিলাম। মহেশ ন্যায়রত্ন, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি দেশবিখ্যাত পণ্ডিতদিগের নাম দেখিয়া ভরসা করিয়াছিলাম, অনেক নূতন কথা শুনিতে পাইব, অনেক নূতন তত্ত্ব শিখিতে পারিব। বড় আশা করিয়াছিলাম, সুতরাং তাহা পূর্ণ না হওয়ায় বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। আর্য্যদর্শনে এ পর্য্যন্ত যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একটিও কৃষ্ণকমল বাবু অথবা মহেশ ন্যায়রত্নের লেখনীর উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইল না; তথাপি আর্য্যদর্শনকে বঙ্গভাষার একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালা ভাষায় যত পাক্ষিক এবং মাসিক পত্র আমরা দেখিয়াছি, তন্মধ্যে আর্য্যদর্শনের ভাষা সর্ব্বোৎকৃষ্ট—প্রাঞ্জল, গভীর, সুখবোধ্য, পবিত্র এবং মুগ্ধকারী। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, আর্য্যদর্শনের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ উন্নতি সংসাধিত হইবে।

কোন্ প্রকারের প্রবন্ধের কতটুকু করিয়া একং বারে প্রকাশিত হওয়া উচিত, সে বিষয়ে সম্পাদকের বিশেষ দৃষ্টি

নাই। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্তান্ত এক পাতা আধ পাতা করিয়া বাহির হইতেছে। এ রূপ প্রবন্ধ এত অল্পে২ করিয়া পড়িয়া কাহার তৃপ্তি হয়? সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়ে একটু মনোযোগ করিবেন।

আর্য্যদর্শনের ফরাশি রাজ্য বিপ্লব, আলিশনের অনুবাদ। মুখ্য কারণ থাকুক, আলিশন ফরাশী রাজ্যবিপ্লবের চল্লিশের অধিক গৌণ কারণ দিয়াছেন। আর্য্যদর্শন যে প্রণালিতে লিখিতেছেন, তাহাতে আলিশনের পশ্চাৎ২ চলিলে, ফরাশী রাজ্যবিপ্লব শেষ হইতে এক যুগ বহিয়া যাইবে। আমরা আর্য্যদর্শন সম্পাদককে অন্য পথ অবলম্বন করিতে অনুরোধ করি।

ইতরেতরাশ্রয়াদি কয়েকটি যুক্তি সম্বন্ধীয় দোষ, আর্য্যদর্শনের স্থানে২ দৃষ্ট হয়। ভবিষ্যতে আর ঘটিবে না।

উপন্যাস সমগ্র পাঠ না করিয়া মতামত প্রকাশ করা যায় না। শক্রসিংহ শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিলে কি রূপ লাগিবে,বলিতে পারি না; যতদূর পড়িয়াছি, তাহা ভাল লাগে নাই।

আর্য্যদর্শনের গ্রন্থ সমালোচন, সমালোচন নামেরই যোগ্য নহে। ইহা কেবল মতামতব্যক্ত মাত্র।

আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধীয় যে প্রবন্ধ আর্য্যদর্শনে প্রকাশিত হইতেছে, তাহা অতি মনোহর এবং সারগর্ভ। এই বিষয়টি কিছু অধিক করিয়া প্রকাশ করিতে, আমরা সম্পাদকে অনুরোধ করি।

আর্য্যদর্শনের কার্য্য প্রণালী অতি বিশৃঙ্খল। সকল সংখ্যা নিয়মিত রূপে পাওয়া যায় না।

উপসংহার কালে বক্তব্য, আমরা আর্য্যদর্শনের দীর্ঘ জীবন কামনা করি। আমরা যে সকল দোষের উল্লেখ করিলাম তাহা সত্ত্বেও, আর্য্যদর্শনের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা এবং বাঙ্গালা সাহিত্য বিশেষ উপকৃত হইবে।

বান্ধব। মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ঢাকা ইষ্ট বেঙ্গল প্রেস। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য এক টাকা।

বান্ধব একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র। কালীপ্রসন্ন বাবু একজন সদ্বক্তা। সদ্বক্তা কাগজে কলমে লিখিতে বসিলে যে দোষ ঘটিয়া থাকে,বান্ধবে তাহা কিয়ৎপরিমাণে লক্ষিত হয়। বক্তৃতাকারী ভাবোত্তেজনে প্রয়াস করেন, লেখক যুক্তি পরম্পরা-সম্বন্ধ জ্ঞানগর্ভ রচনা সমুৎপাদন করিতে যত্ন করেন। এই কারণে সদ্বক্তার লেখায় অনাবশ্যক অলঙ্কার ঘটা দৃষ্ট হয়। বান্ধবের স্থানে২ তাহাই ঘটিয়াছে।

বান্ধবের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা যেরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছিল, তৃতীয় সংখ্যা তদ্রূপ হয় নাই। সম্পাদক মহাশয় কিছু শিথিলপ্রযত্ন হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

যাহা হউক বান্ধবের ন্যায় উৎকৃষ্ট পত্রিকার দীর্ঘ জীবন হয়, ইহা আমাদের একান্ত অভিলাষ। বান্ধবের কলেবরের পরিমাণে, ইহার মূল্য অতি অল্প নির্দ্ধারিত হইয়াছে বলিতে হইবে। ভরসা করি, সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গ ইহার স্থায়িত্ব পক্ষে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিবেন।

বলদমহিমা নাটক। ঢাকা ইষ্ট বেঙ্গল প্রেস। মূল্য দুই আনা। বঙ্গদর্শনের সুযোগ্য সম্পাদক বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে গালিগালাজ করিবার জন্যই

গ্রন্থকার এ গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। পুস্তকখানিতে কোন গুণ দৃষ্ট হইল না; দোষ আগাগোড়া সকলই। এখানি সমালোচনের অযোগ্য।

বঙ্কিম বাবুর যে কোন দোষ নাই, তাহা আমরা বলি না। তাঁর যে অনেক দোষ আছে তাহা আমরা জানি; তাঁর অনেক অসামান্য গুণ আছে, তাহাও আমরা জানি, কিন্তু গ্রন্থকারকে এই বলিতে চাই যে, একটু লেখা পড়া শিখিয়া পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিলে ভাল হয়।

সরোজিনী—মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন। কলিকাতা সারস্ব যন্ত্র। শান্তিপুর সরোজিনী কার্য্যালয়ে শ্রীবিহারিলাল গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাস্থল সমেত ১।৶০ আনা মাত্র।

১ খণ্ড ৩য় সংখ্যা। এই সংখ্যাতে (১) সংস্কৃত ভাষা, (২) নলিনী, (৩) আকাশে চাঁদ, (৪) নাটক এই কএকটী প্রস্তাব সন্নিবেশিত হইয়াছে। (১) ও (৪) প্রস্তাব উত্তম হইয়াছে।

সরোজিনী ক্ষুদ্রায়ত কিন্তু স্থানে স্থানে বিলক্ষণ সারগর্ভ। আমরা কায়মনোবাক্যে সরোজনীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

হেমনলিনী। (বিয়োগান্ত নাটক)—শ্রীউমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত। কলিকাতা জি,পি, রায় এণ্ড কোম্পানীর যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৸০ আনা মাত্র। শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের নামে এই গ্রন্থ উৎসৃষ্ট হইয়াছে।

গ্রন্থকার ভূমিকাতে ইতিহাসাদি অপেক্ষা দৃশ্য কাব্য লেখা অধিক কঠিন বর্ণনা করিয়াছেন। বোধ হয় তিনি দৃশ্য কাব্য কাহাকে বলে, ইতিহাসই বা কাহাকে বলে সম্যক অবগত নহেন। দৃশ্য কাব্য লেখা আমার এবং তাঁহার পক্ষে কঠিন হইতে পারে, কারণ প্রকৃতি আমাদিগকে কবিত্ব গুণে বিভূষিত করে নাই। কিন্তু সেক্ষপিয়ার অথব কালীদাসের নাটক পাঠ করিলে বোধ হয়, নাটক তাঁহাদিগের লেখনী হইতে অনর্গল নির্গত হইয়াছে, পক্ষান্তরে প্রেস্কট অথবা গিবন প্রভৃতি ইতিহাস লেখকেরা প্রায় যাবজ্জীবন শ্রম করিয়া এক২ দেশের ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন।

হেমনলিনী কিরূপ হইয়াছে তাহা গ্রন্থকার ভূমিকাতেই স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং আমাদিগকে আর অপ্রিয়বাদী হইতে হইল না। হেমনলিনীর কোন স্থল রস উদ্রেককারী হয় নাই। গল্পটী সুকৌশল গঠিত, কিন্তু তাহাতেও আমরা উমেশ বাবুকে প্রশংসা করিতে পারি না, যেহেতু তাহা সেক্সপিয়রের "রোমিয় জুলিয়াটের" অনুকৃতি মাত্র। উমেশ বাবু যদি স্থানে২ "রোমীয় জুলিয়াট" অনুবাদ করিতেন তাহা হইলে আপনার কবিত্ব শক্তি অভাবেও হেমনলিনীকে রস ও ভাবোত্তেজ করিতে পারিতেন।

আমরা জানিতে পারিয়াছি উমেশ বাবু অতি অল্প বয়স্ক। আমরা তাঁহাকে নিরুৎসাহী করিতে ইচ্ছা করি না। বন্ধু ভাবে পরামর্শ দিতেছি যে আরও কিছু শিক্ষার পর দৃশ্যকাব্য প্রণয়ন করেন।

অমৃতে গরল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে।

রত্নমালা চন্দ্রপুরে না পৌঁছিতেই ক্ষীরোদবাসিনী তাঁহার মাতুলালয়ে যাত্রা করিয়াছিলেন। চন্দ্রপুরের মধ্যে ক্ষীরোদবাসিনীর সহিত যাঁহাদিগের পরিচয় ছিল, তাঁহারা সকলেই জানিতেন তিনি মাতুলালয়েই গমন করিয়াছেন। শৈলবালাও তাহাই জানিতেন। সরোজিনী এবং রত্নমালা কেবল প্রকৃত ঘটনা জানিত, কিন্তু তাহারা কাহারও নিকট সে বিষয় প্রকাশ করে নাই।

ক্ষীরোদবাসিনী গমন করিলে পর, এক দিবস সায়ংকালে শৈলবালা ছাদের উপর বসিয়া সৃষ্টির মনোহর শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন, এবং রাজকুমার সারণগড়ে আসিয়াও তাঁহার সহিত দেখা করিতেছেন না, কেবল তাহাই ভাবিতেছেন; মহারাজ সুরেন্দ্রসিংহ পীড়িত, সেই জন্যই তিনি আসিতে পারিতেছেন না বলিয়া মধ্যে২ মনকে প্রবোধ দিতেছেন; এমন সময় হেমলতা হাসিতে২ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এতদ্দৃষ্টে শৈলবালা সহাস্য মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হেম, হাসি যে আর মুখে ধরে না—এত হাসি কেন?"

হেমলতা সেই ভাবে কহিলেন "তোমার কথা লইয়াই হাসি"—শৈলবালা কিঞ্চিৎ অধোবদনে কহিলেন, "এ পৃথিবীতে ত আর লোক নাই, আমিই শুভক্ষণে জন্মেছিলাম, কাযেই আমার কথা লইয়াই লোকে হাসে।"

হেমলতা কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "আর কিছু না, তোমারই বিবাহের কথা হইতেছিল। তাই শুনিতেছিলাম।"

শৈলবালা বিরক্তির সহিত কহিলেন, "কোন্ দিন না আমার বিবাহের কথা হইয়া থাকে, সে ত আর নূতন নহে?"

হেমলতা কহিলেন, তুমি যা ভেবেছ, তা না। আজ আবার জগৎমোহন মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট তোমার বিবাহের জন্যে দূত পাঠাইয়াছিলেন, তা মন্ত্রী মহাশয় বলিয়া দিলেন যে, শৈলবালার শরীর এখনও সুস্থ হয় নাই, ভালরূপ আরাম হইতে আরও তিন চারি মাস লাগিবে, অতএব একালের মধ্যে যেন জগৎমোহন আর লোক না পাঠান।"

শৈলবালা সেইরূপ ঈষৎ ক্রোধ ভরে বলিলেন, "এতে আর হাসিবার কি আছে, এরূপ ত প্রায় হয়?"

হেমলতা কহিলেন, "শোনত—দূত তাইতে বলিল তাহা হইলে বড়ই বিলম্ব হয়। তাই শুনে বড় ঠাকুরাণী উঠে বলিলেন, "তাঁর কি আর দুদিন কাল তর সয় না, ব্যায়রাম অবস্থাতে এই পেড়াপিড়ী করিয়া লইয়া গেলেই বা তাঁর লাভ কি হবে? এখন তার অনেক বিলম্ব আছে।" এই কথাতে আমরা সকলে হাসিয়া উঠিলাম। শৈলবালা লজ্জিতা হইয়া সহাস্য-মুখে বলিলেন, "বোর্ কি একটুকু লজ্জা সরম নাই, এত লোকের মাঝেই এই কথা বলিলেন?" হেমলতা কহিলেন, "না, তিনি কি আর তাঁদের সাক্ষাতে বলিতে গিয়াছিলেন? তিনি যেখানে বলিলেন সেখানে আমরাই বসিয়াছিলাম।"

তাঁহারা যখন এইরূপে কথোপকথন

করিতেছিলেন, সেই সময় সরোজিনী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সরোজিনীকে দেখিয়া শৈলবালা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,"—

"হলো একি দায়, বউ, হলো একি দায়।
যার লাগি মরি প্রাণে, সে ছাড়িয়া যায়॥
নিজ ধন দিয়ে পরে, রয়েছি জীয়ন্তে মরে,
আমি নাহি চাহি যারে, সে চায় আমায়।
হলো একি দায়, বউ, হলো একি দায়।'

সরোজিনী বুঝিতে পারিয়া হাসিতে২ কহিলেন,—

এত সাধও মনে?
শুনে কথা হাসি পায়, ভ্রমরা উড়িয়ে যায়
ভেকে মধু খেতে চায়, বসে পদ্মবনে।
এত সাধও মনে?

শৈলবালা কম্পিত ক্রোধের সহিত বলিলেন, "তুমিই ঘটকালী করিতেছ, আবার তুমিই বল?"

সরোজিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "বেস্, করে থাকি করেইছি—তুমি স্বামী পেলে আমাকে দুদিন দেবে কি না?" শৈলবালাও হাসিতে২ কহিলেন, "অমন গুণের নিধি পেলে পরে, দুদিন কেন, যাবজ্জীবন দিতে পারি।"

"আর বিজয়সিংহ হলে?"

শৈলবালা কথা কহিলেন না, হাসিতে লাগিলেন। সরোজিনী স্নেহভরে শৈলবালার চিবুক ধরিয়া কহিলেন, "তাহলে এক দিনও না, এক দণ্ডও না, এক মুহূর্ত্তেকও না। কেমন?"

শৈলবালা সে কথার উত্তর না করিয়া আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "তোমার এখন রঙ্গ রাখ, চল ঘরে যাই। ঐ দেখ আকাশে কেমন মেঘ হইয়াছে।"

সরোজিনী কহিলেন, "তোমরা ঘরে গিয়ে বস; আমি যাই, আমার অনেক কায কর্ম্ম পড়িয়া আছে।" ইহা বলিয়া দ্রুতপদে তিনি প্রস্থান করিলেন। শৈলবালা গৃহ মধ্যে গমন করিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

মিলন।

দেখিতে২ আকাশমণ্ডল নীল-নিরদমালায় আচ্ছন্ন হইল। প্রবলবেগে বায়ু বহিতে লাগিল। প্রথমে বিদ্যুদ্দাম অল্প২ পরিমাণে বৃষ্টি, এবং মেঘের গভীর গর্জ্জন হইতে হইতেই পরে প্রবলবেগে জল-ধারা পতিত হইতে লাগিল। রজনী এত ঘোরান্ধকার হইয়া উঠিল যে, আপনার হস্ত চক্ষুর নিকট ধরিলেও তাহা ভালরূপে উপলব্ধি হয় না। বহির্দ্দেশে দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যেন দৈত্যকুল সংহারকারিণী চামুণ্ডারূপে সৃষ্টি বিনাশ করিতে উদ্যতা হইয়াছেন এবং বিকটদশনা লোলজিহ্ব হইয়া আরক্ত নয়নে ক্রোধে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন এবং অনবরত চক্ষু হইতে অগ্নি সকল বহির্গত হইতেছে।

এই ভয়ঙ্কর সময়ে সহস্র কর্ম্ম থাকিলেও কেহ গৃহের বহির্গত হইতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু বিজয়সিংহ নির্ভীক; শৈলবালা ও ক্ষীরোদবাসিনীর সহিত সন্দর্শনের আশা তাঁহার মনকে নব২ আশায় আশ্বাসিত করিতেছিল। অদ্য চতুর্থ দিবস ক্ষীরোদবাসিনী অদ্য চন্দ্রপুরে আসিবেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে বিজয়সিংহ নগরপালের নিকট হইতে সে রাত্রির বিদায় লইয়াছিলেন। এক্ষণে একটী দ্রুতগামী অশ্বারোহণে চন্দ্রপুরে যাত্রা করিতে পথে স্থানে২ এত জল ও কর্দ্দম হইয়াছে

যে, দিবাভাগেও সহসা সে রাস্তা দিয়া যাইতে লোকে ইতস্ততঃ বোধ করে। কিন্তু বিজয়সিংহ অশ্ব চালনায় বিলক্ষণ পটু ছিলেন, সুতরাং কিছুতেই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না, তিনি বিদ্যুদ্দামের সাহায্যে অতি সতর্কভাবে গমন করিতে লাগিলেন।

বিজয়সিংহ যে সময় চন্দ্রপুরে গিয়া উপনীত হইলেন, তখন রাত্রি প্রায় এক প্রহর। তিনি শীতে বৃষ্টিতে এবং প্রবল বাত্যাতে এতই কাতর হইয়াছিলেন যে, আর এক পদ অগ্রসর হইতেও তিনি অসক্ত হইলেন। সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতেছিল। বক্ষ দেশে হস্ত প্রদান করিলেন, ভালরূপে হৃৎপিণ্ডের গতি অনুভব করিতে পারিলেন না। অশ্বরও ততোধিক কাতর এবং শীতে এতই কাঁপিতেছিল যে, মধ্যে মধ্যে তাহার পদে পদ সংলগ্ন হইয়া এক একবার পতনোন্মুখ হইতে লাগিল। এতদ্দৃষ্টে রাজকুমার অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া নিকটস্থিত একটী মন্দির মধ্যে অশ্বকে আবদ্ধ রাখিয়া শৈলবালার মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন।

সে সময় শৈলবালা পর্য্যঙ্কে অর্দ্ধ নিদ্রিতাবস্থায় ছিলেন। দ্বার সংযোজিত ছিল কিন্তু অর্গল বদ্ধ ছিল। হেমলতা অপর কক্ষে নিদ্রা যাইতেছিল।

বিজয়সিংহ ধীরে ধীরে দ্বার উন্মোচন করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং পর্য্যঙ্কের নিকট গমন করিয়া দক্ষিণ কর পল্লব দ্বারা শৈলবালার অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। শীতকালে কেহ যদি বরফ কি শিলাখণ্ড কাহারও গাত্রোপরি প্রদান করে, তাহা হইলে সে যেমন চমকিত হইয়া উঠে, শৈলবালাও বিজয়সিংহের শীতল করতল স্পর্শ করিয়া সেইরূপ চমকিয়া উঠিলেন।

একি? এ বেশ কেন? মুখ কেন এত বিষাদিত? শরীর কেন এত কৃষ? বর্ণইবা এত মলিন কেন? উৎস প্রস্রবণের মত দেহ হইতে অনবরত জল পড়িতেছে!

শৈলবালা দেখিলেন কুমার বিজয়সিংহ উপস্থিত, অমনি চক্ষু মর্দ্দন করিতে করিতে গাত্রে ভাল করিয়া বস্ত্র দিতে দিতে পর্য্যঙ্ক হইতে সহসা নামিয়া দাঁড়াইলেন। তখন শরীরে কত বল। কেহ যেন যন্ত্র দ্বারা তাড়িত শরীরে পরিচালিত করিল। কেহই কোন কথা বলিতেছেন না। প্রথম সন্দর্শনে শৈলবালার মুখ কিঞ্চিৎ মলিন ও শুষ্ক বোধ হইতেছিল। পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রে পতিত হইয়াছিল, সে ছায়া এখন আর নাই, গ্রহণ ছাড়িল চন্দ্রমাও মুক্তি পাইল।

শৈলবালা বস্ত্র আনিয়া দিলেন, কুমার বস্ত্র পরিধান করিয়া পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন করিলেন, শৈলবালা ভিত্তিমূলে দণ্ডায়মানা হইয়া রহিলেন। এতদ্দৃষ্টে বিজয়সিংহ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "আমার নিকট বসিতে তোমার আজ ভয় হইতেছে, না লজ্জা করিতেছে?"

শৈলবালা মুখাবনত করিয়া কহিলেন, "পর পুরুষের কাছে বসিতে কার না ভয় হয়?"

আজ আঠার আনা উত্তর।

বিজয়সিংহ ব্যঙ্গের সহিত কহিলেন, "আপন পুরুষ কে, তাত জানিনে?" শৈলবালা সেই রূপ ভাবে কহিলেন, "জানিলে দেখাইয়া দিতাম।"

কমলিনীর জল মধ্যে জন্ম হয়, কেহ জানে না। প্রকৃতির নিয়মানুসারে দিনে

দিনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। ক্রমে জল হইতে মস্তকোত্তোলন করে, কিন্তু অসময়ে স্বামীর সমক্ষে লজ্জায় মুখ খুলে না, ঘোমটা দিয়া মলিন বদনে থাকে। পরে যখন যৌবন সম্যকরূপে প্রস্ফুটিত হয়, ফুলটী ফুটিয়া উঠে; তখন অবলীলাক্রমে এক দৃষ্টে সহাস্য বদনে সূর্য্যের সহিত কথা বলে, তখন দিননাথের আরক্তিম চক্ষের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে ভয় পায়না বরং আরও হাসিয়া হাসিয়া কথা কহে। শৈলবালা বাল্যকালে কিছুই জানিতেন না। গৃহের যে মৃণালটী অবলম্বন করিয়া তিনি দিন দিন শশীকলার ন্যায় বাড়িতেছিলেন, সেইটী তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, সেইটী ভিন্ন কিছুই জানিতেন না। পরে কৈশোরে যখন সে জল ছাড়িয়া উপরে উঠিলেন, তখন অন্য একজনের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তাঁহাকেই মনে মনে ভাল বাসিতে লাগিলেন কিন্তু অসময় বশতঃ সে ভালবাসা লজ্জায় প্রকাশ করিতে পারিলেন না, মনের ভালবাসা মনেই রহিল। পরে সময় হইল। প্রকৃতির নিয়মানুসারে ফুল ফুটিল, তখন যৌবন সৌরভ ছুটিল, তখন মনের কথা মুখে প্রকাশ করিতে পারিলেন। এখন আর সে পরিমল অন্তর্হিত হইবার নহে, এখন যত প্রবল বেগে বায়ু বহিবে, তত পরিমল দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়া গন্ধে আমোদিত করিবে। এটী প্রকৃতির নিয়ম। কালের ধরণ।

বিজয়সিংহ জানিতেন যে কাল চক্রের কি অদ্ভুত গতি! বিজয়সিংহ পুনর্ব্বার কহিলেন, "কি বলিলে?"

শৈলবালা লজ্জিতা হইলেন। গণ্ডদেশ রক্তবর্ণ হইল, একটুকু মধুর হাসি হাসিয়া কহিলেন, "না—কিছু না—।"

বিজয়সিংহ শৈলবালার মুখপানে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল। কি দেখিলেন? দেখিলেন সে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি সরলতাময়ী স্নেহের প্রেমময়ী প্রতিমাখানী সম্মুখে দণ্ডায়মানা! ভবিষ্যতের কথা মনে পড়িল, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মৃদু স্বরে কহিলেন "আর দেখিবার আবশ্যক কি?" কথাটী শৈলবালার কর্ণে শেল সম বিদ্ধ হইল। তাঁহার মস্তক অবনত হইয়া আসিল। গাত্র হইতে অনবরত ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল। পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া দণ্ডায়মানা হইয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

বিজয়সিংহ শৈলবালার করকমল ধরিয়া আপন পার্শ্বে বসাইয়া গদ গদ স্বরে কহিলেন, "শৈল, আমি তোমার মনে বেদনা দিবার মানসে একথা বলি নাই। তুমি আমার বড় আদরের পাত্রী। আমার মনে মনে কত আশা ছিল। তোমাকে আমি সারণগড়ের সিংহাসনে বসাইয়া চিরসুখের সুখিনী করিব। কিন্তু আমি ইহ জীবনের সকল আশা পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি যে দিবস সারণগড়ে বন্দী হইয়াছি, যে দিবস পরাধীনতা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছি, সেই দিনেই আমি সকল ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়াছি। আমি তোমাকে দুঃখের দুঃখিনী করিব বলিয়া এতকাল স্নেহ করিয়াছিলাম না। যা বিধাতার ইচ্ছা ছিল, হইয়াছে; আর কেন? ইহা কহিয়া তিনি অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

শৈলবালা একাল পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আর পারিলেন না। তিনি বিজয়সিংহের চরণের উপর

পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। উভয়ের অশ্রুজলে যেন একটী ক্ষুদ্র সাগর সঙ্গম প্রস্তুত হইল। শৈলবালা ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন, "আমি কি রাজ্যের জন্য লালায়িত হইয়া এত ভালবাসিয়াছিলাম?"—বলিতে২ তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, তিনি সহসা মূর্চ্ছিতা হইলেন।

বিজয়সিংহ অতি ব্যস্তে এক হস্তে শৈলবালার মুখে জল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং অপর হস্তদ্বারা বীজন করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ কাল পরে শৈলবালা চৈতন্য লাভ করিলেন, দেখিলেন বিজয়সিংহ তাঁহার জন্য বিস্তর প্রয়াস পাইতেছেন, তিনি লজ্জিত হইয়া কুমারের হস্ত চাপিয়া ধরিলেন। কুমার ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "আশ্চর্য্য দয়া!" শৈলবালাও একটু হাসিলেন, সে হাসি স্নেহ প্রকাশক, সরলতাব্যঞ্জক। মুখে হাসি চক্ষে জল! বোধ হইতে লাগিল যেন সূর্য্য উদয় হইয়াছে, কিন্তু তখনও বৃক্ষ হইতে শিশির বিন্দু স্খলিত হইতেছে। বিজয়সিংহ কহিলেন, "রাত্রি কত হইয়াছে?" "বলিতেছি" ইহা কহিয়া শৈলবালা বাতায়নের দ্বার উদঘাটন করিলেন। তখন বৃষ্টি থামিয়াছিল, চন্দ্রমণ্ডল উদিত হইয়াছিল কিন্তু বায়ু তখনও প্রবলবেগে বহিতেছিল। দ্বার উন্মোচন করিলেন, গবাক্ষ দ্বার দিয়া বায়ু আসিয়া দীপ নির্ব্বাণ হইল।

শৈলবালা তখন ধীরে২ পর্য্যঙ্ক হইতে নামিলেন। বিজয়সিংহ অন্ধকার মধ্যে শৈলবালার অঞ্চল চাপিয়া ধরিলেন। শৈলবালা কহিলেন, "ওকি হইতেছে?"

বিজয়সিংহ কহিলেন, "যাও যে?" শৈল। অন্ধকারেই বসিয়া থাকিবে?"

বিজয়সিংহ অঞ্চল ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, "তবে প্রদীপ লইয়া আইস, আমিও আসিতেছি।"

"কোথায় যাইবে?"

"আসিয়া বলিব।" ইহা কহিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

উনত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

রত্নমালার গৃহ।

অদ্য বৃন্দাদূতীর কুঞ্জে মদনমোহন আসিবেন। রত্নমালা কায়মনো যত্নে গৃহ সজ্জা করিতেছেন এবং নিজেও যৎপরোনাস্তি বেশ ভূষা করিতেছেন। এ স্থলে পাঠককে রত্নমালার শরীরের অবয়ব ও বর্ণাদির কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান না করিলে জানিতে পারিবেন না যথোপযুক্ত সাজে সাজিয়াছেন কি না।

রত্নমালা স্থূলাঙ্গিনী। আমাদের দেশের সুন্দরীরা যে স্থূলাঙ্গিনীর প্রশংসা করিয়া থাকেন, যে স্থূলাঙ্গিনীর হস্তে তাঁহারা শঙ্খ, চুড়ি, বলয় প্রভৃতি পরাইয়া পূর্ণমনোরথ হয়েন এবং কেহ২ বা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া থাকেন "কেমন কাদার মত চুড়ি হাতে আঁটিয়া রহিয়াছে." এ সেরূপ স্থূলাঙ্গ নহে। যে স্থূলাঙ্গের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া আমাদের স্থূলাঙ্গিনীগণ লজ্জায় মরিয়া যান, রত্নমালা সেই স্থূলাঙ্গিনী। যাঁহারা ঝাঁপির মত মেয়ে মানুষ, কিম্বা পুঁটীমাছটীর মত খাট খোট মেয়েমানুষ ভাল বাসেন, তাঁহারা রত্নমালাকে প্রীতি প্রফুল্ল মনে দৃষ্টিপাত করেন, দেখিতে পাইবেন, রত্নমালা তাঁহাদের মনোমত ধন। হস্ত পদাদি শরীরের অন্যান্য অবয়বের সহিত তুলনা করিলে অতি খর্ব্বাকৃতি বলিয়া

বোধ হয়। মস্তকটী শরীরের পরিমাণ অনুসারে অতি ক্ষুদ্র। স্ত্রীলোকে আপনার দোষ আপনার চক্ষে দেখিতে পান না কিন্তু রত্নমালা সেরূপ ছিলেন না, তিনি যখন দর্পণের নিকট গ্রীবা ভঙ্গী করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া অধোদিকে কায় ক্লেশে দৃষ্টিপাত করিতেন, তখন জানিতে পারিতেন তাঁহার মস্তকটী কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র এবং সেই ক্ষতি পূরণ মানসেই পশ্চাদ্ভাগে বেণীদ্বারা মস্তকের ন্যায় আর একটী মস্তক নির্ম্মাণ করিতেন। পাঠক কখন পূর্ব্বদেশীয় কলসীর উপর ভাঁড় রাখিয়া দেখিয়াছেন? যদি দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলেই রত্নমালার গলদেশ মনোমধ্যে দেখিতে পাইবেন; সেই ভাঁড়ের মধ্যদেশে দুইটী ক্ষুদ্র২ ছিদ্র করুন এবং তাহার কিঞ্চিৎ নিম্নে একটী অপেক্ষাকৃত বড় ছিদ্র করুন, তাহা হইলেই চক্ষু ও মুখের আকার মনে পড়িবে। উপরিস্থ ছিদ্রদ্বয়ের মধ্যে দুইটী উজ্জ্বল বস্তু এবং নীচের ছিদ্রটীর মধ্যে কতকগুলি বড়২ চেটাল রক্ত বর্ণের দণ্ড লাগান তাহা হইলেই চক্ষুর ও দন্তের আকার উপলব্ধি হইবে। রত্নমালা কখন বঙ্কিম নয়নে দৃষ্টি করিতে জানিতেন না, কারণ তাঁহার গ্রীবাদেশ সহজে বক্র হইত না। অনেক সুকবি পৃথিবীর সহিত পিতম্বের তুলনা দিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীতে যদি পৃথিবীর অপেক্ষা কোন বড় বস্তু থাকিত, তবে আমরা তাহার সঙ্গে সে নিবিড় নিতম্বের তুলনা দিতাম। কিন্তু ঈশ্বর তাহা সৃষ্টি করেন নাই। শুনিয়াছি চন্দ্র পৃথিবী হইতে বড়, যদি এ কথা সত্য হয়, তবে আমরা চন্দ্রের সহিত সে নিতম্বের তুলনা দিলে দিতে পারি, কিন্তু সে চন্দ্র উজ্জ্বল নহে, ঘনঘটায় আবৃত রাহু গ্রাসিত চন্দ্র, কারণ রত্নমালার বর্ণ কাল। কাল বলিলে কেহ সুনীল নিরদের মত মনে করিতে পারেন, কিন্তু এ তাহা নহে, পুরাতন খোলা হাঁড়ির যে রঙ্গ এ সেই রঙ্গ অথচ চিক্কণতা বিহীন। রত্নমালার বয়ক্রম ত্রিংশৎ বৎসর। অগ্রহায়ণ মাস।

বড়লোকের বাটীর দাসী, অলঙ্কারের অভাব নাই। রত্নমালা ভূষণে জড়িত হইয়াছেন। নানা জাতীয় কুসুম চয়ন করিয়া মস্তকের চারি ধারে ঘুরাইয়া২ দিয়াছেন। সবুজ সাটিনের একটী কবরী গাত্রে সুদৃঢ় রূপে বদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, পরণে একখানি নিলাম্বরী, গাত্রে একটী কারটেপ্পের ওড়না।

রত্নমালা একা মানুষ। বাটীতে দুই খানি বই ঘর ছিল না, বাটীর তিন পার্শ্বে সামান্য রকমের তিন খানি বেড়া ছিল, দক্ষিণ দিকে মন্ত্রীর প্রমোদ বন। প্রমোদ বন হইতে রত্নমালার বাটীতে আসিতে একটী প্রশস্ত পথ ছিল। এই পথ দিয়া রত্নমালা মন্ত্রীর বাটীতে যাতায়াত করিত।

রত্নমালা পর্য্যঙ্কে বসিয়া আছেন, এমন সময় রাজকুমার তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজকুমারকে দেখিয়া রত্নমালা ত্রস্তভাবে পর্য্যঙ্ক হইতে নামিয়া কুমারকে বসিতে আসন দিলেন। কুমার বসিলেন।

অনন্তর কথা বার্ত্তা কহিতে কহিতে প্রায় দুই প্রহর রাত্রি গত হইল। কথোপকথনের ছন্দোবন্দে রাজকুমার রত্নমালার রসিকতার অনেক পরিচয় পাইলেন। তাঁহারা কথোপকথন করিতেছেন এমন সময়ে দ্বারে করাঘাত হইল,

রত্নমালা আগন্তুককে অনধিকার প্রবেশ বশতঃ গুটিকত উত্তম মধ্যম তিরস্কার করিলেন। কুমার রত্নমালার পরিচয় বক্তৃতার পরিচয় পাইয়া ঈষৎ হাস্যে কহিলেন "অনর্থক লোককে তিরস্কার করা অন্যায়। বোধ হয় পথিক ঝড় বৃষ্টিতে কাতর হইয়াই আশ্রয় পাইবার মানসে এখানে আসিয়াছে।" রাজকুমারের এবম্বিধ পরুষ বাক্যে রত্নমালা কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন, আগন্তুক গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সর্ব্বনাশ উপস্থিত! রাজা জগৎমোহন যুদ্ধবেশে উপস্থিত।

জগৎমোহন সেই দিবস মৃগয়ার্থ চন্দ্রপুরে উত্তর পশ্চিমের বনে গমন করিয়াছিলেন। ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইলে সঙ্গিগণ কে কোথায় গমন করিল তাহার নিরাকরণ করিতে পারিলেন না। তিনি একটী ভিখারীর কুটীরে থাকিয়া কোনক্রমে প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে ঝড় বৃষ্টি থামিয়াছে, চন্দ্রও উদিত হইয়াছে, দেখিয়া জগৎমোহন ধীরে২ এই পথে গমন করিতেছিলেন। হঠাৎ রত্নমালার হাসির শব্দ শুনিয়া তাহার বাটীতে আসিয়া পড়িলেন।

জগৎমোহন কুমারের প্রতি প্রখর দৃষ্টিপাত করিয়া তার স্বরে কহিলেন। "বিজয়! এই নিশীথে একাকী এই রমণীর গৃহে কি অভিপ্রায়ে?"

লৌহে লৌহে স্পর্শ হইল, বিজয়সিংহ কহিলেন, সে কথা শুনিবার কোন আবশ্যক নাই। এক্ষণে গন্তব্য পথাভিমুখে গমন করুন।" জগৎমোহন পুনর্ব্বার কহিলেন, "তুমি এইরূপে কুলবতীদিগের সতীত্ব হরণ কর, রাজ বিচারালয়ে নীত হইলে কি উত্তর দিবে?

বিজয়। "যে উত্তর দিতে হয় আমি সেই সময় প্রদান করিব।"

জগৎ। "আমি রাজা, স্বয়ং বিচারক, আমি তোমাকে প্রশ্ন করিতেছি, ইহার উত্তর প্রদান কর।"

বিজয়। "আমি অপনাকে রাজা বলিয়া জানি না। মহারাজ সুরেন্দ্রসিংহ যদি আমার প্রতি কোন প্রশ্ন করেন, তবে আমি বিনীত ভাবে তাহার উত্তর দিব, এবং দোষী হইলে দণ্ডার্হ হইব। তুমি প্রতারক আমি তোমার প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে বাধ্য নই।"

ক্রোধানলে পূর্ণাহুতি পড়িল, জগৎমোহন ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া তৎক্ষণাৎ অসি নিষ্কাষিত করিয়া কহিলেন, "দুরন্ত পামর! আজ তুই আমার হস্তে পড়িয়াছিস, তোর কিছুতেই নিস্তার নাই। বিজয়সিংহেরও অসি সঙ্গে ছিল, তিনি অসি হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া আরক্ত নয়নে কহিলেন "নরাধম! অদ্য এই অসিতে তোর মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া পৃথিবীকে নিষ্কণ্টক করিব। নতুবা তোর হস্তে এ জীবন বিসর্জ্জন দিব।"

"আয়, অদ্য তোর রক্তে ক্ষীরোদবাসিনীর, বিচ্ছেদাগ্নি নির্ব্বাণ করি।" ইহা কহিয়া তিনি বিজয়সিংহের উপর হুঙ্কার ধ্বনি করিয়া খড়্গ প্রহার করিলেন। রত্নমালা এই সময় "বিজয়সিংহ মরিল বিজয়সিংহ মরিল" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়া বাটী হইতে বেগে প্রস্থান করিলেন।

ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

বিজয়া।

সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী তিন দিবস গত হইল। এ কয়েক দিবস সকলেরই মনে

কিছু না কিছু আনন্দ ছিল। অদ্য বিজয়া, যে দশমীতে আমাদিগের প্রেমময়ী প্রতিমা বিসর্জ্জন, আমরা তাহাই এক্ষণে পাঠককে বলিতেছি।

বিজয়সিংহ গমন করিলে পর শৈলবালা শয়ন কক্ষের উত্তরের দিকের বাতায়নে বসিয়া আছেন। নব নব চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইতেছে। আশা সুন্দরী তাঁহাকে এক একবার সৌভাগ্য সোপানে আরোহণ করাইতেছেন, মধ্যে২ নৈরাশ্য আসিয়া তাহাকে বাধা প্রদান করিতেছে, সে ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে ভীতা হইয়া ম্লানমুখী হইতেছেন, আবার ভাবিতেছেন বিজয়সিংহ তাঁহারই, তখন মুখে মধুর হাসি আর ধরিতেছে না। তিনি যখন এইরূপ ভাবিতেছিলেন, সেই সময় "বিজয়সিংহ মরিল" এই শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে শেল সম বিদ্ধ হইল। শব্দ লক্ষে তিনি ঊর্দ্ধকর্ণা হইয়া দ্রুতপদে ধাবিত হইলেন, শরীরের কতক বস্ত্র মৃত্তিকা বাহিনী হইয়া চলিল।

কিঞ্চিদ্দূর গমন করিলেই তিনি জানিতে পারিলেন রত্নমালার গৃহ হইতেই এই কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল।

তিনি দ্রুতপদে রত্নমালার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সর্ব্বনাশ! একি? কি দেখিলেন? জগৎমোহন ধরাবলুণ্ঠিত হইতেছেন। তাঁহার বাম বাহুর উপরিভাগে অসি প্রায় অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণে নিহিত রহিয়াছে। ক্ষত দেশ হইতে অনবরত রুধির ধারা বহির্গত হইয়া ধরাতল প্লাবিত করিতেছে। জগৎমোহনের সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তখন পর্য্যন্তও ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে। বিজয়সিংহ সজোরে পাদবিক্ষেপের দ্বারা গৃহের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার চক্ষু দুইটী বিশাল উজ্জ্বল এবং রক্তিমাকার ধারণ করিয়াছে। ওষ্ঠদ্বয় তখন পর্য্যন্তও থাকিয়া থাকিয়া কম্পিত হইতেছে, বাম বাহু হইতে প্রবল ধারায় রক্ত বহির্গত হইতেছে।

শৈলবালা এই অভূতপূর্ব্ব লোমহর্ষণ ব্যাপার দৃষ্টি করিয়া কিয়ৎকাল ভয়ে ম্রিয়মানা হইয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মানা রহিলেন। পরে ধীরে২ জগৎমোহনের পার্শ্বে বসিয়া বসনাঞ্চলে রক্তের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এবং চক্ষু হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। মায়াতে ভয়েতে কি পরোপকারার্থে তিনি এই রূপ শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন তাহার আমরা প্রকৃত উত্তর দিতে অক্ষম। ইহার প্রকৃত উত্তর সুন্দরীরাই দিতে পারেন। তবে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, সে সময় হয়ত দয়ারত্তির অপেক্ষাকৃত প্রবলতা হইয়াছিল। স্ত্রীলোকে যখন পরের দুঃখে কাতর হয়েন, তখনই তাঁহার মনে এইরূপ দয়ার উদ্রেক হয়, তখনই চক্ষুতে এইরূপ জলাকর্ষণ হইয়া থাকে, ইহা ব্যতিত আর কোন ভাব আছে এমন বোধ হয় না। স্ত্রীলোকের কোমল মনে যে জগদীশ্বর পরদুঃখে কাতরা গুণটী নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, ইহাতে তাহাই প্রকাশ পাইতেছিল। স্ত্রীলোকের এ দৃশ্য অতি মধুর! অতি মনোহর! যখন তিনি শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া স্তন পান করান, যখন রোগীর শয্যায় উপবেশন করিয়া তালবৃন্ত দ্বারা বীজন করিতে২ নীরবে অশ্রুপাত করেন, যখন সন্তাপিত জনের সান্ত্বনার মানসে সজল নয়নে, অথচ সহাস্য মুখে নানারূপ কথা কহিয়া

কেন, তখনই বোধ হয় জগদীশ্বর পৃথিবীতে দয়া ও সরলতার উপমা দিবার জন্যই উঁহাকে সৃজন করিয়াছেন। এ দৃশ্য যিনি বিশুদ্ধ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন, আনন্দসাগরে ভাসমান হইয়াছেন।

জগৎমোহন জঙ্ঘা ভঙ্গ ভুজঙ্গের ন্যায় মৃত্তিকায় পতিত রহিয়াছেন। ঈর্ষা বিষধর ফণীর ন্যায় তাঁহাকে দংশন করিতেছে, এ যন্ত্রণা মৃত্যু যন্ত্রণা হইতেও ভয়ানক। ক্রোধানল তাঁহার সমস্ত হৃদয়কে ভস্ম করিতেছে। তিনি আসন্নকালেও তাহার চিরবৈরীরই জয় লাভ করিতে দেখিতেছেন। কি করিবেন, উপায় নাই, পাপের প্রতিফল ভোগ করিতেছেন।

জগৎমোহন তারস্বরে পুনর্ব্বার কহিলেন "নরাধম! তুই মনে করিয়াছিস, আমার জীবনান্তে তুই সুখী হইবি? আমি সে আসা তোর নির্ম্মূল করিতেছি।" ইহা কহিয়া তিনি অতি কষ্টে অর্দ্ধোত্থিত হইয়া শৈলবালার বক্ষে খড়্গাঘাত করিলেন খড়্গ হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিল। শৈলবালা ছিন্ন তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন।

পাঠক! ওকি দেখিতেছ? ও নীল মেঘে আচ্ছন্ন শরত চন্দ্রমা নহে। শৈলবালার অঙ্গ রক্তে মণ্ডিত রহিয়াছে। উভয়ের রক্তে যেন গঙ্গা যমুনা মিলিত হইয়াছে। শৈলবালার মুমূর্ষ অবস্থা উপস্থিত। মুখ হইতে অনবরত ফেণরাশি নির্গত হইতেছে, সুনীল নয়ন তারা কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে? সে দৃষ্টি শান্ত ও প্রণয়ব্যঞ্জক, সে দৃষ্টি বিজয়সিংহের উপর স্থিরভাবে পতিত রহিয়াছে। দেখিলে বোধ হয় যেন মৃত্যুকালেও কুমারের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে।

ঐ দেখ মস্তক ঈষৎ কম্পিত হইল! না-না-না আসন্নকাল উপস্থিত! রাজকুমার বিদায় দেন। তোমার শৈলবালাকে এ জনমের মত বিদায় দেন! কে বিদায় দিবে? অমৃতে গরল নিক্ষিপ্ত হইয়াছে! রাজপুত্র মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন! শৈলবালা ও জগৎমোহনের প্রাণ বাহির্গত হইল। সরোজিনী দেখ তোমার প্রাণের শৈল চলিল!!!

শশী।

১

শরতে শরৎশশী কি সুন্দর শোভা রে!
হাসিছে গগণ'পরে, পুলকে প্রেমের ভরে,
পূর্ণ শশী সুধা হাসি হায় মনোলোভা রে!
সুনীল বিমল নভঃ, ক্ষীণজ্যোতিঃ তারা সব,
শশী প্রেমালোকে তারা লুকাইছে এবে রে,
শরতে শরৎশশী কি সুন্দর শোভা রে।

২

তোমারে শরৎশশী, আমি বড় ভালবাসি,
প্রেমানন্দ নীরে ভাসি যখনই নেহারি
কিবা তব রূপরাশি সুমধুর সুন্দরি!
খেদাইয়া তারকারে, ভাসাইছ প্রেমকরে,
তোমার গগণদেবে রূপরাজি বিস্তারি
মরি রে শরৎশশী! কিবা তব মাধুরী!

৩

মরি কি মধুর হাসি হাসিছে গগণ রে!
প্রিয়াতর হৃদয়ে ধরি, হাসিছে বদন ভরি,
হাসাইছে গিরি, বন, ত্রিজগত জন রে,
এই দিন মনো স্থানে, পূর্ণ রূপী প্রিয়া ধনে,
দেখাইয়া অহঙ্কারে প্রফুল্ল আনন রে,

কাঁদিতে হইবে শেষে হাসিছ এখন রে;

৪

হাসিছ কাঁদিতে হবে, সুধা হাসি নাহি রবে,
হাসিলে ক্রন্দন শেষে হইবেক করিতে,
সুখ, দুঃখ ভোজবাজি রঙ্গভূমি মহীতে,
দুরন্ত শকতি হায়! বুঝিয়াছে কে কোথায়,
অব্যাহতি পাইয়াছে ইহাদের হইতে?
সংসারে! ক্রন্দন শেষে হইবেক সহিতে;

৫

হৃদয়ে হৃদয়শশী, প্রাণ দিয়ে ভাল বাসি,
তোমারি মতন সখে! অতি যত্নে রেখেছি,
পরাণে পরাণ বাধা অবিরত রতিছে,
প্রেয়সী লইয়া বুকে, যাপিয়াছি মনো সুখে,
এ সুখ শর্ব্বরী হায় হৃদি খুলে হেসেছি,
এখন সে হৃদি মোর অশ্রুজলে ভাসিছে,

৬

ওই দেখ বসুমতী সুশীতল হয়েছে,
পরিয়া বিনোদ সাজে, কিবা রুণু রুণু বাজে,
নূপুর শিঞ্জিনী হায়! কি মধুর হয়েছে
যামিনী মোহিনী মূর্ত্তি কিবা শোভা ধরেছে।
কৌমুদী বসনা নিশি, চারি দিক হাসি হাসি
হাসিছ দেখেছি সখে প্রিয়া কাছে রয়েছে,
অভাগা একাকী বসি অবিরত কাঁদিছে।

৭

বিচ্ছেদ বরসা আসি, যন্ত্রণা দামিনী পশি
কাঁদাইছে, জ্বালাইছে অভাগা হৃদয় রে
ঘুরিছে মস্তিষ্ক; হেরি অন্ধকারময় রে
বিষাদ জলদ রাশি, হায়! আচম্বিতে আসি
ঢাকিয়াছে এ হৃদয়— বজ্রদগ্ধ হল রে!
হৃদয় শোণিত এবে অশ্রুরূপে বয় রে।

৮

আবার প্রাবৃট্‌কালে, নবীন নীরদ দলে,
মধুর কাঞ্চন-কান্তি-বপু তব ছাইবে,
প্রচণ্ড প্রভঞ্জনশ্বাসে অবিরত কাঁপিবে।
দিন দিন পল পল ঝরিবে নয়ন জল;
তোমার নয়ন নীরে বসুমতী ভাসিবে,
এ দশা তোমার কিন্তু কিছু দিন রহিবে।

সভ্যতার ইতিহাস।

২ সেথস। সাবাকুব রাজত্বের কিয়দ্দিন পরে সেথস নামক জনৈক ধর্ম্মযাজক মিসোরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন।

সৌভাগ্যচক্র নিয়ত ঘুরিতেছে। অদ্য যে ধনী কল্য সে নির্ধন। অদ্য যে নির্ধন আবার কল্যই সে প্রচুর ধনশালী। অদ্য প্রণয়িনীর সুহাস্য বদন-কমল নিরীক্ষণ করিয়া হৃদয়ে আনন্দ ধরিতেছে না, কল্যই আবার তাহার মৃত দেহোপরি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হয় এবং বিচ্ছেদ-জনিত দারুণ শোকে হৃদয় দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয়। এককালে যে রোমের জয়পতাকা ইউরোপ, আসিয়া ও আফ্রিকা খণ্ডত্রয়ে উড্ডীন হইয়াছিল, এক্ষণে সেই রোমীয়দিগের বংশস্থ লোক ইউরোপের সামান্য লোক। এককালে যে কার্থেজ বাণিজ্য বলে সমুদয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ধনশালী দেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, এক্ষণে তাহার ভগ্নাবশেষের কারণ পর্য্যন্ত অধিবাসিগণ ভুলিয়া গিয়াছে। একদা যে গ্রীস বিদ্যা বুদ্ধি, শৌর্য্য বীর্য্যে পৃথিবীর অহঙ্কার স্বরূপ ছিল, সেই গ্রীস দেখিয়া লর্ড বাইরণ আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন,—

"'Tis Greece, but living Greece no more"

একদা যে আর্য্যতনয় ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধে নিমন্ত্রিত হইলে ন্যায়ান্যায়, আত্মীয়

পর বিবেচনা না করিয়াই গমন করিতেন, এক্ষণে তাঁহাদিগের বংশীয়েরা দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ। একদা যে মিসোরে সিসষ্ট্রীস সদৃশ রণপণ্ডিত ও বীরত্ব-গৌরব-প্রার্থী নৃপতি রাজত্ব করিয়াছেন, এক্ষণে আবার তথায় ধর্ম্মযাজক সেথস রাজা হইলেন।

সেথসের ধর্ম্ম বিষয়ে যার পর নাই আস্থা ছিল এবং দেব দেবীর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। একথা বলা বাহুল্য, ধার্ম্মিকের ন্যায় আর কেহ প্রলাপী ও অসম্ভব কথাতে বিশ্বাস করে না। যতই কেন অসম্ভব ও অদৃষ্টপূর্ব্ব বিষয় হউক না, সাম্প্রদায়িক ধার্ম্মিক ব্যক্তি তাহা বিশ্বাস করিতে কুণ্ঠিত হন না। বিশেষতঃ যখন ধর্ম্ম অজ্ঞানতা সহ যুক্ত হয়, তখন আর রক্ষা থাকে না। সত্য বটে, জগতের অধিকাংশ উপকার ধার্ম্মিক লোক দ্বারা সম্পাদিত হয়। সত্য বটে, পরের হিতের জন্য একমাত্র ধর্ম্মপরায়ণ, ঈশ্বরে নিবিষ্টচিত্ত সাধুই প্রাণ সমর্পণ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু ধার্ম্মিক* লোকে যেরূপ লোমহর্ষণ অত্যাচার করে, তাহার শতাংশের একাংশও উদাসীনতা দ্বারা সম্পন্ন হয় না। ফ্রান্সে এক দিবসে ১০,০০০ প্রটেষ্টান্টের শিরশ্ছেদন করা হয়। ধর্ম্মের ভানেই মহারাণী মারি ২৭৭ জন লোককে স্মীচফিল্ডে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়াছেন এবং এই অগ্নিতেই বিষপ হুপার, লিণ্ডসে ও আর্চবিষপ ক্রাম্মার প্রভৃতি মহা মহোপাধ্যায়গণ প্রাণ হারাইয়াছিল। সেথসের ধর্ম্মও মিসোর দেশে প্রায় তদ্রূপ কুফল প্রসব করিয়াছিল। বস্তুতঃ জ্ঞান বিচ্ছিন্ন ধর্ম্মের ন্যায় জগতে আর কিছুই ভয়ানক পদার্থ নাই†। সেথসের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হইল যে, দেবদেবীর যাহা অভিপ্রেত তাহাই সম্পন্ন হইবে। সুতরাং যুদ্ধ ব্যবসায়ী বা সৈনিক শ্রেণীস্থ লোকের কোন প্রয়োজন নাই। এই বিশ্বাস পরায়ণ হইয়া সেথস সৈনিকদিগের জমা জমী সমুদয় আত্মসাৎ করিলেন। সুতরাং দেশ রক্ষক যুদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রেণী ভগ্ন হইয়া গেল এবং তাহার সহিত মিসোরের পতনের গৌণ কারণ প্রথম সঞ্চারিত হইতে লাগিল।

লোকের বিশ্বাস একবার ভঙ্গ হইলে আর সহজে পুনস্থাপিত হয় না। একবার এক জনের উপর দ্বিধা বোধ হইলে আর তাহাকে সম্পূর্ণ অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং সৈন্যদিগের রাজার উপর একবার বিশ্বাসের লাঘব হওয়ায় এবম্বিধ অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে সৈন্যদিগের প্রীতিভাজন অধ্যক্ষ ব্যতীত অন্যের যুদ্ধে জয় লাভ করা অতীব কঠিন। মহাবীর নেপোলিয়ান স্বীয় সৈন্যগণের উপাস্য দেবতা স্বরূপ ছিলেন। তাহার ফল স্বরূপ একশত যুদ্ধক্ষেত্রে জয় লাভ করিয়াছিলেন। এই জন্যই সেথসের রাজত্ব আমরা মিসোরের পতনের গৌণ কারণ বলিয়া অভিহিত করিতেছি।

সামাটিকস। সাবাকুর প্রায় এক শতাব্দী পরে, অর্থাৎ খ্রীষ্টের জন্মের কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে, সামাটিকস নামক এক জন প্রবল পরাক্রান্ত ভূপতি মিসোরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালের

* Indifferent men and not ascetics.

† এস্থলে ধর্ম্ম ও জ্ঞানকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আলোচনা করা হইতেছে।

অব্যবহিত পূর্ব্বে মিসোর, দ্বাদশ ভাগে, বিভক্ত হইয়া, দ্বাদশ জন রাজার অধীন ছিল।

মনুষ্য স্বভাবতঃ স্বকীয় প্রভুত্ব অন্বেষণ করে। এই ভাব সকলেরই মনে বিরাজমান আছে——কাহার মনে সংকীর্ণ ভাবে, কাহারও মনে বা অতীব বিস্তীর্ণ ভাবে। এই ভাবের সংকীর্ণতা স্বার্থপরতা ও গ্রাম্য দলাদলী; এবং এই ভাবের বিস্তার স্বদেশপ্রিয়তা ও দেশের এবং স্বজাতির গৌরব বর্দ্ধন নিমিত্ত যুদ্ধ বিগ্রহ। সুতরাং এই নৈসর্গিক নিয়মাধীন হইয়া, মিসোরের এক শাখা অপরের প্রতি প্রবল বিদ্বেষ ভাবান্বিত হইয়াছিল। এই দ্বাদশ শাখা সামাটিকসের* রাজত্ব কালে এক ছত্রাধীন হইলেও পরস্পরের প্রতি আন্তরিক বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে নাই।

সামাটিকস সিংহাসনাধিরোহণ করিয়া প্রথমতঃ কতিপয় আত্মীয় ব্যতীত সমগ্র মিস্রীয়দিগকে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। এবং বিজাতির সাহায্য গ্রহণ করিয়া স্বদেশ শাসন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই কারণ বশতঃ স্বদেশীয় অপেক্ষা সামাটিকসের বিজাতীয় সামন্ত দিগের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। এই জন্য মিস্রীয় সামন্তগণ আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিয়া দেশ মধ্যে বিষম বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত করিল। কিন্তু নানা যুদ্ধ বিগ্রহে পরাজিত হইয়া অবশেষে দেশত্যাগ করিয়া, ইথিয়পিয়াতে পলায়ন করিল।

ইতিহাস কর্ত্তা উইলকিন্‌সন্‌ বলেন, ইথিয়িপিয়ার সভ্য পদবীতে অধিরোহণের এই কারণ। সুসভ্য মিস্রীয় সামন্তেরা ইথিয়পিয়াতে উপনিবাস করিলে পর, তদ্দেশবাসিরা মিসোরের নানা রূপ শিল্প কৌশল শিক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু মতান্তরে ইথিয়পিয়া মিসোরের নামান্তর মাত্র (এ বিষয় সভ্যতার ইতিহাসে পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে)। যদি এই বাক্য সত্য হয় তাহা হইলে বোধ হয়, মিস্রীয় বিদ্রোহী সামন্তবর্গ স্বদেশের কোন অনুন্নত অংশ বিশেষে অধিবাস করিয়া ছিল এবং তাহাদিগের বংশ স্বদেশবাসী পূর্ব্ব পুরুষদিগের ন্যায় সভ্যতাতে উন্নত হইয়াছিল। সে যাহা হউক একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, এই সময় হইতেই মিসোরের সভ্যতা প্রকৃষ্টরূপে ভিন্ন জাতি কর্ত্তৃক অবলম্বিত হইয়াছিল।

২। স্বাধীন বাণিজ্য। সামাটিকস স্বরাজ্যে বিদেশীদিগকে স্বাধীন ভাবে বাণিজ্য করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। গ্রীক্‌ ফিনিসীয় প্রভৃতি ভিন্ন জাতীয় বণিকগণ এই রাজত্বকালে অসন্দিগ্ধ চিত্তে মিসোরে গমনাগমন করিত। সুতরাং যেরূপ স্বাধীন বাণিজ্য দ্বারা সামাটিকসের রাজত্ব কালে মিসোরের ধন বৃদ্ধি হইয়াছিল, সেই রূপ আবার ভিন্ন জাতীয় লোকেরা মিসোরের শিল্প কৌশলাদিতে দীক্ষিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে মিস্রীয়গণও ভিন্নজাতীয়দিগের নিকট অনেক নূতন তত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন। বিভিন্ন মনুষ্যের ন্যায় বিভিন্ন জাতি বিষয় বিশেষে উন্নতি লাভ করে। এক জন বিদ্বান ও এক জন মূর্খকে একত্র তুলনা করিলে যদিও বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা অশেষ গুণে জ্ঞানী প্রতীয়মান হয়, তথাপি কোন কোন বিষয়ে

* কেহ সামাটিকসকে উপর্য্যুক্ত দ্বাদশ ভূপতির মধ্যে এক জন বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এ বাক্য নিতান্ত অসম্ভব নহে। যেহেতু প্রাচীন ভারতে অবিকল এই রূপ ঘটিত। এবং অধুনাতন পঞ্জাব রাজ্যে রণজিত সিংহ সম্বন্ধে অবিকল এই রূপ ঘটিয়াছিল।

মূর্খকেও বিদ্বানের অপেক্ষা প্রধান দেখা যায়। আবার বিদ্যা সামান্য পার্থিব পদার্থ সদৃশ নহে। বিদ্যা দানে ক্ষয় হয় না, অথবা দুষ্ট জন কর্তৃক অপহৃত হয় না। পক্ষান্তরে আলোচনা ও চর্চ্চা দ্বারা মার্জ্জিত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং, হইতে পারে যে, বিদেশী বণিকেরা মিসোরের ধন ক্ষয় করিয়াছিল, কিন্তু সকল ধনের মূলাধার অক্ষয় ধন বিদ্যার বৃদ্ধি ব্যতিত হ্রাস করে নাই।

৩ সামাটিকসের উদ্দেশ্য। কোন২ কারণে বোধ হয় সামাটিকস কেবল বানিজ্য ব্যবসা দ্বারা দেশের ধন বৃদ্ধির জন্য স্বাধীন বাণিজ্য প্রথা প্রচলন করিয়াছিলেন না, বিদেশীয় শিল্প কৌশল শিক্ষা ও নূতন সত্য আবিষ্করণও তাঁহার মানস ছিল। সামাটীকস নূতন মত আবিষ্করণ সম্বন্ধে এতদূর যত্নশীল ছিলেন যে, পৃথিবীর কোন্ জাতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন তাহা নির্দ্দেশ করিতে যার পর নাই চেষ্টা করিয়াছিলেন। এতৎ সম্বন্ধে তাঁহার কার্য্যকলাপ শ্রবণ করিলে ঊনবিংশ শতাব্দীরও অনেক লোক উন্মত্তের কার্য্য ব্যতিত অন্য কিছু বলিতে পারে না। এই উদ্দেশ্য পরায়ন হইয়া সামাটীকস দুইটী শিশুকে এক নিভৃত স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সমস্ত দিবসে কেবল এক জন রক্ষক তাহাদিগকে আহার প্রদান করিত। কিন্তু কঠিন রাজদণ্ড ভয়ে তাহাদিগের সাক্ষাতে বাক্য ব্যয় করিত না। এইরূপে দুই বৎসর কাল অতীত হইলে, শিশুদ্বয় একদা কারাগারের দ্বারোন্মুক্ত দেখিয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া রক্ষকের নিকট গমন করিল এবং "বেকস্" "বেকস্" শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিল। রক্ষক এই অদ্ভুত ঘটনা দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ রাজাকে সংবাদ দিল। সামাটীকস ভাবিলেন "বেকস" শব্দ মানব জাতির আদিম ভাষা। অনন্তর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন "বেকস" শব্দ কোন্ ভাষায় প্রয়োগ হয়। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন ফ্রীজিয় ভাষায় "বেকস" শব্দের অর্থ পিষ্ট। সুতরাং সিদ্ধান্ত করিলেন ফ্রীজিয় ভাষাই আদিম ভাষা।

স্বাধীন বাণিজ্যের ফল। ১। মানব শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ যেরূপ বিভিন্ন প্রয়োজনোপযোগী, অথচ এক অঙ্গের দ্বারা অপরের কার্য্যও কথঞ্চিৎ সুসাধ্য, তদ্রূপ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন প্রকৃতি ও বিভিন্ন দেশ দ্বারা বিভিন্ন কার্য্য সুসম্পাদ্য, অথচ এক দেশের কার্য্যও অপর দেশ দ্বারা সামান্য ভাবে সাধিত হয়। যেরূপ শিত গ্রীষ্মাদি ঋতু ভেদে তণ্ডুল, গোধুম প্রভৃতি বিভিন্ন শস্যোৎপত্তি ও সর্প, ব্যাঘ্র প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাণিবর্গ প্রাধান্য লাভ করে, সেইরূপ শীত গ্রীষ্মাদি দেশের বিভিন্ন প্রকৃতি ভেদে বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ ও পশুর জন্ম হয়। এরূপ অনেক উদ্ভিজ্জ এবং পশু আছে, যাহাদিগকে উষ্ণ প্রধান দেশ হইতে হিমমণ্ডলে লইয়া গেলে, ক্রমে নিস্তেজ হইয়া গতাসু হয়। পক্ষান্তরে হিমমণ্ডলের উদ্ভিজ্জ ও পশু গ্রীষ্মমণ্ডলে নিত হইলেও ত্বরায় তদ্দশা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং একথা অবশ্য সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, সৃষ্টিকর্ত্তা বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিজ্জ এবং জীব জন্তুর আবাস ভুমি করিয়াছেন। এবং বিভিন্ন দেশবাসীরা পরস্পর বিনিময় প্রথা দ্বারা এক স্থান হইতে সমগ্র পৃথিবীর সুখ ভোগ করিবে। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য প্রত্যেক জীবের স্বাভাবিক

প্রয়োজনীয় পদার্থ তাহার বাস স্থানে পাওয়া যায়। কিন্তু নিয়মের ব্যভিচার বশতঃ যে পীড়ার উৎপত্তি হয়, তাহা হয়ত স্বদেশজাত ঔষধাদিতে ভালরূপে আরোগ্য হয় না। ভারতবর্ষে বাশক পাওয়া যায়, অথচ কড মৎস্য নাই। কিন্তু একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, ইউরোপ খণ্ডের সহিত বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়া ক্ষয় অথবা রক্তপিত্তাক্রান্ত রোগীকে বাশক এবং কড-যকৃৎ-তৈল উভয় দ্বারা যুগপৎ চিকীৎসা করিলে ভাল হইতে পারে। আবার জল বায়ু (পাঠকগণ আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত জল বায়ুর লক্ষণ মনে করিবেন, ইংরাজীতে যাহাকে climate* কহে, আমরা তাহাকেই জল বায়ু নামে নির্দ্দেশ করিতেছি) ভেদে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পীড়ার উৎপত্তি হয়। সুতরাং তত্তৎ দেশের লোক সেই সেই পীড়ার প্রতিকারের জন্য বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে কিমপিসক্লেন ন চ সাধ্যং। সুতরাং অন্য জাতি অপেক্ষা তাহার প্রতিষেধক ঔষধি অধিক পরিমাণে উদ্ভাবন করিয়াছে। ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, এই জন্য তথায় বায়ু প্রধান পীড়াও শিত-বীর্য্যের ঔষধির প্রাধান্য দেখা যায়। ভারতবর্ষের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশ ব্যতীত অন্যত্র এতাধিক বায়ু প্রধান পীড়া দৃষ্ট হয় না, সুতরাং চৈতস, কাল্যান প্রভৃতি ঘৃত, হিম সাগর, মধ্যম নারায়ণ, বিষ্ণু প্রভৃতি তৈলের প্রথা ভারত ভিন্ন অন্য কোন দেশে দৃষ্ট হয় না। মস্তিষ্কের পীড়াতে বায়ু বৈগুণ্য হইলে, কেবল মাত্র ব্লিষ্টার, একষ্ট্রাকট জেন্সিয়ন, অথবা ফেরিটার্টস ব্যবহার করিলে কি ইংলণ্ডীয় কি ভারত নিবাসী লোক কেহই নিশ্চিত আরোগ্য পাইবেন না। ইহার প্রমাণ স্বরূপ অস্মদ্দেশে শতং কৃতবিদ্য যুবক মস্তিষ্কের পীড়া বশতঃ অকথ্য ক্লেশ সহ্য করিতেছে, অথচ এই সকল ঔষধ ব্যবহার ও "thorough change of climate" (প্রকৃষ্টরূপে জল বায়ু পরিবর্ত্তন) করিয়াও নিষ্কৃতি পাইতেছে না, কিন্তু পান্টুলান চাপকান অথবা হ্যাট কোট বিরহিত কৃতবিদ্য কবিরাজ মহাশয়ের নিকট যিনি গমন করেন, তিনি আরোগ্যও প্রাপ্ত হয়েন; এইরূপ প্রকৃতি ভেদে উদ্ভিজ্জ, পশু ও নিয়মের ব্যভিচার পীড়া ভেদ হয়, সুতরাং পরস্পর বিনিময় প্রথা চলন না থাকিলে এক দেশবাসী অন্য দেশসুলভ সুখ ভোগ করিতে পারেন না। কিম্বা তদ্দেশ প্রচলিত পীড়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তাদৃশ উৎকৃষ্ট রূপে চিকিৎসিত হইতে পারেন না।

২য়তঃ—বিভিন্ন বস্তুর পরস্পরের উপযোগীতা অকারণ নহে। ইহার দ্বারা যে রূপ আদি কারণের জ্ঞানবত্তা প্রকাশ পায়, তদ্রূপ ইহাও প্রকাশিত হইতেছে যে, প্রত্যেক উপযোগী গুণের বিষয় একত্র সম্মিলিত হইয়া ফলোৎপাদন করিবে। আমরা অম্লমধুর রস প্রিয়। কমলা অম্লমধুর রসযুক্ত; সুতরাং আমরা কমলার রস পানে ইচ্ছুক। পক্ষান্তরে কমলা আমাদিগের শরীরের পক্ষে অশেষ উপকারী। কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানেই কমলা জন্মে না। সুতরাং স্বাধীন বাণিজ্য ব্যতীত কখন অধিকাংশ স্থলে কমলা পাওয়ার উপায়ান্তর নাই।

* The aggregate influence of external objects on organized beings.
Buckle's history of civilisation. Vol. VI.

বাণিজ্য প্রভাবে আমরা বলিতে পারি যে চীন আমাদিগের জন্য চা প্রস্তুত করিতেছে, কাবুল বেদানা ও বাদাম পেস্তা প্রসব করিতেছে, পারস্য আতর উৎপাদন করিতেছে, এবং সুখ সময়ে আনন্দ বর্দ্ধন জন্য ফ্রান্স আঙ্গুর ক্ষেত্র দ্বারা সুশোভিত হইয়াছে। বস্তুতঃ কি সৌভাগ্য! সৃষ্টিকর্ত্তা! তোমাকে ধন্যবাদ দিই! মনুষ্য! তোমার বুদ্ধি কৌশল ধন্য! সত্য সত্যই আমি রামপুর বোয়ালিয়ায় এই ক্ষুদ্র গৃহে বসিয়া কবিবর গোল্‌ডস্মিথের সহিত বলিতে পারি;—

Ye glittering towns, with wealth and splendour crowned,
Ye fields, where summer spreads profusion round;
Ye lakes, whose vessels catch the bussy gale;
Ye bending swains that dress the flowery vale:
For me your tributary stores combine,
Creations heir, the world—the world is mine,

Goldsmith's Traveller.

হে বিচিত্র অট্টালিকা বিভূষিত মহানগর! তোমার ধন সম্পত্তি; হে উপবন! তোমার গ্রীষ্ম কালোৎপন্ন ফুল ফল; হে সাগর! তোমার বাণিজ্য পোত; হে শ্রমশীল অবনত-শির কৃষক! তোমার শ্রমোৎপন্ন শস্য, আমার জন্য একত্রিত কর, আমি বিধাতার সৃষ্টির অধিকারী, পৃথিবী—সমগ্র পৃথিবী আমার।

কেনই বা এরূপ বাক্য উচ্চারণ করিব না। যখন মাঞ্চাষ্টার নানা রূপ যন্ত্র সাহায্যে ও ঢাকা অধিবাসিদিগের ধৈর্য্য প্রভাবে আমাদিগের বসন প্রস্তুত করিতেছে; যখন মালদহ আমাদিগের জন্য নানা যত্নে আম্র রক্ষা করিয়া পাছে পথে নষ্ট হয়, এই ভয়ে একেবারে পক্ক হওয়ার পূর্ব্বেই প্রেরণ করিতেছে; যখন বাণিজ্য পোত বিভিন্ন দেশোৎপন্ন দ্রব্যজাত আমাদিগের ভোগের জন্য একত্রিত করিতেছে; যখন ভূরীন্দ্র আমাদিগের জন্য খের্ণাপাত, তিলকাজর, রন্ধনী পাগল প্রভৃতি উৎকৃষ্ট তণ্ডুল প্রস্তুত করিতেছে; যখন প্রকৃতির অন্যান্য প্রাণী কেবল আমার সুখ বর্দ্ধন করিতেছে, যখন আমার জীবন এত মূল্যবান যে এক জীবন রক্ষার নিমিত্ত প্রতি দিন কত প্রাণ নষ্ট করা হইতেছে।

৩ য়তঃ— দেশ ভ্রমণ ও বাণিজ্য ব্যতীত মনুষ্য কদাপি পরিতুষ্ট হইতে পারে না। কৌতুহল* প্রবৃত্তি আমাদিগের স্বাভাবসিদ্ধ। কোন ইন্দ্রিয়ই এক বিষয়ে চির আবদ্ধ থাকিতে পারে না। এই স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়িকই চক্ষু প্রতি দিন নূতন নূতন বিষয় দেখিতে ইচ্ছা করে; সুতরাং কেবল মাত্র জন্মভূমিতে ভীরুতা নিগড় আবদ্ধ হইয়া থাকিলে, মন প্রফুল্ল হয় না। যে রূপ বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন আচার ব্যবহার না দেখিলে বিশুদ্ধ জ্ঞান জন্মে না; তদ্রূপ বিধাতা জানিবার জন্যও আমাদিগকে কৌতুহল প্রবৃত্তি দিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ মনুষ্য কখন বর্ত্তমান অবস্থাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না; অবস্থা যতই কেন উন্নত হউক না, আমরা তাঁহা হইতেও উন্নত হইতে ইচ্ছা করি। মহাবীর আলেকজাণ্ডার ও নেপোলিয়ান এবং বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যাধিপতি আরঙ্গজেব প্রভৃতির জীবন চরিত ইহার দেদীপ্য-

* নূতন জানিবার ইচ্ছা।

মান স্বাক্ষী স্বরূপ রহিয়াছে। হয়ত এই রূপ চেষ্টা অনেক সময়ে আমাদিগের ধ্বংসের কারণ হয়। আমরা পূর্ব্বেই তাহা বুঝিতে পারি। তথাপি স্বভাব পরবশ হইয়া চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারি না, ফল হউক বা না হউক, চেষ্টাতেই আমরা সুখী হই। এই জন্যই কবিবর গোল্‌ডস্মিথ বলিয়াছেন যে,

As some lone miser, visiting his store,
Bends at his treasure, counts, recounts it o'er,
Hoards, after hoards, his rising raptures fill,
Yet still he sighs, for hoards are wanting still :
Thus too my breast alternate passions rise,
Pleased, with each good that heaven to man supplies ;
Yet oft oft a sigh prevails, and sorrows fall,
To see the sum of human bliss so small :
And oft I wish, amidst the scene, to find
Some spot to real happiness consigned,
Where my worn soul, each wandring hope at rest,
May gather bliss to see my fellow blest.

জাতি বিশেষের সংস্কর্ত্তা কখন্ এক স্থানে থাকিয়া সন্তুষ্ট চিত্ত হইতে পারেন না। চৈতন্য, নামক, রামমোহন রায়, মহম্মদ ঈষা, মুষা প্রভৃতির জীবন এ বিষয়ে দেদীপ্যমান স্বাক্ষী।

পক্ষান্তরে পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, মনুষ্যের অবস্থা, যতই কেন উন্নত হউক না, কখন আরও উন্নতির চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারে না। বাণিজ্য ব্যবসা ব্যতীত বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হওয়ার উপায়ান্তর সুলভ নাই। সুতরাং এই স্বাভাবিক উচ্চাভিলাষ পরবশ হইয়াই মনুষ্য বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হয়।

৪র্থতঃ—বাণিজ্য প্রথা প্রচলিত না থাকিলে, মানব সমাজ কখন ধন সম্পত্তিতে বিশেষ উন্নত হইতে পারে না। যেমন সমাজে শ্রম বিভাগ পদ্ধতি না থাকিলে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় কেহ ধনী, কেহ নির্ধন, কেহ প্রভু, কেহ ভৃত্য কেহ রাজা, কেহ প্রজার সংখ্যা অধিক হইত না, অথচ সকলেই প্রায় সমাবস্থ হইত; সেই রূপ বিভিন্ন জাতির মধ্যে বাণিজ্য প্রথা প্রচলন না থাকিলে, যদিও এক জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত হইত বটে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় ব্রীটিস অথবা ফরাসী জাতি দেখা যাইত না, এবং এক স্থানে বসিয়া সমগ্র পৃথিবীর সুখ ভোগ করা যাইত না।

মনে কর বঙ্গদেশে ৫০ জন লোকে ৫ বিঘা মৃত্তিকার সাহায্যে ১ মন রেসম প্রস্তুত করিতে পারে, কিন্তু ঐ লোক ঐ মৃত্তিকার সাহায্যে এক সেরের অধিক চা উৎপাদন করিতে পারে না, অথচ আসাম প্রদেশে ৫০ জন লোক ৫ বিঘা মৃত্তিকায় ।০ সেরের অধিক রেসম উৎপাদন করিতে পারে না কিন্তু চা চাস করিলে ।০ সের চা প্রস্তুত করিতে পারে। এস্থলে যদি বঙ্গদেশের লোক চা উৎপাদন করে এবং আসামের লোক রেসম প্রস্তুত করে, তাহা হইলে পরস্পর বিনিময়ের প্রথা প্রচলন থাকিলে মানব সমাজ যে রূপ লাভবান হইত, ঠিক তাহার চতুর্থাংশ*

* কেবল ইহা হইতে বস্তু এক স্থান হইতে স্থানান্তর করিবার শ্রম বাদ দিতে হইবেক।

হয়। সুতরাং একথা অবশ্য স্বীকার্য্য, বাণিজ্য প্রথা প্রচলিত না থাকিলে মানব সমাজ অশেষ প্রকার উন্নতি হইতে বঞ্চিত হয় ॥

মসলাবাঁধা কাগজ ।

ষষ্ঠ সংখ্যা।

পদবৃদ্ধি।

আপনার উপস্থিত অবস্থা ভাল করিবার ইচ্ছা আমাদের অত্যন্ত বলবতী। আমরা চিরদিন—আশৈশব মরণ পর্য্যন্ত চিরদিন পদবৃদ্ধির জন্য ব্যাকুল। যাহা কিছুরই জন্য নিরতিশয় যত্ন করি, ভাবিয়া দেখিলে তাহারই মূলে এই পদবৃদ্ধির আকাঙ্খা রহিয়াছে। ধনের জন্য ধন কেবল নীচাশয় কৃপণে চাহে। বিদ্যার জন্য বিদ্যা কেবল উন্নত-চিত্ত মহাত্মারা চাহেন। আমরা বাঙ্গালী—আমরা ধন চাই গরিবের উপর অত্যাচার করিবার জন্য; আমরা বিদ্যা চাই ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট হইয়া আরদালি মহলে মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য। ঐ যে চতুষ্পাঠীর ছাত্র, উহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন দেখি? নিরবচ্ছিন্ন পাচকের কাজ, চাকরের কাজ, খানসামার কাজ, চাকরাণীর কাজ, গৃহিনীর কাজ, সব কাজ একা করিয়া, আর্কফলা শোভিত অধ্যাপকের অমৃত-নিঃসারিণী * কটূক্তি সহ্য করিয়া, ন্যায় সূত্র লইয়া আপনার এবং পাড়া প্রতিবেশীর মাথা ধরান কেন? কেন এত মাথা ব্যথা? উত্তর, ভবিষ্যতে বিদ্যাভুষণ উপাধি পাইবেন; তৈল কিনিয়া আনিতেং মধ্য পথে "তৈলাধার পাত্র কি পাত্রাধার তৈল" ইহার এক্সপেরিমেন্ট করিয়া দেখিবেন, আর ঘরে গিয়া ব্রাহ্মণীর কঙ্কন-সংস্পর্শ-সুখ অনুভব করিবেন।

আমরা যে ইস্কুলে যাই সে কি জ্ঞানের জন্য—বিদ্যার জন্য? না—ভবিষ্যতে গলাবাজি এবং কলমবাজি করিয়া বড় লোক হইবার জন্য। আমাদের অভিভাবকেরাও, সামলা, চোগা, চাপকান, এবং আরদালির মধুর মূর্ত্তি কল্পনা পটে দেখিয়া আমাদিগকে বিদ্যানুশীলনে নিযুক্ত করেন।

শুদ্ধ কি বিদ্যার্থী? ছোটবড় সকলেরই চক্ষু এই পদবৃদ্ধির দিকে। যিনি পেটে না খাইয়া ধন সঞ্চয় করেন; যিনি ক্লেশোপার্জ্জিত ধন, জলের ন্যায় ঢালিয়া দেন, তাঁহারা সকলেই সম্মানের ভিখারী। যুবতীর যে আগ্রীবালম্বিত খোঁপায় ফুলের বাগান এবং প্রজাপতির পাল বসাইয়া দেন অথবা দুই ইঞ্চি পুরু করিয়া মিসি লেপিয়া চাঁদবদন কলঙ্কিত করেন, সেও মান বাড়াইবার জন্য। ঠাকুর মা যে "সাত ভাই চাম্পা জাগোরে—না—কেন বুন পারুলি ডাকোরে" কাহিনী বলিতেন সেও আপনার আদর বাড়াইবার জন্য।

পদবৃদ্ধির জন্য সকলেই ব্যস্ত। আমরা আজীবন প্রাণপণে ইহার আয়োজন করিতেছি। এবং অল্প হোক্, কৃতকার্য্যও হইতেছি। কিন্তু এই সংসারে

* দীনবন্ধু বাবুর জলধরা যেমন কথা কহিতে অমৃত নিঃসৃত হইত এও বোধ হয় তেমনি।

থাকিয়া, স্বভাবের এবং সমাজের নিয়মানুসারে যে আর একরূপ পদবৃদ্ধি হইতেছে তাহা কেহ দেখিয়াও দেখে না। তাহা দেখাইবার জন্যই, তাহা বুঝাইবার জন্যই আজি আমি এ প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

আমরা এ সংসারে প্রবেশ করি, দ্বিপদ হইয়া। যখন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইলাম, তখন দ্বিপদ ছিলাম; যতদিন বালক হইয়া থাকি, ততদিনই আমরা প্রকৃতপক্ষে মনুষ্য। মনুষ্যের যাহা২ প্রকৃত লক্ষণ তাহা বালকেই দৃষ্ট হয়—প্রাপ্তবয়স্কে দৃষ্ট হয় না।

যখন এই সুখ, শান্তি, সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা, আমোদ, আহ্লাদ পরিপূর্ণ সংসারের দিকে তাকাই, যখন সংসারের সুন্দর পার্শ্ব দেখি, তখন বোধ হয়, মনুষ্য জন্ম সুখের নিদান। দেখিতেছি যতই বয়োবৃদ্ধি হইতেছে, ততই নূতন২ সুখের সামগ্রী উপার্জ্জন করিতেছি। বয়োবৃদ্ধি সহকারে বিদ্যা পাইলাম, জ্ঞান পাইলাম, স্বাধীন হইলাম, যশোলাভ করিলাম, আর এ সংসারে মহামূল্য রত্ন যে অকৃত্রিম প্রেম তাহাও পাইলাম। সুখের সামগ্রী বাড়ে বই কমে না। সংসার সুখের স্থান বটে; হাসিবার জন্য মনুষ্যজন্ম বটে, কিন্তু বালকের ন্যায় সুখী কে? জঠরের ভাবনা ভাবিতে হয় না, ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিতে হয় না; রাজা নাই, শত্রু নাই, ভয় নাই—দিবারাত্র শূন্য মনে হৃষ্টচিত্তে ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়। মনুষ্য নামে বালকের ন্যায় অধিকার কাহার?

রোদন। যখন সংসারের অন্য পার্শ্ব দেখি, তখন বোধ হয় দুঃখ ভোগ করিবার জন্যই মনুষ্যের জন্ম। বহুকাল সংসারগহনে ভ্রমণ করিয়া, দেখিয়া শুনিয়া, ঠেকিয়া ভুগিয়া জানিলাম যে, সংসারে সুখ নাই। এখন দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে বিদ্যা বিড়ম্বনা সভ্যতা বিড়ম্বনা; জ্ঞানে তৃপ্তি নাই, কেবল স্পৃহা বাড়ে—কেবল সন্দেহ বাড়ে; উচ্চ পদ ভয়ের আস্পদ—যে যত বড়, তার মাথায় তেমনি ঝড় লাগে; বন্ধুত্ব স্বার্থপর; ভালবাসায় আশঙ্কা অধিক। প্রকৃতিসিদ্ধ এই যে তৃষ্ণা চিরকাল দহিল, তাহা নিবারণ করিবার জন্য কি না করিলাম—কাহার কাছে না গেলাম, দুই বিন্দু শীতল জলের জন্য কোথায় না খুঁজিলাম? কিন্তু ইহা অনিবার্য্য—সমান ছাতি ফাটিতেছে। মনের ভিতর এই যে অতলস্পর্শ গহ্বর মুখ হাঁ করিয়া রহিয়াছে তাহার জন্য, তাহা পুরাইবার জন্য কত কি করিলাম, কত ছাই ভস্ম দিলাম—গহ্বর পুরিল না। যাহা বলিল, যে দিকে যাইতে বলিল, তাহাই করিলাম, সেই দিকেই গেলাম, কিন্তু শেষে দেখি, গর্ত্তের হাঁ ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ইহার কথায় আপন হৃদয়ে পরকে বসাইয়া পরের চক্ষু চাহিয়া থাকিলাম, কিন্তু তৃষ্ণা কমিল না। ভাল বাসিয়া দেখিলাম, তাহাতে দুঃখ আছে। ভাল না বাসিয়া দেখিলাম, তাহাতে ততোধিক দুঃখ আছে। আবার এক তরফা ভালবাসিয়া দেখিলাম, তাহার ন্যায় দুঃখ সংসারে নাই। ধনের স্তূপ দেখাইয়া বলিল, ঐ খানে চল সুখ পাইবে, সেই খানে যাইবার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলিলাম—এ সুবর্ণধামে যাইবার জন্য কত বানরের আনুগত্য করিলাম, কিন্তু কি হইল? হরিষা কৃষ্ণবর্ণের কেবল

বাড়িয়া চলিল। আমরা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইয়াই রোদন করিয়াছিলাম কেন, তাহা এত দিনে বুঝিতেছি। আমরা কাঁদিতেং সংসারে প্রবেশ করিয়াছিলাম কেন, তাহা আপনং হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ। সংসার কাঁদিবার স্থান বটে, কিন্তু বালকের ন্যায় অত কে কাঁদে? কারণে, অকারণে অত কে কাঁদে?

অনেকে আমাদের হাসিতেই—আমাদের সব ছাড়িয়া, আমাদের হাসিতেই মনুষ্যত্ব দেখিয়াছেন। কিন্তু আমরা কখনং হাসি অনেক সময়ে হাসিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও হাসিতে পারি না। যখন কোন ধর্ম্ম প্রচারক পরলোক সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, তখন আমি ভদ্রতার অনুরোধে হাসিতে পারিনা; যখন কোন দুগ্ধপোষ্য বালক, মাতার স্তন ছাড়িয়া অমনি সমাজসংস্কারক হইয়া উঠেন, তখন দুঃখে ছেলেটির পরকাল নষ্ট হইল বলিয়া দুঃখে হাসিতে পারি না; যখন আমার গৃহিণী আমাকে প্রণয়ের মাহাত্ম্য বুঝাইতে বসেন—সন্ধ্যার পর বাটীর বাহির হওয়ার অবৈধতা গম্ভীরভাবে বুঝাইতে বসেন এবং অনেক দৃষ্টান্ত কোট্ করিয়া অনেক নজীর দিয়া দেখাইয়া দেন যে, অনেকে সব কাজ ফেলিয়া স্নানাহার বন্ধ করিয়া দিবা রাত্র কেবল গৃহিণীর কাছে, গৃহিণীর আঁচল ধরিয়া বসিয়া থাকিয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন আমি ভয়ে হাসিতে পারি না—ভয়, পাছে কুটীল কটাক্ষে ভস্ম করেন—যখন দেখি কেহ দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিতেছেন, তখন আমি পরের অসন্তোষের ভয়ে হাসিতে পারি না। বালকের এ সকল প্রতিবন্ধক নাই। তাহারা কাহারও অনুরোধ রাখেনা, কাহার মুখ তাকায় না, যখন ইচ্ছা হয়, যখন হাসি আসে তখনই হাসে—বালকের ন্যায় মনুষ্যত্ব কাহার?

মনুষ্যের আর একটি প্রধান লক্ষণ, মনুষ্যের কল্পনা। কল্পনা, পশুর নাই—ঈশ্বরের থাকিতে পারে না।* কল্পনা আমাদের মহত্ত্বের পরিচয়—আমাদের ক্ষুদ্রত্বের পরিচয়; কিন্তু কল্পনা আমাদেরই। এই কল্পনার প্রাখর্য্য বালকেই অধিক। বালক অন্য বালকের মুখে মুখোস দেখিলেই ভয়াকুল হয়, চীৎকার করে, কাতরতা প্রকাশ করে, রোদন করে। সে জানে যে উহা কাগজের কৃত্রিম মুখ, জানে যে মুখোসযুক্ত বালক তাহার ক্রীড়ার সঙ্গি, অথচ ভীত হয়, রোদন করে, মুখোস খুলিয়া ফেলিতে সকাতরে অনুরোধ করে। অশিক্ষিতের উপর কল্পনার এমনই একাধিপত্য। তখন "রাজপুত্তুর, সদাগরের পুত্তুর, মন্ত্রীর পুত্তুর, কোটালের পুত্তুর" অথবা "বেঙ্গমা বেঙ্গমী" পাখীর কাহিনী শুনিয়া হৃদয়ের যে আকুঞ্চন প্রসারণ, যে প্রসাদাবসাদ হইত এখন সেক্ষপীয়র অথবা কালিদাস পড়িয়াও তেমন হয় না।

ভাষা। ভাষার উদ্দেশ্য আমাদের অভাব প্রকাশ করা—মনের কথা অপরকে বলা। সে উদ্দেশ্য কেবল বালকেই সংসাধিত করিয়া থাকে; প্রাপ্ত বয়স্কের ভাষা, মনের ভাব প্রকাশ জন্য নহে—প্রত্যুত মনের কথা এবং আপন অভাব গোপন করিবার জন্য। অহোরাত্র চক্ষের উপর দেখিতেছি যাহার তিন পুরুষে বর্ণ পরিচয় নাই, তিনি

* Vide Shlegel's Philosoppy of History. Introduction.

আপনার পাণ্ডিত্য সংস্থাপনে যত্নবান। যিনি চব্বিশ ঘণ্টা থানায় অথবা বেশ্যালয়ে পড়িয়া থাকেন, তিনি সুরাপান নিবারণী সভার সভ্য হইয়া এবং সমাজ সংস্করণের বক্তৃতা করিয়া ধার্ম্মিক হইতেছেন। যাহাঁর গৃহিণী স্বামীকে উঠিতে বসিতে পদাঘাত করেন, তিনি বলেন, "আমাদের সে, স্বামীর পাদোদক পান না করিয়া আহার করে না" এবং প্রত্যহ বিছানা হইতে উঠিবার সময় চরণধুলি গ্রহণ করে"—কাঁচা ঘুমের ঘোরে অথবা ভ্রমক্রমে যদি গায়ে পা ঠেকিয়া থাকে? যার সন্তানের পেটে ক অক্ষর গোমাংস, তিনি বলেন, তাঁহার ছেলের মতন বুদ্ধিমান ছেলে বিশ্ববাঙ্গালায় নাই—তাহাকে চিঠি করিয়া দিলে কলুবাড়ী হইতে তৈল আনিতে পারে। এ সংসারে ইহা না করিলেও চলে না। যে আপন অভাব প্রকাশ করে তাহার দিকে কে তাকায়? আপনাকে দেবতা বলিয়া প্রকাশ না করিলে লোকে আমাদিগকে মানুষ বলিয়াও গণ্য করে না। ভাষা ব্যবহারের আগ্রহও বালকের অধিক। সে হয়ত একটি মাত্র কথা শিখিয়াছে—হয়ত সে কথাটিও ভাল করিয়া উচ্চারণ করিতে শিখে নাই, কিন্তু সময় নাই, অসময় নাই, শ্রান্তি নাই, বিরক্তি নাই, বালক সেই অর্দ্ধশিক্ষিত অপরিস্ফুট কথাটি দিবারাত্র আধ২ কন্ঠে আপত্তি করে।

যখন সংসারে সভ্যতা ছিল না, সমাজ ছিলনা, রাজা ছিলনা, বিদ্যা ছিলনা, ধন ছিলনা, কোন প্রকার অনৈসর্গিক বৈষম্য ছিল না, তখন কেমন স্বাধীন ছিলাম? যে কোন প্রকার বৈষম্য ছিল, তাহা সামর্থ্যগত। এখন সেদিন কোথায়? আমাদের স্বাধীনতা কোথায়? আমরা সভ্যতার দাস, সমাজের দাস, ভদ্রতার দাস, লোকনিন্দার দাস, আপনার কুপ্রবৃত্তির দাস; বিশেষতঃ এই যে জগতের অনিষ্টবিধায়িনী, জগতের সুখপ্রদায়িনী, সর্ব্বার্থসাধিকা, সর্ব্বার্থনাশিকা রমণী—যাঁহাদের প্রসাদে স্বর্গ পাই, যাঁহাদের জন্য নরকভোগ করিতে হয়; যাঁহাদিগকে লইয়া প্রাণ শীতল করিলাম, যাঁহাদের জন্য হৃদয়ে কালানল জ্বালিলাম, তাঁহাদের ক্রীতদাস।

গ্রীষ্মকালে কাপড় গায়ে রাখিতে কষ্ট বোধ হয়, অথচ সভ্যতাব অনুরোধে পিরান ব্যবহার না করিলে চলে না—পদ্মাপেরে বাঙ্গাল্‌দের আবার বার মাস ডবল্ ষ্টকিং চাই। (হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; মনে করি, ফাউল করি দিয়া শ্যাম্পেইন্ খাইয়া পূর্ব্ব পুরুষদিগের মুখোজ্জ্বল করিব, কিন্তু পারি না—পাপ সমাজের ভয় ধরিয়া রাখে।) যাহাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারি না, ভদ্রতার হাতে পড়িয়া তাহাকে দেখিয়া "পরমাহ্লাদিত" হইতে হয়। যাহাকে ভালবাসি, ইচ্ছা হয় দিবারাত্র অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাহার কাছে বসিয়া সেই অতুল মুখখানি দেখি, সেই মন্মথের কুসুম শয্যার ন্যায় চক্ষু দুটির পানে তাকাইয়া থাকি—দিবারাত্র আপনার মনের কথা বলি, তাহার মনের কথা শুনি—এক কথা এক শ বার শুনি, কিন্তু মনের অভিলাষ মনেই থাকে, কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না—করিতে গেলে পোড়া লোকে মেয়েমুখো বলে। যখনই আপনার কথা ভাবি, তখনই দেখি, হৃদয়কে বশ করিতে পারিলাম না বলিয়া সকল হারাইলাম, অথচ হৃদয়কে বশ করিতে পারি না। (এই যে বোতলবিহারিণী,

সর্ব্বনাশিনী, নরকবিধায়িনী একা ভারতবর্ষকে ছারখার করিল, ইহার প্রেমে মজিয়া কত লোকের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল তাহা বুঝিয়াও এ হলাহল কেহ ছাড়িতে পারে না।) যখন প্রণয়ের মর্ম্ম বুঝি নাই—ভালবাসা কি তাহা জানিতাম না, তখন যাহাকে ভালবাসিয়া আপন হৃদয়ে বসাইয়াছিলাম সে এখন কোথা? অদৃষ্টের বিড়ম্বনা! আমি বাঁচিয়া থাকিলাম, আর যাঁহার অভাবে এ জীবন অন্ধকার, তিনি, তাঁহার স্বর্গীয়-স্বভাব, অপ্সরাবাঞ্ছিত সৌন্দর্য্য, অকৃত্রিম প্রেম লইয়া এ অধমকে পরিত্যাগ করিলেন। তার পর সহস্র দিন মনে করিয়াছি, এখনও মনে করি, সে মরিল—আমি মরিলাম না কেন? অথচ মরিতে পারি না; অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি, আর বাঁচিয়া সুখ নাই—দেখিয়াছি যে যতদিন বাঁচিব, কেবল "কাঁদিতে জনম যাবে," তবুত বুক বাঁধিয়া, প্রাণ ধরিয়া মরিতে পারিনা। জিজীবিষা ধরিয়া রাখে। যে মুখ খানি সময় স্রোতে—না—আমার পাপস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে,তাহা মনে করিলে এখন হৃদয়ের পরতেং কালানল জ্বলে, অথচ তাহা মনে না করিয়া থাকিতে পারি না। আমার মন, আমার মনের কথা শোনে না। আমি মনে করি আর তাহাকে মনে স্থান দিব না—আমার মন তাহা মানে না। পাগল প্রাণ ঘুরিয়াং ফিরিয়াং সেই আগুণের দিকে ছুটিয়া যায়। ভূতসুখের কথা মনে করিতে বুক ফাটিয়া যায়—ভূতপূর্ব্ব বিস্মৃত হইতে চাই, কিন্তু পারি না। কোন্ মূর্খ বলিয়াছে, মানুষের ইচ্ছা স্বাধীন? আমাদের স্বাধীনতা কোথায়? যখনই গঙ্গাকূলবিরাজী কুসুম কাননে দাঁড়াইয়া দেখি জাহ্নবী তর তর রবে চলিয়া যাইতেছে; যখনই দেখি, সরোবরে কুমুদিনী চন্দ্রকে ধীরেং আসিতে দেখিয়া ধীরেং পাতার ঘোমটা সরাইয়া রাখিতেছে, আর উদ্যানবিলাসিনী কুসুমকামিনীগণ কুমুদিনীর রঙ্গ দেখিয়া মাথা দোলাইয়া এ উহাকে ইসারা করিয়া, সকলে মিলিয়া হাসির তরঙ্গ তুলিতেছে; যখনই দেখি, অপরিণামদর্শী সমীরণ, ক্ষণেকের জন্য তাহাদের স্পর্শ সুখ অনুভব করিয়া হুং করিয়া কাঁদিয়াং বনে বনে ফিরিতেছেন, যখনই দেখি, নক্ষত্রগণ চন্দ্রের কুমুদানুরাগ দেখিয়া কোনটী শিহরিতেছে, কোনটী ভাল করিয়া দেখিবার জন্য, ছিন্ন মেঘের ছিদ্ররূপ গবাক্ষ দিয়া উঁকি মারিতেছে, কোনটী লজ্জাবতী লতা বঙ্গকুলবধূর ন্যায় 'আর সহে না' বলিয়া চক্ষু মুদিতেছে, কোনটী বা আজ কালকার বালিকা-বিদ্যালয়ে পড়া লক্ষ্মীদের ন্যায় "মর্ কালামুখি" বলিয়া সক্রোধে সপত্নীকে শাসন করিবার জন্য পৃথিবীর অভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে; যখনই দেখি, ভ্রমর কেবল মিষ্ট কথায় সরলা কুসুমকামিনীদিগের সর্ব্বনাশ করিতেছে—মধুর কণ্ঠে গুনং করিয়া তাহাদের মন চুরি করিয়া, মধু লুটিয়া পলাইতেছে; আর ভ্রমরপরিত্যক্ত কুসুমসুন্দরী দুই একবার মাথা নাড়িয়া আবার নিস্পন্দ হইতেছে—যেন আপনার নির্ব্বুদ্ধিতা এবং অবিমৃষ্যকারিতা, ভ্রমরের অপ্রেমিকতা এবং শঠতা মনে করিয়া, "শুধু কথায় মন ভুলালিরে" বলিয়া অবাক হইয়া রহিয়াছে, তখন আমি ভূতপূর্ব্ব মনে না করিয়া থাকিতে পারি না। কেন পারি না? আমার ইচ্ছা ত স্বাধীন

নয়? আমরা বাহ্য জগতের দাস। আমাদের মধ্যে যদি কাহার স্বাধীনতা থাকে ত তাহা কেবল বালকের আছে। কাপড় পড়িতে ভাল না লাগিলে তাহারা অনায়াসে উলঙ্গ হইয়া থাকে—সভ্যতার মুখ তাকায় না। যাহার সংসর্গ ভাল লাগিল, তাহার গলা ধরিয়া কত পরামর্শ করিল; যাহাকে ভাল না লাগিল, তাহাকে স্পষ্ট বলিল "তোমার খেলা লইব না।" যদি কোন বালিকার তরল দৃষ্টিতে মন ভিজিল, তবে লোকের নিন্দা ভয়ে তাহাদিগকে মনের চাঞ্চল্য মনে চাপিয়া রাখিতে হয় না—নির্ভয়ে, নিষ্পাপ-হৃদয়ে কতবার খেলাইবার সঙ্গীদের ছাড়িয়া দুই জনে নির্জ্জনে বেড়াইল; আপন হৃদয়ের কথা আপনি বুঝিতে পারিল না, অথচ কতবার খেলিতে২ খেলা রাখিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া খেলা ভুলিয়া গেল; কতদিন সন্ধ্যাকালে খেলা ভাঙ্গিয়া বাটী যাইবার সময় তাহাকে বিদায় দিয়া কিয়ৎদূর গিয়া, আবার ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে দেখিয়া গেল; কতদিন বাটীতে মিষ্টান্ন লইয়া, অর্দ্ধেক আপনি খাইয়া, অর্দ্ধেক লুকাইয়া তাহাকে খাওয়াইল; কতবার নির্জ্জনে বসিয়া কত নিরর্থক পরামর্শ করিল, নিরর্থক হাসি হাসিল, মনের চাঞ্চল্যে কত অর্থশূন্য অনাবশ্যক বাক্য ব্যবহার করিল; মুখে ঘাম দেখিলে সাদরে আপনার বস্ত্রাঞ্চলে মুছাইল; ক্রীড়াশীল বায়ু যদি কেশগুচ্ছ উড়াইল, তাহা হইলে অমনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, বাম বাহুতে তাহার কণ্ঠ পরিবেষ্টন করিয়া, তাহার মস্তক আপন উরসে রাখিয়া, অতি যত্নে, কত আদরে, ধীরে২ বিন্যস্ত করিয়া২ কেশগুচ্ছ যথাস্থানে সংস্থাপিত করিতে বসিল। কালের স্রোত বহিয়া গেল। এখন সে বালক আছে, সে বালিকা আছে কিন্তু এখন উভয়ে দেখা সাক্ষাৎ করিতে লজ্জা হয়। উভয়ের মনেই সে বাল্যভাব আছে, অথচ অকস্মাৎ দেখা হইলে, সেই বালক এখন মুখনত করে—সে বালিকা ঘোমটা টানিয়া সরিয়া যায়। ইহার একমাত্র কারণ, আমাদের মনুষ্যত্বের হ্রাস হইহইয়াছে। এখন পূর্ব্বের সে পবিত্রতা নাই, প্লেটো যে ভালবাসার প্রচারক সেরূপ ভালবাসা এখন নাই। এখন আর নিঃস্বার্থ হইয়া ভাল বাসিতে পারি না; এখন হাজার পবিত্র ভাবে ভালবাসিতে গেলেও তাহার সঙ্গে একটু পশুবৃত্তি মিসিয়া যায়। বাল্যকালের ভালবাসা স্বর্গীয় ভালবাসা—মনুষ্য যদি ঈশ্বরের প্রতিকৃতি হয়, তবে মানবোচিত ভালবাসা—পরলোকে যদি ভালবাসা থাকে তবে এ পরলোকের ভালবাসা—দেহমুক্ত জীবের ভালবাসা। আর এখনকার ভালবাসা—ছি! মানুষ বড় পাপী।

স্বার্থপরতা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। সেই প্রকৃতিগত, স্বভাবসিদ্ধ স্বার্থপরতাকে নিরাকৃত করাই মনুষ্যের প্রধান গৌরব—মনুষ্য নামের প্রকৃত মহত্ত্ব। ভাবিয়া দেখিলে, বালকের ন্যায় স্বার্থপর কে?—বালকের ন্যায় নিঃস্বার্থ কে? যে বালক আপন সহোদরকে জননীর স্তন্যপান করিতে দেয় না—অনুজকে জননীর উৎসঙ্গে দেখিলে কাঁদিয়া মাটি ভিজাইল. চেঁচাইয়া হাট বাধাইল, সেই বালক আবার পরক্ষণে আপনার জীবনসর্ব্বস্ব খেলাইবার পুতুলটি অবলীলাক্রমে, হাসিতে২ অপরকে বিলাইয়া দেয়। এত মনুষ্যত্ব কাহার? মনুষ্য নামে এত কার

দখল ? অতএব প্রতিপন্ন হইল, বালকেই প্রকৃতপক্ষে দ্বিপদ।

দিন যায়। সূর্য্য উঠিল, ডুবিল; আবার উঠিল, আবার ডুবিল। বার, তিথি, মাস, ঋতু আসিল, যাইল; আবার আসিল, আবার যাইল। দিন যায়। দিনেং আর কিঞ্চিৎ বয়োবৃদ্ধি হইল। নারিকেলে জলসঞ্চারের ন্যায়, মনুষ্যহৃদয়ে প্রণয় সঞ্চারের ন্যায়, অজ্ঞাতসারে বড় হইলাম। দেখিতেং মানব জীবনের সাত আট বৎসর কাটিয়া গেল। বিদ্যারম্ভ হইল—আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক, কিছু অধিক বয়সে বিদ্যারম্ভ হইল। পাঠশালায় প্রবেশ করিলাম—পদবৃদ্ধি হইল—আর দুখানি পা বাড়িল—চতুষ্পদ হইলাম।

পশ্চাদ্ভাগে বেত্ররূপ পাঁচন হাতে করিয়া চাষা দাঁড়াইল। আমরা পাঠশালারূপ ক্ষেত্রে রামখড়ি রূপ লাঙ্গল দিয়া ভূমি কর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলাম। চাষার পাঁচনাঘাতে শরীর জর জর হইল। তখন গোরুর ন্যায়, রৌদ্র জল না মানিয়া মাঠে ঘাটে বিচরণ করিতে লাগিলাম। তবে সামান্য গোরুর অপেক্ষা অনেক ভাল ছিলাম। তাহার প্রমাণ—গুরুমহাশয় বলিতেন "তোর মতন গোরু ভূভারতে নাই।" কিছু দিন পাঠশালায় থাকিয়া গোত্ব সম্পূর্ণ করিয়া স্কুলে প্রবেশ করিলাম। এই বার ঘানির বলদ হইলাম। রাত্রিদিন অবসর নাই—স্কুলে গিয়া পড়, বাটী আসিয়া পড, রাত্রি জাগিয়া পড়—যেমন করিয়া হোক্ পড়িতেই হইবে। শরীর যে আর চলে না! তা বলিলে কি হইবে ?—তুমি যে কলুর বলদ। কলুরা বলদের গলায় ঘন্টা বাঁধিয়া দিয়া ঘানিতে জুড়িয়া দেয়,—পাছে বলদ, ঘানি না টানিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। আমরা জানি, অনেক পূর্ব্ববঙ্গবাসী (বাঙ্গাল্) বিদ্যার্থী, দড়ি দিয়া জানালার গরাদের সঙ্গে চুল বাঁধিয়া পড়িতে বসেন। ইহার উদ্দেশ্য নিদ্রা রোধ করা—ঢুলিয়া পড়িলেই চুলে টান পড়িবে। বিদ্যা বহুযত্নের ধন, সত্য; বিদ্যা অমূল্য নিধি, সত্য;—নির্জ্জনে সঙ্গী, পীড়ায় সেবিকা, বিপদে সহচর, বিদেশে বন্ধু, সম্পদে সুখ, কথাবার্ত্তায় অলঙ্কার, বিদ্যা অতুল রত্ন বটে; কিন্তু যিনি এরূপ করিয়া শরীর নষ্ট করিয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করেন তাঁহাকে আমি, গোরু বই আর কিছু বলিতে পারি না। শরীর না চলিলে বিদ্যা লইয়া কি হইবে ? মরণ পর্য্যন্ত যদি রোগী হইয়া থাকিতে হইল, তবে বিদ্যা লইয়া কি করিব ? বিদ্যায় কাহারও স্বর্গলাভ হয় না। বিদ্যায় কাহার সুখ বাড়ে না, দুঃখ কমে না। এত দিন ত এই বিদ্যার জন্য সংসারের সুখে জলাঞ্জলি দিয়া আসিলাম—আপন হৃদয়ে ব্যথা দিলাম—কই লাভ ত দেখি না। আজ অমুক স্থানে উত্তম সংগীত হইতেছে; যতক্ষণ গান শুনিব ততক্ষণ পড়িলে কিছু শিখিতে পারিব বলিয়া তাহা শুনিলাম না। বিদেশে বিদ্যাধ্যয়ন করিতাম। অনেক সময়ে এক জনকে দেখিবার জন্য প্রাণ, পিঞ্জরের বিহঙ্গিনীর ন্যায় ছট্‌ফট্ করিত। পাছে পাড়ার ব্যাঘাৎ হয়, এই বলিয়া অন্তরের অনল অন্তরে চাপিয়া রাখিতাম। মনের সাধ মনে থাকিত—মনের সাধ মনেই থাকিয়া গেল, এজন্মে পুরাইতে পারিলাম না। কিন্তু 'এত করিয়া কি লাভ হইয়াছে ? আমিত কিছু দেখি না। বরং তখন যদি বিবেচনার কথা না শুনিয়া,

হৃদয়ের কথা শুনিতাম তাহা হইলে সুখী হইতে পারিতাম। তখনত সুখী হইতাম, তার পর—কালি কি হইবে তা কে জানে? মানুষের যে দিন যায়, সেই দিনই ভাল। যত সময়, যত যত্ন উহাতে দিয়াছি তাহা অন্য বিষয়ে দিলে এতদিন কৃতার্থ হইতাম। তেমন করিয়া ঈশ্বর সেবা করিলে এতদিন জীবন্মুক্ত হইতাম। ধনোপার্জ্জনে সে যত্ন থাকিলে এতদিন —রথশ্চিলড না হইতে পারি, বড় লোক নিঃসন্দেহ হইতাম।

কিন্তু কি বলিতেছিলাম ; হাঁ—নবীন যৌবনারম্ভে পশু হইলাম। পশুর ভবিষ্যৎ দৃষ্টি নাই ; পশুর ভূতপূর্ব্ব মনে থাকে না—কালি কি হইয়া গিয়াছে তাহা ভাবে না, কালি কি হইবে তাহা ভাবে না, যখন চিত্তবৃত্তি যে দিকে লইয়া যায় সেই দিকেই যায়। যৌবনারম্ভে আমাদেরও ঐ দশা। প্রতিদিনকে মনুষ্যজীবনের শেষ মনে করিয়া এই মজার সংসারে নানা রঙ্গে মাতিলাম—ভাবিলাম না যে মিষ্টতায় তীব্রতা আছে, কুসুম ম্লান হয়, স্পৃহার তৃপ্তি আছে, সময় ধ্বংসকারী, উল্লাস সুখ নহে, অভ্যস্ত কার্য্যে আমোদ কমে, আসক্তি বাড়ে—মনে করিলাম না যে আবার ভবিষ্যৎ আছে ; যাহা করিয়াছি তাহার ফল ভোগ করিতেছি ; আজি যাহা করিলাম তাহার ফল ভবিষ্যতের জন্য তোলা রহিল—ভাবিয়া দেখিলাম না যে সকল কারণই কার্য্য, সকল কার্য্যই কারণ —বৃক্ষ হইতে একটি শুষ্ক পত্র খসিয়া পড়িলে, তাহার ফল অনন্ত কাল জগতে বিচরণ করিবে। কিছুই ভাবিলাম না—ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা শূন্য হইলাম—কুপথ-সুপথ জ্ঞান হারাইলাম—যে দিকে আমোদ পাইলাম সেই দিকেই ধাইলাম। পশুর ন্যায় কেবল বর্ত্তমানের উপর সকল ভর দিলাম।

পশুগণ ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবে না, কারণ তাহার অতদূর বিচারশক্তি নাই। আমরা যখন রূপ দেখিয়া পাগল হইয়া, ধর্ম্মের বন্ধন ছিঁড়িয়া, আশু শীতল হইবার জন্য ছুটি, তখন কি আমরা মনে করি যে, ইহার পরিণাম ইহলোকে সর্ব্বনাশ, পরলোকে নরক? যখন বোতলবিহারিণী একসা সুন্দরীর, রসে টল টল যৌবনে ঢল ঢল অধর চুম্বন করিতে ব্যগ্র হই, তখন কি ভাবি যে, এ প্রণয়ের এ ভালবাসার পরিণাম, ইহলোকেই নরক ভোগ? পশুর বিবেচনাশক্তি অল্প— সে আপন কার্য্যের পরিণাম জানে না, সুতরাং জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রে জলে পড়ে। আমাদের বিবেচনা শক্তি আছে,— আমরা আপন কার্য্যের পরিণাম জানি, তবু কেন মদের বোতল দেখিলে লাফাইয়া উঠি—সুন্দরী দেখিলে মাথা চুলকাইয়া মরি? আমরা খাঁটি চতুষ্পদ কি না?

সময়ের স্রোত বহিতে লাগিল। অভিভাবকেরা দেখিলেন যে, ছেলেটি ত চতুষ্পদ হইল এখন উপায়? তখন সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, যাহাতে দুইখানী পা কমিয়া যায় তাহার চেষ্টা দেখা উচিত। কিন্তু কি সে উপায়? কেহ বলেন, টাকা বন্ধ করিয়া দেওয়া যাক্, কারণ টাকাই পদ ; কেহ বলিলেন, ঘরে বন্ধ করিয়া রাখ নিষ্প্রয়োজন হইলে পা আপনি কমিয়া যাইবে, কারণ শীত প্রধান দেশের কুকুর গ্রীষ্ম প্রধান দেশে আসিলে লোম খসিয়া যায়। এ সকল

মনে লাগিল না। অনেক বাদানুবাদ, অনেক তর্কবিতর্কের পর স্থির হইল, বিবাহ দাও। সকলেই একবাক্য হইয়া বলিলেন যে, প্রায়ই দেখা যায়, লোকে বিবাহ করিলেই পদদ্বয় হারাইয়া বসেন; গতিশক্তিহীন হইয়া পড়েন—আর ঘরের বাহির হইতে পারেন না; বড় জোর চলিতে পারেন ত পাকশালা হইতে শয়ন-মন্দিরে এবং শয়নমন্দির হইতে পাকশালায়। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া বিবাহ হইল। কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা, কে খণ্ডাতে পারে তাহা? অদৃষ্টে যাহা আছে, অবশ্য হইবে, মনুষ্যের কি সাধ্য, তাহার অন্যথা করে? বিবাহে বিপরীত হইল। করিতে ইচ্ছা এক, হইয়া উঠিল আর। বিবাহে পা কমা দূরে থাক, আর দুটি পা বাড়িল। পা কমাইয়া দ্বিপদ হইবার জন্য বিবাহ. কিন্তু কপালের কর্ম্মভোগ;—পা বাড়িয়া ষট্পদ হইয়া উঠিলাম।

সংসার মরুভূমে গৃহ নামে একটি সরোবর আছে। সেই সরোবরে কমল ফুটিল। আমি ভ্রমর হইয়া সেই ফুলে মধু লুটিতে লাগিলাম। গুনং সার হইল। যখন অভিমানিনী অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া বঙ্কিম বদন ঘুরাইয়া বসেন, তখন সেই মুখের—মেঘাড়ম্বর দিনের স্থলকমলিনীর ন্যায় সেই মুখের চারি পাশে গুন্‌২ করি। মান গুরুতর হইলে পাদপদ্ম যুগলে পড়িয়াও গুন্‌২ করিতে হয়। আবার যখন তিনি রাগভরে অষ্টাদশে কণ্ঠ তুলেন, তখন যে ঠোঁট চাটিতে২ মাথা চুলকাইতে২ শব্দ করি সেও অস্পষ্ট অপরিস্ফুট গুন্‌২ ধ্বনি। গৃহিনীর মুখের জ্বালায়, হিতোপদেশের জ্বালায় এবং সংসার জ্বালায় দিবা নিশি গুনং করিয়া মরি। গুন্ গুনের হাত আর এড়াইতে পারি না। লিখিতে বসিলে, প্রেমাগুন, বাড়বাগুন, দাবাগুন, মনাগুন আসিয়া পড়ে; বিদেশে বিচ্ছেদাগুন, সংগীতে 'মদন আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ'—কোন ক্রমে এই সোপসর্গ গুন্‌২ ছাড়াইতে পারি না। প্রতিবেশীরা বলেন 'ছোঁড়ার গুণের পালান নাই;' প্রতিবেশিনীগণ বলে 'ছুঁড়ি কি গুণ করেছে লো'—আমি গুণ গুণে খুন হইলাম।

ভ্রমর, তুমি কালামুখ। আমরাও তাই—অন্ততঃ আমাদের গৃহিনীদের মতে। তোমাকে অন্যে এ গালি দেয়—দিক—পরের কথায় কি যায় আসে? কমলিনী, সরোবরবিলাসিনী, কুসুমকামিনী সে ত কালো বলিয়া তোমার অনাদর করে না? কেন করিবে? পিরীতের বাছাবাছি নাই। যে যার নয়নে লাগে ভাল, সেই তার ভাল। কিন্তু আমাদিগকে যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর। যাহাকে সঙ্গের সঙ্গিনী করিয়া তোমার দলে মিশিলাম, ভ্রমরত্ব প্রাপ্ত হইলাম, তিনি আমাদের কালামুখ বই আর কিছু দেখেন না। উঠিতে বসিতে ঐ কথা। দেখ,

সে যদি যাতনা দেয় ভালবাসি যারে।
সে যাতনা যায় ত না বিনা তারি সমাদরে।

ছি! এ প্রাণ আর রাখিব না।

সুতনং দু দিন আমোদ প্রমোদ, রঙ্গরসে গেল। তার পর. মধুমক্ষিকা হইয়া মধু সঞ্চয় করিতে হইল। মধুমক্ষিকা নিরন্তর মধুর জন্য ঘুরিতেছে। আমরাও তাহাই করিতেছি। কোথায় একটু মধু পাইব, কোথায় গেলে অর্থলাভ হইবে, এই ভাবিয়া সারা হইলাম। অমুক ফুলে মধু আছে, অমুক স্থানে কর্ম্ম

থালি আছে, অতএব দৌড় সেই থানে। কেন—কিসের জন্য এত দৌড়া দৌড়ি? এই সংসার উদ্যানে স্বদেশ নামে যে একটি বৃক্ষ আছে, সেই বৃক্ষের গৃহ নামক শাখায় একটি মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়াছি, তাহাতে মধু বোঝাই করিতে হইবে; অবশ্য, হইবে না করিলেই নয়। তাহারই জন্য এত বিভ্রাট। যদি সকল মধু আপনার পেটে দাও, তবে চক্র মধুহীন হইয়া শুকাইয়া যাইবে। যাহা উপার্জ্জন কর, তার সব যদি আপনি ভাল খাইয়া, ভাল পরিয়া খরচ করিয়া ফেলিবে, তবে, সোনার চন্দ্রহার, সোণার সীঁতি হইবে কি দিয়া? এ সকল না হইলে চাঁদ মুখে হাসি খেলিবে কিসে? সুধু হাত কি মুখে যায়? ঠাকুর বাড়ী দশ টাকা প্রণামি দাও, প্রসাদ খাও।

দেখ, তুমি মধুর জন্য বনে, উপবনে, কুঞ্জে২ ছুটিতেছ। আমরাও ছুটি। টাকার জন্য হরিদ্বার আর গঙ্গাসাগর করিয়া বেড়াইতেছি। একটু বিশ্রাম করিতে পাই না। যদি কখন, কালে কস্মিনে বাড়ী যাই, তাহা হইলে আমার মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী সব টাকা গুলি আত্মসাৎ করিয়া আমায় বিদায় দেন। সুধু যদি তাই হয়, তবে ত কেঁদে বাঁচি। তার যো কি? বিদায় দেন, আর কুম্ভীরের কান্না কাঁদিয়া বলিয়া দেন,—আবার যখন, আসিবে, তখন আমার জন্য কি আনিবে? আমার মাথা আনিব আর মুণ্ডু আনিব। আমি জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছি, আর পারি না। চিরকাল পরের মন যোগাইতে আর পারি না।* ডিমসথিনিস, তুমি ঠিক বলিয়াছিলে মনুষ্যের বুদ্ধির অপেক্ষা পাগলামির ভাগই অধিক। এই ছাই বিবাহের জন্য লোকে এত ব্যস্ত!

কালের স্রোত বহিয়া গেল। আর দুটি পা বাড়িল ঊর্ণনাভ হইলাম। এখন একবার এই শরীর দেখ দেখি মাকড়সার গা বলিয়া কি বোধ হয় না? এক দিন এই শরীর দেবকান্ত ছিল, এমন হইল কেন? ছেলে পিলে হইয়াছে; পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা, জামাতায় গৃহ ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের জন্য আপনার পেটে অন্ন হয় না। আর ঐ ডাক্তার বাবু তাঁহার কাছে পূর্ব্বজন্মে যেন কতই ধার করিয়া খাইয়াছি। এই ঘোর শীত, একখানি কম্বল গায়ে দিয়া কাটাই—ছেলেদের কাশ্মীরি শাল নহিলে চলে না। আপনি গ্রীষ্মের রৌদ্রে সুধু মাথায় বেড়াই, পান্নার কণ্ঠীর জন্য গৃহিণী কাণের পোকা বাছিলেন। ছেলেদের পমেটমের খরচে আর মেয়েদের মিসির খরচে আমাকে হাবাত করিল। বুড়ো বয়সে এ আবার কি বালাই? ষষ্ঠী ঠাকুরুণ, করযোড়ে মিনতি করিতেছি, আপনার কৃপারশ্মি সংবরণ করুন। যথেষ্ট হইয়াছে, আর কেন? প্রতি বৎসর নূতন ছেলে কোলে করিয়া নবান্ন করিতে আর পারি না। এ পড়তা আর কিছু দিন থাকিলে, আটতুরুপ করিয়া হাতের পাঁচ পর্য্যন্ত হারাইব।

সুধু কি এই? এ সকল ত জালের মধ্যস্থলের গুটি কত তার। আরও আছে। সকল তার দেখিতে চাও? আচ্ছা দেখ। কেহ, দাদার সম্বন্ধীর শ্বশুরের মামার বাড়ী, একটি বিবাহোপলক্ষে এক দিন ফলাহার করিয়াছিলেন, সেই

* লেখকের স্ত্রী, বোধ করি, দ্বিতীয় পক্ষের—নহিলে এমন জ্বলন্ত আগুন কেন?

সম্বন্ধে অন্ন ধ্বংস করিতেছেন। কেহ পিতার মামার বিমাতার ঠাকুর বাড়ীর গ্রাম দিয়া কখনং গঙ্গাস্নানে যাইতেন, সেই সম্বন্ধে ঘাড়ে পড়িয়া রক্ত খাইতেছেন। কেহ, মেয়ের সপত্নীর পূর্ব্বজন্মের স্বামীকে এক দিন স্বপ্নে দেখিয়াছেন, সেই সূত্রে, এ জালের একটি সূত্র হইয়া বসিয়াছেন। আমি বেচারা যেন চোর দায়ে ধরা পড়িয়াছি?

এখন স্বরচিত জালে বদ্ধ হইয়া পড়িয়া আছি। আর দ্বিপদের ন্যায় হাসিয়াং নাচিয়াং আপন কল্পনা তরঙ্গে আপনি ভাসিয়া বেড়াইতে পারি না; আর চতুষ্পদের ন্যায় ইন্দ্রিয়স্রোতে গা ঢালিতে পারি না—সে সকল শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; আর ভ্রমরের ন্যায় মধু লুঠিতে পারি না—বনে,উপবনে, কুঞ্জ হইতে কুঞ্জান্তরে, পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া বেড়াইতে পারি না—ডানা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। এখন ভাবিবার দিন বটে। এখন ভূতপূর্ব্ব সমালোচন করিবার, কৃতপাপের জন্য অনুতাপ করিবার সময় বটে।

আপন জীবন সমালোচন করিয়া দেখিলাম,অনর্থক দিন গিয়াছে। এ সংসারে যাহাং লইয়া আসিয়াছিলাম, যাহাং উপার্জ্জন করিয়াছিলাম, সব হারাইয়া বসিয়াছি—কালস্রোতে সব ভাসিয়া গিয়াছে। সরলতা, কোমলতা,পবিত্রতা, সহজপ্রফুল্লতা, বিশ্বব্যাপিনী আশা, রঙ্গময়ী কল্পনা—যাহা কিছু প্রকৃতির কাছে পাইয়াছিলাম, সে সকল সংসার-দাহনে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন আর সকলকে বিশ্বাস করিতে পারি না, কারণ আপন হৃদয়ে পাপ প্রবেশ করিয়াছে। দেখিলাম, সরল হইলে প্রতারিত হইতে হয়, কোমল হৃদয়ের ব্যথা অধিক, পবিত্রতা, মূর্খত্ব অথবা ভণ্ডামি, প্রফুল্লতা হাল্‌কার লক্ষণ, আশা কুহকিনী—কেবল নাচাইয়া লইয়া বেড়ায়। বন্ধুত্ব, প্রেম, জ্ঞান, যশ, পদ, লোকের শ্রদ্ধা—দেখিলাম, সব ভোজের বাজি। কিছুতে সুখ নাই, কিছুতে শান্তি নাই;—সব অস্থির, সব নশ্বর, সব দুঃখের আকর, সব অতৃপ্তিপ্রদ। মনে কত সাধই ছিল—তাহার একটিও মিটাইতে পারিলাম না। এখন সে সকলে জলাঞ্জলি দিয়াছি—শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিলাম, জগন্নাথ দেবকে দিয়া আসিয়াছি। কেবল একটী সাধ আছে—সজ্যোৎস্না রজনীতে হিমাদ্রিশিখরমালার উচ্চতম শৃঙ্গে দাঁড়াইয়া, নীলোজ্জ্বল গগণবিহারী চন্দ্রদেবকে সাক্ষী করিয়া, মনের সুখে, প্রাণভরিয়া, মুক্তকণ্ঠে এক বার কাঁদিব। আমার সাধ যায়, একবার "তরঙ্গিণীং"* বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া, শব্দ তরঙ্গে ঐ কোমল নীলাকাশ ভাসাইব, শব্দহিল্লোলে ঐ নক্ষত্রগণকে দোলাইব—প্রতি গিরিগুহায়, প্রতি নির্ঝরিণীর তীরে প্রতিধ্বনিকে জাগাইব;—জাগাইয়া জাহ্নবীর জলে ঝাঁপ দিব। প্রতিধ্বনি, ঐ নাম গাইয়াং পর্ব্বতে বেড়াইবে—আকাশে নাচিয়াং ঐ নাম গাইবে, আর আমি সেই জ্যোৎস্নাময়ী নিশিতে, ঐ নক্ষত্রমালামণ্ডিত আকাশের দিকে—অলঙ্কারখচিতা, সৌন্দর্য্যোদ্ভাসিতা সাধ্বীর ন্যায়.ঐ আকাশেরদিকে—আমার নয়ন পুত্তলি তরঙ্গিণীর ন্যায় ঐ আকাশে রদিকে মুখ করিয়া,সেই গীত শুনিতেং চন্দ্রকরপ্রোজ্জ্বল জাহ্নবীতরঙ্গান্দোলিত হইয়া ভাসিয়া যাইব। বিধাতঃ, এই ভিক্ষাটি আমায় দিবে?

* লেখকের পরলোকগতা গৃহিণীর নাম হইবে। চঃ

তুমি সর্ব্বশক্তিমান্, তুমি ইচ্ছাময়, মনে করিলে সব করিতে পার—আমার এই সাধটি পুরাইবে? এটি না পূরাও, আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি—বলিবে? এ মাটীর দেহ কবে মাটীতে মিসাইবে? কবে সে বাতাস বহিবে, যাহাতে এ ছাইয়ের স্তূপ উড়াইয়া দশ দিকে বিকীর্ণ করিবে? আমায় বলিয়া দাও—আমি সেই বাতাসের প্রতীক্ষা করিয়া আছি, আমায় বলিয়া দাও, কবে সে বাতাস বহিবে? আমি আপনি উড়িতাম, কিন্তু প্রভো, জাল ছিঁড়িতে পারি না। আমি কীটাণুকীট—আমার শক্তি কতটুকু? তুমি সর্ব্বশক্তিমান—জাল ছিঁড়িয়া দাও—আমায় মুক্ত করিয়া দাও—বলিয়া দাও, সে বাতাস কবে বহিবে? এ বহুজনাকীর্ণ বিপুল সংসারে আমার কেহ নাই—আমি একা—অধমকে চরণে স্থান দাও।

কবিবন্দনা।

চণ্ডিদাস।

দ্বিজকুল সুত, রসময় চিত,
জয় জয় চণ্ডিদাস
মধুর মধুর, শরদে গাইয়া,
যুগল রসের ভাষ।
কিবা অপরূপ, কবিত-মাধুরি,
আঁখর পিরীত মাখা।
অমিয়া ছানিয়া, দিলা বিতরিয়া,
অনুপ বয়স ভাষা।
বরজ যুগল, পিরীতির খনি,
সে সুখ শরদশশী।
কবিত পঠনে, হেন লয় মনে,
চিত যায় যেন খসি।
বাসুলি আদেশে, যুগল পিরীতি,
গাইল, সে কবি ছন্দ।
রস কবি কুল, মত্ত মধুকর,
পিয়ে ঘন মকরন্দ।
নিতাই আদেশে, পরসাদ দাসে,
গাইবে ব্রজবিলাস।

——

বিদ্যাপতি।

কোরক সম মনুরস কলিকেল।
বিদ্যাপতি কবি, সুখ ঋতু পায়ন,
অদভুত বিকশিত ভেল।
কবিকুল বয়স মলয় মিলিধাবত,
মোহন সুরভি বিকাশ।
মধুকর রসিক, পিয়ত মধু কৌতুকে,
অপরূপ রস, পরিহাস।
কিকহব পুনহি কবিত অনুবাদ।
চণ্ডিদাস কবি, পুন বিদ্যাপতি,
গৌর, করল মরিয়াদ।
গাইতে দুহুঁ কবি কবিত সুধাময়,
সো পহুঁ নিশি দিন যাপ।
জয় বিদ্যাপতি, চরণ কিরণ রজ,
প্রসাদ দাস কিএ পাব।

——

গোবিন্দ দাস।

চণ্ডিদাস কবি পুন বিদ্যাপতি,
সো সব রস খনি ভেল।
জয় জয় গোবিন্দ, দাস ভাষ যনু,
নিরমল রস বহি গেল।
অনুভব যাক, বরণি বহু দূর।
সো কবিরাজ, ললিত বচণামৃতে,
বিদ্যাপতি রস পুর।
কিয়ে রস চাতুরি, কিয়ে পুন মাধুরি,
জগ মন মোহন ছন্দ।
প্রতি প্রতি আঁখরর, প্রেমে বিভারণ
নাচত পিরিতি প্রবন্ধ।
যো জন নিজহু, আশ পরিপূরণে,

শ্যাম গৌর মকরন্দে।
তাকয় যুগল, চরণে পর সাদক,
বিপুকে আস অনুবন্ধে।

যারদীয় মহান চরণ বন্দনা ।
জয় জয় কৃষ্ণ, দাস কবিরঞ্জন,
জ্ঞান দাস কবি ভূপ।
ভুবনানন্দ গৌর গুণ ভূষণ,
মধুর কবিত রস কূপ।
জয় জয় বাসুদের ঘোষ কবি
মধুর বচন পর বন্ধ।
পুন যদুনন্দন তারিতে জগজ্জন কবিতে
রাখি মকরন্দ।
ভকত দয়াময় রসিক বিসারদ,
কবিবর বৈষ্ণব দাস।
অনুপম জনম, গুহণ ক্ষিতি মণ্ডপে,
ললিত কবিত পরকাশ।
প্রকটল ভুতসে পুরবপর যত,
সুরসিক ভকত মহান।
পরসাদ দাসক সকল মনোরথে,
সো সব চরণ নিদান।

চন্দ্রে কলঙ্ক ।

কেহ বলিতে পার, চন্দ্রে কলঙ্ক কেন? এমন সুধাময় সুধাকরে কে কলঙ্ক স্থাপন করিল? অয়ি, সুধাকরপ্রিয়া কুমুদিনি, বলিতে পার, চন্দ্রে কলঙ্ক কেন?

চন্দ্রে যে কলঙ্ক আছে, তদ্বিষয়ে বিজ্ঞানবিত্তেরা যাহা বলেন, তাহা সকলেই জানেন; কিন্তু উক্ত বিষয়ে ভিন্ন২ দেশে কিরূপ জনপ্রবাদ, আমরা তাহা প্রকাশ করিতেছি।

বঙ্গদেশের কোন২ স্থানে চন্দ্রস্থ কলঙ্ককে কদম্ব বৃক্ষ ও তাহার নিম্নে বসিয়া এক বৃদ্ধা চরকায় সুতা কাটিতেছে, এই কল্পনা করা হয়। আর সেই বৃদ্ধা চন্দ্রের মাতা; সে নিয়ত বসিয়া২ সুতা কাটে। বঙ্গদেশের কোন২ অঞ্চলে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এই চিরপ্রবাদ। আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া জানেন না; তাঁহাদের স্বামিদের মধ্যেও বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা তাদৃশ নাই। এস্থলে এরূপ জনপ্রবাদ অসম্ভব নহে। কিন্তু ইংরাজ নারীদিগের বিশ্বাস আরও চমৎকার। তাঁহারা চন্দ্রস্থ কলঙ্ককে এক মনুষ্য কল্পনা করেন। আবার তাহার পৃষ্ঠে এক বোঝা কাঠ। তাঁহাদের আরও বিশ্বাস এই যে, সেই চন্দ্রস্থ মনুষ্য একবার পৃথিবীতে নামিয়াছিল। তদ্বিষয়ে ইংরাজীতে একটী কবিতা আছে;—

"The man in the Moon
Came down too soon,
And asked his way to Norwich."

চন্দ্রস্থ মনুষ্য নামিয়া নরউইচ নগরে গিয়াছিল। কিন্তু আমাদের দেশীয় স্ত্রীরা বলেন না যে, চন্দ্রস্থ বুড়ী কখন নামিয়া বৈদ্যবাটীর হাটে তুলা কিনিতে গিয়াছিল।

চন্দ্রে মনুষ্য কি প্রকারে গেল? যে সময়ে এই প্রবাদ জন্ম গ্রহণ করে, তৎকালে ইউরোপে বেলুন যন্ত্রের আবিষ্কার হয় নাই। তাহা হইলে, লিখিত থাকিত যে, বেলুন যন্ত্রে আরোহণ করিয়া সে মনুষ্য চন্দ্রলোকে গিয়াছিল। তবে কি প্রকারে চন্দ্রলোকে মনুষ্য গেল? তাঁহারা বলেন, মুসার

সময়ে এক ব্যক্তি প্রান্তরে বিশ্রাম বারে কাষ্ঠ আহরণ করিয়াছিল, এই অপরাধে সেই ব্যক্তির চন্দ্রলোকে বাস হইয়াছে, এবং প্রলয়কাল পর্য্যন্ত সে চন্দ্রলোকেই থাকিবে। তাঁহারা এ বিষয়ে বাইবেলের গণনা পুস্তকের ১৫ অধ্যায়ের ৩২—৩৬ পদ উল্লেখ করেন। কিন্তু সে পুস্তকে সেই মনুষ্যের চন্দ্রলোকে নীত হইবার কোন কথা নাই।

জর্ম্মণদিগের মধ্যেও এবিষয়ে জনপ্রবাদ আছে। তাহাদের জনপ্রবাদ মতে চন্দ্রে একজন স্ত্রী ও একজন পুরুষ বাস করে। তাহারাও শাপগ্রস্ত হইয়া চন্দ্রলোকে নীত হইয়াছে। তাহাদের শাপগ্রস্ত হইবার কারণ এই যে, এই পুরুষ এক দিন ধর্ম্মমন্দিরের পথে কন্টক নিক্ষেপ করিয়া ধার্ম্মিক লোকদের মন্দিরে যাইবার বাধা জন্মাইয়াছিল, আর এই স্ত্রী বিশ্রামবারে নবনীত প্রস্তুত করিয়াছিল, সুতরাং তাহারা অভিশপ্ত হইয়া উভয়েই চন্দ্রলোকে নীত হইয়াছে। পুরুষের স্কন্ধে কন্টকী বৃক্ষের শাখা ও স্ত্রীর হাতে নবনীত পাত্র রহিয়াছে।

উত্তর ফ্রিজিয়ানে চন্দ্রের কলঙ্ক বিষয়ে জনপ্রবাদ এই যে, খ্রীষ্টমাস দিবসে এক ব্যক্তি এক জনের বাগান হইতে তরকারি চুরি করিয়া পলায়ন করিতেছিল। এমত সময়ে সে গৃহস্থ কর্ত্তৃক ধৃত হয়। সেই অপরাধে তরকারির বোঝা স্কন্ধে করিয়া সে ব্যক্তি চন্দ্রলোকে রহিয়াছে।

সিলট প্রদেশের লোকেরা বলে যে, এক ব্যক্তি সচরাচর মেষ চুরি করিত। একবার মেষপালকেরা তাহাকে ধরে। তাহাতে অভিশাপগ্রস্ত হইয়া সেই মনুষ্য চন্দ্রে নীত হইয়াছে; তাহার স্কন্ধে একটী মেষশাবক রহিয়াছে। একণে সে মেষাপহারকদিগের ভয়ের কারণ।

হ্বান্টস অঞ্চলের লোকদিগের বিশ্বাস এই যে. চন্দ্রলোকে এক দৈত্য বাস করে। তাহার দ্বারা সমুদ্রে জোয়ার ভাঁটা হয়।*

দিনেমারদের মধ্যে এই জনপ্রবাদ যে, চন্দ্রস্থ মনুষ্য তরকারি চোর ছিল। কাবগুরু দান্তে তাহাকে বাইবেলের কেইন বলেন,——

"...Now doth Cain with fork of thorns confine,
On either hemisphere, touching the wave
Beneath the towers of Sevile. Yesternight
The moon was round"—Hell, cant. xx.

আবার অন্ধকবি মিল্টন বলেন,—

"...Tell, I pray thee, whence the gloomy spots,
Upon this body, which below on earth
Give rise to talk of Cain in fabling quant"
Paradise, cant. ii.

ইউরোপের বাল্মীকি, চসার চন্দ্রস্থ কলঙ্ককে মনুষ্য কল্পনা করিয়া আবার তাহাকে চোর বলিয়াছেন। তিনি সিস্থিয়া সুন্দরী, অর্থাৎ চন্দ্রের বিষয়ে লেখেন,——

"Her gite was gray and full of spottis blake,
And on her brest a chorle painted ful even,
Bering a bush of thornis on his backe,
Whiche for his theft might clime so ner the heaven."

প্রথম এডবার্ডের সময়ে চন্দ্রস্থ মনুষ্যের বিষয়ে কি প্রকার লোকের সংস্কার ছিল, তাহা ব্রাইটের এক সঙ্গীতে কিছু যানা যায়,——

"Man in the Moon stand and sit,
On his bot-fork his burder he beareth,
It is much wonder that he do na daun slit,

* (Thorp's Mythology and Popular Traditions. Vol. iii. p. 57.)

For doubt lest he fall he shudd'reth and shivereth."

আলেকজাণ্ডর নিকাম দ্বাদশ শতাব্দীর লেখক। তিনিও বিশ্বাস করিতেন যে চন্দ্রে এক মনুষ্য আছে, আর তাহার স্কন্ধে কাষ্ঠের বোঝা। তাঁহার কবিতার ইংরাজী অনুবাদ এই ;——

"See the rustic in the Moon,
How his bundle weighs him down ;
Thus his sticks the truth reveal,
It never profits man to steal."

ইংলণ্ডের ডিবনশায়রের লোকেরা আজি পর্য্যন্ত বলে যে, চন্দ্রে একজন মনুষ্য আছে, আর তাহার স্কন্ধে একটী কুকুর। সে জনপ্রবাদের প্রমাণ শেক্সপিয়রের Tempest নামক নাটকে পাওয়া যায়, যথা——

Cal. Hast thou not dropt from heav'n ?
Steph. Out O' th' moon, I do assure thee. I was the man in the moon when time was.
Cal. I have seen thee in her ; and I adore thee. My mistress show'd me thee, and thy dog and thy bush."

Tempest, Act 2. Scene 2.

কনওয়ের এক খ্রীষ্টীয়ান মন্দিরে চন্দ্রস্থ মনুষ্যের এক প্রতিমূর্ত্তি পর্য্যন্ত আছে।

ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় এডবার্ডের সময়ে (১৩৩৫ খ্রীষ্টাব্দে) টেমস্ নদীর তীরস্থ কিংষ্টন গ্রামের ওয়াল্টর নামক এক ব্যক্তিকে কয়েক বিঘা ভূমি দান করা হয়। সেই দানপত্রে রাজার যে মোহর করা হয়, তাহাতে চন্দ্রস্থ মনুষ্যের এক প্রতিমূর্ত্তি আছে। সে মোহরে লিখিত আছে ;—

"Te Waltere docebo,
Cur spinas phebo
gero,"

তাহার অর্থ এই, "হে ওয়াল্টর, আমি তোমাকে শিক্ষা দিব যে কেন আমি চন্দ্রে থাকিয়া কন্টক বহন করি।"

চন্দ্রস্থ কলঙ্ক বিষয়ে প্রাচীন গ্রিক ও রোমানদিগের বিশ্বাসও কতকটা এই রূপ। অতএব ইউরোপীয় জাতিদিগের বিশ্বাস এই যে, চন্দ্রে যে কলঙ্ক, তাহা কলঙ্ক নহে, এক মনুষ্য।

স্কাণ্ডিভানীয় প্রাচীন গ্রন্থাদিতে লিখিত আছে যে, একদা চন্দ্র দুটী বালককে চুরি করিয়া আকাশে লইয়া যায়। তাহাদের নাম ঝকি ও বিল। তাহারা কূপ হইতে জল তুলিতেছিল। এমন সময়ে চন্দ্র তাহাদিগকে হরণ করে ; তাহাদের জলপাত্র এক্ষণে তাহাদের স্কন্ধে আছে। সেই অবধি তাহারা চন্দ্রে রহিয়াছে।

সুইডেরা সেই দুটী বালকের একটীকে বালক ও একটীকে বালিকা বলে। তদনুসারে ইংলণ্ডের কোন২ স্থানে এই জনপ্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে। তদ্বিষয়ে একটী কবিতা আছে, ; ইংরাজেরা ঝকিকে জ্যাক ও বিলকে জিল করিয়াছেন ;—

"Jack and Jill went up a' hill,
To fetch a pail of water ;
Jack fell down, and broke his crown,
And Jill came tumbling after."

বুদ্ধদিগের মধ্যেও এ বিষয়ে এক আশ্চর্য্য জনপ্রবাদ আছে। শাক্যমুনির সঙ্গে এক হনুমান, এক শশক, ও এক শৃগালের অতিশয় প্রণয় ছিল। এক দিন ইন্দ্র, তাহাদিগের আতিথেয়তা পরীক্ষা করণাভিলাষে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া আহার করিতে চাহিলেন। অতিথির ভোজনার্থ শশক, হনুমান, ও শৃগাল অরণ্যে ফল, মূল আহরণার্থ বহির্গত হইল। দুই জনে কৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিল, কিন্তু শশক কিছু পাইল না। এ জন্য সে আপনার মাংস দ্বারা অতি-

থির সেবা করণার্থ এক অগ্নিকুণ্ড করিয়া তাহাতেই নিক্ষিপ্ত হইল। ইন্দ্র তাহার ভক্তি দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে স্বর্গে লইয়া গিয়া চন্দ্রে রাখিলেন। এজন্য চন্দ্রের নাম শশাঙ্ক।*

পঞ্চতন্ত্রে শশক ও হস্তীর যে উপন্যাস আছে, তাহা বিদ্যাসাগরের প্রসাদাৎ বিদ্যালয়ের বালক মাত্রেই পাঠ করিয়াছে। সে শশক বলিয়াছিল, "আমি চন্দ্রলোক হইতে আসিয়াছি।"

আমাদের কবিরা চন্দ্রকে শশাঙ্ক ও মৃগাঙ্ক বলেন। মহাভারতে হরিবংশে লিখিত আছে;—

"লোকচ্ছায়া ময়ং লক্ষ্ম তবাঙ্কে শশ সংস্থিত;
ন বিদু সোম দেবাপি যেচ নক্ষত্র যোগিনঃ।"

এ স্থলে শশঃ শব্দের অর্থ মৃগ।

ভারতচন্দ্র বিদ্যার রূপ বর্ণন কালে বলিয়াছেন, বিদ্যার মুখ দেখিয়া

"কাঁদেরে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ করি কোলে।"

সুতরাং ভারত চন্দ্রকে মৃগাঙ্ক ও চন্দ্রস্থ কলঙ্ককে মৃগ কহিতেছেন।

চোর কবি চন্দ্রের কলঙ্ক লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি বলেন,

" নেদং নভোমণ্ডলমম্বুরাশি,
নৈমাশ্চ তারা নব ফেন খণ্ডঃ,
নায়ং কলঙ্কঃ শায়িতোমুরারিঃ"

তিনি নভোমণ্ডলকে অম্বুরাশি, নক্ষত্রগণকে ফেণ খণ্ড বলিয়া বলেন যে চন্দ্রস্থ কলঙ্ক কলঙ্ক নহে, মুরারি শায়িত আছেন।

পৌরাণিকেরা আরো কহেন, চন্দ্র যৌবনকালে বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত দেবগুরু বৃহস্পতির নিকট গমন করেন। চন্দ্র যে অতীব সুন্দর ছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। বঙ্গ দর্শনের মতানুসারে বৃহস্পতিপত্নী তারা চাঁদের রূপে মোহিত হন। চন্দ্র গুরুপত্নী হরণ করেন। সেই পাপে, গুরুর অভিশাপে চন্দ্রে কলঙ্ক হইয়াছে।

ইহা যে রূপ অসম্ভব, চন্দ্রে মনুষ্যের বাসও তদ্রূপ অসম্ভব। এ সকলই জনপ্রবাদ মাত্র, তথাপি ইউরোপীয় জনপ্রবাদ অপেক্ষা আমাদের দেশীয় জনপ্রবাদ যে অনেক উৎকৃষ্ট, তাহা এ প্রস্তাব পাঠক মাত্রে বুঝিতে পারিবেন।

* Upham, "Sacred Books of Ceylon," iii 309.

অধুনাতন এবং পুরাতন বঙ্গের সাধারণ অবস্থা।

প্রত্যেক সভ্য সমাজে সংবাদ পত্র প্রথা প্রচলিত আছে। দেশের প্রধান২ ঘটনা ও ভাল মন্দ অবস্থা সাধারণ্যে প্রকাশ করাই সংবাদ পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। কালে সংবাদ পত্রের সাহায্যে ইতিহাসকর্ত্তা আপন লেখনীর উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দেশের ঘটনা ও অবস্থা বর্ণন এবং তন্মধ্যে কার্য্য কারণভাব প্রদর্শন করেন। অন্য কোন উপকরণ অভাবে একমাত্র সংবাদ পত্রের আনুকূল্যেই সভ্য সমাজের ইতিহাস লিখন অথবা অবস্থা সমালোচন সহজ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। যদি স্পেক্টেটর প্রভৃতি প্রাচীন পত্র প্রকাশিত না হইত; অথবা হিউম, মেকলে প্রভৃতি ইতিবেত্তা জন্ম গ্রহণ না করিতেন; তাহা হইলে, বক্লস্ কখন ইংলণ্ডীয় সভ্যতার ইতিহাস লিখিয়া এতাধিক লোকের মনোহরণ করিতে পারিতেন না।

আমরা অদ্য যে গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি তাহার সাহায্যকারী কোন সংবাদ পত্র অথবা ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। গত শতাব্দীতে বঙ্গদেশে কোন সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয় নাই। সংবাদ পত্র যে কয়েক বৎসর হইল প্রচারিত হইতেছে, তাহার দ্বারা প্রাচীন বঙ্গের কিছুই জানা যায় না। যে কয়েক খানি ইতিহাস পাওয়া যায় তাহাতে দেশের ২।১টী প্রধান২ ঘটনার স্থূল২ বর্ণন ব্যতীত প্রাকৃতিক প্রথবা সামাজিক অবস্থার বিন্দু বিসর্গও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এমন কোন নাটক পাওয়া যায় না, যাহার সাহায্যেই বা দেশের আভ্যন্তরীণ রীতি নীতি অবগত হওয়া যায়। সুতরাং এই প্রস্তাব দ্বারা যে আমরা পাঠকগণের চিত্ত আকর্ষণ অথবা জ্ঞান বর্দ্ধন করিব, এমন স্পর্দ্ধা করি না। তথাপি এরূপ বিষয় জানিতে সকলেরই কৌতুহল জন্মে এবং আমরা এইরূপ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াই সামান্য উপন্যাস, জনশ্রুতি, বৃদ্ধদিগের বাক্য, বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থ, স্ত্রীলোকের নিকট শ্রুত ছড়া পাঁচালী, নীল ও রেসম কুঠীয়াল দিগের লিপীবদ্ধ বৃত্তান্ত, কোন২ সম্ভ্রান্ত বংশের বিবরণ ও আধুনিক আচার ব্যবহার সহ মিশ্রিত প্রাচীন প্রথা প্রভৃতির উপর নির্ভর করিয়া ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। কত দূর কৃতকার্য্য হইব বলিতে পারি না।

প্রাচীন ও আধুনিক বঙ্গের অবস্থা বর্ণন করিতে হইলে, প্রাচীন বঙ্গ কাহাকে বলে, আধুনিক বঙ্গই বা কাহাকে বলে, নির্দ্দেশ করা অত্যাবশ্যক। আমাদিগের উদ্দেশ্য যুদ্ধ বিগ্রহ অথবা রাষ্ট্রবিপ্লব বর্ণন নহে, সুতরাং কোন বৃহৎ ঘটনাকে উভয়ের মধ্য সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারি না। দেশের প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম অবস্থা এবং সামাজিক আচার ব্যবহার ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনশীল। প্রতি মুহূর্ত্ত কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, অথচ তাহা এত অল্প যে বুঝা যায় না। ক্রমে ৮।১০ বৎসর গত হইলে দেখা যায় যে কোন গুরুতর প্রথা এত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, পূর্ব্ব প্রথা উঠিয়া তৎস্থলে নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যেমন মানব শরীর নিয়ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে অথচ আহার দ্বারা তাহা পুনর্ব্বার পূর্ণ হইয়া নবীন ভাব ধারণ করিতেছে; কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তজাত নবীনত্বের পরিমাণ এত অল্প যে, ২ দিনের প্রভেদ অলক্ষিত অথচ কয়েক বৎসর পরে সম্পূর্ণ বিভিন্নাবয়ব জন্মে। বহু দিবস পরে কোন বিশেষ পরিচিত বন্ধুকে দেখিলে শীঘ্র চিনা যায় না; সামাজিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও সেই রূপ। এই পরিবর্ত্তন সমাজ অনুভব করিতে পারে না। দেহতত্ত্ববিতেরা বলেন শারীরিক অংশ বিশেষ নিয়ত পরিবর্ত্তন হইয়া প্রতি ৭ বৎসরে মনুষ্য নূতন কলেবর ধারণ করে, অথচ কেহ অনুভব করিতে পারে না, সামাজিক অবস্থাও অবিকল এইরূপ। সুতরাং আমরা দেশের প্রাকৃতিক, কৃত্রিম ও সামাজিক অবস্থার প্রাচীনত্ব ও নবীনত্ব প্রাকৃতিক, কৃত্রিম ও সামাজিক ঘটনা দ্বারা নির্দ্দেশ করিব।

যে অবধি বঙ্গের জল জঙ্গলাবৃত অধিকাংশ মৃত্তিকা মনুষ্যের ভবন অথবা শস্য ক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়াছে; এবং দেশের বিশেষ শস্যশালী নদীতীরস্থ ক্ষেত্রের অধিকাংশ, বিজাতীয়দিগের কর-

তঙ্গস্থ হইয়া, রং মসল্লার আকর হইয়াছে, আমরা তাহাকে আধুনিক বঙ্গ বলি; যে অবধি কৃষি কার্য্যের উপযুক্ত মৃত্তিকার পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে, অথচ দেশের শিরোমণি মধ্যবিৎ লোকের অবস্থা দিন২ মন্দ হইতেছে অথচ উকিল, মুনসেপ, ডেপুটী কালেক্টর, কেরাণী, আমলা, ডাক্তার প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, আমরা তাহাকে আধুনিক বঙ্গ বলি; যে অবধি আউস ধান্য, মাসকলাই দাল, ইলিস অথবা রোহিত মৎস্য ও প্রচুর ঘন দুগ্ধ পরিবর্ত্তে, বাঁশফুল চাল, মুগের দাল, বাঁশপাতা গেয়ালী মৎস্য ও অল্প পরিমাণে বল্‌কা দুগ্ধ মধ্যমাবস্থ শিক্ষিত ভদ্রলোকের আহার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, আমরা তাহাকে আধুনিক বঙ্গবলি; যে অবধি পতিসেবানুরক্তা বঙ্গমহিলাগণ "কার্পেট বুনিতে" ও দীনবন্ধু বাবুর "জামাই বারিক" পড়িতে শিখিয়াছেন, ও সময়াভাবে সামান্য গৃহকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না, শাশুড়ী, ননদিনী অথবা দাস দাসী অভাবে পরম পাপী অর্থাৎ স্বামী* স্বহস্তে রন্ধন করেন আমরা তাহাকে আধুনিক বঙ্গ বলি; যে অবধি বঙ্গ দুহিতৃগণ অমূঢ়া কালে বালিকাবিদ্যালয়ের গৃহে দৌড়াদৌড়ি করিয়া ও পুরুষের নিকট লেখা পড়া শিখিয়া, স্ত্রীজনোচিত কমনীয়তা ও লজ্জাশীলতা হারাইয়াছে এবং চারুপাঠ, বোধোদয় প্রভৃতির প্রভাবে গ্রন্থ লিখিতে শিখিয়া দেশের ধনভাগ ক্ষয় ও সমালোচকদিগকে জ্বালাতন করিতেছে, আমরা তাহাকেই আধুনিক বঙ্গ বলি; যে অবধি পশ্চিম দেশীয় রীত নীতি ও শিক্ষা বঙ্গ সমাজে প্রবেশ করিয়া বহুলাংশে প্রাচীন আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তন ও নূতন প্রবর্ত্তন করিয়াছে, আমরা তাহাকে আধুনিক বঙ্গ বলি।

আর যখন অগ্নিতেজা আর্য্যতনয় বঙ্গের তেজোহর জল বায়ুতে, ক্রমে হতবীর্য্য হইয়া সার্দ্ধ পঞ্চশত বৎসর নৃশংস যবনাধিকারে বাস করিয়া স্বাভাবিক তেজঃস্বিতা হারাইয়াও কোনগুরুতর বিষয়ে বিজাতির অনুকরণ করে নাই, আমরা সেই কালকে প্রাচীন বঙ্গ বলি; যখন দিল্লীশ্বর ও বঙ্গাধিপ প্রভৃতি ইস্লামধর্ম্মাবলম্বীদিগের চতুর্দ্দিক রুদ্ধ অন্তঃপুর দেখিয়া ও ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান রহিত নবাব ও ওমরাদিগের স্বেচ্ছাচারে অত্যাচারিত হইয়াও আর্য্য রমণিগণ তীর্থ দর্শনার্থে বানারস যাত্রা করিতেন ও তথায় যথা রীতি অসূর্য্যস্পশ্য রূপ ত্যাগ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে বিশ্বেশ্বরের পূজা করিতেন, আমরা সেই কালকে প্রাচীন বঙ্গ বলি। যখন বঙ্গের সম্ভ্রান্ত বংশধরগণ বাল্যাবধি ত্রিংশৎবর্ষ "করিমা ববক্‌সা বরহালে মা" হইতে "আল্লা হো আক্‌বর, লা এলাহি ল্লাল্লা মহম্মদ রসুল্লাল্লা" পাঠ করিয়া, জামা জোড়ার পরিবর্ত্তে ইজার চাপকান পরিধান করিয়া ও চতুর্ধারী, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি উপাধীর পরিবর্ত্তে খাঁ মজুমদার উপাধি ধারণ করিয়া আপনাদিগকে সম্মানিত জ্ঞান করিতেন, আমরা সেই কালকে প্রাচীন বঙ্গ বলি; যখন স্বধর্ম্মে থাকিয়া নানাবিধ উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও বঙ্গবাসিগণ যজ্ঞোপবীতধারী অর্দ্ধোলঙ্গ ব্রাহ্মণ দর্শন করিলেই নতশীর হইতেন, আমরা সেই কালকে প্রাচীন বঙ্গ বলি; যখন সামান্য কারণে পত্যন্তর

* এরূপ রমণীর কর গ্রহণ পূর্ব্বজন্মের পাপের ফল ব্যতিত আর কিছু বোধ হয় না।

গ্রাহিনী রূপ যৌবনোন্মত্তা যবনতনয়াদিগকে দেখিয়াও পতি ভিন্ন অনন্যগতি পতি-প্রাণা কিশোর বয়স্কা বঙ্গ মহিলা পতি ইহলোক ত্যাগ করিলে সংসারের যাবতীয় সুখে জলাঞ্জলী দিয়া জ্বলন্ত অনলে ঝাঁপ দিয়া, পতি বিরহ যন্ত্রণা নির্ব্বাণ করিয়া, সতীত্ব ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখাইত, আমরা সেই কালকে প্রাচীন বঙ্গ বলি; যখন ভারতের রাজ কার্য্যে পারস্য ও হিন্দি মিশ্রিত পারস্যসর্ব্বত্র প্রচলন হইয়াছিল, সংস্কৃত কেবল ধর্ম্ম কর্ম্মের অথবা নিষ্কর্ম্মার ভাষা বলিয়া পরিগৃহীত হইত, অথচ রঘুনাথ শিরোমণি, জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি নৈয়ায়িক ও রঘুনন্দন, ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি স্মার্ত্ত জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রাচীন কালের মনোবৃত্তি পরিচালন অনন্যাভিপ্রায়মুলক প্রতিপন্ন করিত, আমরা সেই কালকেই প্রাচীন বঙ্গ বলি; যখন মোক্তার ও ধনাগার অভিন্ন দেখিয়াও সহস্র সহস্র যুবক দারিদ্র ভবন চতুষ্পাঠীর আশ্রয় গ্রহণ করিত এবং আজীবন রাজ প্রসাদবঞ্চিত হইয়া কেবল ভিক্ষোপজীবী হইয়া প্রাণধারণ করিত, আমরা সেই কালকেই প্রাচীন বঙ্গ বলি।

লোকের প্রকৃতি অনেকাংশে দেশের প্রকৃতি অনুযায়ীক, সুতরাং প্রাচীন ও আধুনিক বঙ্গকে একত্র তুলনা করিতে হইলে, দেশের তাৎকালিক ও আধুনিক প্রকৃতির তুলনা আবশ্যক।

১মতঃ—প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারেই অনুভূত হয় পূর্ব্বে বর্ত্তমান কালাপেক্ষা অধিক স্থান জল, জঙ্গল দ্বারা আবৃত ছিল। এক্ষণে এমন অনেক স্থান নদী এবং সাগর গর্ভ হইতে পয়োস্থ হইতেছে, এমন অনেক বিল, খাল খন্দ ক্রমে মৃত্তিকা পড়িয়া কৃষি কার্য্যের উপযোগী হইতেছে এমন অনেক জঙ্গল পরিষ্কৃত হইতেছে, যাহা অনতি দীর্ঘ-কাল পূর্ব্বেই কোন ব্যাবহারে আসিত না। নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতির নাম, পদ্মা নদীর তীরস্থ জলঙ্গী, স্বাদীখাঁর দিয়ার ভবানন্দ দিয়ার, মরিচের দীয়ার প্রভৃতির দিয়ার আখ্যা ও মৃত্তিকার নিম্নে নৌকার ভগ্নাবশেষ প্রভৃতি দৃষ্ট হওয়া ও চলন প্রভৃতি বিল বৎসর বৎসর মৃত্তিকা পতন দ্বারা ক্রমশঃ ভরাট হওয়া এতৎ সম্বন্ধে দেদীপ্যমান প্রমাণ। বাদা ও সুন্দর বন বৎসর২ পরিষ্কৃত হইতেছে। ১৭৯৩ শালে, যখন দশ শালা বন্দোবস্ত হয়, তখন বঙ্গ দেশের প্রায় তৃতীয়াংশ বিল, খাল, ডোবা, জঙ্গল প্রভৃতির দ্বারা আবৃত ছিল; যাহার অনেক স্থলে এক্ষণে কৃষি কার্য্য হইতেছে। এতদ্ব্যতীত অনেক চড় পয়োস্থ হইয়া প্রচুর শস্য প্রদান করিতেছে। সুতরাং একথা বলা অন্যায় নহে, যে পরিমাণে খাল খন্দ ভরাট হইয়াছে, জঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়াছে সেই পরিমাণে দেশে অধিক শস্য উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু একথা সর্ব্বথা যথার্থ নহে। তাহার অনেক কারণ আছে। তন্মধ্যে নীলকর ও নীলের চাষ সর্ব্ব প্রধান। যে খানে নীলকুঠী আছে তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী নবীন পয়োস্থ অথবা অধিক শস্যশালী মৃত্তিকা কুঠীর নিজ জোত অথবা পাট্টা ভুক্ত। আমরা ইহার দৃষ্টান্ত স্থলে বলিতেছি পাঠকগণের মধ্যে যিনি রাজসাহী জেলার পদ্মা নদীর তীরে ভ্রমণ করিয়াছেন, তিনি অবশ্য দেখিয়াছেন, নদী তীরের চড়ে চারি অঙ্গুলী পরিমাণ মাটি পড়িলেই নীল বীজ উপ্ত হয়। এমন সহস্র বিঘা মৃত্তিকা নীলের ঝাড়ে আবৃত হই-

য়া আছে, যাহার এক বিঘা মাত্রের উৎপন্ন তণ্ডুল ও রবিখন্দ এক জন লোক সম্বৎসরে আহার করিতে পারে না। বলিতে কি, তীরস্থ অনেক গ্রামের লোক একমাত্র চড়ের উৎপন্ন শস্য দ্বারা সচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিত, এক্ষণকার লোকের মত কেবল চাকুরী অনুসন্ধান করিত না।

নানাবিধ কুটুম্ব ও নিরাশ্রয় আত্মীয় সজনের ভারগ্রস্ত হইয়া রত্নগর্ভা চড়ের প্রসাদে কোন চিন্তা করিত না। এবং হিন্দু সমাজে বাসোপযোগী ১২ মাসে ১৩ পর্ব্ব ও ক্রিয়া কলাপের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। পক্ষান্তরে আমরা (তাঁহাদিগের সন্তান) সেই সকল চড় বিরহিত হইয়া এক মাত্র চাকরীর উপর জীবিকা নির্ব্বাহ জন্য নির্ভর করিতেছি এবং বাটীর স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছি, কত লোককে তোষামোদ করিতেছি, তথাপি অতি কষ্টে পেটের ভাত মাত্র জুটাইতেছি। নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে বঙ্গদেশের যে যে স্থলে নীল কুঠি সংস্থাপিত হইয়াছে, তথাকার মৃত্তিকা বহুলাংশে অধিবাসিগণের উপভোগে লাগিতেছে না, সুতরাং তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। সত্য বটে, দেশের কোন কোন অংশের পূর্ব্বে জল জঙ্গলাবৃত মৃত্তিকা এক্ষণে কৃষি কার্য্যোপযোগী হইয়া তৎ স্থানের অধিবাসিগণের কিয়ৎ পরিমাণে সুখ সচ্ছন্দতা বর্দ্ধন করিয়াছে। কিন্তু নীলকরের উপদ্রবে যে পরিমাণে লোকের ক্লেশ হইয়াছে, তাহা, ঐ সুখ অপেক্ষা অনেক অধিক। যখন এই সকল নবীন পয়োস্থ ও পরিষ্কৃত মৃত্তিকা সত্ত্বেও যে সংখ্যক লোক সুখী হইয়াছে, তদপেক্ষা দুর্দ্দশাগ্রস্তের সংখ্যাই অধিক এবং পূর্ব্বোৎপন্ন তণ্ডুল রবিখন্দাদির পরিমাণ অধুনাতন তণ্ডুলাদির পরিমাণ অপেক্ষা অল্প, তখন একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, প্রকৃত উন্নতির কারণ প্রাকৃতিক কারণ এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা ম্লান হইয়াছে। আমাদিগের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এই আপত্তি হইতে পারে, যখন বঙ্গদেশের ভুরীভ্রু ভড় প্রভৃতি অন্যান্য স্থানের উৎপন্ন শস্যাদি দ্বারা সমুদয় দেশের লোক প্রতিপালিত হইতেছে, তখন পদ্মার তীরস্থ অথবা অন্য রূপ কিয়ৎ পরিমাণে মৃত্তিকাতে নীলের চাষ হইলে ক্ষতি কি? এক বিঘার উৎপন্ন তণ্ডুল অপেক্ষা নীল বিনিময় দ্বারা ভিন্ন দেশের হয়ত দুই বিঘার উৎপন্ন শস্যান্তর অথবা তদপেক্ষা অধিক মূল্যের কোন শিল্পজাত দ্রব্য পাওয়া যায়, তখন নীল কিরূপে দেশের অপকারী? আমরাও নীলচাষ দেশের অপকারী বলি না, কিন্তু নীল চাষের লাভ ভারতে থাকে না। প্রায় সমুদয় নীলকরই বিজাতীয়, সুতরাং তাহার উৎপন্ন লভ্যে ভিন্ন দেশের লোকের সুখ সচ্ছন্দতা বর্দ্ধন করে এবং ভিন্ন দেশের ধন বৃদ্ধি করে। যদি বঙ্গীয় ধনাঢ্যেরা নীল চাষে প্রবৃত্ত হইত, তাহা হইলে আমরা নীল চাষ কখন উপকারী ব্যতীত অপকারী বলিতে পারিতাম না। কারণ শত শত বিঘা মৃত্তিকাতে নীল চাষ হইলেও, প্রসস্ত ভূমি বঙ্গভূমিতে এমন সচ্ছন্দ ক্ষেত্র আছে, যাহার উৎপন্ন শস্যে বাঙ্গালীরা অনায়াসে জীবন ধারণ করিতে পারে। নীলের চাষ দ্বারা যদিও বঙ্গের এক ভাগের লোক অসুখী হয়, তথাপি সাধারণ ধন বৃদ্ধি হওয়াতে, সুখীর সুখ বৃদ্ধি এবং চাকরীয়াদিগের

প্রচুর পরিমাণে চাকরী প্রাপ্তি বশতঃ তাহাকে দেশের অনিষ্টকর বলা যাইতে পারে না।

২য়তঃ—সাধারণ কৃষি পূর্ব্বাপেক্ষা কিয়দংশে উন্নত ব্যতীত অবনত হয় নাই। চা, গোল আলু, গাঞ্জা, অহিফেন, তুইত প্রভৃতির চাষ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

চা দ্বারা বাঙ্গালীদিগের বিশেষ উপকার দেখা যায় না। চা আমাদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ আবশ্যকীয় নহে। এখানে শীতাধিক্যে শরীরের এরূপ জড়তা হয় না, যাহা চা রস পান ব্যতীত দূরীভূত হয় না। আমাদিগের পক্ষে কোষ্ঠা পাত সুক্তা চা অপেক্ষা অধিক উপকারী। উভয়েরই প্রায় এক রূপ গুণ, অথবা চা অপেক্ষা সুক্তো শিতবীর্য্য। চার অশেষ গুণ সত্ত্বেও এক মাত্র বায়ু বিগুণকারীত্ব বশতঃ গ্রীষ্মমণ্ডলের পানীয় মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। সুতরাং সাহেবদিগের অনুকরণে চা পান ত্যাগ করিয়া আমাদিগের সুক্তার জল পান ও তাহার পাতার উন্নতি সম্বন্ধে চেষ্টা করা উচিত। পক্ষান্তরে চা, কাফি আমাদিগের দেশের ধন বৃদ্ধিও করিতেছে না। যেহেতু; ঐ সকল চাষ অধিকারী প্রায় বাঙ্গালী নহে। উহার উৎপন্ন লাভাংশ নীলের লাভের ন্যায় বিজাতির উপভোগ্য। আমরা শারীরিক শ্রম করিয়া চা, নীল প্রভৃতি প্রস্তুত করি, কিন্তু অন্যে তাহার ফলভাগী।

Cursed, in the midst of nature's bounty cost,
And in the loden vineyard dies for thirst.

পণ্ডিতবর আডিসন অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে ইটালীর দুর্দ্দশা দেখিয়া উপরোক্ত চরণদ্বয় লর্ড মন্টগুমারীকে লিখিয়াছিলেন। এই সময়ে ইটালী অষ্ট্রেলীয়দিগের করগ্রস্ত ছিল। আমাদিগের দেশও ব্রীটানীয়দিগের করগ্রস্ত প্রযুক্ত হইয়া তদ্রূপ হইয়াছে। দেশের লাভজনক চাষ আমাদিগের হস্তে নাই, অথচ আমরা শারীরিক শ্রম দ্বারা তাহা উৎপাদন করি। বর্ত্তমান সময়ে মধ্যবর্ত্তী লোকের যে এত দুর্দ্দশা, এত দরিদ্রতা, এত চাকরীপ্রিয়তা তাহা প্রধানতঃ এই সকল লাভজনক চাষ বিজাতির করগ্রস্ত থাকায় হইয়াছে। আমাদিগের দেশের লোক কেবল চাকরীই বুঝিয়াছেন, চাকরীরই প্রত্যাশী। হা! হতভাগ্যগণ! তোমাদিগের মাতার গর্ভে রত্ন নিহিত রহিয়াছে, সাগর পার হইতে বিজাতীয়গণ আসিয়া, লুটিয়া লইয়া যাইতেছে, কিন্তু তোমরা কেবল চাকুরী চাকুরী করিয়াই ব্যস্ত। তোমরা সভ্য হইয়াছ। এ, বি, সি, ডির আলোকে অন্তরের অন্ধকার দূর করিয়াছ। অভিমানে মৃত্তিকাতে পদস্পর্শ করিতে চাহ না। কিন্তু তোমাদিগের বিজ্ঞতা পূর্ব্বাপেক্ষা দিন দিন হ্রাস হইতেছে। তোমাদিগের পিতামহেরা বলিতেন, "বাণিজ্যের সোনা ও খ্যাতের কোনা।" তাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণে এই বাক্যের অনুযায়ীক আচরণও করিতেন। এক্ষণেও পল্লীস্থ গৃহস্থ মধ্যবিৎদিগকে অল্প বিস্তর শস্যাদির চাষে রত দেখা যায়। তাঁহারা পিতৃপিতামহদিগের দৃষ্টান্তানুসারে চলিতেছেন চা, নীলের চাষ পদ্ধতি পূর্ব্বে বাহুল্য রূপে ছিল না, সুতরাং প্রাচীন বঙ্গবাসিগণ তাহার উপযোগীতার মর্ম্ম হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন নাই, তাহাতে প্রবৃত্তও হয়েন নাই। তোমরা তণ্ডুল গোধুমের চাষের

লাভালাভও বুঝিয়াছে, তৎসহ চা নীলের অর্থ প্রদান শক্তিও অবগত আছে, তথাপি কয়জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিকারী (নীলকুঠী চা বাগান বহুদূরের কথা) পিতৃপিতামহ-পরিত্যক্ত-তণ্ডুল-গোধুম-ক্ষেত্র ও বলরাম ঠাকুরের সময়ের লাঙ্গলের অনুমাত্র উন্নতি সাধন করিয়াছেন।

চাষের ন্যায় কৃষির অপর ভাগ পশু পালন ও বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনাদরের পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। আমোদ বর্দ্ধন, ইন্দ্রিয় নিবারণ প্রভৃতি সামান্য উদ্দেশ্য ব্যতীত, লোকে দুগ্ধ মাংসাহার, বাহন ও চাষাদির নিমিত্ত পশুপালন করে। আমারা সভ্যতার ইতিহাসে বহুল যুক্তিদ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছি পশুপালনই মানব সমাজের সভ্যতার দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রথম পদবিক্ষেপ। মনুষ্য পশুর সাহায্য ব্যতীত একমাত্র আপনাদিগের বলে অতি অল্প কার্য্যই করিতে পারে। ঘোটক ও ষণ্ড না থাকিলে, কখন এত অধিক পরিমাণে শস্যোৎপাদন অথবা উৎপন্ন শস্য বাণিজ্যার্থ এক স্থান হইতে স্থানান্তর করিতে পারিত না। কেবল চাষ নহে, গমনাগমন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যেই আমারা পশুর নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী।

পশুমাংস ও দুগ্ধ পান ব্যতীত কোন মণ্ডল নিবাসি লোকই সবল, ও সুস্থ শরীরে বাস করিতে পারে না। ইংলাণ্ড, লাপলাণ্ড, পোলাণ্ড প্রভৃতি শিতপ্রধান দেশে যে রূপ মাংস অত্যাবশ্যক সেই রূপ ভারত প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশে দুগ্ধের আবশ্যক। অবশ্য, আমরা একথা বলিতেছি না যে, লাপলাণ্ড অথবা ইংলাণ্ডে দুগ্ধের কোন প্রয়োজন নাই, অথবা ভারতবাসীদিগের পক্ষে মাংস আহারোপযোগী নহে। আমরা এই মাত্র বলিতেছি, আমিষের মধ্যে শিতপ্রধান দেশে মাংস ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশে দুগ্ধ, শরীর ধারণ পক্ষে অত্যাবশ্যকীয়। প্রাণী হিংসা করিয়া মাংসাহার ধর্ম্মনীতি অনুমোদিত কি না আমরা তদ্বিষয় বিচার করিব না। তবে একথা বলিতেছি, আমিষ ব্যতীত একমাত্র নিরামিষ আহারে শরীর ধারণ হয় না। আমিষের মধ্যে অস্মদ্দেশে মাংসাপেক্ষা দুগ্ধই বিশেষ উপকারী। বৈদ্য শাস্ত্রে বিধি আছে, শিশুকে প্রথম বর্ষে দুগ্ধ মাত্র, দ্বিতীয় বর্ষে পায়সান্ন, এবং তৃতীয় বর্ষ হইতে দুগ্ধ ও অন্ন দ্বারা প্রতিপোষণ করিবেক। এতদ্ব্যতীত "দুধে পুতা জীতা রহ" প্রভৃতি আশীর্ব্বচন ও কন্যা সন্তানের নামান্তর দুহিতা (অর্থাৎ দুগ্ধ দোহন কারিণী), মহাভারত প্রভৃতি পুরাণে প্রাচীন আর্য্যগণের গবাদিপালন ও গবাদি হরণ ও তন্নিমিত্ত যুদ্ধ বিবরণ পাঠ করিয়া, অনুভূত হয়, পূর্ব্বে গবাদি পালন বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। অধিক দিনের কথা নহে, আমরা আমাদিগের বৃদ্ধা পিতামহী ও মাতামহীদিগের নিকট স্ব স্ব পরিবারের পূর্ব্ব গবাদির অনেক কথা শুনিতে পাই। আর্য্যেরা গরুকে পীর গুরুর মধ্যে এক জন বলিয়া গননা করেন এবং অদ্যাবধি প্রাচীনাগণ গরুকে যারপর নাই ভক্তি করিয়া থাকেন। গাভী নবীন বৎস প্রসব করিলে তদুপলক্ষে কিয়ৎ পরিমাণে উৎসব ও গোরনাথের গোষ্ঠী পাঠ হইয়া থাকে। এই সকল কারণ পরম্পরায় হইতে বিলক্ষণ অনুভূত হয়, অতি প্রাচীন কাল হইতে আর্য্যগণ

বুঝিয়াছিলেন যে গরু প্রতিপালন অত্যাবশ্যক। অদ্যাবধি অস্মৎ সমাজের উপাদেয় দ্রব্য মাত্রই গব্য অথবা গব্য রস যুক্ত। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি যে এক মাত্র দুগ্ধ পান করিয়া আমরা শৈশব অবস্থাতে, ও অনেক সন্ন্যাসী যাবজ্জীবন যাপন করিয়াছি ও করে। দুগ্ধের উপকারীতা বর্ণন উপস্থিত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং শরীর ধারণার্থ যে সকল পদার্থের * আবশ্যক তৎ সমুদয়ই দুগ্ধে আছে এই মাত্র বলিয়া দুগ্ধের গুণ বর্ণনে ক্ষান্ত হইলাম। তবে দুগ্ধে অযথা পরিমাণে অর্থাৎ এক শতের মধ্যে ৮৭ ভাগ জল থাকায়, কেবল মাত্র দুগ্ধ পানে প্রাণ ধারণ করিতে হইলে দুগ্ধ অধিক পরিমাণে পান করিতে হয়।

আক্ষেপের বিষয় এই যে, ঈদৃশ আবশ্যকীয় গবাদি পশু পালন ও শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে একেবারে অপ্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায় যেরূপ রাজনীতি স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছেন, যদি পশুপালন ও পশুর † শরীর সংশোধন করিতে অগ্রসর হইতেন, তাহা হইলে আর প্রতি পল্লীতে গবাদি সংখ্যা ও তাহাদিগের দুগ্ধশালীতা ক্রমে বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস হইত না। কেবল যে গবাদির সংখ্যা ক্রমশঃ ন্যূন হইতেছে, তাহা নহে, তাহাদিগের তেজঃস্বীতা ও দুগ্ধশালীতা পূর্ব্বের সহিত তুলনা করিতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ কথা বলা অন্যায় নহে, গরু সম্বন্ধে বাঙ্গালীরা যেরূপ বিজ্ঞ ছিলেন এবং অদ্যাবধি আছেন, অন্য জাতি তদ্রূপ নহে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ যশোহর বাসী গোয়ালদিগের কর্ত্তৃক গরুর চিকিৎসা। এই গোয়ালারা গরু দেখিবামাত্র রোগ নির্দ্দেশ করিতে পারে এবং এক অথবা দুই দিনে তাহা আরোগ্য করে। বলিতে কি যশোহরবাসী গোয়ালারা যেরূপ গরুর চিকিৎসক এরূপ মনুষ্যের চিকিৎসক পাওয়া দুর্লভ। তাহারা বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত উক্ত চিকিৎসা শাস্ত্রে এত ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে যে, অনেক অনুসন্ধান, পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া ডাক্তার, বৈদ্য অথবা হাকিমেরা তাহার তুলনায় কিছুই করিতে পারে নাই। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি শিক্ষিত যুবকেরা কি করিলেন। লাভের মধ্যে এই দেখিতে পাই, ইহাঁরা এই সকল ব্যক্তিকে সমাজে সম্মানিত করা দূরে থাকুক, দেখিলে বিকট চীৎকার ও কথার আড়ম্বরি (শক্তি আছে কি না বিবেচনা না করিয়া) শুনিয়া উপহাস করেন। গো জাতির এইরূপ অবনতির সঙ্গে আমাদিগেরও ক্রমশঃ অবনতি হইতেছে। কোথায় ইউরোপীয়গণ বিজ্ঞানের সাহায্যে ক্রমে অধিক তেজস্বী ও বলবান হইতেছে, আর আমরা ক্রমশঃ নির্ব্বীর্য্য হইয়া জড় প্রায় হইয়া উঠিতেছি। সকলেই বলে বাঙ্গালীরা দুর্ব্বল। কিন্তু ইহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিতে অতি অল্প লোকই অগ্রসর হয়। সত্য বটে, বাঙ্গালার মৃত্তিকা ও জলবায়ু সাধারণতঃ বল বীর্য্যের পক্ষে অপকারী। পুষ্টিকর আহারের অভাবে বর্ত্তমান সময়ের যুবকেরা এত দুর্ব্বল, অস্বাস্থ্যকায় ও ভীরু প্রকৃতি।

---

* জল, চিনি, গোধম, হবিঃ ও লবণ লৌহ প্রভৃতি খনিজ পদার্থ।

† অধুনাতন ইংলণ্ডীয়গণ এইরূপ চেষ্টা দ্বারা আরব দেশ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ঘোটক উৎপাদন করিয়াছেন।

একশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা যে রূপ বলবান ও তেজস্বী ছিল, এক্ষণে তাহা হইতে অনেক ন্যূন হইয়াছে। অনেক স্থানে অনেক বলিষ্ঠ শরীর লোক ছিল আজ কাল আর সেরূপ দেখা যায় না। কেবল বৃদ্ধেরা পৌত্র ও দৌহিত্রদিগকে নিদ্রাকৃষ্ট করিতে তাহাদিগের উপাখ্যান উপন্যাসবৎ বর্ণন করে। অদ্যাবধি প্রাচীনদিগের যেরূপ আহার দেখা যায় তাহা আমাদিগের স্বপ্নের অগোচর। বোধ হয়, দুগ্ধ পানের অল্পতা ইহার প্রধান কারণ। পূর্ব্বে দুগ্ধ ও ঘৃত অথবা দুগ্ধ ও ঘৃত সংযুক্ত দ্রব্যজাত একমাত্র উপাদেয় বলিয়া জ্ঞান ছিল, কিন্তু নব্যেরা তৎপরিবর্ত্তে বিকৃত দুগ্ধ (অর্থাৎ ছানা) এবং অন্য দ্রব্যজাত ব্যবহার করিতেছেন। আমরা বালক কালে দুগ্ধ ও ভাতই পরম উপাদেয় জ্ঞান করিতাম, তন্নিবন্ধন অপেক্ষাকৃত সবল ও সুস্থ শরীর ছিলাম, কিন্তু ইংরাজী পড়িতে সহরে আসিয়া না বিলাতী না দেশী সভ্যতার আহার প্রভাবে ক্রমশঃ অসুস্থ শরীর হইয়াছি, ঔষধি সেবন এক রূপ নিত্য কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। আমাদিগের যত শিক্ষিত লোকের সহিত পরিচয় আছে তাহাদিগের প্রায় সকলকেই অসুস্থকায় দেখিতে পাই, পক্ষান্তরে অদ্যাবধি পল্লীতে গেলে সুস্থতা ও প্রসন্নতা দেখিয়া হৃদয় শান্ত হয়।

কেবল গরু নহে, ঘোটক প্রভৃতি ক্রমশঃ এত নির্বীর্য্য হইয়াছে যে, বেতো ঘোড়া বলিলেই বঙ্গ দেশোৎপন্ন ঘোটক বুঝায়। এইরূপ কুক্কুর, বিড়াল প্রভৃতি সকল গ্রাম্য প্রাণীই দুর্দ্দশাগ্রস্ত। বলিতে লজ্জা হয়, কোন হৃষ্ট পুষ্ট কুক্কুর বা বিড়াল দেখিলেই লোকে তাহাকে বিলাতী কুক্কুর বা বিলাতী বিড়াল নামে অভিহিত করে। সুতরাং পশ্বাদি সম্বন্ধে আধুনিক বঙ্গ প্রাচীন বঙ্গের অনেক পশ্চাৎ পড়িয়াছে।

কোনং পণ্ডিত বলেন মনুষ্য আদিম অবস্থাতে প্রধানতঃ পশু মাংস ভক্ষণ করিত এবং এক মাত্র তাহাদিগের সাহায্যেই যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। কস্তু মানব সমাজ সভ্যতার দিকে যে পরিমাণে অগ্রসর হইতেছে সেই পরিমাণে নিকৃষ্ট প্রাণীর সহিত সংশ্রবও দূরীভূত হইতেছে। নিতান্ত অসভ্যেরা পশু-মাংস আহার করে ও তাহাদিগের চর্ম্ম পরিধান করে। পক্ষান্তরে সভ্য জাতীয় লোক মাংস ব্যতীত শস্য, ও নানা প্রকার উদ্ভিজ্জ আহার ও কার্পাস, কোষ্ঠা, কৃমিকোষ এবং পশুলোম দ্বারা বিচিত্র বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া একমাত্র লজ্জা ও শিত নিবারণ নহে, শরীরের শোভা বর্দ্ধন করে। পূর্ব্বে এক মাত্র পশুর সাহায্য ব্যতীত তণ্ডুলাদি বিনিময়ের উপায়ান্তর ছিল না, কিন্তু এক্ষণে বিচিত্র জলযান ও বাষ্পীয় পোত সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। এমন উদ্ভিজ্জ আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহাতে দুগ্ধ ও নবনী প্রস্তুত হইতেছে। পূর্ব্বে একমাত্র পশ্বাদির সাহায্য ব্যতিত ভুমি কর্ষণের উপায় ছিল না, কিন্তু এক্ষণে শত শত দিবসের কার্য্য এক দিবসেই বাষ্পীয় লাঙ্গল দ্বারা নির্ব্বাহ হইতেছে। কালে, হয়ত, এমন এক সময় উপস্থিত হইতে পারে, যখন আমরা পশ্বাদির সাহায্য ব্যতীত এক মাত্র জড় শক্তি প্রভাবেই যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া সুখ সচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিব।

বঙ্গ সমাজ সম্বন্ধে কদাপি একথা

বলা যাইতে পারে না, এক জন বাঙ্গালী অদ্যাবধি বাস্পীয় যান, বাস্পীয় লাঙ্গল, স্পিনিং জেনী নির্ম্মাণ দূরে থাকুক, চালাইতেও সক্ষম নহে। অপরন্তু আমাদিগের দেশে বাস্পীয় কোন যন্ত্রই এত প্রচলিত হয় নাই যে আমরা সাহংকারে বলিতে পারি, পশ্বাদির দুরবস্থ, আমাদিগের উন্নতির লক্ষণ। পক্ষান্তরে যে কয়েকটা কল অস্মদ্দেশে চলিতেছে তাহাও আমাদিগের দেশীয় লোক দ্বারা নহে, সুতরাং দেশের উন্নতি সম্বন্ধে ইহা আমাদিগের প্রমাণ নহে।

পূর্ব্বরাগ।

১

সখিহে ? রাইক কিয়ে অব হেরি।
মন্দির অঙ্গন, করতগতাগতি,
তিলে তিলে শত শত বেরি।
বিছুরল মদন, রমণ গুণ চাতুরি,
অনুখন গদ গদ চাহ।
নিজ জন সঞে, রস বচন তেযাগল,
নিরজনে দুখ অবগাহ।
নিশি দিন বিরস, বয়ন বিধু নায়রি,
মৌনে অবনি ঘন লেখি।
পুছইতে করত, ছলহুঁ অনুবন্ধন,
সখি মুখ না ধনি দেখি।
লোচন সরজ নীর ঘন সিঞ্চই,
না বুঝি কিয়ে অভিলাষ।
বৈষ্ণব চরণ কৃপা বলে গায়ত,
পামর পরসাদ দাস।

২

সুধ বুধ ধনি, সব খোয়।
নিরজনে বসি, বসি রোয়॥
সচকিত সোহর গোরি।
বসনে মিটায়ই লোরি॥
নিরখই বিপিন, কদম্ব।
না জানি সখি তদুচিত অবলম্ব॥
তরসি দরসি দিন রাত।
আনসমাগম* কুলিশ নিপাত॥
কহইতে নিকসই আন।
নিশি দিন বিরস বয়ান॥
চমকই তনু পুন পৌন্।
কোই কুকারত শুন যনু মোন্॥
চিন্তই কিয়েয় অনিবার।
পরসাদ কহই না পার॥

৩

জলদ বিলোকনে, চপল পরাণ।
ঢল ঢল লোচন, মলিন বয়ান॥
শিখিকুল নিরখি, বিকুলি চিত দূর।
না জানি কতহুঁ, মনোরথ পূর॥
মোহন কুসুম, শয়ন পরিহারি।
অঞ্চলে ধরণি, শুতই বর নারি॥
নিশ মই সঘনে, সকল নিশি ভোর।
আদরে নীল, বসন ধরি কোর॥
অনিমিখে ঘন ঘন কানন হেরি।
বিলসই কতহুঁ, পুলক বেরি বেরি॥
খনে মন্দিরে খনে, থারই পন্থ।
ঐছনে করু ধনি, নিতি নিশি অন্ত॥
কোজানে কেইছনে, লালস জাগ।
না জান, পরসাদ সরমকি রাগ॥

৪

কাতর অনুখন বচন সুনাগরি,
কাতর ধনি দিবি যোরি।
কাতর বয়ন হৃদয় বর কাতর,
কাতর আসত চকোরি॥

---

* আনসমাগম ইত্যাদি—চিন্তা করণ সময়ে অপরের সমাগম বজ্রপাতে সম কেন অনুভব করে।

কোমণি রতনে লুবধি মন কাতর
কাতরে বিরল বিহার।
সুহৃতক বচন বজ্জর সম লাগই,
ধিরজ চপল ব্যবহার ॥
ঝামর বয়ন নিরখি অনিবারি।
জলদ গদিত মনু শরদ সুচন্দ্রিম
বিহরত কিরণ উতারি ॥
বেদন অনুদিন, না জন প্রকজন,
শেষ ঘটব পরমাদ।
সমুচিত ইহ, সম্বাদ রটায়বি,
কহতহিঁ দাস পরসাদ ॥

৫

অনুখন চঞ্চল, রমণি পরাণ।
মন্দিরে বিহরই বাঘিনি ননদিনী,
অন্তরে না ডরমান ॥
নিরমল কুলে, মুসল বিঘাতই,
ননদিনী বিষধর নারী।
নিরখিতে অভিনব নোতুন বেদন
কিয়ে কহু সমন বিচারি ॥
মরম ভরম কুল, গরিম নিভায়ল,
ধরম করম কিছু বাই।
শত উপদেশ, শেষ কলি সহচরি,
লেশ সওর ধনি নাই ॥
শুনি সহচরিগণ চরণ নবাম্বুজে,
কহতুহিঁ দাস প্রসাদ।
যৈহ বিনোদ, ব্যাধি অবমেলল,
না মানিকুল পরিবাদ ॥

৬

গোকুল নিবসতি, শুধিমতি নারি।
লখহ সমাগমি, বুঝই নাপারি ॥
নাহি বনায়ত, কুসুমিত বেশ।
অবতন অঙ্গে, অবকুল কেশ ॥
দিনে দিনে রাইক, মলিন ছুঁ অঙ্গ।
অবিরত বরিখত নয়ন কুরঙ্গ ॥
মন্ত্র মহৌষধি, নহ উপকার।
ঐছন যতন, গরল অপচার ॥
প্রাতর অরুণ, অধর রস শূন।
যতহু পিয়ায়ব, রসন হি দূন ॥
অনুখন বেদন, মরমে নিবার।
পুছইতে নাকরু, বচন ফুকার।
কোজানে পায়ল, কৈছন দেবী।
কৈছন তারক, মন্ত্রহি সেবী ॥
পরসাদ ভানয়ে, সহচরি মাল।
বলিয়ে মন্ত্র ঘুচায়ব জ্বালা।

৭

শুন শুন সবহু রমণি পরবীণ।
উরে কর ধরি ধনি, অবনি লোটায়ত,
বেদন নব হি নবীন ॥
অনলে কনক মনু, জগত সুধা তনু,
নব রস কুপিত বিহার।
না জানি কিয়ে জরে, দুখিত বিনোদিনী
লখি তুহুঁ করহ বিচার ॥
রমণি নবাগত, মুচকি বিহাসত।
নিরখত রাই বয়ান।
তরসনি কাহেক, সখিনি কলাবতি,
দেবক দিবি অনুমান ॥
কহ কহ তুহুঁ সব কোন্ যতন অব,
আছত ধনি অনুকূলে।
প্রসাদ দাস ভন ঔখধি দেখহু,
বিপিন কদম্বকি মূলে ॥

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

সেকাল আর একাল।—শ্রীরাজনারায়ণ বসু প্রণীত। কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত। শকাব্দা ১৭৯৬। রাজনারায়ণ বাবু এক জন বিজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ লোক, ও তাঁহার গ্রন্থাবলী ও কার্য্য কলাপ বঙ্গ সমাজে অবিদিত নাই। তিনি এই আর এক খানি নূতন পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। তাঁহার লেখনী হইতে যাহা নিঃসৃত হইয়াছে তাহা যে চিন্তাশীল, বলা বাহুল্য।

পুস্তকের উদ্দেশ্য কি তাহা ইহার প্রথম পৃষ্ঠা হইতে কতিপয় ছত্র পাঠ করিলেই জানা যায়। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "১৮১৬ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকলেজ এই মহানগরে সংস্থাপিত হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ঐ বিদ্যালয়ের প্রথম ফল ফলে। ঐ বৎসরে কতকগুলি যুবক ইংরাজীতে কৃতবিদ্য হইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। তাঁহারা সেই সময়ে ইউরোপীয় বিদ্যার আলোক লাভ করিয়া সমাজ সংস্কার কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। সেই সময়ে একটী নূতন ভাব হিন্দু সমাজে প্রবিষ্ট হয়। ইংরাজী আমলের প্রথম হইতে হিন্দু কলেজ সংস্থাপন পর্য্যন্ত যে সময় তাহা সেকাল, ও তাহার পরের কাল একাল শব্দে নির্দ্ধারণ করিলাম।"

"প্রথমতঃ আমি সে কালের সংক্ষেপ বিবরণ করিব, তৎপরে একালের বিবরণ করিব। একালের বিবরণের সময় সে কালের সঙ্গে তুলনায় একালে কোন্২ বিষয়ে প্রকৃত উন্নতি হইতেছে আর কোন্২ বিষয়ে প্রকৃত অবনতি হইতেছে তাহা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।"

এই মনোহর বিষয়ে রাজনারায়ণ বাবু প্রথমে জাতীয় সভায় একটী বক্তৃতা করেন। পরে সেই বক্তৃতা পরিশোধন করিয়া পুস্তকাকারে প্রচার করিয়াছেন। পুর্ব্বেই আমরা এই পুস্তকের প্রশংসা করিয়াছি,—কিন্তু একটী বিষয় দেখিয়া আমাদের ক্ষোভ রহিল। এই সুন্দর বিষয়ে রাজনারায়ণ বাবুর নিকট হইতে আমরা অনিন্দনীয় বিচার ভরসা করিয়াছিলাম,— তাহা পাইলাম না। রাজনারায়ণ বাবু বিচার আসন গ্রহণ করিয়া পক্ষপাত করিয়াছেন, "সেকাল" কে অন্যায় ডিক্রি দিয়াছেন "একালের" দাবী অন্যায় রূপে নামঞ্জুর করিয়াছেন!

পুর্ব্বকালকে উত্তম ও বর্ত্তমান কালকে অধম বলা মানব জাতির স্বভাব সিদ্ধ। পর্ব্বতারোহীগণ যেরূপ নিকটস্থ পথকে বীতশ্রী ও কষ্টকর বোধ করে ও দূরস্থ শেখরকে সুন্দর দেখেন, জীবনেও সেই রূপ বর্ত্তমানকে দুঃখপ্রদ ও অতীতে বা ভবিষ্যতে সুদূরস্থ পদার্থকে সুখপ্রদ বলিয়া বিবেচনা করেন। তাহার কারণ এই যে বর্ত্তমান কালের কষ্ট সকলেই বোধ করিতেছেন, অতীত কালের কষ্ট তত স্মরণ থাকে না। এই জন্যই কবিরা বাল্যকালকে সুখের কাল বলিয়া বর্ণনা করেন, এই জন্যই সকল জাতিই অতীত কালকে সত্যযুগ বা সুবর্ণযুগ ও বর্ত্তমান কালকে কলিকাল বা লৌহযুগ কহেন, এই জন্যই প্রাচীন লোকেরা ইদানীন্তন কালকে সততঃই নিন্দা করেন রাজনারায়ণ বাবু চিন্তাশীল ব্যক্তি হইয়াও যে এই ভ্রমে পড়িয়াছেন দেখিয়া দুঃখিত হইলাম।

গ্রন্থকারের প্রত্যেক তর্ক লঙ্ঘন করিতে হইলে সেই রূপ এক খানি পুস্তক লিখিতে হয়, কিন্তু উদাহরণ স্বরূপ দুই একটী ভ্রম না দেখাইয়া থাকিতে পারিলাম না। সংস্কৃতজ্ঞ ভট্টাচার্য্যদিগের সংসার বিষয়ে অনাস্থা বা নির্ব্বুদ্ধিতা বিষয়ক দুই একটী আমোদজনক গল্প সকলেই শুনিয়াছেন,—গ্রন্থকার সেই দুই একটী গল্প বলিয়া সে সময়ের লোকের সরলতা ও অমায়িকতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সে সময়ে আমলাগণ দান ধর্ম্মে অর্থ ব্যয় করিত তাহা গ্রন্থকার বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা যে রাজার সর্ব্বনাশ, জমীদারের

সর্ব্বনাশ, প্রজার সর্ব্বনাশ করিত, চোর ও ডাকাইয়েতদিগের সহায়তা করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিত, মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও শঠতায় জীবন অতিবাহিত করিত,দোষীর উন্নতি সাধন করিত, নির্দ্দোষীর সর্ব্বনাশ করিত, এ বিষয়ে রাজনারায়ণ বাবু একটী কথাও লিখেন নাই। কেবল না বলিলে নয় এই জন্য দুই এক স্থানে দুই এক স্থানে তাহাদের উৎকোচ গ্রহণ বিষয় বলিয়াছেন মাত্র। সে কালে দালানে পূজা ও বৈঠকখানায় মদ্যপান ও ইংরাজী খানা চলিত না বলিয়া গ্রন্থকার আনন্দিত হইয়াছেন, কিন্তু পূজার সঙ্গে২ আমাদের দেশে চিরকালই মদ্যপান ও খানা অপেক্ষাও ভীষণতর পাপ ক্রিয়া প্রচলিত ছিল তাহা কি বিস্মরণ হইলেন? সে সকল পাপ এখনও আছে সন্দেহ নাই. কিন্তু ইংরাজী বিদ্যার প্রভাবে ক্রমশঃ সমাজ হইতে দূরীকৃত হওয়ার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বেকার বাইনাচ ও যাত্রা ও এক্ষণকার নাট্যাভিনয় তুলনা করিয়া দেখিলে কোনটা অধিক বিশুদ্ধ বোধ হয়? এক্ষণও কপটতা আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু পূর্ব্বে কি ছিল না? যাঁহারা ঘোর ঘটা করিয়া পূজা করিতেন তাঁহারাই মিথ্যা, জাল ও প্রবঞ্চনা দ্বারা পরের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। এক্ষণে রাজকর্ম্মচারীর মধ্যে অনেক সৎলোক দেখিতে পাওয়া যায়,—উচ্চ পদবীস্থ প্রায় সকলেই সৎ। পূর্ব্বকালে চাকরি করিলেই "উপরি লাভ" করিতে হয় ইহা লোকের প্রতীতি ছিল। লোকে বলিত "চাকরি করিয়া যদি তুই দুই পয়সা উপরি লাভ না করিস,তবে চাকরি করে কাজ কি, বনে গিয়া মুনি ঋষি হইয়া থাক।" পূর্ব্বে অসৎ বা উৎকোচ গ্রাহী বলিয়া পরিচয় দিতে লোকের লজ্জা হইত না, এক্ষণে লজ্জা হয়, এটী কি সাধারণ উন্নতি?

পুস্তকের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত যত তর্ক করা হইয়াছে তাহার অধিকাংশই ভ্রম মূলক। আমরা আর কত দেখাইব? গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,"এখনকার লোক পূর্ব্বাপেক্ষা বেশ্যাসক্ত" এটী সম্পূর্ণ ভ্রম। পূর্ব্বে ধনীদিগের মধ্যে প্রায় সকলেরই এই দোষ ছিল, এখন দুই জন দশ জন ভদ্রলোক দেখিতে পাওয়া যায়। আর এক স্থলে লিখিয়াছেন, "এখনলোকে পূর্ব্বাপেক্ষা অসরল এটীও" সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। ৭২ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "সে কালে যেমন প্রবীণ ব্যক্তির সম্মান ছিল, যেমন প্রত্যেক পাড়ায় এক জন করিয়া কর্ত্তা থাকিতেন, সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিত, সকলেই তাঁহার বশম্বদ থাকিত,সেরূপ ভাব এখন দৃষ্ট হয় না। এখন সকলেই স্ব২ প্রধান কেহ কাহাকে মানে না, কেহ কাহার তোয়াক্কা রাখে না।" আমরা জিজ্ঞাসা করি এটী অবনতি না উন্নতি?

ঐ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার এক্ষণকার উদ্ধত যুবকদিগকে ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়াছেন যে, কৈ তাঁহারা স্ত্রীর প্রতি সেরূপ উদ্ধত ব্যবহার ত করেন না? যদি স্ত্রীর প্রতি সম্মান বৃদ্ধি হইয়া থাকে,সেটা অবনতি না উন্নতি? শুনা যায় পূর্ব্বে জননী পুত্রবধূকে কখন২ যাহার পর নাই জ্বালাতন করিত ও কষ্ট দিত, কখন২ অনাহারে রাখিত, কখন২ শরীরের স্থানে২ দগ্ধ করিয়া দিত। এখনও স্থানে২ এরূপ দেখা যায়। সে সমুদায় যে উঠিয়া যাইতেছে তাহার কারণ কি? এখনকার যুবকগণ স্ত্রীকে পরিচারিকা বলিয়া গণ্য

করেন না, সম্মান করিতে শিখিয়াছেন। মাতাও যে সেই স্ত্রীকে জ্বালাতন করিবেন, সহ্য করিতে পারেন না।

আমরা এতক্ষণ কেবল গ্রন্থকারের তর্ক লঙ্ঘন করিতেছি, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গ্রন্থের স্থানেং চিন্তাশীলতার পরিচয় আছে। বঙ্গবাসীর প্রতি ইংরাজদিগের তখনকার ও এখনকার আচরণ উত্তম রূপে বর্ণিত হইয়াছে ও তাহার যথার্থ কারণই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্ব কালের গুরুমহাশয়, আখনজী, কবির লড়াই প্রভৃতি যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অতিশয় আমোদজনক ও জ্ঞানপ্রদ। সে সময়ের ইংরাজি শিক্ষার দুর্দ্দশা পাঠ করিলে কেহ হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না।

পরিশেষে আমরা এই পুস্তক হইতে এক অংশ উদ্ধৃত করিয়া এই সমালোচনা শেষ করিব। এ অংশটী পাঠ করিলে রাজনারায়ণ বাবুকে শত বার ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা হয়, যাঁহারা বলেন বাঙ্গালীর কখনও কিছু হইবে না, যাঁহারা এই রূপ স্থির নিশ্চয় করিয়া হতাশ হইয়া থাকেন, তাঁহারা যেন রাজনারায়ণ বাবুর এই আশ্বাস বচন সানন্দচিত্তে গ্রহণ করেন;

"কিন্তু আমাদের নিরাশ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। আশা অবলম্বন করিয়া থাকিতেই হইবে, যেহেতু আশাই সকল উন্নতির মূল। যখন বাঙ্গালী দ্বারা কোন কালে অনেক কার্য্য সাধিত হইয়াছিল, তখন এমত আশা করা যাইতে পারে যে, সেই বাঙ্গালী দ্বারা পুনরায় অনেক কার্য্য সাধিত হইবে। সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন প্রভৃতি রাজারা যাঁহারা পাণ্ডবদিগের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাঁহারা বাঙ্গালী ছিলেন। রাজকুমার বিজয় সিংহ যিনি পিতা কর্ত্তৃক স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া কতকগুলি অনুচরের সহিত সমুদ্রপোতে আরোহণ পূর্ব্বক সিংহলে গমন করিয়া উক্ত উপদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন, এবং যাঁহার সিংহ উপাধি হইতে ঐ উপদ্বীপ সিংহল নামে আখ্যাত হইয়াছে, তিনি এক জন বাঙ্গালী ছিলেন। চাঁদ, ধনপতি ও শ্রীমন্ত সওদাগরেরা, যাঁহারা সমুদ্রে গমনাগমন পূর্ব্বক বাণিজ্য কার্য্য সমাধা করিতেন, তাঁহারা বাঙ্গালী ছিলেন। দেবপাল, ভূপাল, মহীপাল প্রভৃতি সার্ব্বভৌম সম্রাট, যাঁহারা কর্ণাট হইতে তিব্বত পর্য্যন্ত দেশ সকলকে করপ্রদ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বাঙ্গালী ছিলেন।

"যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম,
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ"

যিনি জাহাঙ্গীর পাদশার সেনাপতিদিগকে হিমসিম্ খাওয়াইয়াছিলেন, তিনি এক জন বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালীদিগের বর্ত্তমান অবস্থা অত্যন্ত হীন, কিন্তু যখন এই বর্ত্তমান হীন অবস্থাতেও তাহারা কিছু কিছু কার্য্য করিতে সক্ষম হইতেছে, তখন এমন আশা করা যাইতে পারে যে, ভবিষ্যতে তাহারা অধিক কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে। বর্ত্তমান কালের এক জন বাঙ্গালী সাহেবদিগের মধ্যে Fighting Munsiff অর্থাৎ যুদ্ধপ্রিয় মুন্সেফ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং সিপাহীদিগের বিদ্রোহের সময় ইংরাজ রাজপুরুষদিগের পক্ষে যুদ্ধ করাতে গবর্ণমেণ্ট হইতে জায়গির প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীরা এইক্ষণে ভীষণ সমুদ্র তরঙ্গ পার হইয়া ইংলণ্ডে গমন পূর্ব্বক তথায় মহা সম্মান প্রাপ্ত হইতেছে। বাঙ্গালীরা এইক্ষণে সিবিলস-

ব্বিসের পরীক্ষা দিয়া কলির ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর মধ্যে স্থান লাভ করিতে সক্ষম হইতেছে। ভারতবর্ষে যেখানে বাঙ্গালীরা গমন করিতেছে, সেই খানে একটা কারখানা করিয়া তুলিতেছে। যথা, অযোধ্যায়, জয়পুরে, কাশ্মীরে। বাঙ্গালীরা এক্ষণে ধর্ম্ম ও রাজ্য বিষয়ক আন্দোলনে ভারতবর্ষে অগ্রবর্ত্তী স্থান অধিকার করিতেছে। অতএব বাঙ্গালীর দ্বারা যখন এতটুকু হইয়াছে, তখন যে অধিক হইবে না, ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? ঈশ্বরের অসাধ্য কিছুই নাই। তিনি নীচকে উচ্চ করিতে পারেন ও উচ্চকে নীচ করিতে পারেন। এই বাঙ্গালীজাতি এক্ষণে সকলের নিকট ঘৃণিত; কিন্তু হয়ত এই বাঙ্গালীজাতি যাহা করিবে, ভারতবর্ষের আর কোন জাতি তাহা করিতে সক্ষম হইবে না। হয়ত এই দুর্ব্বল বাঙ্গালীজাতি ভবিষ্যতে পৃথিবীর মধ্যে এক প্রধান জাতি হইয়া উঠিবে। ঈশ্বর সেই দিন শীঘ্র আনয়ন করুন।"

Hindu Music Reprinted from the Hindu Patriot September 7. 1874. Calcutta. Printed at the "Hindu Patriot" Press No 108 Baranussy Ghose's Street. 1874.

এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম। আজ কাল পুরাতন হিন্দু সঙ্গীতের যে আলোচনা হইতেছে তাহা একটি উন্নতির চিহ্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ইংরাজেরা আমাদের দেশের সকল বিষয় অবগত নহেন, জানিতে চেষ্টাও করেন না। অনেক সময়ে না জানিয়া শুনিয়া তাঁহারা আমাদের নিন্দাবাদ করেন। ক্লার্ক সাহেব এইরূপে আমাদের সঙ্গীত শাস্ত্রের নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকের গ্রন্থকার সেই নিন্দার উত্তরচ্ছলে হিন্দু সঙ্গীতের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন। পাঠ করিলে ইংরাজ কেন, বাঙ্গালীরাও অনেক নূতন কথা জানিতে পারিবেন।

যে সকল বিষয় লইয়া তর্ক হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার আমাদের স্থান নাই। তবে আমরা এইমাত্র বলিয়া ক্ষান্ত রহিলাম যে গ্রন্থকার যে সমুদায় তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা খণ্ডন করা আয়াস সাধ্য,আর আমাদের দেশের হইয়া যে দুটা কথা বলিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। ইংরাজী লেখাটী অতি উত্তম হইয়াছে।

কুসুম কলিকা। শ্রীহরেকৃষ্ণ মজুমদার প্রণীত। বহরমপুর ধনসিন্ধু যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৮১। মূল্য ।০ আনা।

গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভে বলিয়াছেন যে তাঁহার বয়স ১৮ বৎসর। এই অল্প বয়সে গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করিয়াছেন দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। এদেশে অনেকেই গ্রন্থকার নাম পাইবার জন্য উৎসুক হইয়া অল্প বয়সেই পুস্তক লিখেন, কিন্তু তাহাতে অনেক অনিষ্ট হয়। জ্ঞান লাভ করিবার এক সময় আছে, জ্ঞান বিতরণ করিবার অন্য সময় আছে। অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিলে, জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য জ্ঞান লাভের হানি হয়, স্বহস্তে উন্নতি পথে কাঁটা দেওয়া হয়। পুস্তক খানি যদি নিন্দার উপযুক্ত হয়, তবে লেখক ভগ্নচেতা হইয়া যায়েন, আর

যদি লেখক প্রশংসা প্রাপ্ত হয়েন, তবে আরও অনিষ্ট হয়, যৌবনারম্ভে সাধারণের দ্বারা আদৃত হইলে মনে অনেক দোষ সঞ্চারের সম্ভাবনা। বাইরণ, পোপ প্রভৃতি প্রতিভা সম্পন্ন লোক অল্প বয়সেই খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সকলেই আপনাকে বাইরণ মনে করিলে চলে না। সাধারণ লোকের পক্ষে ন্যূনকল্পে চতুর্ব্বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত কিছুই মুদ্রাঙ্কন না করিলেই ভাল হয়।

এই গ্রন্থে প্রশংসার যোগ্য অনেক বিষয় আছে। লেখকের হৃদয় যে ভাবগ্রাহী তাহা কোন একটী কবিতা পাঠ করিলেই জানা যায়। পুস্তকের শেষে গদ্যে একটী ছোট উপন্যাস আছে তাহারও স্থানেং সুন্দর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা আছে; তবে অল্প বয়সে পদ্য লেখা অপেক্ষা গদ্য লেখা কঠিন, সুতরাং "সরলা" নামক উপন্যাসের প্রতি পৃষ্ঠায়ই "ছেলে মানুষীর" পরিচয় পাওয়া যায়। আর লেখক গ্রন্থারম্ভে "চর্ব্বিত চর্ব্বণের" কথা বলিয়াছেন, তাহার পরও কেন স্থানেং "চর্ব্বিত চর্ব্বণ" করিয়াছেন বলিতে পারি না। ৬৬ পৃষ্ঠায় উপন্যাসের নায়িকা মরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সখীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন "আমার লবঙ্গিকা নাম্নী প্রিয়তমা সারিকা পিঞ্জর মুক্ত করিয়া শিখাইয়া দিও 'মরিল সরলা আজি অরবিন্দু লাগি।' সে পিঞ্জর মুক্ত হইয়া নির্জ্জন বিপিনে যাইবে, উচ্চ বৃক্ষে বসিয়া বলিবে 'মরিল সরলা আজি অরবিন্দু লাগি।' উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গে বসিয়া বলিবে 'মরিল' ইত্যাদি পর্ব্বত গুহাতে" ইত্যাদি ইত্যাদি। কবিবর মধসুদন দত্ত "দশরথের প্রতি কৈকেয়ী" নামক কাব্যে যে ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, উপরি উক্ত ভাব তাহারই কাপির কাপি তস্য কাপি!

এখানে একটী সুন্দর কবিতা উদ্ধৃত করিলাম। কাব্য প্রিয় লোক মাত্রই এটী পড়িয়া অনন্দিত হইবেন।

বিদ্যুৎ।

রাধিকা বিলাসি কোলে যেমন শ্রীনাথ,
নবীন নীরদ ক্রোড়ে সাজিয়া তেমতি,
কেও বামা নভো দেশে,
ভ্রমিতেছে হেসে হেসে,
কাহার কামিনী এই ভুবন মোহিনী,
কার আদরিণী এই পতি সোহাগিনী?

২

নিজের মোহিনী রূপে নিজেই অধীর,
কাজেই চলিতে নারে হইয়া সুস্থির;
পতি সোহাগিনী বলে,
গুমরেতে যায় চলে,
কভু দৌড়ে দ্রুতগতি সদাগতি চেয়ে,
সাবাস বুকের পাটা ধন্য তুমি মেয়ে!

৩

কে তুমি! চাহিনা আমি তব পরিচয়।
বিজ্ঞান বিদের কথা মনে নাহি লয়;
শাস্ত্রীয় প্রমাণ যত,
নহে মম মনো মত,
জ্যোতির্ব্বিদ্ কথা আমি চাহিনা শুনিতে,
চাহিনা তোমায় আমি নির্ণয় করিতে।

৪

কে তুমি! কহলো মোরে গগণ সুন্দরি!
নাচ কেন দিন রাত ঘন ঘনোপরি?
হেরিলে তোমারে হৃদে,
ডাকে কেন ভীম নাদে,
নবীন নীরদ অই মনের হরিষে?
মুহুর্মুহু আনন্দাশ্রু কেনবা বরিষে?

৫

নাচ যবে আদরিণি, নীরদের কোলে,
পর্ব্বতে ময়ূরী কেন নাচে কুতূহলে?
বিস্তারি সুন্দর পুচ্ছ,
যেন কাল কেশ গুচ্ছ
জড়িত হইয়া আহা সুবর্ণের সীতে
রহিয়াছে মনোরমা কামিনীর মাথে।

৬

কাহার আদরে তব বাড়িয়াছে বুক?
নাচ কেন নভঃদেশে ঢাকি চাঁদ মুখ?
কিন্তু তব পাশে সতি,
একটী আছে মিনতি,
বল মোরে এমন চঞ্চলা কেন তুমি?
এই আছ এই গেলে ছাড়ি রঙ্গ ভূমি?

৭

আর এক বাসনা সতি রহিয়াছে মনে,
বল যদি বলি তবে, তোমার সদনে,
সরমেতে আবরিত,
বাঙ্গালি বালিকামত,
মুখ ঢাকি কেন সতি রহ চিরকাল?
কহ মোরে পুরাইতে মন কুতূহল।

৮

আর এক বাসনা সতি, জিজ্ঞাসি তোমারে,
দোষ ক্ষমি কৃপা করি কহলো আমারে।
চাঁদ সনে একাসনে
কেন না বস গগণে,
কি দোষে ত্যজিলা চাঁদে চন্দ্রমা বদনে—
কি দোষ করেছে চাঁদ তব শ্রীচরণে—

৯

আর এক বাসনা সতি,আছে মোর মনে,
ক্ষমিবে আমার দোষ? কে তুমি জানিনে,
মানবী কি মায়াবিনী
অপ্সরা কি কুহকিনী
সুরের রমণী কিবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী,
প্রকৃতির অলঙ্কার কিম্বা সৌদামিনী?

১০

জানিনা; আমারে কহ কে তুমি চপলা,
প্রকৃতির কটীদেশে সুবর্ণ মেখলা?
অথবা গগণ গলে সুবর্ণের হার,
উড়াইয়া সমীরণ লুটিছে বাহার।

রণচণ্ডী।

১ অধ্যায়।

দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গাধিপতি মির জুমলা বহু সৈন্য সামন্ত লইয়া বঙ্গদেশের পূর্ব্ব অঞ্চলে গমন করেন, এবং প্রথমে ঢাকা,শ্রীহট্ট ও আসাম জয় করিয়া তাহার পরে হিড়ম্ব দেশের (এদেশকে এক্ষণে কাছাড় বলে, সুতরাং আমরাও এ আখ্যায়িকায় হিড়ম্বদেশ না বলিয়া কাছাড় বলিব) রাজা উপেন্দ্রনারয়ণকে যুদ্ধে হত করিয়া তাঁহার রাজ্যাধিকার করেন। মির জুমলা, নিজে আশামে থাকিয়া আপন বন্ধু শিয়ার শা নামক এক জন বীরপুরুষকে কাছাড়ে প্রেরণ করেন। শিয়ার শা রাজাকে বধ ও তাঁহার রাজাট্টালিকা অধিকার করিয়া আছেন, এই সময় হইতে আমাদের আখ্যায়িকা আরম্ভ হইল।

বসন্তকালের রাত্রি প্রভাত হইল, পূর্ব্বীয় গগনে, আশামের বৃহৎ পর্ব্বতের শিখর দেশে ঈষৎ রক্তিমাভা প্রকাশিত হইল। প্রিয়জন সম্মিলন আকাঙ্ক্ষায় প্রফুল্লবদনা ঊষাদেবী বাহির হইলেন। শিশির পতন ছলে তাঁহার যেন প্রিয়জনসন্দর্শনজনিত আনন্দাশ্রু পতিত হইতে লাগিল। ঊষার প্রেমানুরাগ দেখিয়া কুঞ্জবন নানা জাতি ফুল ফুটাইল; সর্ব্বসন্তোষকর সমীরণ নানা জাতি ফুলের কাছে ভিক্ষা করিয়া করিয়া, নানা জাতি ফুলের সৌরভ আনিয়া বাসরগৃহ আমোদিত করিলেন; বনবিহঙ্গেরা পঞ্চস্বরে যেন বৈবাহিক গীত গাহিতে লাগিল। ভ্রমর, এই সকল দেখিয়া, প্রেয়সী মাধবীর কানে২ গুন্ গুন্ শব্দে যেন কহিতে লাগিল, "দেখ দেখি, ঊষা অরুণকে কত ভাল বাসে!"

ক্রমে দীননাথ সম্পূর্ণরূপে উদিত হইলেন। তাঁহার উদয় দেখিয়া যবনশিবিরে সেনা, সেনাপতি প্রভৃতি সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। ক্রমে বেলা হইল, শিবিরের হাটে (উর্দ্দু বাজারে) লোকেরা মৎস্য, তরকারি, দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী বিক্রয় করিতে আসিতে লাগিল।

শিয়ার শা বার দিয়া বাহির দেওয়ানে আসিয়া বসিলেন। মন্ত্রিগণ, অমাত্যবর্গ ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিরা সভাস্থলে, যথাযোগ্য স্থানে, বসিলেন। রাজবাটীর নহবতে মুসলমান বাদ্যকরেরা বঙ্গেশ্বরের জয়সূচক বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল।

ইহার দুই এক দিবস পূর্ব্বে রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ যুদ্ধে হত হয়েন, যুদ্ধজয়ের অল্পক্ষণ পরেই সেনাপতি শিয়ার শার আদেশ ক্রমে রাজবাটী লুণ্ঠিত হয়। রাজা উপেন্দ্রনারায়ণের অগাধ ঐশ্বর্য্য ছিল। তাঁহার গৃহে যে সকল স্বর্ণ রৌপ্যময় দ্রব্যাদি ছিল, সে সকলই অপহৃত হইল। অদ্য তাঁহার আদেশ ক্রমে সে সকল সভাস্থলে আনীত হইল। শিয়ার শা সে সকল দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন; এবং মনে২ স্থির করিলেন যে, বঙ্গেশ্বরকে ইহার অংশ দেওয়া হইবে না।

অনন্তর শিয়ার আদেশ করিলেন, "বন্দিদিগকে আমার সম্মুখে লইয়া আইস।"

ইহার কতিপয় মুহূর্ত্ত পরে সভাস্থলে একটী অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোক, আর একটী বালক আনীত হইলেন। অগুণ্ঠনবতী রমণীর মুখমণ্ডল কেহ দেখিতে পাই-

তেছিল না; কিন্তু অবগুণ্ঠন তাঁহার রূপ লাবণ্যের জ্যোতিঃ সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিতে পারিতেছিল না। বালকটীর বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসরের অধিক হইবে না। তাহার প্রতি সভাস্থ সকলেই এক দৃষ্টে চাহিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে, বালকের চক্ষুর্দ্বয় মহাতেজোবিশিষ্ট; মুখকান্তি অতীব উজ্জ্বল; ললাট দেশ কিঞ্চিৎ উচ্চ বটে, কিন্তু বিলক্ষণ প্রশস্ত; নাশিকা উচ্চ ও দীর্ঘ; অঙ্গ বিশুদ্ধ গৌর-বর্ণ। বালক এক দৃষ্টে শিয়ারের দিকে চাহিয়াছিল।

সভাস্থ একজন লোক দণ্ডায়মান হইয়া, বিহিত সম্মানসহকারে শিয়ারশাকে বলিলেন, "সেনাপতি, এই রমণী আপনার হস্তে মৃত রাজা উপেন্দ্রনারায়ণের স্ত্রী, আর এই বালক, তাঁহার একমাত্র পুত্র।"

সেনাপতি গম্ভীর স্বরে রাণীর প্রতি বলিলেন, "উপেন্দ্রনারায়ণের পত্নি, তোমার কোন ভয় নাই; কেননা স্ত্রী জাতি ও বালক আমাদের অবধ্য। তুমি এক্ষণে কি চাহ, আমাকে বল।"

রাণী কোন কথা কহিলেন না; বালকের মুখ হইতেও কোন বাক্য স্ফুরণ হইল না। কিন্তু তাহার চক্ষু দুটী অধিকতর রক্তবর্ণ হইল।

শিয়ার শা আবার বলিলেন, "তোমার স্বামী যুদ্ধে হত হইয়াছেন; এক্ষণে এ রাজ্য বঙ্গেশ্বরের। কিন্তু উপেন্দ্রনারায়ণের পত্নীর ও পুত্রের ভরণ পোষণের জন্য আমি কোন বন্দোবস্ত করিতে পারি।"

রাণী মন্দাকিনী এবার উত্তর করিলেন—বর্ষাকালে জলধর যে গম্ভীর রবে ডাকে, সেই রবে উত্তর করিলেন,—বলিলেন, "আমি আপনার নিকট কোন প্রকার অনুগ্রহ চাহি না। আমাকে ও আমার এই পুত্রকে বধ করা যদি আপনার বীরধর্ম্মের বিরুদ্ধ হয়, তবে আমাদিগকে যে স্থানে ইচ্ছা, গমন করিতে দিউন।"

সেনাপতি বলিলেন, "আমি বীরধর্ম্মা; যাহা বলি, তাহার অন্যথা করি না। তুমি ও তোমার এই বালক আমার অবধ্য। যদি আমার দ্বারা উপকৃত হইতে ইচ্ছা না হয়, তবে যেখানে ইচ্ছা, গমন করিতে পার, কেহ বাধা দিবে না।"

রাণী মন্দাকিনী, এই কথা শুনিয়া, দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া, আকর্ণবিশ্রান্ত চক্ষুর্দ্বয় বিষম রক্তবর্ণ করিয়া, অবগুণ্ঠন উত্তোলন করিয়া, বলিলেন, "আমি চলিলাম, অকূল সাগরে কাণ্ডারীবিহীন তরি যেরূপ ভাসে, সেই রূপ ভাসিতে চলিলাম; রাজরাণী ছিলাম, এক্ষণে ভিখারিণী হইতে চলিলাম; কিন্তু আমি তোমাকে কয়েকটী কথা বলিয়া যাইব। শুন যবন, যদি আমি কায়োমনে পতিব্রতাধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকি, যদি আমি কায়োমনে দেব দেব মহাদেবের আরাধনা করিয়া থাকি, যদি দেবসেবা ও ব্রাহ্মণ সেবার কোন ফল থাকে, যদি ব্রত ও উপবাসের কোন ফল থাকে, তবে অদ্য হইতে ষষ্ঠ বৎসরের মধ্যে, হিন্দুর তরবারির আঘাতে, তোমার মৃত্যু হইবে।" অনন্তর রাণী চলিয়া গেলেন।

ভয়ানক মেঘগর্জ্জন স্থগিত হইলে জগৎ যেমন কিয়ৎকালের জন্য নিস্তব্ধ বোধ হয়, সভাস্থল তদ্রূপ হইল।

সেনাপতি সভাস্থ লোকদিগের প্রতি কহিলেন যে, "এই স্ত্রী দেওয়ানা হইয়াছে।" অনন্তর উপেন্দ্রনারায়ণের

পুত্ত্রের প্রতি কহিলেন, "বৎস, তোমার নাম ?"

রাজপুত্ত্র বিলম্ব না করিয়া অমনি বলিলেন, "পিতা আমার নাম চন্দ্রনারায়ণ রাখিয়াছিলেন, কিন্তু কল্য হইতে মাতা আমার নাম শত্রুদমন রাখিয়াছেন।"

সেনাপতি। ভাল, শত্রুদমন, তুমি কি চাহ ? আমার দ্বারা উপকৃত হইতে কি তোমারও কোন আপত্তি আছে ?

শত্রু। না; আপত্তি নাই—আপনার নিকট আর কোন উপকার চাহি না; কেবল একটী জিনিষ চাই।

সেনা। সে কি, বল ?

শত্রু। আমার পিতার যে তরবারি আপনি লইয়াছেন, তাহা আমাকে ফিরাইয়া দিতে আজ্ঞা হউক।

সেনাপতি এক ভৃত্যকে আদেশ করাতে সেই তরবারি বালকের হস্তে অর্পিত হইল। অনন্তর তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "ইহা দিয়া কি করিবে ?"

শত্রু। মাতা যে নাম রাখিয়াছেন, তাহা সার্থক করিব।

সেনা। ভাঙ্গিয়া বল, কি করিবে ?

শত্রু। পিতৃহন্তার শিরশ্ছেদন করিব।

বালকের ঈদৃশ সাহসোক্তি শুনিয়া, সভাস্থেরা বিস্মিত হইলেন। কিন্তু সেনাপতি হাস্য করিতে২, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন্ ?"

শত্রু। আজি হইতে ষষ্ঠ বৎসরের মধ্যে।

সেনা। আজি হইতে ষষ্ঠ বৎসরের মধ্যে তুমি আমার প্রাণ নষ্ট করিবে ?

শত্রু। হাঁ, আপনার।

সেনা। যদি আমি এখনই তোমার শিরশ্ছেদন করি ?

শত্রু। আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে, লোকে আপনাকে নিন্দা করিবে।

সেনা। আর যদি এখন তোমার শিরশ্ছেদন না করি ?

শত্রু। তাহা হইলে আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে।

শিয়ারশা নীচপ্রকৃতির লোক ছিলেন না; তিনি তেজস্বী, ও বীর-ধর্ম্মা ছিলেন। সুতরাং বালকের বীরবাক্যে পরম সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "এখন তোমার মাতার সঙ্গে যেখানে ইচ্ছা, গমন কর।"

বালক নীরবে তরবারি খানি হাতে করিয়া চলিয়া গেল।

মির জুমলা নিজে বড় বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি জানিতেন যে, দেশের প্রজাদিগকে অসন্তুষ্ট করিলে, সে দেশে প্রভুত্ব স্থায়ী হয় না। দেশের পূর্ব্ব রাজার স্ত্রী পুত্ত্রদিগের মান মর্য্যাদা রক্ষা করিলে প্রজারা বড় সন্তুষ্ট থাকে, এজন্য তাঁহার আদেশ ক্রমে শিয়ারশা, মৃত রাজা উপেন্দ্রনারায়ণের স্ত্রী ও পুত্ত্রের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার না করিয়া বরং তাঁহাদের যাহাতে সুখ সচ্ছন্দে ভরণ পোষণ হইতে পারে, তাহার উপায় করিয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু রাণী যবনের নিকট কোন উপকার চাহিলেন না। তাহাতে যবনও মনে২ বড় দুঃখিত হইলেন না।

---

২ অধ্যায়।

যে সময়ের বিষয় আমরা বলিতেছি, সে সময়ে নিষ্ঠুর প্রকৃতি ও সন্দিগ্ধচেতা আরঙ্গজিব দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। তৎকালে রাজমহল বাঙ্গালার রাজধানী ছিল।

কাছাড় ও শ্রীহট্টে সেনাপতি শিয়ারশা কয়েক বৎসর রহিলেন। যে সকল জমিদার ও হিন্দু রাজার কর্ম্মচারিরা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেনাপতি তাঁহাদিগের অনেককে অনেক যত্নে ধরিয়া হত করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহ২ সপরিবারে পলায়ন করিয়া আশামে, মণিপুরে, ত্রিপুরায় ও অন্যান্য পর্ব্বতাঞ্চলে আশ্রয় লইলেন। আবার কেহ২ ছদ্মবেশে দেশে থাকিয়া যবনদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিলেন। অনেক যবন কর্ম্মচারী হিন্দু কর্ত্তৃক গুপ্তভাবে হত হইল। আবার যবনেরাও অনেক হিন্দুকে ধরিয়া হত করিল। অনেক হিন্দুকে যবনেরা বলপূর্ব্বক মুসলমান করিল। কাছাড়ে যে সকল মণিপুরীয় লোক ছিল, তাহাদেরও অনেকে যবনের অত্যাচারে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বন করিল, এই সকল গোলযোগনিবন্ধন মণিপুর হইতে কাছাড়ে ও কাছাড হইতে মণিপুরে লোকদিগের গমনাগমন বন্ধ হইল।

রামজীবন রায় নামে একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কাছাড়ের রাজার মন্ত্রী ছিলেন। সেনাপতি শিয়ার শা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার শিরশ্ছেদন করিতে পারিলেন না। অবশেষে সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে কেহ রায় রামজীবনকে ধরিয়া আনিয়া দিতে পারিবে, সে দশ সহস্র টাকা পুরস্কার পাইবে। এই ঘোষণা শুনিয়া অনেকে চেষ্টা করিল, অনেকে অনেককে ধরিয়া আনিল, কিন্তু প্রকৃত রামজীবন না হওয়াতে তাহারা মুক্ত হইল। শেষে এমন হইল যে, কোন অন্য দেশীয় বাঙ্গালী কাছাড়ে গমন করিত না। যে সকল বাঙ্গালী বণিক নানাবিধ পণ্যদ্রব্য লইয়া প্রতি বৎসর শীতকালে মণিপুরে যাইত, তাহারা একবারে অদৃশ্য হইল।

দেশের স্থানে২ মুসলমানদিগের মস্জীদ নির্ম্মিত হইল। হিন্দুদিগের দেবালয় সকল ভগ্ন ও তাহার ইষ্টকাদি মস্জীদ নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যয় হইল। কাছাড়ে কেবল একটী দেবালয় যবনদিগের অদৃশ্য ছিল, সেটী সিদ্ধেশ্বরের মন্দির।

বড়বক্র নদীতীরে সিদ্ধেশ্বর নামে একটী গিরিশ্রেণী আছে। এখন এই পর্ব্বতে লোকের গমনাগমন হইতেছে, কিন্তু দুই শত বৎসর পূর্ব্বে, এ পর্ব্বত এমন জঙ্গলাকীর্ণ ছিল যে, মনুষ্যের গমন দুঃসাধ্য ছিল। তিরিশ বৎসর পূর্ব্বেও, যে এ পর্ব্বতে লোকের গমনাগমন হইয়াছে, তাহা আমরা শুনি নাই। পনের বৎসর পূর্ব্বে আমরা সিদ্ধেশ্বর দর্শন করিতে গিয়াছিলাম, তখনও ঐ স্থানে রাত্রিকালে ব্যাঘ্রের উপদ্রব হইত।

সিদ্ধেশ্বর পর্ব্বতের এক পার্শ্বে, বড়বক্র নদের বামতীরে, সমতল ভূমিতে সিদ্ধেশ্বর নামে মহাদেব স্থাপিত ছিলেন। লোকের বিশ্বাস এই ছিল, যে কামনা করিয়া সিদ্ধেশ্বরের আরাধনা করা যায়, মহাদেব তাহা সিদ্ধ করেন।

সিদ্ধেশ্বর পর্ব্বত অতি রমণীয় স্থান। পর্ব্বতের শিখর দেশে উঠিয়া একবার চারিদিকে দৃষ্টি কর; দেখ, উত্তর পূর্ব্ব দিকে বড়বক্র নদী একটী শ্বেত রেখার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে; পশ্চিম দিকে দেখ, যেন কোন অপহৃত বস্তুর অন্বেষণ করিতে সিদ্ধেশ্বর পর্ব্বতশ্রেণী অবিরত গমন করিতেছে; দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে দেখ, কেমন অনন্ত হরিৎ ক্ষেত্র। ঐ হরিৎ প্রান্তরের

মধ্যোং যে শ্বেত ক্ষেত্র দেখিতে পাইতেছ, উহা পদ্মবন; হ্রদের জলে শ্বেতপদ্ম ফুটিয়াছে।

পূর্ব্বে সিদ্ধেশ্বরের মন্দির যে স্থানে ছিল, সে স্থান অতি রমণীয়। মন্দিরটী প্রস্তর নির্ম্মিত, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র ছিল। সন্ন্যাসীদিগের থাকিবার জন্য অন্য গৃহ ছিল, কিন্তু তাঁহারা প্রায় সে গৃহে থাকিতেন না, অতিথি আসিলে, ঐ গৃহে তাঁহাদিগকে স্থান দেওয়া হইত। সিদ্ধেশ্বরতলা একটী বৃক্ষবাটিকা; নাগেশ্বর, কাঞ্চন, শিরিশ, অশ্বথাদি বৃক্ষ পরস্পর এরূপ সংলগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহাতে রৌদ্র ও বৃষ্টি নিবারিত হইত এবং তাহার তলায় লোকে অনায়াসে বাস করিতে পারিত। শীতকালে সন্ন্যাসীরা অগ্নিকুণ্ড করিয়া বৃক্ষতলে তপঃ জপাদি করিতেন। গ্রীষ্মকালে পার্ব্বতীয় সমীরণ নাগেশ্বর ফুলের সৌরভ যোগাইয়া যোগীদিগেব তপোক্লান্ত শরীর শীতল করিতেন।

দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এক দিন গ্রীষ্মকালের অপরাহ্নে এক জন বিদেশী সন্ন্যাসী সিদ্ধেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মন্দিবস্থ প্রধান সন্ন্যাসী (ইহাঁকে পরম হংস বলিত) বড় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং যত্নসহকারে বসিতে আসন দিলেন। সে দিন মন্দিরে আর এক জন মাত্র অপর সন্ন্যাসী ছিলেন।

সন্ধ্যা হইলে মহাদেবের আরতি আরম্ভ হইল। ধূপ ধুনার গন্ধে, শঙ্খ ঘণ্টার শব্দে বনস্থল আমোদিত হইল।

সন্ধ্যার পরে পরম হংস ও আগন্তুক সন্ন্যাসী মৃগচর্ম্মাসনে শিলাতলে বসিলেন।

পরমহংস গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "কত দূর যাওয়া হইয়াছিল?"

আগন্তুক বিষণ্ণ ভাবে উত্তর করিলেন, "দিল্লী পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম।"

পরম। দিল্লীর সমাচার কি?

আগ। এক্ষণে আরঙ্গিব দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়াছেন। কিন্তু মহাগোলযোগ; কবে তিনি হত হয়েন, তাহার নিশ্চয় নাই।

পরম। আপনি যে জন্য গিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কত দূর কৃতকার্য্য হইলেন?

আগ। সে বিষয়ে কাহারও সঙ্গে কোন কথা উত্থাপন করিবার সুযোগ পাই নাই। দিল্লীশ্বরের কর্ম্মচারীরা বঙ্গদেশের বিষয়ে এত উদাসীন যে, কাছাড় জয়ের সমাচার দিল্লীতে পঁহুছে নাই।

পরম। তবে এখন কি করিবেন? আপনার আমার এখানে অধিক দিন থাকা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

আগ। আমি অদ্য নিশিশেষে প্রস্থান করিব।

পরম। কোথায় যাইবেন?

আগ। প্রথমে রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব; পরে তিনি যেরূপ বলেন, তদ্রূপ করিব।

পরম। অদ্য এক মাস রাণীর কোন সমাচার পাই নাই; তিনি কোথায় গিয়াছেন, কেহ জানে না।

আগ। রাজপুত্র?

পরম। রাজপুত্র এক্ষণে শিলাচলে* ব্যোপদেব ঠাকুরের আশ্রমে আছেন।

আগ। তবে আমি নিশিশেষে সেই খানে যাইব। তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ

* এই স্থানকে এক্ষণে শিলচার (Silchar) কহে। ইহাই এক্ষণে কাছাড়ের সদর ষ্টেশন।

করিব। যদি ইহার পরে রাণী এখানে আইসেন, তবে তাঁহাকে বলিবেন যে, আমি দিল্লী হইতে অকৃতকার্য্য হইয়া আসিয়াছি; এক্ষণে আবার অন্য চেষ্টায় চলিলাম। যদি কৃতকার্য্য হই, দেশে ফিরিয়া আসিব, আর যদি অকৃতকার্য্য হই, আসিব না। রাজকুমারকে আমার সঙ্গে লইয়া যাইব।

পরম। মন্ত্রিবর, আমি চারি বৎসর অবধি কায়মনোবাক্যে মহাদেবের আরাধনা করিতেছি; আর প্রার্থনা করিতেছি যেন, তিনি আপনার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করেন, যেন আমি রাজকুমার শত্রুদমনকে সিংহাসনে দেখিয়া মরিতে পারি। আমার বিশ্বাস, সিদ্ধেশ্বর আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন; অতএব আপনি যে এ যাত্রায় কৃতকার্য্য হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

আগন্তুক কহিলেন, "আপনার ঐকান্তিক প্রার্থনা গ্রাহ্য হউক, এই আমার একান্ত বাসনা।"

অনন্তর উভয়ে বিশ্রাম করিতে গেলেন। আগন্তুক সন্ন্যাসী নিশিশেষে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। আগন্তুক সন্ন্যাসী রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের মন্ত্রী রামজীবন রায়। যবনের ভয়ে ছদ্মবেশে বেড়াইতেছেন।

---

৩ অধ্যায়।

কাছাড় জিলার দক্ষিণ সীমায় লক্ষ্মীপুর নামে একটী গ্রাম আছে। এই গ্রামের নিকট দিয়া পর্ব্বতনন্দিনী বড়বক্রনদী দ্রুতবেগে প্রবাহিত হইতেছে। গ্রামের ইতস্ততঃ বিস্তর উপপর্ব্বত, তাহাতে এক প্রকার বন্য জাতীয় লোকের বাস। তাহাদিগকে কুকি বলে। যে দিবস রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ যুদ্ধে হত হয়েন, তাহার চারি বৎসর পরে এক দিন অপরাহ্নে দুই জন ভ্রমণকারী এই গ্রামে উপস্থিত হইলেন। ভ্রমণকারীদ্বয়ের আকৃতি অবিকল বাঙ্গালির আকৃতির মত; কিন্তু পরিচ্ছদ মণিপুরীয়;—ধুতি, অঙ্গরক্ষা ও উষ্ণীষ। ইহাঁদের এক জনের বয়ঃক্রম পঞ্চাশ, অন্য জনের অষ্টাদশ বৎসর হইবে। উভয়েই যে বিশেষ উচ্চ বংশজাত, তাঁহাদের আকৃতিই তাহার প্রমাণ দিতেছিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারির প্রশস্ত ললাট, বৃহন্মস্তক ও স্থির চক্ষুর্দ্বয় দেখিলে, অনায়াসেই বোধগম্য হয় যে, তিনি অতীব চিন্তাশীল; কোন বিশেষ একটী বিষয়ে যেন তাঁহার সমস্ত মনোযোগ নিযুক্ত করিয়াছে। কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী যুবক, পরম সুন্দর। জ্যেষ্ঠভ্রমণকারী যৌবনকালে যেরূপ সুন্দর ছিলেন, কনিষ্ঠ তাহা অপেক্ষাও অধিক সুন্দর। কনিষ্ঠের নয়নদ্বয় বিশাল, ভ্রূযুগল আকর্ণ বিশ্রান্ত, ললাটদেশ প্রশস্ত, নাসিকা সুদীর্ঘ, ও উচ্চ। শরীরের গঠন অতি পরিপাটি; নিয়মিত রূপে ব্যায়াম শিক্ষা করিলে শরীর যেমন সুগোল ও বলশালী হয়, কনিষ্ঠভ্রমণকারীর শরীরও তদ্রূপ। এ বয়স, এ যৌবন, এ সৌন্দর্য্য অনেকে রমণীজনের মনোরঞ্জনে ব্যয় করিয়া থাকে, কিন্তু ইনি এ বয়সে দেশ ভ্রমণকষ্ট স্বীকার করিয়াছেন দেখিয়া অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

ভ্রমণকারিদের সঙ্গে এক জন কুকি জাতীয় ভৃত্য ছিল, আর একটী মণিপুরীয় অশ্ব সঙ্গে ছিল, তাহার পৃষ্ঠে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি থাকিত।

ইহাঁরা গ্রামের বাজারে এক সরায়ে অবস্থিতি করিলেন। চারি বৎসর হইল,

মুসলমানেরা দেশ অধিকার করিয়াছেন, ইহার মধ্যে কোন বাঙ্গালি বণিক মণিপুরে যায় নাই। ভ্রমণকারিরা যখন বলিলেন যে, তাঁহারা মণিপুরে যাইবেন, তখন অনেকে শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। লোকেরা তাঁহাদিগকে বণিক মনে করিল।

গ্রামে জনরব উঠিল যে, দুই জন বাঙ্গালি বণিক অনেক পণ্য দ্রব্য লইয়া আসিয়াছে। গ্রামস্থ স্ত্রীলোকেরা ইহা শুনিয়া কেহ বা চিরুনী, কেহ বা পিত্তলের গহনা, কেহ দর্পণ প্রভৃতি ক্রয় করিবার জন্য তাঁহাদের নিকটে আসিল, এবং যাহা কিনিবে, তাহার মূল্য দিবার জন্য কেহ বা গজদন্ত, কেহ বা গজমুক্তা, কেহ বা বনবৃষের পুচ্ছ আনিল। স্ত্রীলোকেরা নিরাশ হইল, কেননা তাহাদিগকে দেখিয়া বৃদ্ধ ভ্রমণকারী তাহাদের মাতৃভাষায় বলিলেন যে, "আমরা বণিক নহি; সামান্য ভ্রমণকারী মাত্র। আমরা দেশ দেখিবার জন্য বাহির হইয়াছি। আমরা মণিপুর যাইব। কেবল অদ্য রাত্রি মাত্র এখানে যাপন করিব।"

তাহারা ভ্রমণকারির কথা বিশ্বাস করিল না। ভাবিল যে, ইহারা যে সকল জিনিষ আনিয়াছে, তাহা এখানে বিক্রয় করিতে চাহে না, মণিপুরে যাইয়া বিক্রয় করিবে, এই জন্য বলিতেছে, আমরা বণিক নহি। তাহাদের বিশ্বাস ছিল, বাঙ্গালিরা আবশ্যক হইলে মিথ্যা কথা কহে।

এক জন স্ত্রীলোক বড় মুখরা ছিল; সে কহিল, "তোমাদের জিনিষের মূল্য কি আমরা দিতে পারি না? এই দেখ, গজদন্ত আনিয়াছি!"

কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী ইহাতে একটু উষ্ণ হইয়া বলিলেন, "আরে মাগি, বলিলাম, আমরা বণিক নহি; তবু বিরক্ত করিতেছিস্ কেন, চলে যা?"

কনিষ্ঠ ভ্রমণকারির রাগ করিবার কারণ ছিল, কেননা তাঁহারা সমস্ত দিন চলিয়া২ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এখন বিশ্রাম করিবার সময়; তাহাতে স্ত্রীলোক গুলি আসিয়া বিরক্ত করিতে লাগিল।

যে স্ত্রীলোককে কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী এই কথা বলিলেন, তাহার মেজাজ আরো গরম। সে রাগত হইয়া বলিল, "এখানে রাগ দেখাইও না; জান, আমাদের পুরুষেরা অস্ত্র ব্যবহার করিতে জানে।"

কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী বলিলেন, "আমি জানি, তোমাদের পুরুষেরা ডাকাতি করিতে জানে, যুদ্ধ করিতে জানে না।"

আর এক জন যুবতী বলিল, "আমাদের পুরুষেরা যুদ্ধ করিতেই জানে, ডাকাতি করিতে জানে না। দেখ, মুসলমানেরা কাছাড় রাজ্য অধিকার করিয়াছে; আমাদের দেশে আসিতে পারে নাই, কতবার আমাদের পুরুষেরা তাহাদের পরাজয় করিয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া, বলিলেন, "তোমরা স্ত্রীলোক, তাই রক্ষে, যদি পুরুষ হইতে, তাহা হইলে সকলের মাথা কাটিতাম।"

"তবে আমরা যাই, আমাদের পুরুষদের পাঠাইয়া দি, সুখে মাথা কাটিও," বলিয়া কতক গুলি স্ত্রীলোক চলিয়া গেল।

বৃদ্ধ ভ্রমণকারী এতক্ষণ নীরবে ছিলেন, এক্ষণে কনিষ্ঠকে বলিলেন, "বৎস, ইহাদিগকে রাগাইয়া ভাল কর নাই। কুকি

জাতিরা বড় যুদ্ধপরায়ন। ঐ যে দূরে কালনাগ পর্ব্বত দেখিতেছ, একবার শান্তিপুরের এক গোস্বামী ঐ পথে মনিপুরে যাইতেছিলেন, সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী ও একটী কন্যা ছিল। তিনি মনিপুরের রাজার গুরু, এই অহঙ্কারে এক জন কুকির প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন; সেই জন্য কালনাগ পর্ব্বতের সমস্ত কুকি রাগান্ধ হইয়া তাঁহাকে হত করে।

কনিষ্ঠ। আমি শুনিয়াছি, যৎকালে গোস্বামী এই পথে যাইতে ছিলেন, তৎকালে যবনদিগের সঙ্গে কুকিদের যুদ্ধ হইতেছিল। গোস্বামী যবনকর্ত্তৃক হত হয়েন। কিন্তু গোস্বামির কন্যাটী বাঁচিয়াছিল। কুকিরা তাহাকে লইয়া গিয়াছিল।

জ্যেষ্ঠ। তাহা হইতে পারে। কিন্তু মণিপুরের রাজা বলেন যে, কুকিরা গোস্বামীকে হত করে, আর মণিপুরের রাজার সহিত সেই অবধি উহাদের বিবাদ চলিতেছে। রাজা সেই কন্যাটীকে চাহেন, কিন্তু কুকিরা বলে যে, যদি রাজা তাহাদিগকে এক শত অশ্ব ও দ্বাদশটী হস্তী দেন,তাহা হইলে উহারা কন্যাটীকে দিবে। নতুবা দিবে না।

কনিষ্ঠ। আমাদের সে দশা হইবে না, আমার হাতে তরবারি থাকিতে আপনার কোন ভয় নাই।

জ্যেষ্ঠ। এ তোমার বড় দুঃসাহসের কথা। আমরা দুই জন মাত্র; আর উহারা পিপীলিকার ন্যায় অসংখ্য। চল, আমরা এস্থান হইতে প্রস্থান করি! এখন সন্ধ্যা হইয়াছে, কেহ দেখিতে পাইবে না।

কনিষ্ঠ। তবে চলুন, আমরা অন্য কোন স্থানে যাইয়া অদ্য রাত্রে থাকি।

অনন্তর অশ্বপৃষ্ঠে দ্রব্যাদি বোঝাই করিয়া যাত্রা করিলেন। সৌভাগ্য ক্রমে কেহই তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল না। তাঁহারা দুই তিন ক্রোশ দূরে এক স্থানে রাত্রি যাপন করিলেন। তিন দিন পরে তাঁহারা সন্ধ্যার পরে, কালনাগ পর্ব্বতের উত্তর দিকে যে মহাবেগবতী নির্ঝর আছে, সেই নির্ঝরের তীরে পহুঁছিলেন। ক্রমে রাত্রি প্রহরেক হইল, চন্দ্রমা অস্ত গেল। ভ্রমনকারিরা নির্ঝর পার হইবার কোন উপায় না দেখিয়া বড় ব্যস্ত হইলেন। তাঁহাদের তিন জনের হাতে তিনটী মশাল ছিল; ভৃত্যের হস্তস্থিত মশাল জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারী হাতে করিয়া তাহাকে কাষ্ঠ অন্বেষণ করিতে বলিলেন। কাষ্ঠ আনীত হইলে তাঁহারা এক অগ্নিকুণ্ড করিয়া তাহার নিকটে বসিলেন। অগ্নি দেখিলে বন্য জন্তুরা নিকটে আইসে না, যাহারা এই পার্ব্বতীয় পথে রাত্রে গমনাগমন করে, তাহারা এই উপায়ে ব্যাঘ্র ভল্লূকাদির হস্ত হইতে রক্ষিত হয়।

নির্ঝরের যে স্থানে আমাদের ভ্রমণকারিরা অবস্থান করিলেন, তাহার অপর তীরে পর্ব্বতের পার্শ্বে কালনাগ পর্ব্বতের রাজা কুলপি লালের বাটী। ভ্রমণকারিরা তাহা জানিতেন। সেই বাটী হইতে তাঁহারা এত নিকটে ছিলেন যে, তাঁহারা যে অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়াছিলেন, তাহা কুলপিলালের বাটী হইতে দৃষ্ট হইতেছিল।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর হইল। ভ্রমণকারিরা আরও কাষ্ঠ আনিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন, অগ্নি আরো প্রজ্জ্বলিত হইল। জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারী পথভ্রমণ জনিত ক্লান্ত হইয়া শীঘ্র নিদ্রিত হইলেন। ভৃত্যও

নিদ্রা গেল। কেবল কনিষ্ঠ জাগিয়া রহিলেন। এমন সময়ে অদূরে নির্ঝরের তীরে আর একটী আলোক দৃষ্ট হইল। কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী আঁলোক দেখিয়া আপনার মশাল জ্বালিলেন। এবং যে দিকে আলোক দেখিয়াছিলেন, সেই দিকে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। ইতিমধ্যে ভৃত্যের নিদ্রাভঙ্গ হইল, সে দূরে আলোক দেখিয়া বলিল, "ঐ দেখিতেছেন, এই ভূতে আলো জ্বালিয়াছে।"

কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী যদিও ভূতের অস্তিত্ব মানিতেন, তথাপি তাঁহার সাহস ছিল, এই জন্য বলিলেন, "ভূত হউক, আর যা হউক, আমি একবার যাইয়া দেখিব।"

"ভৃত্য আরো চমকিত হইয়া বলিল, যাইবেন না, গেলে মারা পড়িবেন। ও ভূত এই নির্ঝরের তীরে ঐ বড় নাগেশ্বর বৃক্ষে থাকে, এবং পথিকদিগকে ধরিয়া জলে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলে।"

যুবক ঈষৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "দেখ, পুরহি, আমি তোর মতন মূর্খ নহি। আমি জানি, ভূতকে ভয় করিলেই মানুষের অনিষ্ট হয়; ভূতে মনুষ্যের অপকার করিতে পারে না।"

পুরহি বলিল, "এ আর কোন ভূত নহে, বাঙ্গালী ভূত। মুসলমানদের সঙ্গে কাছাড়ের রাজার যে বৎসর যুদ্ধ হয়, তাহার পর বৎসর মণিপুরের রাজার গুরু এই পথে মণিপুরে যাইতেছিলেন। কালনাগ পর্ব্বতের কুকিরা সেই গুরু ও তাহার স্ত্রীকে মারিয়া এই নির্ঝরের জলে ফেলিয়া দেয়। গুরুর স্ত্রী মরিয়া ভূত হইয়া আছে। এই বড় নাগেশ্বর বৃক্ষে সে থাকে। আপনি দেখিবেন, ও ভূতে বাঙ্গালা কথা কহিবে।"

যুবক হাসিয়া কহিলেন, "তবে চল যাই, যে খানে ভূতে আলো জ্বালিয়াছে, সেই খানে যাই; ভূতের বাঙ্গালা কথা শুনিব।"

পুরহি বলিল, "আমি প্রাণ গেলেও যাইব না; কেননা ও ভূতের আমাদের প্রতি বড় রাগ।"

যুবক ভৃত্যের সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি এই দূরবর্ত্তী আলোকের প্রতি ছিল। তিনি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, তাহাতে বোধ হইল, একজন স্ত্রীলোকের হাতে আলোক জ্বলিতেছে। তিনি পুরহির সঙ্গে বাদানুবাদ না করিয়া আপনার তরবারি এক হাতে ও আর এক হাতে মশাল লইয়া এই দূরবর্ত্তী আলোকাভিমুখে গমন করিলেন।

কিয়দ্দূর যাইয়া দেখেন, আলোক ধারিণী বাস্তবিক স্ত্রীলোক। আরো কিয়দ্দূর যাইয়া দেখেন, আলোকধারিণী যুবতী। পরে দেখেন আলোকধারিণী পরমা সুন্দরী। এই সকল দেখিয়া যুব ভ্রমণকারী কিছু বিস্মিত হইলেন। ইত্যবসরে আলোকধারিণী নিকটে আসিয়া যুবককে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কি বঙ্গালি?

কনিষ্ট ভ্রমণকারী বাঙ্গালা কথা শুনিয়া আরো বিস্মিত হইলেন। এত বিস্মিত হইলেন যে, কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। আলোকধারিণী যুবতী আবার জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কি বাঙ্গালী?"

এবার আমাদের ভ্রমণকারী উত্তর করিলেন "হাঁ, আমি বাঙ্গালী।"

"কোথা যাইবে?"

"মণিপুরে যাইব।"

"এ পথে আসিলে কেন?"

"এই পথ দিয়াই যাইব।"

"তবে এখানে রহিয়াছ কেন?"

"নির্ঝর পার হইতে পারি নাই।"

"তবে আমার সঙ্গে আইস।"

"আমি একা নহি, আমার সঙ্গে আরও দুই জন লোক আছেন।"

"তাঁহাদের ডাকিয়া লইয়া আইস; আমি এখানে আছি। কিন্তু আমার সঙ্গে আর বাঙ্গালা কথা কহিও না, কহিলে আমার বিপদ ঘটিবে।"

যুব ভ্রমণকারী আপন সঙ্গিদিগকে ডাকিতে গেলেন। ডাকিবা মাত্র তাঁহারা উঠিলেন। অনন্তর সকলে মশাল হাতে করিয়া আলোকধাবিনী যুবতীর পশ্চাৎ২ গমন করিতে লাগিলেন।

অদূরে নির্ঝরের উপর দিয়া দুটী বৃহৎ শাল বৃক্ষ পতিত ছিল। তাহার উপর দিয়া সকলে পার হইলেন। পার হইতে হইতে জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারী সেই যুবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎসে, আমাদিগকে যে লইয়া যাইতেছ, শেষে আমরা ত কোন বিপদে পড়িব না?"

"আমি থাকিতে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই, আমি আপনাদিগকে কালনাগ পর্ব্বতের রাজা কুলপিলালের বাটীতে লইয়া যাইব।"

"বৎসে, একটী কথা জিজ্ঞাসা করি?—তুমি বাঙ্গালা কথা কি প্রকারে শিখিলে?"

"ক্ষমা করুন, এখন বলিব না; যদি বলিবার সময় কখনও হয়, তখন বলিব।"

অনন্তর যুবতীর অনুগ্রহে তাঁহারা কুলপিলালের বাটীতে গমন করিয়া সাদরে গৃহীত ও বিশ্রামার্থ স্থান প্রাপ্ত হইলেন

৪ অধ্যায়।

আমাদিগের ভ্রমণকারীরা পথ ভ্রমণে ক্লান্ত হইয়াছিলেন, এ জন্য রাত্রে তাঁহাদের গাঢ় নিদ্রা হইল। প্রাতঃকালে তাঁহারা কিছু বেলা হইলে জাগরিত হইলেন। উঠিয়া দেখেন, প্রাতঃসূর্য্য আশামের উচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী ছাড়াইয়া আসিয়াছে; পক্ষীরা বৃক্ষ শাখা ত্যাগ করিয়া আহারান্বেষণে বহির্গত হইয়াছে; নাগেশ্বর বৃক্ষে অসংখ্য ফুল ফুটিয়াছে, সমীরণ চারিদিকে তাহার সৌরভ বিতরণ করিতেছে;—পরের ধন পরকে বিলাইয়া ইহাঁর বড় সুখ!—গৃহস্থের স্ত্রীরা গাভী দোহন করিয়া তাহাদিগকে নির্ঝরের তীরস্থ সমভূমিতে চরাইতে লইয়া গিয়াছে।

পথিকদিগের প্রাতঃকৃত্য সমাপন হইলে কুলপিলাল তাঁহাদের নিকটে যাইয়া বসিলেন।

কুলপিলালের বয়ঃক্রম ষাটি বৎসর। কিন্তু তাঁহার শরীর এমন হৃষ্টপুষ্ট যে আবশ্যক হইলে এখনও যুদ্ধ ক্ষেত্রে গমন করিতে পারেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কুলপিলাল কালনাগ পর্ব্বতের রাজা। কালনাগ পর্ব্বতে ও তাহার ইতস্ততঃ প্রায় দশ সহস্র কুকি বাস করিত। এই পর্ব্বতাঞ্চলে যে অসভ্য জাতীয় লোকেরা বাস করে, তাহাদিগকে আমরা সাধারণ্যে কুকি বলি; কিন্তু তাহাদের ভিন্ন২ নাম আছে। যাহারা কালনাগ পর্ব্বতে বাস করে, তাহাদিগকে কালনাগী, ও যাহারা লুসাই পর্ব্বতে বাস করে, তাহাদিগকে লুসাই কহে। প্রত্যেক পর্ব্বতে বা তিন চারি পর্ব্বতে এক জন করিয়া রাজা থাকে। কিন্তু কালনাগ পর্ব্বতের রাজা কুলপি-

লালের মান্য অপেক্ষাকৃত অধিক। তাহার কারণ এই কালনাগী কুকিরা অধিক যোদ্ধা ও বলবান। আর লুসাই জাতির রাজার রাণী কুলপিলালের ভগিনী। এ জন্য লুসাই রাজা আবশ্যক হইলে সৈন্য দ্বারা কুলপিলালের সাহায্য করিয়া থাকেন।

যাঁহারা এই কুকিদের আবাস স্থান দেখেন নাই, তাঁহারা জানেন না যে, সুখ ও সন্তোষ কোথায় বাস করে। সামান্য, কিন্তু সুনির্ম্মিত পর্ণ কুটীরে তাহারা বাস করে। পর্ব্বতের কোলে, উপত্যকা ভূমিতে কৃষি কর্ম্ম করে, বনে২ ভ্রমণ করিয়া হরিণ, শূকর, ইত্যাদি শিকার করে। তাহাদের স্ত্রীলোকেরা সেই শস্য, সেই মাংস সামান্য রূপে পাক করিয়া দেয়, তাহারা তাহা ভোজন করিয়া সুখে থাকে। তাহাদের স্ত্রীরা বাঙ্গালির বিবেচনায় রূপবতী নহে; কিন্তু গুণবতী বটে। তাহারা আপনাদের জন্য উত্তম বস্ত্র বয়ন করে, উত্তম কারুকার্য্য জানে, উত্তম গান করিতে জানে। আমরা পর্ব্বতের পার্শ্বে বৃক্ষ ছায়ায় বসিয়া কারুকার্য্য করিতে২ কুকি যুবতীদিগকে মৃদু মন্দ স্বরে গান করিতে শুনিয়াছি—সেই স্বাভাবিক সঙ্গীত শুনিয়া পথভ্রান্তি জনিত ক্লান্তি বিস্মৃত হইয়াছি—সেই সঙ্গীত শুনিয়া সেই অসভ্যদিগের পবিত্র মুখ দেখিয়া সভ্য বাঙ্গালা দেশ পরিত্যাগ করিয়া সেই দেশে বাস করিতে অভিলাষ করিয়াছি।

কুকিরা সাহসী, বীরপ্রকৃতি; তাহাদিগের প্রতি দয়া দেখাইলে তাহারা তোমার ক্রীতদাসবৎ থাকিবে, কিন্তু তাহাদিগের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিলে, তাহারা দেশস্থ লোক এক ব্যক্তির ন্যায় তোমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে।

আমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারী কুলপিলালের সঙ্গে কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে পূর্ব্ব রাত্রে যে কন্যা তাঁহাদিগকে পথ দেখাইয়া আনিয়াছিলেন, তিনি একটী বংশনির্ম্মিত পাত্রে করিয়া নানা জাতি বনপুষ্প আনিয়া কনিষ্ঠ ভ্রমণকারির হস্তে দিলেন। ইহা দেখিয়া কুলপিলাল কহিলেন, "রণু, এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

কন্যার নাম রণু। রণু কহিলেন, "আমি অতিথিদিগের জন্য ফুল তুলিতে গিয়াছিলাম।"

কুলপিলাল কহিলেন, "আমি তোমাকে কত খুঁজিয়াছি,—একবার এই পর্ব্বতের শিখরে যাইয়া শিঙ্গা বাজাইয়া সকলকে ডাক।" ইহা বলিবামাত্র রণু পাখীর ন্যায় চলিয়া গেলেন। অনন্তর কুলপিলাল জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারিকে কহিলেন, "রণু জানে যে, আপনারা বাঙ্গালী; এজন্য আপনাদের দেব সেবার জন্য ফুল তুলিয়া আনিয়াছে।"

জ্যেষ্ঠ। আমি বড় বাধ্য হইলাম। আপনি এই কন্যাটীকে কোথায় পাঠাইলেন?

কুলপি। আমার সেনাপতিদিগকে ডাকিতে পাঠাইলাম, আপনাকে তাহাদের রণনৈপুণ্য দেখাইতে অভিলাষ করি।

জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারী ইহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "আমি আপনাদের রণনৈপুণ্যের প্রশংসা অনেক শুনিয়াছি। আর আপনি যে পথিকদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন, তাহাও আমার শুনা আছে। কিন্তু আমি গত রাত্রে আপনার কন্যার সাহস ও দয়া দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি।"

কুলপিলাল ঈষৎ হাস্য করিয়া কহি-

লেন, "আমার এই ক্ষুদ্র রাজ্যের স্বাধীনতা কেবল আমাদের পুরুষদের দ্বারা নহে, স্ত্রীদের দ্বারাও রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।"

জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারির সঙ্গে কুলপিলালের কথোপকথন চলিতে লাগিল, ইত্যবসরে কনিষ্ঠ কুলপিলালের পরিচ্ছদ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কুলপিলাল এক খানি কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র বক্ষের উপরে পরিধান করিয়াছিলেন, তাহা একবারে পাদমূল পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। মস্তকের কেশ দীর্ঘ; তাহা মস্তকের উপরিভাগে একত্র করিয়া বাঁধা; তাহার চারিদিকে মস্তকে নানা বর্ণের উষ্ণীষ। মস্তকে দুই চারিটী বিচিত্র বর্ণ পক্ষীর পালক ছিল। তাঁহার কর্ণমূলে এক বৃহৎ ছিদ্র ও তাহাতে কয়েকটী সোনার রিং ছিল।

'এমন সময়ে আর এক জন যুবক সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া সকলকে অভিবাদন করিল। তাহার হস্তে একটী বৃহৎ বড়শা। সে সেই বড়শা হস্তে করিয়া দাঁড়াইল। এ যুবক অতিশয় বলবান ও বীরাকৃতি। দেখিয়া কুলপিলাল কহিলেন, "রুদ্র, আর সকলে কোথায়?"

রুদ্র কহিল, "আর সকলে আসিতেছে।"

কুলপিলাল আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারিকে কহিলেন, "তবে চলুন, আমার গৃহের দিকে যাই।"

ভ্রমণকারিরা সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহার সহিত গমন করিলেন। কুলপিলালের গৃহ অন্য কুকিদের গৃহ অপেক্ষা অনেক বৃহৎ। তাঁহার গৃহ আমাদের দেশীয় আটচালার ন্যায়। সেই আটচালার সম্মুখে অনেকটা সমভূমি ছিল। কুলপিলাল আমাদের ভ্রমণকারিদিগকে সেই গৃহের বারাণ্ডায় বসাইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে আরো দশ বারো জন বীরাকৃতি যুবক সেই স্থানে আসিয়া বসিল।

এমন সময়ে কুলপিলাল রুদ্র নামক পূর্ব্বোল্লিখিত যুবককে সম্বোধন করিয়া কহিল, "তোমরা এই প্রাঙ্গণে মল্লযুদ্ধ কর; আমার এই বিদেশীয় অতিথি তোমাদের বলবীর্য্য কেমন, তাহা দেখিতে অভিলাষ করেন।"

তাহারা অভিবাদন করিয়া মল্লযুদ্ধের আয়োজন করিতে চলিল। তাহা দেখিয়া আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারী বলিলেন, "আমার এই বালক বড় মল্লযুদ্ধপ্রিয়, যদি আপনি আজ্ঞা করেন, ইনিও আপনার যুবকদের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিয়া আমোদ করিতে পারেন।"

কুলপিলাল তাহাতে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া রুদ্রকে কহিলেন, "এই বাঙ্গালী যুবককে তোমাদের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে লইয়া যাও।"

রুদ্র সন্তুষ্ট হইয়া বাঙ্গালি যুবকের হস্ত ধরিয়া লইয়া চলিল, যাইতে২ জিজ্ঞাসিল, "তোমার নাম কি?"

"আমার নাম কনিষ্ঠ;" কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী এই উত্তর করিলেন। রুদ্র বাঙ্গালা জানিত না, নতুবা বুঝিত যে, মানুষের নাম কনিষ্ঠ নাই। সে বলিল, "কনিষ্ঠ, আমাদের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিতে পারিবে?"

কনিষ্ঠ বলিলেন, "না পারি, তোমরা ত পারিবে?"

যুবকেরা প্রাঙ্গণে মল্লযুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল। রণু ও তাঁহার সঙ্গিরা বারাণ্ডায় মল্লযুদ্ধ দেখিতে বসিলেন। রণুর হাতে এক ছড়া আশোকের ফুলের মালা ছিল, তিনি যুবকদিগকে

সেই মালা দেখাইয়া বলিলেন, "যিনি জয়ী হইবেন, তিনি এই মালা পুরস্কার পাইবেন।"

রণুর এই প্রস্তাবে যুবকদিগের উৎসাহ আরো বৃদ্ধি হইল। প্রথমে তাহাদের পরস্পর মল্লযুদ্ধ হইল, পরে কনিষ্ঠের সঙ্গে রুদ্র মল্লযুদ্ধে ব্রতী হইলেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারী কুকি যুবকদিগের বীরত্ব দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি কুলপিলালকে কহিলেন, "আপনার যুবকেরা বিলক্ষণ বীরপুরুষ।"

কুলপিলাল কহিলেন, "ইহাদের বলেই আমি এত দিন স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আছি। নতুবা আমার দুই দিকে শত্রু; এক দিকে যবন, আর এক দিকে মণিপুরের রাজা।"

"মণিপুরের রাজার সঙ্গে এখনও আপনার শত্রুতা আছে?"

"এখনও আছে—আমরা যুদ্ধ করিয়া২ ক্লান্ত হইয়াছি; আর অনাবশ্যক রক্তপাত ভাল লাগে না।"

"তবে রাজার সঙ্গে যাহাতে বন্ধুতা হয়, তাহার চেষ্টা করেন না কেন?"

"আমি তাহারই চেষ্টাতে আছি;—সন্ধি প্রার্থনায় আমার যুবক দিগের অসম্মতিতেও আমি স্বয়ং তাঁহার নিকট যাইবার কল্পনা করিয়াছি।"

"আপনার যদি মণিপুরে যাইবার বিলম্ব না থাকে, তবে আমাদের সঙ্গেই চলুন না কেন?"

"আমার যাইবার বিলম্ব নাই—আপনার সঙ্গে যাইতেও কোন্ আপত্তি নাই,—আপনার দ্বারা কি এ বিষয়ে কোন উপকার হইতে পারে?"

"বোধ করি, হইতে পারে; রাজার সঙ্গে এক সময়ে আমার বিলক্ষণ আলাপ ছিল, যদি তাহা তাঁহার মনে থাকে, আমার দ্বারা আপনার উপকার হইতে পারে?"

"তবে এক সঙ্গে যাওয়া বিধেয় নহে, আপনি বরং অগ্রে গমন করিয়া আমার অভিপ্রায় রাজাকে জ্ঞাত করুন, এবং এ বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন করুন; আমরা দুই চারি দিন পরে যাইব।"

আমাদিগের ভ্রমণকারী দেখিলেন যে, কুলপিলাল বড় বিবেচনার কথা কহিলেন। তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন।

এমন সময়ে রঙ্গভূমিতে তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষিত হইল। তাহার কারণ এই আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী রুদ্রের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিতে২ পরাজিত হইবার উপক্রম হওয়াতে কুকি যুবকেরা করতালি দিয়া উঠিয়াছিল।

জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারী আরো দেখিলেন যে, কনিষ্ঠের পরাজয় হইবার উপক্রম হওয়াতে যুবতীরা সকলেই আহ্লাদিত হইয়াছেন, কেবল রণু বিষাদিতা। এমন সময়ে কনিষ্ঠের অবস্থা পরিবর্ত্ত হইল। দেখিতে২ তিনি মল্লযুদ্ধে জয়ী হইলেন। তিনি রুদ্রকে তুলিয়া তিন চারি হস্ত দূরে ফেলিয়া দিলেন। তাহাতে রণু এত আহ্লাদিতা হইলেন যে, দ্রুতপদে যাইয়া কনিষ্ঠের হস্তে প্রতিশ্রুত নাগেশ্বরের মালা দিলেন।

ইহা দেখিয়া রুদ্রের মনে বড় দুঃখ হইল। সে লজ্জায় অধোবদনে রঙ্গভূমি হইতে চলিয়া গেল। তাহার কারণ এই, তাঁহার সহিত রণুর বিবাহের কথা হইতেছিল। এক্ষণে রণুকে কনিষ্ঠের প্রতি পক্ষপাতী দেখিয়া তাহার মনে ঈর্ষ্যার সঞ্চার হইল।

গোলমালে মল্লক্রীড়া ভাঙ্গিয়া গেল।

যুবকেরা আপন২ গৃহে গমন করিল। কেবল রুদ্র ও ভদ্রপাল নামে কুলপিলালের ভ্রাতুষ্পুত্র সে স্থলে রহিল।

কুলপিলাল আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারিকে কহিলেন, "আপনার সঙ্গী যুবক সামান্য বীর নহেন।"

জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারী কহিলেন "এই বালক যে বংশে জন্মিয়াছে, সে বংশে অনেক যোদ্ধা জন্মিয়াছিলেন।"

অনন্তর ভ্রমণকারিরা তাঁহাদের বাসায় গমন করিলেন।

—০—

৫ অধ্যায়।

বেলা দুই প্রহর হইয়াছে—আমাদের ভ্রমণকারিরা মধ্যাহ্নের আহারাদি সমাপন করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। কালনাগ পর্ব্বত নির্জ্জন প্রদেশের ন্যায় নিরব হইয়াছে। মধ্যে২ কোকিল, পাপিয়া, শ্যামা প্রভৃতি ও অন্যান্য সুকণ্ঠ এবং বিকৃতকণ্ঠ পক্ষীর রব শ্রুতিগোচর হইতেছে। কালনাগ পর্ব্বতের পাদমূল চুম্বন করিয়া নির্ঝরের জল অবিরাম মৃদু মন্দ বহিতেছে! সুশীতল সমীরণ যোগে আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারির তন্দ্রাবেশ হইয়াছে। কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী প্রাতঃকালের মল্লযুদ্ধে জয় লাভ, রণুর আনন্দ, নাগেশ্বর পুষ্পের হার, এই সকল ভাবিতেছেন। ভাবিতে২ গত পূর্ব্ব রাত্রে যাহা২ ঘটিয়াছিল, তাহা তাঁহার মনে উদয় হইল। ভাবিতে২ রণুর সেই অপূর্ব্ব অকৃত্রিম মূর্ত্তি তাঁহার মানসপটে চিত্রিত হইল। ভাবিতে২ তাঁহারও নিদ্রাবেশ হইল।

সেই তন্দ্রাভিভূত অবস্থায় তিনি অদূরে রমনীকণ্ঠের গীতধ্বনি শুনিতে পাইলেন। এতক্ষণ মনোযোগ নানা দিকে ধাবিত হইতেছিল, এখন সেই মধুমাখা গীতধ্বনির প্রতি সমস্ত মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। তিনি শুনিতে পাইলেন, কেহ যেন বাঙ্গালা স্বরে, কিন্তু মণিপুরী গীত গাহিতেছে। প্রথম পদ বারম্বার গীত হইতেছিল, এজন্য তাহা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার মর্ম্ম এই ;——

"বহে কি জাহ্নবী জল এখনও তেমনি করে?"

যুবক আরো মনোযোগ সহকারে শুনিতে লাগিলেন। পরে অনেক মনোযোগ ব্যয়ের পর আর এক পদ বুঝিতে পারিলেন।

"বহিতে দেখেছি যথা মৃদু কল২ কল স্বরে।"

রমণী এমন মধুর স্বরে গাহিতেছিলেন যেন তাঁহার গীত শুনিবার জন্যই কালনাগ পর্ব্বত এই দুই প্রহরের সময়ে এমন নিস্তব্ধভাব ধারণ করিয়াছিল।

যুবকের তন্দ্রাভঙ্গ হইল, তিনি উঠিলেন। হরিণ বংশীধ্বনি শুনিলে যেমন সেই দিকে কান পাতিয়া থাকে; তিনি তদ্রূপ যে দিক হইতে সমীরণ সেই সংগীত ধ্বনি বহন করিয়া আনিতেছিল, সেই দিকে কান পাতিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ রহিলেন, আর থাকিতে পারিলেন না; পরে সঙ্গীতধ্বনি লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে গমন করিলেন।

কিয়দ্দূর যাইয়া দেখেন, কালনাগ পর্ব্বতের এক উচ্চ প্রদেশে বৃক্ষতলে বসিয়া রণু অনন্যমনে গীত গাহিতেছে, ও ফুলের মালা গাঁথিতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি দ্রুতপদে নিকটে গেলেন। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র রণু স্থগিত হইল; তার ছিঁড়িলে যেমন বীনা থামে, তেমনি থামিল।

যুবক কহিলেন,—এবার বাঙ্গালা ভাষায় কহিলেন, "রণু গাও, আমি তোমার গান শুনিতে আসিয়াছি।"

রণু হাসিয়া কহিলেন,"এবার সত্য কথা বল নাই—গান শুনিতে আইস নাই, যে গান গাহিতেছিল, তাহাকে দেখিতে আসিয়াছ। ঠিক বল দেখি ?"

যুবক লজ্জিত হইয়া বলিলেন "তাই বটে। তবে গাও—তোমার গান আমি বড় ভাল বাসি।"

রণু এবার গম্ভীর ভাবে কহিলেন,"তুমি ভাল বাস বলিয়া গাই নাই, তুমি ভাল বাস বলিয়া গাহিব না; আমি গাহিতে ভালবাসি, তাই গাহিয়া থাকি।"

তথাপি যুবক হাসিতে২ বলিলেন, "তবে তুমি গাহিতে ভালবাস বলিয়া গাও।"

রণু এবার বলিল, "আমি ভালবাসি বলিয়া গাহিব, তবে তুমি শুনিবে কেন?"

যুবক বলিলেন, "আমি শুনিলে যদি ক্ষতি হয়, তবে শুনিব না; কিন্তু তুমি কাহাকে শুনাইয়া গাও ?"

রমণীর চক্ষুদ্বয় বাষ্পভারাক্রান্ত হইল, কিন্তু এক বিন্দু জলও মাটীতে পড়িল না। তিনি বলিলেন,"এই কালনাগ পর্ব্বতকে, এই বৃক্ষরাজিকে, এই যে তপন প্রত্যহ আশামের পর্ব্বতমালা ভেদ করিয়া উদয় হইয়া আবার সাগরের জলে ডুবে তাঁহাকে এবং আমার সম্মুখে এই যে পিঞ্জরবদ্ধ শ্যামা পক্ষী দেখিতেছেন, ইহাকে ও এই শব্দবাহী সমীরণকে শুনাইয়া আমি যখন তখন এই রূপে গান করি।"

"রণু, যে গানটী গাহিতেছিলে, তাহাই গাও।"

"না, তাহা গাহিব কেন ? তুমি আমার গান শুনিতে ভালবাস, যদি এই কারণে গাহিতে হইত, তবে সেই গান গাহিতাম; কিন্তু আমি গাহিতে ভালবাসি বলিয়া গাহিব, শুন ;——

কি কর অলকাপুরে বসি দেবগণ,
আর্য্যজাতি বীর্য্যহীন, কে করে রক্ষণ।"

যুবতী থামিলেন। থামিয়া যুবকের মুখপ্রতি নিরীক্ষণ করিলেন। যুবকও তাঁহার মুখপ্রতি নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। যুবক কহিলেন, "তার পর ?"

রণু অকুণ্ঠিত ভাবে কহিলেন, "তার পর আর গাহিব না।"

যুবভ্রমণকারী হাসিয়া কহিলেন, "তবে বুঝি তুমি ও গীতের এক পদ বই আর জান না।"

যুবতী কহিলেন, "জানি; কিন্তু গাহিব না।—তোমার সাক্ষাতে গাহিব না; তুমি যে বীরপুরুষ।"

"বীরপুরুষের কি ও গীত শুনিতে নাই ?"

"শুনিতে আছে;—কিন্তু শুনিবার সময় আছে,—আর একটা গাই শুন;

বঙ্গমাতা তব অঙ্কে আছে কি এমন জন,
যবনেরে বধি প্রাণে রক্ষা করে হিন্দুগণ।"

এই পর্য্যন্ত শুনিয়া যুবক কহিলেন, "আছে!"

"তবে এ গীতের দ্বিতীয় পদ শুন," এই বলিয়া যুবতী আবার গাহিতে লাগিলেন,

"ভীমপুত্রসুত যত সকলে কি নিদ্রাগত,
অথবা জ্বলস্থানকে করেছে শয়ন ?"

"না; রণু, এক জন আজও বেঁচে আছে।" যুবক খেদগর্ব্বমিশ্রিত ভাবে এই কথা কহিলেন।

যুবতী জিজ্ঞাসিলেন, "তিনি কোথায় আছেন ?"

যুবভ্রমণকারী কহিলেন, "তুমি বালিকা; তাহা তোমার জানিবার আবশ্যক নাই।"

"তবে বলিবারও আবশ্যক নাই।" যুবতী এই কথা কহিয়া বলিলেন,

"আমি আর গাহিব না; তুমি রাগিতেছ।"

"তোমার উপর রাগি নাই; তুমি গাও।"

"তবে কাহার উপর রাগিতেছ, যে তোমার চক্ষু রক্তবর্ণ হইতেছে?"

"যবনের উপর—শিয়ার শার উপর।"

"সে তোমার কি করিয়াছে?"

"সে আমার জন্মভূমির স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে।"

"জন্মভূমি হরণ করিয়াছে! জন্মভূমির জন্য তোমার এত মায়া?"

এই কথা বলাতে যুবতীর আকর্ণবিশ্রান্ত চক্ষুদ্বয় বাষ্পভরে ছল ছল করিতে লাগিল। যুবক কহিলেন, "এত মায়া—প্রাণ দিতে পারি!"

"তোমার জন্মভূমি কোথায়?"

"বঙ্গদেশে।"

"বঙ্গদেশে!——যে দেশে——" যুবতী অমনি থামিলেন।

যুবক কহিলেন, "যে দেশে?—কি বলিতেছিলে?"

"না, বলিতেছিলাম, যে দেশে বাঙ্গালিরা থাকে।" যুবভ্রমণকারী বুঝিলেন যে, রনু আর কোন কথা কহিতেছিলেন; এখন কথা উল্টাইলেন। কহিলেন, "হাঁ, যে দেশে বাঙ্গালিরা থাকে।—ভাল, রনু, ব্যাজ ছাড়িয়া বলিবে, তুমি এ গান শিখিলে কোথা? এ কি তোমার নিজের রচনা?"

"এক জনের কাছে শিখিয়াছিলাম।"

"সে এক জন কে?"

"তাহার নাম জানিবার আবশ্যক নাই।"

"ও ত আমার কথা!"

"আমি ত বলিয়াছি, আমি শেখা কথা বলি।"

"ভাল, তোমার প্রকৃত নাম কি?"

"আমার প্রকৃত নাম রনু—যেমন তোমার প্রকৃত নাম কনিষ্ঠ।" যুবক দেখিলেন যে, রনু কেবল বালিকা নহেন, বিলক্ষণ বুদ্ধি আছে। অনন্তর যুবতী গৃহে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন, যুবক কহিলেন, "কেন, আর গাহিবে না?"

"না, আর গাহিব না, গাহিলে তুমি রাগ কর। আমি গৃহে যাই।"

যুবতী গৃহাভিমুখে চলিলেন, যুবকও তাঁহার সঙ্গে২ গেলেন।

——

৬ অধ্যায়।

পর দিন প্রাতঃকালে আমাদিগের কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী সকলের অগ্রে গাত্রোত্থান করিলেন। গ্রীষ্মকালের প্রাতঃকাল অতি রমণীয়। কনিষ্ঠ দেখিলেন, সমস্ত নিশি শিশির পান করিয়া পৃথিবী স্নিগ্ধ হইয়াছেন, পৃথিবীর শীতল নিশ্বাসস্বরূপ স্নিগ্ধ সমীরণ মন্দ২ বহিতেছে। ঊষার বাসর গৃহের সৌরভ স্বরূপ নানা জাতি ফুলের সৌরভ সমীরণ কর্ত্তৃক চারিদিগে প্রচারিত হইতেছে। কনিষ্ঠ বস্ত্র পরিধান করিতে২ আরো দেখিলেন যে, আশামের উচ্চ পর্ব্বতের শিখর দেশে প্রাতঃসূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়াছে। বোধ হইল যেন ঊষানাথ চুম্বন ছলে ঊষার গণ্ড দেশস্থ শিশিরবিন্দু সকল পান করিয়াও তৃপ্ত হন নাই, সেই জন্য পর্ব্বত শিখরস্থ তৃণ-

পত্রাদিতে যে শিশির পতিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা পান করিতেছেন।

কনিষ্ঠ বস্ত্র পরিধান করিলেন এবং আপনার তরবারি খানি হস্তে করিয়া কুটীর হইতে নির্গত হইলেন।

পূর্ব্বদিন কনিষ্ঠ কর্ত্তৃক কুকি বীর রুদ্র মল্লযুদ্ধে পরাজিত হইয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছিল। এই জন্য সে কনিষ্ঠের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিল যে, কল্য প্রাতঃকালে আমরা দুজনে যুদ্ধ করিব, হয়, তোমাকর্ত্তৃক আমি, না হয়, আমা কর্ত্তৃক তুমি হত হইবে বা হইব। কনিষ্ঠ তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। সেকালের যোদ্ধারা সচরাচর এরূপ করিতেন।

নিয়মিত সময়ের কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে কনিষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট স্থানে পঁহুছিলেন। পঁহুছিবামাত্র রুদ্রও রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইল। তাহার সঙ্গে দুই খানি বৃহৎ খড়্গ ছিল। সে আসিয়া কনিষ্ঠকে জিজ্ঞাসিল, "তুমি কি দিয়া যুদ্ধ করিবে ?"

কনিষ্ঠ আপনার কোষ হইতে তরবারি বাহির করিয়া দেখাইয়া কহিলেন, "এই আমার অস্ত্র, ইহা দিয়া আমি যুদ্ধ করিব।"

রুদ্র কহিল, "তাহা উচিত নহে ; এ যুদ্ধে উভয়ের একরূপ অস্ত্র হওয়া উচিত। এ জন্য আমি দুই খানি খড়্গ আনিয়াছি। ইহার এক খানি তুমি লও। তোমারই জন্য আনিয়াছি।"

কনিষ্ঠ যে দেশের লোক, সে দেশে যুদ্ধকার্য্যে খড়্গ ব্যবহার হয় না, সুতরাং ও প্রকার ভারি অস্ত্র ব্যবহার করা কনিষ্ঠের অভ্যাস ছিল না। কনিষ্ঠ কহিলেন, "আমার দেশীয় অস্ত্র দ্বারা আমি যুদ্ধ করিব, তুমিও তোমার দেশীয় অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ কর।"

রুদ্র কহিল, "আচ্ছা, তাহাই হইবে। ভাল, আমি যদি হত হই, তুমি আমার দেহ কি করিবে ?"

কনিষ্ঠ কহিলেন, "এই অরণ্য হইতে অগুরু কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া, এই নির্ঝর-তীরে তোমার দেহ সৎকার করিব। এবং যদি সৌভাগ্যলক্ষ্মী কখনও আমার প্রতি সদয় হয়েন, এই কালনাগ পর্ব্বতের প্রস্তর দিয়া তোমার চিতার উপরে এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইব। ভাল, আমি যদি হত হই, তুমি আমার দেহ কি করিবে ?"

রুদ্র কহিল, "আমি তোমার দেহ এই শিরীশ বৃক্ষে টাঙ্গাইয়া রাখিব। এখন প্রস্তুত হও।"

কনিষ্ঠ কহিলেন, "আমি প্রস্তুত আছি। এই নাগেশ্বরফুলে যে ভূমিতে পতনোন্মুখ শিশির বিন্দু রহিয়াছে, উহা ভূমিতে পড়িবামাত্র আমরা যুদ্ধারম্ভ করিব।"

উভয়ে প্রস্তুত হইয়া সেই শিশির বিন্দুর প্রতি এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। রুদ্র আপনার বৃহৎ খড়্গ দুই হস্তে ধরিয়া আঘাত করিবার অপেক্ষায় রহিল। সে কহিল, "কনিষ্ঠ, তুমি অগ্রে আমাকে আঘাত কর।"

কনিষ্ঠ কহিলেন, "সে উচিত নহে, এ যুদ্ধে তোমারই আগ্রহ অধিক, তুমি অগ্রে আঘাত করিবে।"

রুদ্র তাহাতে সম্মত হইল। এমন সময়ে মুক্তাফলের ন্যায় শিশির বিন্দু ভূমিতে পতিত হইল। উভয়ে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

কুলপিলালেরও প্রত্যূষে উঠা অভ্যাস ছিল। তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারিকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। তাঁহারা পর্ব্বতের শিখরে,

পার্শ্বে, ও সমভূমিতে বেড়াইয়া২ প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিতে২ নানা রাজকীয় বিষয়ে কথা কহিতেছিলেন। মণিপুরের বর্ত্তমান অবস্থা, তাহার সৈন্য-বল, ব্রহ্মরাজের সহিত তাহার কিরূপ সদ্ভাব, এই সকল বিষয় ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁহারা কথোপকথন করিতেছিলেন। যে স্থলে রুদ্র কনিষ্ঠ ভ্রমণকারীর সঙ্গে সাংঘাতিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন, তাঁহারা বেড়াইতে২ তাহার অনতিদূরে উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিতে পাইলেন, রুদ্র দুই হস্তে খড়্গ ধারণ করিয়া কনিষ্ঠকে আক্রমণ করিতেছে। কনিষ্ঠ ধীর ভাবে দুই এক পা করিয়া পশ্চাৎ সরিতেছেন, এবং সাংঘাতিক আঘাত করিবার সুযোগ দেখিতেছেন।

কুলপিলাল দূর হইতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "নিরস্ত হও২!" ইহা বলিতে২ দ্রুতবেগে যুবকদ্বয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন "নিরস্ত হও, অস্ত্র ত্যাগ কর।"

কুলপিলাল রুদ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "এ তোমার কি অনুচিত, তুমি অতিথির প্রাণনাশ করিয়া আমার অখ্যাতি করিতেছিলে? তোমার খড়্গ আমাকে দাও।"

রুদ্র বিনীত ভাবে আপন খড়্গ কুলপিলালের হস্তে অর্পণ করিল। তখন জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারী কনিষ্ঠকে কহিলেন, "বৎস, তুমি কি ইহাই করিতে আমার সঙ্গে আসিয়াছ? তোমার জীবনের মূল্য কি এতই অল্প যে সামান্য কারণে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হও?"

কনিষ্ঠ কিছু বলিলেন না, নিরবে তরবারি ভর করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কুলপীলাল দেখিলেন, রুদ্রের স্কন্ধে তরবারির আঘাত লাগিয়াছে এবং সেই ক্ষত হইতে শোণিত ধারা পড়িতেছে। তিনি রুদ্রের খড়্গ হস্তে করিয়া কহিলেন, "এই খড়্গ আমাদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত শত্রু বধের জন্য, নিরাশ্রয় অতিথি বধের জন্য নহে।"

রুদ্র কহিল, "তাহা সত্য। যদিও আমি আহত হইয়াছি, যদিও আমার রক্তপাত হইয়াছে, তথাপি আমি এই বিদেশী যুবককে ক্ষমা করিতেছি। যদি ইহার মত শান্ত প্রকৃতি, বুদ্ধিমান, শিক্ষিত দ্বাদশ জন বীর পুরুষ কাছাড়ে থাকিত, তাহা হইলে যবন সেনাপতি শিয়ার শা বড় বক্র নদী পার হইতে পারিত না। আমি ইহার বীরত্বের প্রশংসা করি।"

কুলপিলাল কনিষ্ঠ ভ্রমণকারির নিকট তাঁহার তরবারি চাহিলেন। কনিষ্ঠ বিনীত ভাবে তাহা দিয়া কহিলেন, "মহাশয়, আমাকে ক্ষমা করুন—আমি নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক এ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; বোধ হয়, এই যুবক আমার সাহসের পরীক্ষা করিবার জন্য আমাকে এ যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন, আমিও ইহাঁর বীরত্বের প্রশংসা করি। ইনি অতীব সাহসী ও ভয়ানক বীর; এইরূপ বীরগণ থাকাতে আপনি এখনও এই শত্রুবেষ্টিত দেশে স্বাধীন ভাবে আছেন।"

জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারী কহিলেন, "তবে এখন উভয়ে প্রীতিস্থাপনলক্ষণ স্বরূপ আলিঙ্গন করিয়া আপন২ অস্ত্র লইয়া গৃহে গমন কর, আর প্রতিজ্ঞা কর, কখন এমন অনর্থক দ্বন্দ্বে প্রাণদান করিতে উদ্যত হইবে না।"

যুবকেরা তাহাই করিলেন সকলে গৃহাভিমুখে চলিলেন। যাইতে২ জ্যেষ্ঠ

ভ্রমণকারী কুলপিলালকে কহিলেন, "আপনি এ স্থলে না আসিলে আজি কি সর্ব্বনাশ হইত! আপনি কি পূর্ব্বে ইহার কিছু জানিতে পারিয়াছিলেন?"

কুলপিলাল কহিলেন, "হাঁ, জানিতে পারিয়াছিলাম। কল্য অপরাহ্নে ইহারা যখন এ বিষয় কথা কহিতেছিল, তখন রণু শুনিয়াছিল, আমি তাহার নিকট শুনিয়াছিলাম। সে বড় বুদ্ধিমতী ও ভবিষ্যদ্দর্শী।"

জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারী অদূরে এক পর্ব্বতশিখর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কুলপিলালকে কহিলেন, "ঐ দেখুন, আপনার বালিকা ঐ খানে দাঁড়াইয়া এখানে কি হইতেছে, তাহা দেখিতেছেন।"

কুলপিলাল দেখিয়া একটু হাসিলেন, এবং বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে শিঙ্গা বাহির করিয়া বাজাইলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে রণু পর্ব্বতশিখর হইতে দ্রুতপদে নামিয়া আসিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী তাঁহার পর্ব্বতশিখর হইতে অবতরণ দেখিয়া বোধ করিলেন, যেন কোন স্বর্গকন্যা বিমান হইতে পর্ব্বত শিখর দিয়া পৃথিবীতে অবতরণ করিতেছিলেন। রণু নিকটে আসিলে জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারী তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, "অয়ি বালিকে! তোমা হইতে গত পূর্ব্ব রাত্রে আমাদের সকলের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে এবং তোমার বুদ্ধির বিচক্ষণতাহেতু অদ্য আমার সমভিব্যাহারি যুবকের প্রাণ রক্ষা হইল, অতএব আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। আর এই ঘটনার স্মরণার্থ এই কর্ণাভরণ গ্রহণ কর।" এই বলিয়া হীরকনির্ম্মিত এক যোড়া কর্ণাভরণ বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে বাহির করিয়া রণুর হস্তে দান করিলেন।

সেই কর্ণাভরণ রণুর হস্ত হইতে স্বহস্তে লইয়া কুলপিলাল জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারীকে কহিলেন, "মহাশয়, এ অতি বহুমূল্য অলঙ্কার; ইহা সুসভ্য দেশের রাজরাণীদিগের কর্ণে ধারণের যোগ্য। আমার রণু পর্ব্বতনন্দিনী; এ বহু মূল্য আভরণ তাহার যোগ্য নহে।"

জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারী কর্ণাভরণযুগল কুলপিলালের হস্ত হইতে লইয়া রণুর কর্ণে পরাইয়া দিতে২ কহিলেন, "আমি আসাম হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছি, একে২ রাজপুতানার সমস্ত রাজভবনে গমন করিয়াছি, কিন্তু কোথায়ও এমন সর্ব্বসুলক্ষণান্বিতা কন্যারত্ন দেখি নাই; অতএব আপনি আপত্তি করিবেন না; দেখুন, রণুর কর্ণে এ আভরণ কেমন শোভা পাইতেছে!"

কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী ও রুদ্র বিশেষ মনযোগসহ দেখিলেন যে, রণুর কর্ণস্থিত দোদুল্যমান হীরকখণ্ডে গণ্ডদেশের প্রতিবিম্ব পড়িয়া আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করিয়াছে।

রণু বিনীত ভাবে জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারীকে প্রণাম করিয়া কহিলেন "ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদচিহ্নস্বরূপ আমি এই অলঙ্কার কৃতজ্ঞতাসহ গ্রহণ করিলাম।"

অনন্তর সকলে কুলপিলালের গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

লজ্জাবতী লতা।

অই যে লতাটী আহা কানন ভিতর !
যদিও তেমন শোভা
নাহি তার মনোলোভা,
তবুও দেখিতে তারে কেমন সুন্দর।
ক্ষুদ্র-কায় বটে কিন্তু উহার অন্তর,
দীর্ঘ-কায় মানবের
সমুন্নত মানসের
সমতুল্য ; উভয়ের নাহিক অন্তর।

প্রবল বহিলে ঝড়, তথাপি লতার
অন্তরে বাজে না তত,
ব্যথায় ব্যথিত যত
নখ-কোনে ছুঁলে পরে সুতনু তাহার।
সেইরূপ মানবের অন্তরে আবার
কত জ্ব'লা, কত ক্লেশ,
নাহি দেখ কষ্ট লেশ ;
সামান্য কারণে কিন্তু হয় সে কাতর !

চতুর্দ্দশপদী কবিতা।

১

মাধবী লতা।

কবি-চিত্ত-বিনোদিনি, মাধবী সুন্দরি
মূর্ত্তিমতি প্রেম-সতি? কি পাপে নয়নে
না হেরিনু এ জনমে মুরতি মোহনে?
কি পাপে শুনিনু শুধু, লো বর-বল্লরি !
কবি-মুখে তোমার সে প্রণয়-মাধুরী
বিজন বিপিন মাঝে সহকার সনে ;
কিন্তু না হেরিনু কিবা প্রেম-আলিঙ্গনে
যুগল মূরতি শোভে? বিদরে, সুন্দরি !
স্মরিলে সে কথা হিয়া,—তোমারি মতন
মাধবী-লতিকা এক সহকার বরে
সঁপিতে হৃদয়, বাদ সাধিল দুর্জ্জন
ত্যজিল জীবন বালা, তবুও অপরে
না বরিল প্রেমময়ী। আশীষি তোমায়
না জ্ব'ল হৃদয় যেন তেমতি জ্বালায়।

২

প্রতিমা-বিসর্জ্জন।

উৎসব-বাজনা বাজে ; চলে দলে দলে
নর নারী,—পরিধান বসন সুন্দর,
প্রফুল্ল আনন সবে, আনন্দ অন্তর।—
"ভাসিবে প্রতিমা আজি ভাগীরথী জলে,
নিরখিব বিসর্জ্জন"—সে জল-কল্লোলে
শুনি শুধু এই রব ; না শুনি অপর।
ভাসিল আনন্দ-স্রোতে, মাতিল অন্তর,
চলিনু আমোদ ভরে যথা সবে চলে ;
হেরিনু, উতরি সেথা, প্রতিমা সোনার
ডুবিতে জাহ্নবী-জলে। অমনি তখন
ডুবিল বিষাদ-নীরে মানস আমার ;
জাগিল সে কথা হৃদে, হইল স্মরণ—
বিধির বিপাকে যবে জীবন আধার
প্রণয় প্রতিমা মম দিনু বিসর্জ্জন।

হিতবাদ দর্শন।

বেন্থাম প্রথম দুই অধ্যায়ে হিতবাদ দর্শনের লক্ষণ এবং জগতের সকলেই স্পষ্টতঃ অথবা প্রচ্ছন্নভাবে হিতবাদী বর্ণন করিয়া, বিভিন্ন প্রকার সুখ ও দুঃখ ও তাহাদিগের বিভিন্ন কারন নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সাংখ্য দর্শনকার বলেন তাপ অর্থাৎ দুঃখ তিন ভাগে বিভক্ত; আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক। আধিভৌতিক অর্থাৎ ভূতস ম্বন্ধীয়, যথা; প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল ব্যাধি, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি। আধ্যাত্মিক, যথা; শোক, দুশ্চিন্তা, অনুতাপ প্রভৃতি। আধিদৈবিক, যথা; ভূত, প্রেত, পিশাচাদি * কর্তৃক উৎপাত †। পক্ষান্তরে বেন্থাম বলেন দুঃখ চারিভাগে বিভক্ত; আধিভৌতিক, আধিরাজ্যিক, আধিমানুষিক ও আধিদৈবিক ‡।

আমাদিগের বিবেচনাতে বেন্থামের বিভাগ ও কপিল মুনির বিভাগ উভয়ই অসম্পূর্ণ। কারণ বেন্থামের দুঃখ বিভাগ মধ্যে আধ্যাত্মিক দুঃখ অর্থাৎ শোক, দুশ্চিন্তা ও অনুতাপ প্রভৃতি কোন শ্রেণীর অন্তর্গত নহে।

বেন্থাম বলেন আধিভৌতিক তাপ সর্ব্ব প্রধান। অন্য প্রকার তাপ ভূতের সাহায্য ব্যতীত দুঃখোৎপত্তি করিতে পারে না *। রাজা শারীরিক দণ্ড, কারাবাস অথবা প্রাণদণ্ড করিতে পারেন, এই তিনই আধিভৌতিক তাপ। সমাজস্থ অন্য লোক প্রহার করিতে পারে অথবা সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া ক্লেশ দিতে পারে—ইহাও আধিভৌতিক তাপ। পাপাচরণে ঈশ্বর ক্রোধান্বিত হইয়া ব্যাধিগ্রস্ত অথবা নিঃসন্তান করাইতে পারেন (সাধারণতঃ লোকে এই রূপ বিশ্বাস করিয়া থাকে) ইহাও আধিভৌতিক তাপ। সুতরাং সংসারে যত্ত রূপ সম্ভবপর দুঃখ আছে, সমুদয়ই আধিভৌতিক রূপে পরিণত হইয়া ক্লেশোৎপত্তি করে।

পক্ষান্তরে কপিল মুনি বিভক্ত দুঃখের ভাগত্রয় মধ্যে আধিমানুষিক দুঃখ (অর্থাৎ যে দুঃখ অন্য মনুষ্য দ্বারা উৎপন্ন হয়) কোন সীমার অন্তর্গত নহে।

দুঃখ বিভাগ কর্ত্তা বেন্থাম ও কপিল মুনি উভয়ই অসম্পূর্ণ। কিন্তু দুই জনের ভ্রম পরস্পর বিরোধী। বেন্থাম ভৌতিক ইন্দ্রিয়ের অগোচর দুঃখকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, পক্ষান্তরে কপিল মুনি সংসারে বিগত-স্পৃহ যোগী জনের

* বস্তুতঃ এরূপ দুর্ঘটন হয় কি না, তাহা আমাদিগের বক্তব্য নহে, আমরা এস্থলে কপিল মুনির মত মাত্র বর্ণন করিলাম।

† উপর্যুক্ত স্থল কপিল মুনি আধিদৈবিক তাপ মধ্যে গণনা করেন।

‡ The physical, the political, the moral, the religious.

The Moral—Better termed popular, as more directly indicative of its constituent cause; as likewise of its relation to the more common phrase public opinion, in French *opinion publique*, the name there given to that literary power of which of late so much is said, and by which so much is done. The latter appelation is however unhappy and inexpressive, since if opinion is material, it is only in virtue of the influence it exercises over action, through the medium of the affections and the will. Bentham. Vol. I. p. 43.

If at the hands of such chance persons in the community, as the party in question, may happen in the course of his life to have concerns with according to each man's spontaneous disposition, and not according to any settled or converted rule, it may be said to issue from the moral or popular sanction. Bentham. Vol. I. p. 43.

* Of these four sanctions the physical is altogether, we may observe, the ground work of the political and the moral: so is it, also of the religious, in as far as the latter bears relation to the present life. Bentham. Vol. I. p. 46.

অনভিধেয় আধিমানুষিক দুঃখকে দুঃখের সীমা হইতে বর্জ্জন করিয়াছেন। উহাই ভ্রান্ত। এক জন ঐহিকের সুখ দুঃখ লইয়া ব্যস্ত—আধ্যাত্মিক বিষয় গ্রাহ্য করেন না; অপর ঐহিককে ত্যাগ করিয়া কেবল আধ্যাত্মিক চিন্তানুরক্ত। কবিবর পোপ বলেন—

One science will one ginius fit,
So vast is art so narrow human wit.

জ্ঞান সাগর গভীর ও প্রসস্ত, এক জনের এক রত্নানুসরণই শ্রেয়।

সমাজে শান্তি রক্ষার নিমিত্ত বেন্থাম দণ্ডবিধি আইন রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং এক মাত্র সাংসারিক সুখ দুঃখের প্রতিই মনোভিনিবেশ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ভারতীয় দার্শনিক কিরূপে সাংসারিক দুঃখকে অতিক্রম করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতেন, সুতরাং ঐহিকের আধিমানুষিক দুঃখকে ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করেন নাই।

বেন্থাম সুখকে চতুর্দ্দশ ও দুঃখকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করেন;——

১। ইন্দ্রিয় জন্য সুখ।
২। ধন জন্য সুখ।
৩। নৈপুণ্য জন্য সুখ।
৪। সুশৃঙ্খলা জন্য সুখ।
৫। খ্যাতি জন্য সুখ।
৬। ক্ষমতা জন্য সুখ।
৭। ধর্ম্ম জন্য সুখ।
৮। পুণ্য জন্য সুখ।
৯। পাপ জন্য সুখ।
১০। স্মৃতি জন্য সুখ।
১১। কল্পনা জন্য সুখ।
১২। আশা জন্য সুখ।
১৩। সংসর্গ জন্য সুখ।
১৪। ক্লেশ বিশেষ মুক্তি জন্য সুখ।

১। পূর্ব্বোপভুক্ত সুখের অভাব জন্য দুঃখ।
২। ইন্দ্রিয় জন্য দুঃখ।
৩। বিশৃঙ্খলা জন্য দুঃখ।
৪। শত্রুতা জন্য দুঃখ।
৫। অখ্যাতি জন্য দুঃখ।
৬। ধর্ম্ম জন্য দুঃখ।
৭। পুণ্য * জন্য দুঃখ।
৮। পাপ জন্য দুঃখ।
৯। স্মৃতি জন্য দুঃখ।
১০। কল্পনা জন্য দুঃখ।
১১। আশা জন্য দুঃখ।
১২। সংসর্গ জন্য দুঃখ।

বেন্থাম সুখ অথবা দুঃখের ষড়বিধ মানদণ্ড নির্ণয় করিয়াছেন। প্রত্যেক সুখ অথবা দুঃখ এই ষড়গুণ বিশিষ্ট। এই গুণ সমূহের পরিমাণ অনুসারে সুখ অথবা দুঃখের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয়।

১। বাহুল্য (Intensity)
২। ব্যাপ্তি (Duration)
৩। স্থৈর্য্য বা অস্থৈর্য্য (Certainty or uncertainty.)
৪। ব্যবহিতত্ব (Propinguity or remoteness.)
৫। সাধর্ম্মানুগম্মৃতি (Fecundity.) অর্থাৎ এক রূপ গুণ কর্ত্তৃক অনুসৃত হওয়া; অর্থাৎ সুখ হইলে সুখ, এবং দুঃখ হইলে দুঃখ।
৬। বৈধর্ম্মানুগম্মৃতি (Purity.) অর্থাৎ অন্যরূপ গুণ কর্ত্তৃক অনুসৃত হওয়া; অর্থাৎ সুখ হইলে দুঃখ এবং দুঃখ হইলে সুখ।

* এই স্থলে সাধারণতঃ লোকে উপচিকীর্ষা কথা প্রয়োগ করিয়া থাকে। কিন্তু বেদান্তে লিখিত আছে—
"পুণ্যং পরোপকারঞ্চ"

৭। বিস্তৃতি (Extent,)

এক জনের অধিক লোকের সুখ দুঃখ বিষয় বিচার করিতে হইলে, সুখ দুঃখের এই ষট্ প্রকার গুণ ব্যতীত সেই ঘটনা হইতে কত জন লোকের সুখোৎপত্তি হয় এবং কত জন লোকের বা দুঃখোৎপত্তি হয়, ইহাও বিবেচ্য ।

হিতবাদ দর্শনের মতানুযায়ীক মনুষ্য বিশেষের সুখ দুঃখ পরিমিতির উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ।

মনে কর, রমেশচন্দ্র এক জন পল্লী-নিবাসী ক্ষুদ্র জমিদার। বৎসরে ১০০০ অথবা ১২০০ টাকার অধিক আয় নাই। নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ নির্ব্বাহ করিয়া রমেশ কথঞ্চিৎ রূপে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। রমেশের পুত্র গিরীশ ও সতীশ এক্ষণে ত্রয়োদশ ও একাদশ বর্ষ বয়স্ক। গুরুমহাশয়ের চিঠা পঠ্যা ⋅ সমুদয় শিক্ষা করিয়াছে। রমেশ বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন পুত্রদ্বয় মূর্খ্য হইলে তাঁহার ন্যায়ও সুখ দুঃখে কাল কর্ত্তন করিতে পারিবে না। যেহেতু প্রত্যেকের আয় পিতার আয় অপেক্ষা অর্দ্ধেক অথবা কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধেক হইবে, অথচ ব্যয় কিঞ্চিদূন পূর্ব্বরূপই থাকিবে। এস্থলে সন্তানদ্বয়কে ইংরাজী লেখা পড়া শিখাইয়া সাহেব সরকারে চাকুরী করান কর্ত্তব্য। সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা আরও ক্লেশ করিয়া থাকিয়া ১২০০ টাকা হইতে অন্যূন ৩০০ টাকা বর্ষে২ সন্তানদ্বয়ের শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতে হইবে। পক্ষান্তরে ২।৩ শত টাকা মাত্রের উপর নির্ভর করিয়া গিরীশ ও রমেশও বিদেশে যারপর নাই ক্লেশভোগ করিবে। এক্ষণে গিরীশ ও রমেশকে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য কি না? হিতবাদ দর্শন উত্তর দিতেছেন কর্ত্তব্য। কারণ;

১। রমেশ, গিরীশ ও সতীশের ক্লেশ হইবে বটে, কিন্তু এত বহুল পরিমাণে নহে যে, তাহা অসহ্য।

২। ঐ দুঃখের দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ বৎসরের অধিক কাল ব্যাপ্ত হওয়ার সম্ভব নাই। মানব জীবনের সহিত তুলনা করিলে ত্রয়োদশ বৎসর অতি অল্প কাল।

৩। হয়ত গিরীশ, সতীশ বৃত্তি পাইতে পারে, অথবা রমেশের অন্য প্রকারে আয় বাহুল্য হইতে পারে, সুতরাং ক্লেশ কথঞ্চিৎ অথবা একেবারে নিবারিত হইতে পারে।

৪। ঐ দুঃখের ব্যবহিতত্ত্ব কি? যদি রমেশ ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া পুত্রদ্বয়কে টাকা দেন, তাহা হইলে, তজ্জন্য দুঃখের কিছুই ব্যবহিতত্ত্ব লক্ষিত হয় না। আর যদি ঋণ করিয়া পুত্রগণকে টাকা দেন; তাহা হইলে হয়ত ভবিষ্যতে ঐ ঋণ বৃদ্ধি পাইয়া জমিদারীকে সমূলে বিনাশ কবিতে পারে।

৫। সাধর্ম্মানুগস্মৃতি—যদি গিরীশ ও সতীশ লেখা পড়া না শিখিয়া, নব্যদলসুলভ মদ্যপানারম্ভ করিয়া পিতার স্কন্ধে বোঝা স্বরূপ হয়; অথবা বিধর্ম্মাবলম্বী হইয়া পারিবারিক সুখ সচ্ছন্দতার দিকে দৃষ্টি না করিয়া কেবল রিফর্মেশন (Reformation প্রীচ্ (Preach) * করিয়া বেড়ায়।

৬। এই দুঃখের বৈধর্ম্মানুগস্মৃতি বহুল দৃষ্ট হয়। কালে হয়ত পুত্রদ্বয় উপযুক্ত

* জনৈক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক মাতাকে অন্ন বস্ত্র প্রদান অপেক্ষা ভারত আশ্রমে হৈ হৈ করা গুরুতর কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন। তাঁহার পারিবারিক অবস্থা পূর্ব্বে অতি উন্নত ছিল, কিন্তু এক্ষণে যারপর নাই মন্দ হইয়াছে। প্রচারক মহাশয় অতি পণ্ডিত, অর্থাৎ অনেক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন।

হইয়া বহু ধন, মান, যশ পাইবে, এবং পারিবারিক সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিবে।

কায়ঃক্লেশে রমেশের পুত্রদ্বয়কে ইং-রাজী শিক্ষা দেওয়ার ষড়বিধ গুণের মধ্যে বৈধর্ম্মানুগস্মৃতি গুণের পরিমাণ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ গুণের পরিমাণাপেক্ষা অনেক অধিক। সুতরাং অনেক দুঃখ সহ্য করিয়াও রমেশের পুত্রদ্বয়কে ইং-রাজী শিক্ষা দেওয়ান কর্ত্তব্য।

ঘটনা মাত্রেরই সুখ অথবা দুঃখোৎ-পাদনের শক্তি আছে। কিন্তু সুখ দুঃখানুভব মানসিক ধর্ম্ম। সুতরাং সুখ দুঃখ অনেকাংশে একমাত্র ঘটনানু-যায়ীক না হইয়া মানসিক প্রকৃতি অনু-যায়ীক। পক্ষান্তরে অবস্থা ও শরীর সহ মানসিক প্রকৃতির বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সুতরাং সুখ দুঃখানুভব সহ অনেকাংশে অবস্থারও সম্বন্ধ আছে। বেন্থাম ঐ সকল বিষয়কে ৩১ ভাগে বিভক্ত করেন ;—

১। স্বাস্থ্য।
২। বীর্য্য।
৩। দার্ঢ্য।
৪। অপূর্ণাবয়বত্তা।
৫। জ্ঞান পরিমিতি ও জ্ঞানোৎকর্ষ।
৬। মানসিক বল।
৭। মানসিক গাম্ভীর্য্য।
৮। মানসিক সহিষ্ণুতা।
৯। রুচি।
১০। নীতি বিষয়িণী অনুভূতি।
১১। নীতি বিষয়ক রুচিভেদ।
১২। ধর্ম্ম বিষয়িণী অনুভূতি।
১৩। ধর্ম্ম বিষয়ক রুচিভেদ।
১৪। সহানুভূতি।
১৫। সহানুভূতিক রুচিভেদ।
১৬। দ্বৈষিক অনুভূতি।
১৭। দ্বৈষিক রুচিভেদ।
১৮। উন্মাদ।
১৯। রুচি ভেদে বিষয় বিশেষের অনুসরণ।
২০। আয়ের অবস্থা।
২১। সহানুভূতিজনক স্ব সম্বন্ধ।
২২। দ্বেষানুভূতিজনক স্ব সম্বন্ধ।
২৩। স্ব স্ব ধাতুভেদে শারীরিক অবস্থা।
২৪। স্ব স্ব ধাতুভেদে মানসিক অবস্থা।
২৫। লিঙ্গ।
২৬। বয়ঃ।
২৭। পদ।
২৮। শিক্ষা।
২৯। জল বায়ু।
৩০। বংশ।
৩১। শাসন প্রণালী।
৩২। ধর্ম্ম প্রণালী।

এক ঘটনা উপর্যুক্ত দ্বাত্রিংশ প্রকৃতি ও অবস্থাভেদে কাহার নিকট সামান্য অথবা বিশেষ ক্লেশকর অথবা সুখকর হইতে পারে। একই অঘাত স্বাস্থ্য, বীর্য্য, দার্ঢ্য, অপূর্ণাবয়বত্তা, ধাতুভেদে শারীরিক সম্বন্ধ, লিঙ্গ, বয়ঃ, জল, বায়ু ও বংশ ভেদে সামান্য অথবা বিশেষ ক্লেশকর হয়। সময়ে সময়ে ঐ আঘাত সুখকরও হয়। যথা বীরের গাত্রে মুদ্গার আঘাত এবং সবলকায় লোকের গাত্রে তৈল মর্দ্দন কালীন কীল ও চপটাঘাত এতদ্ব্যতীত পদভেদে অল্প অথবা অধিক ক্লেশকর হয়। সামান্য মুজুরকে আঘাত করিলে, শারীরিক ক্লেশ ব্যতীত সে আর কিছু মনে করে না; পক্ষান্তরে এক জন উচ্চ

মাতা অন্নাভাবে বাটী ত্যাগ করিয়া জামাতৃ আলয়ে গমন করিয়াছেন। প্রচারক মহাশয় এই ঘটনা আপনার ত্যাগ স্বীকারের পরিচয় স্বরূপ সকলের নিকট বর্ণন করিয়া বেড়ান এবং ইহাকে যারপর নাই গৌরবের বিষয় মনে করেন। সঃ।

পদস্থ ব্যক্তি সামান্য রূপে প্রহারিত হইলেও আপনাকে যার পর নাই অপমানিত বোধ করিয়া অসুখী হয়।

সুতরাং সুখ দুঃখের ছয় গুণের প্রত্যেকেরও উপযুক্ত অবস্থাভেদে তারতম্য হইয়া থাকে। এই জন্য প্রত্যেক ঘটনা সুখ অথবা দুঃখের জনয়িতা বিবেচনা করিতে হইলে, তাহার ৬+৩২=১৯২ অবস্থাভেদে সুখ অথবা দুঃখ উৎপাদকতা বিবেচনা করিতে হইবে।

এক্ষণে কোন কার্য্য হিতবাদ দর্শনানুমোদিত, কোন্ কার্য্যই বা হিতবাদ দর্শনাননুমোদিত তাহা বিবেচনা করা যাউক।

হিতবাদ বলিতেছেন যাহাতে সুখোৎপত্তি হয় তাহা শ্রেয়, যাহাতে দুঃখোপত্তি হয় তাহা অশ্রেয়।

এস্থলে সুখ কাহাকে বলে দুঃখইবা কাহাকে বলে, তাহা পূর্ব্বে অবধারণ করা কর্ত্তব্য। বেন্থাম কোথায়ও সুখ দুঃখের লক্ষণ দেন নাই। সুতরাং মুহূর্ত্তের সুখ, আজীবনের সুখ, অথবা পারত্রিক সুখ বেন্থামের সুখ নামে অভিহিত হইয়াছে, তাহা দুর্নির্ণেয়। বস্তুতঃ বোধ হয় বেন্থাম কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ অভিলাষ করেন নাই, কেবল ব্যবহার প্রণয়নই তাঁহার মানস ছিল; সুতরাং যাহাতে সমাজ সুশৃঙ্খল ভাবে চলিতে পারে, পারত্রিকের উপর দৃষ্টিপাত না করিয়া তদ্বিষয়েই অবধারণ করিয়াছেন। অমিত পান ভোজন হইতে মুহূর্ত্তমাত্র সুখ বর্দ্ধন হয়, কিন্তু তাহাতে শারীরিক পীড়ার উৎপত্তি হয়। এস্থলে অমিত পান ভোজন হিতবাদ দর্শনানুমোদিত কি না, এ বিষয় কিরূপে বিবেচনা করা যাইবে? বেন্থামের কোন সূত্র দ্বারা ইহার পরিষ্কার রূপে নিষ্পত্তি হয় না।

ধন জন সুখ—জীবন ধারণোপযোগী অন্ন বস্ত্রের অভাব হইলে লোকে যার পর নাই কাতর হয়। কিন্তু অভাব দূর হইলে কথঞ্চিৎ তৃপ্তি হয় বটে, কিন্তু আশার নিবৃত্তি অথবা সন্তোষের উদয় হয় না। আবার প্রচুর ধনশালী লোককেও বিষণ্ণবদন ও চিন্তাগ্রস্ত দেখা যায়। অনেক স্থলে ধনাধিক্য দুর্ভাগ্য ও ক্লেশের কারণ। সাহাজেহান বিস্তীর্ণ সম্রাজ্যাধিকারী না হইলে বৃদ্ধ বয়সে কারারুদ্ধ হইতেন না এবং তারা দেবী জমিদার দুহিতা না হইলে, সেরাজের সৈন্য সামন্ত নাটোরে প্রেরিত হইত না। মণি আকরে থাকিলে কেহই তাহার অনুসন্ধান করে না; কিন্তু ধনীর কণ্ঠস্থ হইলেই লোকের লোভের কারণ হইয়া উঠে। এস্থলে বিপুল ধনোপার্জ্জন হিতবাদ দর্শনানুমোদিত কি না, কিরূপে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে?

আমরা প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে সমগ্র কার্য্যের দোষ গুণ বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া, সংক্ষেপে নিম্নে স্ব মত ব্যক্ত করিলাম।

১। লোকে স্বভাবতঃ হিতবাদী নহে। প্রবৃত্তিস্রোতে ভাসিয়া কার্য্য করিতে ইচ্ছা করে। বিশেষ শিক্ষা ব্যতীত হিতবাদী অথবা ফল-নিরপেক্ষ মতবাদী হয় না। শিশু স্বভাবিক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া নূতন বস্তু দর্শন করিলেই আত্মসাৎ করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু কখন তদ্দ্বারা সুখী হইবে অথবা দুঃখী হইবে, এবিষয় বিবেচনা করে না। স্বার্থান্বেষণ শিক্ষামূলক, প্রকৃতি-মূলক নহে। অভাব স্বার্থের নেতা। সুতরাং অভাবগ্রস্ত হইলে লোকে স্বার্থান্বেষী অথবা হিতবাদী হয়।

২। মনুষ্যের স্বাভাবিক ত্যাগ স্বীকা-

রত্ব হিতবাদ দর্শনের স্বভাবিকত্ব অপ্রমাণ করিতেছে। আমরা এ বিষয় এস্থলে আলোচনা না করিয়া পাঠকগণকে ১ম খণ্ড জ্ঞানাঙ্কুরের প্রত্যক্ষ দর্শন সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় প্রস্তাব পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

৩। হিতবাদ দর্শন যে রূপে সুখ দুঃখ বিচার করে, তাহা সাধারণ কেন, কোন মনুষ্যেরই ইয়ত্তাধীন নহে। প্রত্যেক ঘটনার ১৯২ অবস্থা ও প্রত্যেক অবস্থার লঘু গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া সুখ দুঃখোৎপাদকতা বিবেচনা করিতে হইবে। ব্যবহার প্রণয়ন সময়ে রাজনীতিজ্ঞেরা এইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন। অনেক চিন্তা করিয়া এক জন যে সিদ্ধান্ত করেন, অন্যের তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। বস্তুতঃ যদিও কেহ অবস্থা নিচয় বিবেচনা করিতে পারেন, কিন্তু অবস্থার লঘু গুরুত্ব কি রূপে সম্যকরূপে অবধারণ করিবেন? এই জন্যই ব্যবহারে এত মত বৈষম্য।

৪। ঘটনার সুখ অথবা দুঃখোৎপাদকতা বিবেচনা না করিয়া লোকে ন্যায়ান্যায় বিচার করে। ন্যায়ান্যায় বিচারের ক্ষমতা স্বাভাবিক। মহাকবি সেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ নামক সুপ্রসিদ্ধ নাটক হইতে আমরা ইহার উদাহরণ স্বরূপ একটী স্থল উদ্ধৃত করিলাম। ম্যাক্‌বেথ ও তদীয় বনিতা অবশ্য আপনাদিগের সুখ বৃদ্ধি হেতু ডনকানের প্রাণ হত্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু ম্যাক্‌বেথবনিতা দুষ্কর্ম্ম জনিত স্বাভাবিক অনুতাপে দগ্ধ হইয়া সমুদয় সত্য ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

L. Macbeth. Out, damned spot! out,
I say! one; two; why, then 'tis time to
'do't:—
—Hell is murky!—Fye, my lord, fye!
A soldier, and afraid? What need we fear who knows it, when none can call our power to account? Yet who would have thought the old man to have had so much blood in him?
What, will these hands ne'er be clean?

* *

Here's the smell of the blood still: all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand.
Oh! Oh! Oh!

* *

Macb. Cure her of that:
Canst thou not minister to a mind diseas'd;
Pluck from the memory a rooted sorrow;
Raze out the written troubles of the brain:
And, with some sweet oblivious antidote,
Cleanse the stuffed bosom of that perilous stuff,
Which weighs upon the heart?
Doct. Therein the patient
Must minister to himself.

ম্যাকবেথবনিতা—নিরয় সদৃশ স্থান! দূর হও, দূর হও। এক, দুই; সময় হইয়াছে—নরক ভীষণ! ধিক্ ম্যাক্‌বেথ! যোদ্ধার ভয়? আমরা কেন ভীত হই। কে জানে। আমরা কাহার দণ্ড ভয় করি।

* * * * *

এ হস্ত কি ডনকানের রক্ত হইতে পরিষ্কৃত হইবে না

* * * * *

এথায় এক্ষণও শোণিতের গন্ধ আছে। আরব দেশের সমুদয় সুগন্ধ দ্রব্যেও এই স্থানের গন্ধ দূর করিতে পারিবে না। হায়! হায়! হায়!

* * * * *

ম্যাক্—বৈদ্যরাজ! ঐ ব্যাধি আরোগ্য করুন। মনের ব্যাধির কি ঔষধি নাই? দুঃখের কথা কি মন হইতে যায়

না? মস্তিষ্কে অঙ্কিত দুঃখ দূর করুন। অন্তরের দুঃখ নিবৃত্তি করুন।

বৈদ্য—এ ব্যাধিতে রোগী আপনিই আপনার চিকীৎসক।

উপর্যুক্ত যুক্তি চতুষ্টয় দ্বারা প্রমাণীকৃত হইল যে, ফলসাপেক্ষ অন্যান্য মতবাদের ন্যায় হিতবাদও ভ্রমাত্মক।

সভ্যতার ইতিহাস।

চতুর্থ অধ্যায়।

সামাটিকস পরলোক গত হইলে, তদীয় পুত্র নিকু মিসোরে রাজা হইয়াছিল। নিকুর রাজত্ব কালে, নাবিকবিদ্যার সমধিক উন্নতি হইয়াছিল।

জড় জগতের ন্যায় মনুষ্যের কার্য্য কলাপও কার্য্য কারণ সম্বন্ধাধীন। বাণিজ্যের প্রতি মন ধাবিত হইলে, আপনা হইতেই যানের সুবিধাসুবিধার দিকে দৃষ্টিপাত হয়। সুতরাং যে দেশে বাণিজ্য ব্যবসা সমধিক প্রচলিত থাকে, তথায় নাবিক বিদ্যাও উন্নত হয়। পক্ষান্তরে নাবিক বিদ্যার উন্নতি হইলে, তদ্দ্বারা বাণিজ্যও পূর্ব্বাপেক্ষা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।

নাবিক বিদ্যার সাহায্য ব্যতীত বাণিজ্য, প্রকৃত বাণিজ্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। শতং গো, উষ্ট্রে যে দ্রব্যজাত বহন করে, এক খান সামান্য জলযান তাহা সম্পাদন করে। সুতরাং পথের ব্যয় সম্বন্ধে গো, উষ্ট্র দ্বারা সম্পন্ন বাণিজ্য অপেক্ষা জলযান সম্পন্ন বাণিজ্য অনেক সুলভ ও অধিক লাভদায়ক। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, বৎসরং অনেক কাবুলীয় পেস্তা, কিসমিস, বাদাম প্রভৃতি লইয়া বঙ্গদেশে বিক্রয় করিতে আসে, তাহাদিগের মধ্যে সচরাচর এক জনকেও দারিদ্র্যাবস্থা অতিক্রম করিতে দেখা যায় না। যদিও তাহারা স্বদেশোৎপন্ন এক একটা সামান্য দাড়িম্বকে ৮।১০ আনা মূল্যে বিক্রয় করে, তথাপি এক জন লোক ৪০।৫০ টাকা মাত্রের দ্রব্য লইয়া আসাতে যদিও ২।১ টাকা বাদে তৎসমুদয় লাভ মধ্যে পরিগণিত হয়, তথাপি পাথেয় ব্যয় ব্যতীত সচ্ছন্দ রূপে পরিবার প্রতিপালনোপযোগী অর্থই উপার্জ্জন করিতে পারে না। এক বস্তুতে অধিক লাভ পাইলে কথন বণিক অধিক লাভবান হইতে পারে না। অধিক বস্তুতে সামান্য লাভ পাইলেও অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে প্রচুর ধনশালী হইয়া উঠে। সাধারণতঃ দেখা যায় বঙ্গদেশে "বেণোতী" দ্রব্যজাত বিক্রেতারা ১ পয়সা মূল্যের বস্তু ১ আনা মূল্যে বিক্রয় করে, তথাপি তদ্রূপ ব্যবসায়ী কয় জন লোক ধনবান দৃষ্ট হয়? ইহার একমাত্র কারণ এই যে, বেণে মাসের মধ্যে গ্রামস্থ ৮ হাটে ও পল্লীর নিকটস্থ হাটের ৮ হাটে ১৬।১৭ টাকার দ্রব্য বিক্রয় করিয়া থাকে। চতুর্গুণ লভ্য সত্ত্বেও মাসে ১২।১৩ টাকার অধিক লাভ পায় না। পক্ষান্তরে একজন সামান্য বস্ত্রবিক্রেতা মাসে ৫০০ টাকার বস্ত্র বিক্রয় এবং প্রতি টাকাতে এক আনা অথবা দুই আনা, গড়ে দেড় আনা লাভ করিয়াই ৪৬৸৵০ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যত

অধিক বিক্রয় হয়, তত অধিক লাভ হয়। আবার মূলধন অল্প হইলে, অল্প লভ্য লইয়া বিক্রয় করিলে, অধিক লাভ প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভব নাই। সুতরাং যতবার দ্রব্য পরিবর্ত্ত অর্থাৎ একবার বিক্রয় করিয়া, পুনঃ ক্রয় করিতে পারা যায়, তাহাই অধিক পরিমাণে লাভজনক। বস্তুতঃ মূলধন অল্প হউক আর অধিক হউক, শীঘ্র২ বিক্রেয় দ্রব্যজাত পরিবর্ত্ত করিতে না পারিলে কদাপি অধিক লাভের প্রত্যাশা থাকে না। এই জন্য অস্মদ্দেশে নৌকা ব্যাপারীরা অল্পকালে অধিক ধন সঞ্চয় করে। তাহারা সচরাচর এক অথবা দুই মাসে যে দ্রব্য লইয়া বাণিজ্যার্থ বিদেশে যায়, তাহা বিক্রয় করিয়া পুনরায় অন্য দ্রব্যজাত (যাহা স্বদেশে দুর্মূল্য) স্বদেশে প্রত্যাগত হয়। সামান্য কথায় লোকে বলিয়া থাকে "শতকে সোয়ায়া, কাহনে দুনো।" আমরা বাণিজ্য ব্যবসায়ে অবিকল তাহার যাথার্থ দেখিতে পাই।

আরব দেশবাসীরা বহুকাল হইতেই বাণিজ্য ব্যবসায়ী ছিল। প্রতি বর্ষে অনেক আরবীয় স্ব স্ব উষ্ট্রে বাণিজ্যোপযোগী দ্রব্যজাত বোঝাই করিয়া পারস্য, মিসর প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী দেশে গমন করিত। যদিও এইরূপ বাণিজ্য দ্বারা কোন২ আরবীয় কিয়ৎ পরিমাণে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল, তথাপি বর্ত্তমান সময়ের কোয়াস্জি জাহাঙ্গীর, মার্কুইস অব সালিসবারী প্রভৃতির ন্যায় কেহ ধন সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে নাবিক-বিদ্যার প্রভাবে প্রাচীন ফিনিসীয়, কার্থেজীয় ও ভারতীয় প্রভৃতি জাতি, মধ্যকালীন পর্টুগীজ, ওলেন্দাজ, ইটালীয় প্রভৃতি জাতি এবং বর্ত্তমান কালীন ফরাসি, ব্রীটিস প্রভৃতি জাতি বিস্তর ধন সঞ্চয় করিয়াছে। একদা রোমীয়গণ সমগ্র পৃথিবীর উপর আধিপত্য প্রকাশ করিয়া যেরূপ ধনশালী হইয়াছিল, মধ্য সময়ে তাহাদিগের বংশাবলী একমাত্র জলযান সহায়তাতে বাণিজ্য করিয়া কতকাংশে তদনুরূপ হইয়াছিল। গোল্ড স্মিথ বলিয়াছেন ;—

At her* command the palace learned to rise,
Again the long-fallen column sought the skies.
The canvas glowed beyond even nature warm,
The pregnant quarry teemed with human form.

ইটালীর এই সৌভাগ্য কোথায় হইতে আসিয়াছিল? ইতিহাস অনুসন্ধানে দেখা যায়, নাবিক-বিদ্যার উন্নতি জনিত বাণিজ্য বাহুল্যরূপে প্রচলন হওয়াই ইহার কারণ।

২য়তঃ।—নাবিক বিদ্যার উন্নতি হওয়াতে এমন অনেক দ্বীপ ও দেশ আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা পূর্ব্বে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। এবং একমাত্র জলযানের সহায়তাতে কালে মনুষ্যের জ্ঞান ও বুদ্ধিগোচর হইয়াছে। নাবিক বিদ্যা উন্নত না হইলে, পৃথিবীর অন্যতম বিভাগ আমেরিকা অনাবিষ্কৃত থাকিত. সুতরাং আমরা তদ্দেশজাত কুইনাইন প্রভৃতি দ্রব্যজাত হইতে একেবারে বঞ্চিত থাকিতাম। বর্ত্তমান সভ্য সমাজনিচয়ে লোকে সালসা হইতে কত উপকার প্রাপ্ত হয়। সেই সালসা জলযান প্রভাবে বিদেশ গমনের ফল। যৎকালে অর্ণবপোত আবিষ্কৃত হয় নাই, ইউরোপ ও এসিয়া গমনাগমনের একমাত্র স্থল-

* Commerce.

পথ ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না, তৎকালে কয় জন ইউরোপীয় এসিয়াতে আগমন করিত, অথবা কয়জন এসিয়াবাসী ইউরোপে গমন করিত। বস্তুতঃ ককেসীয় প্রভৃতি পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ইউরোপ এসিয়াতে গমনাগমন করিতে হইলে, তৎকার্য্য একরূপ সাধারণ মনুষ্যের শক্তির অতীত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নাবিক বিদ্যার প্রভাবেই ইংলণ্ডীয়গণ চতুর্দ্দিকে জলাকীর্ণ এক সামান্য দ্বীপবাসী হইয়াও বহু দূরে স্থিত ভারতবর্ষে আধিপত্য করিতেছে।

৩য়তঃ—সাগরগর্ভে এমন অনেক দ্বীপ আছে যাহা প্রচুর শস্যশালী অথবা যথায় মনুষ্য নাই। পক্ষান্তরে বস্তুর পরস্পর উপযোগীতা দেখিলে স্পষ্ট অনুভূত হয়, পরস্পর সম্বন্ধ কোন স্থলে উদ্দেশ্য শূন্য নহে। সুতরাং প্রচুর শস্যশালী দ্বীপ অথবা দেশ মনুষ্যের বাস ভূমি এবং কৃষি ক্ষেত্ররূপে পরিণত হওয়া স্থষ্টিকর্ত্তার একান্ত অভিপ্রেত। যদি এই বাক্য সত্য হয়, তাহা হইলে অধিক বিদ্যার অনুধাবন ও উন্নতি সাধন যে স্থষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রেত, একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত সময়ে সময়ে কোন কোন দেশে লোক সংখ্যা এত অধিক হয় যে, কিয়দংশ লোক দেশান্তরে উপনিবাস না করিলে সকল লোকের স্বদেশে বাস যার পর নাই ক্লেশের ব্যাপার হইয়া উঠে। যদি নাবিক বিদ্যার প্রভাবে বিভিন্ন দেশ, ও দ্বীপ আবিষ্কৃত না হইত ও ব্রীটনীয়-দিগের কিয়দংশ বিভিন্ন দেশ অথবা দ্বীপে উপনিবাস না করিত, তাহা হইলে হয়ত, এত দিন ব্রীটিন দ্বীপে লোক সংখ্যা সমাবিষ্ট হইত না অথবা সমাবিষ্ট হইলেও আহার্য্য প্রাপ্ত হইত না।

৪র্থতঃ—নাবিক বিদ্যায় লোকের সাহস ও বল বীর্য্য বৃদ্ধি হয়। ক্ষুদ্র পাহাড়বৎ বিপুলতরঙ্গমালা পরিপূর্ণ সমুদ্রে পুনঃ২ গমন করিলে, কাহার না হৃদয় ক্রমেং সাহসে পরিপূর্ণ হয়? বিপদে পতিত না হইলে, কদাপি হৃদয় নিঃশঙ্ক হয় না। যেমন পুনঃ২ আঘাত প্রাপ্ত হইলে এই রক্ত মাংসের শরীর লৌহবৎ কঠিন হয়, সেইরূপ স্বাভাবিক ভয়াতুর মানব হৃদয়ও পুনঃ২ বিপন্ন না হইলে ও ভয়ানক দৃশ্য না দেখিলে, সাহসী হয় না। সাহসীকতা কাহাকে কহে? বিপদে ভয় না পাওয়া প্রকৃত সাহসীকতা। পক্ষান্তরে যদি বিপদে পতিত না হওয়া যায়, তাহা হইলে কি রূপে সাহসীকতা বৃদ্ধি হয়? সুতরাং নানা ঝটিকা মধ্যে সমুদ্রে পতিত হইলে যে হৃদয় ভয়শূন্য ও সাহসী হইবে, তাহাতে সংসয় কি? এতদ্ব্যতীত অর্ণব পোতের কার্য্য করিলে শরীর দৃঢ় ও সবল হয়। পুনঃ২ রৌদ্র ও বৃষ্টি সহ্য করিয়া নাবিকগণ কদাপি রৌদ্র ও বৃষ্টি সহ্য করিতে কাতর হয় না। অনেক সময়ে প্রবল বৃষ্টিতেও নাবিকগণকে অনাবৃত স্থলে নিদ্রা ও বিশ্রাম করিতে দেখা যায়।

৫মতঃ—নাবিক বিদ্যার চর্চ্চা দেশ মধ্যে সমধিক প্রচলন হইলে, তদানুসঙ্গিক শিল্প, জ্যোতিষ, খাল খনন প্রভৃতির প্রতি লোকের মন আপনা হইতেই ধাবিত হয়। অর্ণবপোত নির্ম্মাণ চাতুর্য্য, বিশেষ কি রূপ পোতে আরোহণ করিলে জীবন অল্প আশঙ্কাযুক্ত হয়, সেই বিষয়ে বিশেষ যত্ন ও আন্তরিক স্পৃহা হওয়াতে, বুদ্ধি মার্জ্জিত ও তত্তৎ-কার্য্য কিয়দংশে সংসিদ্ধ হয়। পাছে

জলমগ্ন হইয়া প্রাণ হানি হয়, এই জন্য বায়ু ও সমুদ্রস্রোতের গতি নির্ণয় করিতে যত্ন হয়, কালে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে উদ্ভূতও হয়। ভূগোল ও খগোল বিদ্যার প্রকৃষ্ট উন্নতি ব্যতীত, লোকে বহু কাল প্রাণসংশয় অর্ণবপোত আরোহণ করিতে অগ্রসর হয় নাই। পক্ষান্তরে অভাব বোধে আন্তরিক যত্ন ও তজ্জনিত বাস্তবিক উন্নতি আপনা হইতেই আসিয়াছিল।

সংক্ষেপে বাণিজ্য হইতে যে যে উপকার সাধিত হয়, তাহা প্রধানতঃ নাবিকবিদ্যা মূলক। পূর্ব্বে যে বৃহৎ নদী অথবা সমুদ্র দুর্লঙ্ঘ্য বিবেচিত হইয়া লোকের গতিবিধি রোধ করিত, এক্ষণে নাবিকবিদ্যার সাহায্যে তাহা গতিবিধির অমোঘ উপায় রূপে পরিগণিত হইয়াছে। আর এক্ষণে স্বাভাবিক ভীরু-প্রকৃতি মনুষ্য প্রবল তরঙ্গমালাকুলিত সমুদ্রকে কোন ক্রোধান্ধ ভীষণ দেবতার আবাস মনে করে না। কিন্তু গতিবিধি ও বাণিজ্য সহায়কারী মনে করিয়া অর্ণবপোত নির্ম্মাণ ও তন্মধ্যে তাড়িত বার্ত্তাবহ সংস্থাপন করে। কথিত আছে নিকু ২০০ রণপোত নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্ব প্রথমে সুয়েজ যোজককে খনন করিয়া প্রণালী রূপে পরিণত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

আমরা এতক্ষণ কেবল বাণিজ্যের গুণ কীর্ত্তন করিলাম। বাণিজ্যের কি দোষ নাই? আমাদিগের বিবেচনাতে দেশ মধ্যে তণ্ডুল, রবিখন্দ প্রভৃতি কৃষির ম্লানতা হওয়া বাণিজ্যের আনুসঙ্গিক দোষ। সাধারণতঃ ২।৩ জন কৃষক অপেক্ষা ১ জন সামান্য শিল্পী অধিক লাভবান হয়; সুতরাং দেশের ধন অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করে। বিদেশীয়দিগের সহিত বিনিময়ে, শস্যাদি অপেক্ষা শিল্পজাত দ্রব্যজাত দ্বারা অধিক লাভবান হওয়া যায়। অতি অল্প দেশেই বিদেশজাত শস্যের আবশ্যক থাকে। স্বদেশে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাতেই জঠরানল নির্ব্বাণ ও উদর পূর্ত্তি হয়; পক্ষান্তরে শরীর ধারণোপযোগী উদর পূর্ত্তি হইলে লোক আর ভক্ষ্য দ্রব্যের নিমিত্ত লালায়িত হয় না। কিন্তু শিল্প লোকের কৃত্রিম অভাব বৃদ্ধি করে।

সেই অভাব কিছুতেই নিবারিত হয় না। শিল্পজাত দ্রব্য যতই উৎপন্ন হয়, লোক ততই তাহা গ্রহণ করে। এই জন্য বিদেশ সহ বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইলে, দেশে শিল্পের সমধিক প্রবল হয় এবং সাধারণ কৃষি পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস হয়। অধিকাংশ লোকের জীবন ধারণ বিদেশাগত শস্যাদির উপর নির্ভর করে। দেশ ধনশালী হয় বটে, কিন্তু জীবিকা নির্ব্বাহ হেতু বিদেশ-সাপেক্ষ হয়। কালে বাণিজ্যের ব্যাঘাত, বিদেশীয় শস্যের আমদানির অল্পতা অথবা যে যে দেশ হইতে শস্য আমদানী হয়, তত্তদ্দেশ সহ যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইলে, দেশের আর দুরবস্থার সীমা থাকে না। পূর্ব্বকালীন কত কত মহা-পরাক্রান্ত জাতি এই কারণে নিস্তেজ ও ধ্বংস হইয়াছে। ইতিহাস কর্ত্তা গিবন* বলেন, রোম সম্রাজ্য, প্রধানতঃ বিদেশ হইতে জীবন ধারণ পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় শস্যাদির আমদানী হওয়াতে ধ্বংস পাইল। মিসোরেও সামাটিকসের রাজত্বকালে সেই কারণ প্রথমে সঞ্চারিত

* Gibbon's decline and downfall of the Roman empire.

হইল। এবং কালে বর্দ্ধিত হইয়া মিশ্রীয়-দিগের আদিম সভ্যতার কারণ প্রচুর শস্যোৎপত্তি অনেকাংশে ন্যূন হইয়াছিল।

একান্নভুক্ত পরিবার।

একান্নভুক্ত পরিবার আমাদের দেশে অনেক। ইহার সুখ দুঃখ দেশীয় সকলেই প্রচুররূপে ভোগ করিয়া থাকেন। আমরা অদ্য এই বিষয়ে কথঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। এই প্রথা দ্বারা যে সকল উপকারের সম্ভাবনা আছে, অগ্রে তাহাই বলিব। পশ্চাৎ, ইহা দ্বারা অপকারের কতদূর সম্ভাবনা, তাহাও বলিব।

ভ্রাতার প্রতি ভক্তি বা স্নেহ স্বভাবিক। যাহাদের সহিত এক পিতা মাতার যত্নে লালিত পালিত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছি, অন্যাপেক্ষা যে তাহাদিগকে বা তাহাদের সন্তানাদিকে অধিকতর স্নেহ করিব, ইহা উপদেশ সাপেক্ষ নহে। যাহাকে ভালবাসি তাহার সহিত একত্র বাস করিতেও ইচ্ছা হয়। এই রূপ ভালবাসার সহিত আমাদের স্বাভাবিকী আসঙ্গ-লিপ্সা বৃত্তি একত্র যোগ হইয়াই একান্নভুক্ত থাকার প্রথা সৃষ্টি করিয়াছে। লোকে কথায় বলিয়া থাকে "দশজনে মিলে শাকান্ন ভোজনেও পরম সুখ।" দশ জনে একত্র থাকায় কেবল এই মাত্র সুখ নহে, পরস্পরের প্রতি বিপদ সময়ে পরস্পর সাহায্য করিয়া থাকে। পিতৃহীন ভ্রাতৃপুত্র বা পতিহীনা ভ্রাতৃবধূ উপযুক্ত পিতৃব্য বা দেবর বিদ্যমানে আমাদের দেশে আর অনাথ শিশু অথবা অনাথা বিধবা নহে। শিশু প্রতিপালন ও শিক্ষার ভার পিতৃব্য গ্রহণ করেন এবং বিধবাও দেবরের প্রসাদাৎ আহারাদির ক্লেশ হইতে নির্ম্মুক্ত থাকিয়া স্বীয় যত্যাচার পরিপালন পূর্ব্বক সংসারে অবস্থিতি করেন। পিতৃব্য বা মাতুল প্রভৃতির ন্যায় পরমাত্মীয় উপযুক্ত ব্যক্তি বিদ্যমান থাকিলেও যেমন অনেক ইংরাজ ভদ্র সন্তানকে উদরান্নের নিমিত্ত স্বহস্তে ক্ষেপণী চালন পূর্ব্বক সামান্য নাবিক দলে মিশ্রিত হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করিতে হয়, অতি দূর কুটুম্ব মধ্যে কোন ব্যক্তি সামান্য অবস্থায় জীবিত থাকিলেও, আমাদিগকে তেমন হেয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয় না।

মনুষ্যের স্বভাব এই যে, একত্র থাকিলেই পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অধিকতর স্নেহের সঞ্চার হয়। বিভিন্ন গ্রামবাসী দুই ব্যক্তি বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে একত্রে বাস করিতে থাকিলে, ক্রমে তাহাদের যেরূপ প্রণয় সঞ্চার হয়, তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। লোকে কথায় বলিয়া থাকে "ভিন্ন ভাতে বাপ ও পর।" এদেশে রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অনেকের পিতার সহিত যে প্রায় ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা হয় না, তাহারও কারণ এই। পিতা যথোচিত রূপে সন্তানের ভরণপোষণ বা শিক্ষা দানাদি কিছুই করেন না, তিনি বিদ্যমানেই শিশু, তাহার জননীর সহ মাতামহ বা মাতুলের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া, তাহাদেরই যত্নে শিক্ষিত হয়। সুতরাং বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও মাতামহ বংশের প্রতি সমধিক কৃতজ্ঞতা প্রদ-

র্শন করে। ফলতঃ এতাদৃশ লোকদিগের মাতুলালয়ই স্নেহের আস্পদ, মাতামহ-বংশই প্রীতির ভাজন। পিতা বা সগোত্রের সহিত সম্বন্ধই অল্প। ইহারা অনেক সময়েই ভদ্রতার অনুরোধে পিতৃ-ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। ফলতঃ একত্র বাস না করাই এই স্বাভাবিক পিতৃভক্তি ও পুত্রবাৎসল্য বিলোপের কারণ। যখন পিতা পুত্রে পর্য্যন্ত পরস্পরে মমতা শূন্য হইয়া যায়, তখন ভ্রাতাদিগের সহিত বর্ত্তমান নিয়মানুসারে একত্রে না থাকিয়া যদি সাহেবদের ন্যায় পৃথক্ থাকা যায়, তাহা হইলে পরস্পরের দ্বারা পরস্পরের উপকারের আশা কোন রূপেই করা যাইতে পারে না। সুতরাং এই প্রথার অভাবে দয়ার পরিবর্ত্তে নিষ্ঠুরতা প্রবেশ করিবে। এইক্ষণে সমাজে যেমন ভ্রাতৃপুত্র দ্বারা লোকে আপনাকে পুত্রবান্ মনে করেন, উপযুক্ত পিতৃব্য দ্বারা লালিত, পালিত, শিক্ষিত হইয়া পিতৃব্যের অভাবে তাহার সন্তানাদির প্রতি, বিধবা পিতৃব্য পত্নীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন বা দয়া বিতরণ করা হয়, তাহা এদেশ হইতে লোপ পাইবে। সকলেই সাহেবদিগের ন্যায় আত্মসুখে রত হইবে। অনেক ভদ্রসন্তানকে ইতরের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে।

একান্নভুক্ত থাকায় যে, সকল দোষ হইয়া থাকে, এইক্ষণে তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

যাহার যেরূপ তপস্যা তাহার তত দূর সুখ। সংসারে ক্ষমতানুসারে ধন, মান, পদ, সুখ প্রভৃতি সকলই হয়। নির্দ্ধন, বা মূর্খ ব্যক্তির পদ বা সম্ভ্রম দেখিতে পৃথিবী সম্মত নহে। এক জন প্রাণপণে জ্ঞান বা ধনার্জ্জন করিবে, অন্য দশ জন আলস্যপরায়ন, ক্রীড়াপরায়ণ মূর্খ তাহা অনায়াসে ভোগ করিবে—তজ্জনিত সম্মান লাভ করিবে, সংসার ইহা সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে। অনেক সময় দেখা যায় যে, এক ব্যক্তি বহু ক্লেশে অর্থোপার্জ্জন করেন, তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা তাঁহার নিজের ও স্ত্রী, পুত্রাদি পরিবারের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হইয়া অনায়াসে সন্তানদিগের সুশিক্ষা হইতে পারে, কেবল আলস্য-পরায়ণ বহু সংখ্যক আত্মীয়ের পোষণ করিতে হয় বলিয়া, কোন কার্য্যই সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হয় না। এমন কি, সন্তান-গুলি পর্য্যন্ত অশিক্ষা বা কুশিক্ষা প্রভাবে সমাজের কণ্টক স্বরূপ হইয়া উঠে।

মানব প্রকৃতির স্বভাব এই যে, কোন অনুগ্রহ অধিক দিন পাইতে থাকিলে পরে অনুগ্রাহকের উপকারকে আর উপকার বলিয়া মনে স্থান দিতে ইচ্ছা করে না। উপকারী ব্যক্তি শুদ্ধ দয়া পরবশ হইয়া যে উপকার করিতেছেন, বহু দিন উপভোগের পর আর তাহাকে দয়া বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে না। এইরূপ কর্ম্ম তখন তাহার বিশুদ্ধ দয়ার কার্য্য না বলিয়া এইরূপ মনে হয় যে "তিনি যে দয়া প্রদর্শন করিতেছেন তাহা দয়া মাত্র নহে উহা তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তিনি তাহা না করিলে কর্ত্তব্য কর্ম্ম অকরণ জনিত দোষভাগী হইবেন।" ফলে "বহু কালের অধিকারই সত্ত্বের উৎপাদক" গ্রন্থকারদিগের এই প্রসিদ্ধ বচনের অনুগামী হইয়াই যেন অলস ভ্রাতারা প্রতিপালক ভ্রাতার উপকারকে, তাহার এই একমাত্র অনুগ্রহকে তদীয় অবশ্য কর্ত্তব্য মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেন। এবং

আপনাদিগের ভোগ লালসার কিছুমাত্র ক্রটী হইলে উপকারী ভ্রাতার প্রতি কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে বিরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকে। এইরূপ এক দিগে আত্ম-বঞ্চন, পরিবারের ক্লেশ, অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সন্তানবর্গের শিক্ষা দানাদির ক্রটী, পক্ষান্তরে আলস্যের বৃদ্ধি সহকারে পরস্পরের বিরাগোৎপাদন সমুদ্ভব হইয়া থাকে।

মনুষ্য স্বভাবতঃ স্বার্থপর; নিতান্ত নিঃস্বার্থ পরোপকারপরায়ণ ভূমণ্ডলে নিতান্ত বিরল। হয়ত উপার্জ্জন-শীল ভ্রাতা নাম মাত্র পরিবারের প্রতি মমতা প্রদর্শন করেন, যাহা না করিলে সমাজে নিন্দিত হইতে হইবে, অথবা যত টুকু পর্য্যন্ত উপকার করিলে গ্রাম মধ্যে প্রশংসা পাওয়া যায়, যথা কথঞ্চিৎ তাহা করিয়াই নিজে সঞ্চয় করিতে থাকেন, এবং নিজের সন্তানাদিকে উত্তম রূপে শিক্ষা দিয়া থাকেন; ভ্রাতৃপুত্র বা অন্যান্য আত্মীয় সন্তানদিগের শিক্ষার নিমিত্ত তাদৃশ যত্ন করা হয় না। এই সকল বালকদিগের পিতারও এমন ক্ষমতা নাই যে, তাহাদিগকে সুশিক্ষাদি প্রদান করিতে পারেন। সুতরাং যৌবন কালে তাহারা সমাজ মধ্যে অকর্ম্মণ্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

যে কর্ম্ম সম্পূর্ণ মনোযোগ পূর্ব্বক না করা হয়, যাহা করিতে আন্তরিক ইচ্ছা নাই, লোকের অনুরোধ বা দেশাচার বশতঃ, কি চক্ষু লজ্জায় যাহা করা হয়, তাহা কোন ক্রমেই সুচারু রূপে সম্পন্ন হয় না। পূর্ব্বোক্ত কারণে কাহারও উপকার করিলেও সেই উপকার আংশিক অসম্পূর্ণ থাকে; অল্প দিনেই উপকৃত ভ্রাতা বা অন্য আত্মীয় উপকারী ব্যক্তির মনের ভাব জানিতে পারে; এবং জানিতে পারিলেই কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতে থাকে। পক্ষান্তরে উপকারী ভ্রাতা, পরিবার বর্গের কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে বিদ্বেষ ভাব দেখিয়া, অত্যন্ত ক্ষোভ প্রাপ্ত হন। এইরূপে সৌভ্রাত্রের পরিবর্ত্তে অচিরেই পরিবার মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হয়। অনেক সময়ে ইহাও দেখা যায় যে, উপার্জ্জন-শীল ভ্রাতা নিতান্ত নিঃস্বার্থ হইয়া স্বীয় আবশ্যকীয় ব্যয়াবশিষ্ট সমুদয় উপার্জ্জিত ধন ভ্রাতার নিকট প্রেরণ করেন, ভ্রাতা বাটীর কর্ত্তা, তাঁহার আধিপত্যের উপর কথা বলে, বাটীতে এমন লোক কেহই নাই। তিনি অনেক সময় পরিবারবর্গের ক্লেশ দিয়াও অর্থ সঞ্চয় করেন। ফলতঃ একান্নভুক্ত পরিবার মধ্যে উপার্জ্জন-শীল ব্যক্তিও অনেক সময় ভয়ানক রূপে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। যাহারা স্বার্থপর, তাহারাই সঞ্চয় করিতে পারে।

মনুষ্য মাত্রেরই আত্ম-নির্ভর থাকা উচিত। যাহার আত্ম-নির্ভর নাই, তাহার মানব নাম বিড়ম্বনা মাত্র। আত্মনির্ভরই উন্নতির মূল। যাহার আত্ম-নির্ভর নাই, সে কখন জগতে যশঃ, প্রতিপত্তি ও উন্নতি লাভ করিতে পারে না। মনে আত্মাদর না থাকিলে আত্ম-নির্ভর হয় না। প্রবৃত্তি মাত্রেরই স্বভাব এই যে, তাহা চালনা দ্বারা তেজস্বিনী হইয়া থাকে, অনেক সময়ে অভ্যাস স্বাভাবিক প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া থাকে। বিষ ভক্ষণে মনুষ্যের প্রাণ বিয়োগ হয়, কিন্তু অনেকে ক্রমে বিষ ভক্ষণের এরূপ অভ্যাস করিয়া থাকে যে, পরিশেষে এক তোলা পর্য্যন্ত বিষ ভক্ষণ করিয়াও তাহারা

অক্লেশে জীবিত থাকে। যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়া যাহারা ভ্রাতার অন্নে প্রতিপালিত, ভ্রাতার উপার্জ্জিত অর্থে বিলাস লালসা চরিতার্থ করে, চির দিন গৃহে অবস্থিতি নিবন্ধন বিদেশ গমন ক্লেশ, তদ্‌ঘটিত বিপৎপাত যাহাদের স্বপ্নেরও অগোচর, তাহাদের মনে আত্ম-নির্ভরের ভাব কখনও থাকিতে পারে না। যাহার সকল প্রকার অভাব অন্যের অনুগ্রহে পূরণ হয়, যাহাকে অভিলষিত বস্তুর নিমিত্ত কিছুমাত্র শরীর বা মন চালনা করিতে হয় না, তাহার মধ্যে কখনও আত্মনির্ভর থাকিতে পারে না। অন্যের উপর নির্ভর করা তাহার প্রকৃতি হইয়া উঠে। এবং ক্রমে আপনাকে অক্ষম মনে করিতে থাকে, পরিশেষে অতি সামান্য কার্য্যও পরের সাহায্য ব্যতীত সম্পন্ন করিতে ভয় হয়। প্রকৃতির নিয়ম এই, যাহারা আপনাকে হীন ও অপদার্থ মনে করে, তাহারা ক্রমে হীন ও অপদার্থ হইয়া যাইবে। অহঙ্কার থাকা দোষ বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া আপনাকে নিতান্ত অপদার্থ জ্ঞান করা গুণ নহে। বরং অহঙ্কারী প্রশংসনীয়, তথাপি আত্মাদর শূন্য অপদার্থ পুরুষ ভাল নহে। অহঙ্কারিরা পৃথিবীর অনেক উপকার করিয়া থাকে, কিন্তু তাদৃশ অপদার্থ দ্বারা সংসার কোন রূপে উপকৃত হয় না।

যে সকল জাতির মধ্যে একান্নবর্ত্তিতা নাই, যাহাদের মধ্যে সকলকেই অন্ন যত্নে স্বীয় অশন বসনাদি করিতে হয়, তাহাদের প্রথম হইতেই আত্মনির্ভরের ভাব হইতে থাকে! এবং বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহা বর্দ্ধিত হইয়া সংসারের অশেষ মঙ্গল সম্পাদন করে। 'ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী খালেদ প্রভৃতি বীরপুরুষদিগের জগদ্বিখ্যাত বীরতা এই আত্মনির্ভর মূলক। আধুনিক ইউরোপীয় জাতির এত উন্নতিও আত্ম-নির্ভর মূলক। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে জ্যেষ্ঠাধিকার নিয়ম প্রচলিত থাকায়, এবং একান্নবর্ত্তিতা না থাকাতে তথাকার ধনী সন্তানদিগের দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি সন্তানগণ অপেক্ষাকৃত অধিক কৃতী হইয়া থকেন। ফলে প্রথম হইতে যাহার "নিজে উপার্জ্জন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে" বলিয়া স্থিরনিশ্চয় হয়, তাহার মনে আত্ম-নির্ভরের ভাব একেবারে না থাকিয়া পারে না। তাহার সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে২ নানা প্রকার বিপদের সহিত অনেক সময় সাক্ষাৎ হয়। ঐ সকল বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার নিমিত্ত নিজের যত্নের প্রয়োজন হয়, সুতরাং সাহস, অধ্যবসায়, শ্রম, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণগুলি আপনা হইতেই তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ফলতঃ অন্যের নিকট উপকার লাভের সম্ভাবনা থাকিলে লোকে, কখনও নিজে শ্রম করিতে চায় না। যে বালক প্রথম হইতে পিতার নিকট অনুচিত আদর পাইয়া আসিয়াছে, পরে ভ্রাতৃ অন্নে প্রতিপালিত হইতে চলিত, সংসার তাহার নিকট অপকার ব্যতীত উপকারের আশা করিতে পারেনা। অনেক বালকের সাংসারিক কার্য্যে পটুতা দর্শনে বিস্মিত হইতে হয়। এই বোয়ালিয়া নগরে একটী ভদ্র লোক স্বপরিবারে আছেন, যিনি পূর্ব্বে এখানে একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার ছিলেন, নানা কারণে তাঁহার সকল বিষয় নষ্ট হইয়াছে। এইক্ষণে অতি সামান্য অবস্থায় সংসার

নির্ব্বাহ করিতেছেন। ঐ ভদ্রলোকের তিন বর্ষ বয়স্ক একটি শিশু সন্তান ভৃত্যকে বাজারের পয়সা দিয়া তাহার নিকট তন্ন তন্ন রূপে বাজারের হিসাব লইয়া থাকে; যে সকল বালক পিতার নিকট আদর পাইয়া অকর্ম্মণ্য হয়, তাহাদের ১০ বর্ষের বালকেই বোধ হয় ইহার ন্যায় কার্য্যপটু নহে।

মানুষ নিতান্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারে না। আমাদের মন ক্রীড়া পরায়ণ; নিতান্ত নিশ্চেষ্ট লোক সংসারে একটীও নাই। মন সর্ব্বদাই কার্য্য করিবে; বিশেষ এই যে তাহাকে ভাল পথে রাখিলে ভাল কার্য্য করিবে; অন্যথা মন্দ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। ভ্রাতার অন্নে যাহারা প্রতিপালিত, তাহারা উপার্জ্জনে অক্ষম। অর্জনক্ষমতা, সাহস, ধৈর্য্য, আত্ম্য-নির্ভর প্রভৃতি গুণ সকল তাহারা প্রথম হইতে বঞ্চিত। অথচ অনায়াসে আহারাদি নির্ব্বাহ হওয়াতে এই সকল লোক প্রায়ই বিলাসী ও আমোদ পরায়ণ হইয়া উঠে। তাস, পাশা, সখের যাত্রা প্রভৃতিই ইহাদের একমাত্র অবলম্বন হয়। সর্ব্বদা এই সকল ব্যাপারেই ইহারা লিপ্ত থাকে।

পক্ষান্তরে প্রকৃতির অত্যাশ্চর্য্য নিয়মানুসারে এই সকল আমোদে ইহার মনে সুখ প্রদান করিতে পারে না। অন্যের প্রতি যাহাকে নির্ভর করিতে হয়, তাহার সহিত ভিক্ষুকের কোন বিশেষ নাই। বরং ভিক্ষুকের এই এক সুবিধা যে,তাহারা সকলেরই গৃহে যাইতে পারে, ইহাদের তাহাও নাই। যথা সময়ে প্রতিপালক মুদ্রা দিতে ত্রুটি করিলে, ইহাদের অসন্তোষের সীমা থাকে না, অথচ পরান্ন ভোজনে মন এতদূর অসাড় হইয়া গিয়াছে যে, তৎকালে আত্মনির্ভরেরও উপায় নাই। এই সকল কারণে ইহাদের মনোমন্দিরে অশান্তি সর্ব্বদা বিরাজমানা থাকে।

প্রায়ই দেখা যায় যে, পিতা মাতার মৃত্যুর পর ভ্রাতারা কয়েক বর্ষকাল একত্র থাকিয়া পরে পরস্পর কলহ করিয়া পৃথক্ হন। পৃথক্ হইলে পর নিশ্চেষ্ট ভ্রাতৃগণ তৎকালোচিত চেষ্টা দ্বারা কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। অথচ এই চেষ্টা যদি পূর্ব্ব হইতে থাকিত, তাহা হইলে পৃথক্ হওয়ার পর এত দূর দুর্দ্দশা হইত না। যাহা জীবনের সার ভাগ, যে সময় চেষ্টা করিলে পৃথিবীতে নানা গুণের আধার হওয়া যায়, একান্নবর্ত্তিতাহেতু সেই অমূল্য সময় নষ্ট করিয়া, অপদার্থ মধ্যে পরিগণিত হওয়ার পরে পৃথকান্ন হওয়ায়, এই সকল লোক চির জীবন দুঃখ পাইয়া সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করে। অনেক সময়ে উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যু হইলে সমুদয় পরিবার যে বিষম দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হয়, তাহা বলা বাহুল্য।

একান্ন ভুক্ত পরিবার সম্বন্ধে দোষ গুণ উভয়ই কিয়ৎ পরিমাণে বলা হইল। এইক্ষণে আর দুই একটী কথা বলিয়া আমরা প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

শ্রম বিভাগের নিয়মানুসারে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, সমাজে অলস লোকের সংখ্যা অধিক, তাহার অবস্থাও হীন। ফলতঃ ক্ষমবান বা অক্ষমের সংখ্যানুসারে সমাজের উন্নতি এবং,অবনতি হইয়া থাকে। একটি পরিবার মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি ক্ষমবান্ হইলে, সকলে ন্যায়ানুগামী স্বার্থপর হইলে, পরস্পরের প্রতি পরস্পর বিপদ

সময়ে কৃপাপর হইলে অবশ্যই এরূপ পরিবার দ্বারা দেশের কল্যান সাধন হইতে পারে। শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের উন্নতির নাম শারীরিক উন্নতি; পরিবার মধ্যেও প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতি হইলেই সেই পরিবারকে উন্নত বলা যায়; কিন্তু এইরূপ পরিবার কোথায়ও আছে কি না, সন্দেহ স্থল। প্রায়ই দেখা যায় একান্ন ভুক্ত পরিবার মধ্যে ২।১ ব্যক্তি ক্ষমতাশালী অপর সকলেই তাহাদের গলগ্রহ হইয়া থাকে। মনে কল্পনা করিয়া দেখিলে এইরূপ পরিবার দেখা যায় বটে, কিন্তু একান্নভুক্ত পরিবারদিগের মধ্যে যে সকল মূর্খ, অলস, সর্ব্ব প্রকার কার্য্যে অপটু অথচ নিতান্ত বিলাস পরায়ণ লোক দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাদের স্বভাব পর্য্যালোচনা করিলে কোন ক্রমেই এই প্রথার উপর ভক্তি থাকিতে পারে না।

যদিও আপাততঃ এক জনের যত্নে কতকগুলি উপায়হীনের ক্লেশের শান্তি দেখিয়া মনে আনন্দের উদয় হয় বটে, কিন্তু এই প্রথার দ্বারা দেশের কিরূপ মঙ্গলামঙ্গল হইতেছে, তাহা একবার বিবেচনা করা উচিত। ব্যক্তি সমষ্টির নাম সমাজ, এই প্রথার দ্বারা সমাজে দিন দিন অপদার্থ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। যে কয়েক জন লোককে আমরা মানুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিকেই পরিবারস্থ কতকগুলি অকর্ম্মণ্য লোকের ভরণ পোষণ করিতে হয়; সুতরাং সংসার চালাইবার নিমিত্ত তাহাদিগকে এত পরিশ্রম করিতে হয় যে, তাহারা দেশ হিতকর অথচ চিন্তা মধ্যে কোন কর্ম্ম করিতে পারেন না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাহারা সর্ব্বদা গৃহে বসিয়া এইক্ষণে কোন কর্ম্ম আসে না ইহারা যদি স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহে সমর্থ হয়, শারীরিক বা মানসিক বলে বলীয়ান্ হয়, তাহা হইলে আমাদের দরিদ্রতার অনেক উপশম হইতে পারে।

ভূগোলের ইতিহাস।

প্রথম কাণ্ড।

প্রথম প্রস্তাব।

ভূগোল-বিদ্যা ইতিহাসের সমসাময়িক। যে সময়ে লোকে কোনজাতির ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করে, সেই সময়েই সেই জাতি যে দেশে বাস করে, সেই দেশের ভুবৃত্তান্তও বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছুক হয়। কেননা যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনাদ্বারা কোন জাতির অবস্থা বিশেষরূপ পরিবর্ত্তন হয়, সেই ঘটনা সকল বিশেষরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, উক্ত জাতির বাসস্থানের ভূগোল বিবরণের সহিত সবিশেষ পরিচিত থাকা নিতান্ত আবশ্যক। যেখানে কোন সমরকাণ্ড হয়, সেই ক্ষেত্রের আকারাবস্থিতি প্রভৃতির বিষয় সম্যক্ অবগত না থাকিলে, যেমন কোন দুই দল সৈন্যের যুদ্ধক্ষেত্রে গতিবিধির বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে পারা নিতান্ত অসম্ভব, কোন জাতির দেশের বিবরণও উত্তমরূপ জানা না থাকিলে সেই জাতির ইতিহাস প্রকৃষ্টরূপে বুঝাও

তেমনই অসম্ভব। অতএব জাতীয় পরিবর্ত্তন, বিপ্লবাদির বিবরণ প্রকৃষ্টরূপে জানিতে ইচ্ছা হইলে, উভয় ইতিহাস ও ভূগোলের সমান জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আমরা অদ্য সেই অতীব প্রয়োজনীয় ভূগোল শাস্ত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু কথা বলিব।

ভূগোল বিবরণ সচরাচর তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। ১ম, প্রাচীন-ভূগোল বিবরণ; ২য়, মধ্যম কালের বিবরণ; এবং ৩য়, আধুনিক বিবরণ। অতি প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া রোমানদিগের পাশ্চাত্য রাজ্য ধ্বংস পর্য্যন্ত, যে সকল দেশের বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাকে প্রাচীন-ভূগোল বিবরণ বলা যায়। তাহা সাধারণতঃ সকল প্রাচীন জাতির আবাসস্থানের বৃত্তান্ত। পরে রোমানদের পাশ্চাত্যরাজ্যের ধ্বংস হইতে আরম্ভ করিয়া, আমেরিকার আবিষ্ক্রিয়া কাল পর্য্যন্ত, যে সকল দেশের বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাকে মধ্যমকালের ভূগোল-বিবরণ বলা যাইতে পারে। (খৃঃ অঃ ৪৭৬ হইতে ১৪৯২ অব্দ পর্য্যন্ত)। তদনন্তর আমেরিকার আবিষ্ক্রিয়া হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যে সকল বিবরণ প্রাপ্য, তাহার নাম আধুনিক ভূগোল-বিবরণ দেওয়া যায়। কিন্তু ভূগোলের ইতিহাস লিখিতে গেলে এরূপ তিন ভাগ না করিয়া নিম্নলিখিত মত সময় বিভাগ করা সঙ্গত ও সুবিধাকর।

১ম। কাল্পনিক কাল। অতি প্রাচীন কালের বংশপারম্পর্য্যাগত বিবরণ হইতে আরম্ভ করিয়া হিরোদোতসের সময় পর্য্যন্ত। এই সময়ের বৃত্তান্ত, বেদ, মুসা, বাল্মীকি, হোমর এবং হিসিয়দের গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। এই সময়ের অন্তর্গত বিবরণ সমুহের মধ্যে অধিকাংশ অজ্ঞানতমসাবৃত। সে সকল অতি যৎসামান্য এবং বিশেষ দেশ সংক্রান্ত, সাধারণ ভূগোল বৃত্তান্ত নহে। ২য়, দ্বিতীয় কালের মধ্যে ঐ সকল অসংলগ্ন বিবরণ একত্রিত হইয়া, কতক পরিমাণে সাধারণ ভূগোলের আকার ধারণ করে। সে ব্যাপার হিরোদোতস হইতে ইরাতোস্থিনিসের সময়ের (২৭০ পুঃ খৃঃ অঃ) মধ্যে সম্পন্ন হয়। এই সময়ের অতি কৌতূহলজনক বিবরণ, হানো, স্কাইলাক্স, পাইথিয়াস, আরিষ্টটল, ভিসিয়ার্কস প্রভৃতিরা দিয়াছেন। ৩য়, শৃংখলাবদ্ধ কাল। এই সময়ে পূর্ব্বাগত ভূগোল-বৃত্তান্তসমুহ শৃংখলাবদ্ধ হয়। সেই ব্যাপার ইরাতোস্থিনিস হইতে টলেমির সময়ের (১৬১ খৃঃ অঃ) মধ্যে ঘটে। পলিবিয়স, হিপ্পার্কস, আর্টিমিডোরাস, পোসিডোনিয়স, স্ত্রাবো, ডাইওনিসিয়স, পেরিজেটিস, পম্পোনিয়স মেলা এবং প্লিনি, ইহাঁরা এই সময়ের অন্তর্গত লেখক। ৪র্থ, জ্যামিতিক কাল। টলেমি হইতে কোপর্নিকসের সময় (১৫২০ খৃঃ অঃ) পর্য্যন্ত এই কালের প্রধান লেখক আরবেরা। ৫ম, বৈজ্ঞানিক কাল। কোপর্নিকস হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত। এই সময়েই আমরা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ জ্যোতিষ-শাস্ত্রের গণনাদি দেখিতে পাই। জল ও স্থল পথে ভ্রমণের প্রকৃত বিবরণও এই কালে অনেক দেখা যায়। শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং বিশ্বাস-যোগ্য নগর-বিবরণ, অপেক্ষাকৃত অভ্রান্ত দেশাদির পরিমাণ, এবং বর্ণমাইল দ্বারা দেশ প্রভৃতির আয়তন পরিমাণ করিবার কৌশল, এই সময়েই প্রথম প্রচারিত হয়।

এস্থলে আমরা এই বলিয়া রাখিব যে,

আমরা যে কাল-বিভাগের কথা উপরে বলিলাম, আমাদের বক্তব্য বিষয় ঐ সময়-বিভাগানুযায়ী বিভক্ত হইবে না। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবে সে রূপ বিভাগের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। তবে যত দূর সম্ভব, তত দূর আমরা সেই বিভাগানুযায়ী বিবরণ দিতে চেষ্টা করিব।

১ম জাল্পনিক কাল।

স্ত্রাবো (Strabo) বলেন, যে গ্রীক-জাতির মধ্যে হোমরই ভূগোলবিবরণের আদিম লেখক ছিলেন হোমরের লিখিত বিবরণ পাঠে পূঃ খ্রীঃ ৯ম শতাব্দীতে পাশ্চাত্য লোকদের ভূগোলে যতদূর জ্ঞান ছিল, তাহাই জানিতে পারা যায়। পণ্ডিতবর রেবরেণ্ড বিভান সাহেব বলেন, "হোমরের পুস্তকে তাৎলিক লোকদের ভূগোল সম্বন্ধীয় মতামত যে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া সন্নিবেশিত হইয়াছে, এরূপ নহে; তাঁহার রচিত যে কাব্য গ্রন্থে তৎসাময়িক ভূগোলবিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে সেরূপ সুশৃঙ্খল বিবরণ থাকা সঙ্গত নহে, এবং ততদুর আশাও করা যাইতে পারে না। কিন্তু প্রসঙ্গাধীন যে সকল বিবরণ তাঁহার রচনায় পাওয়া যায়, তাহা এত পূর্ণ আর অধিক, যে তৎপাঠে হোমরের পৃথিবীর প্রতিকৃতি সম্বন্ধে কিরূপ জ্ঞান ছিল, তাহা অনায়াসে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। এই সকল কারণ বশতঃ হোমরকে আদিম ভূগোলবেত্তা বলা যাইতে পারে।... ....হোমর, তাঁহার পরবর্ত্তী অনেক লোকের ন্যায়, পৃথিবীর গোলত্বের বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। * তিনি পৃথিবীকে সমতল এবং বৃত্তাকার বলিয়া জ্ঞান করিতেন, এবং তাহার উপরিভাগ মনুষ্যের আবাসস্থান, এবং নিম্ন দেশ তার্ত্তেরস-রাজ দেব-দণ্ডিত-দিগের বাসভূমি বলিয়া ভাবিতেন।" এইরূপ পৃথিবীর উপরিভাগে আকাশ-মণ্ডল বিস্তীর্ণ, এবং তাহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া সাগরস্রোতঃ অনবরত বহিতেছে। আকাশমণ্ডল পৃথিবীর প্রান্তভাগে পৃথিবীকে আবরণ করিয়া, তাহাতে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। আর সমুদ্র ঢালের প্রান্তভাগের ন্যায় পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। হোমর তাহাকে প্রায়ই স্রোতস্বতী অথবা সরিৎ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সেই স্রোতস্বতী 'অন্যান্য সকল জলরাশি হইতে বিভিন্ন এবং তাহার প্রসূ। ফেলাস রাজ্যকে পৃথিবীর বৃত্তের কেন্দ্রস্থ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। মহাদেশ সকলের মহাদেশ নামে উল্লেখ নাই। তাহাদের বিশেষ নাম নির্দ্দেশ করাও নাই। কেইষ্টার নদীর তীরস্থ প্রদেশকে 'আসিয়া' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে; পিলপনিসসের উত্তরাংশস্থ গ্রীসের নামই ইউরোপ, এবং মিসর দেশের পশ্চিমভাগস্থ আফ্রিকার উপকূলের কিয়দংশের নাম লিবিয়া দেওয়া হইয়াছে। মিসর 'দেশের' এবং মিশরের 'নদীর' কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু নীল নদ বলিয়া বিশেষ নাম নির্দ্দেশ তখনও করা হয় নাই। পুরাতন থিবী এবং ফেরস দ্বীপের নামও দেওয়া যায়। Analysis of ancient Mythology নামক পুস্তকের রচয়িতা ব্রায়ান্ট সাহেব, ঐ সকল বিবরণ যে মিথ্যা কল্পনা, ...

* প্রাচীন পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের এই বিষয়ে কি রূপ মত ছিল, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ পশ্চাৎ দেওয়া যাইবে।

রণ দেখিয়া এই অনুমান করেন যে, হোমর তাঁহার ইলিয়দ্ গ্রন্থে আকিল্লিসের যে ঢালের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় কবিবর, মিশর দেশস্থ কোন আলোকাগার-চিত্র (Pharos) দেখিয়া, লিখিয়া থাকিবেন, কেননা তিনি ঐ ঢালের মধ্যস্থলের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে তাহাতে পৃথিবীর আর আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। *

The Right Hon. W. E. Gladstone সাহেব তাঁহার প্রণীত "Studies on Homer and the Homeric age" নামক পুস্তকের ৩য় খণ্ডে এই বিষয়ের এক মত প্রকাশ করিযাছেন। হোমরের পৃথিবীর আকারাদি সম্বন্ধে কি মত ছিল, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত, তিনি ঐ পুস্তকে এক মানচিত্রও সংযোজন করিয়া দিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থকর্ত্তা এই অনুমান করেন যে, হোমরের মতে পৃথিবী গোলাকার নহে, অণ্ডাকার; এবং তাহার পূর্ব্ব পশ্চিমের ব্যাসাপেক্ষা উত্তর দক্ষিণের ব্যাস কিছু বড়। মানচিত্রে হোমরের পৃথিবীর যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার আকৃতি বিষম ব্যাস বিশিষ্ট গোলাকার কোণ সম্বলিত সমান্তরাল চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের ন্যায়, এবং হোমরের সময়ের যে আয়তাকৃতি ঢালের ব্যবহার ছিল, তাহার সদৃশ। উপরোক্ত আকিলিসের ঢালের বর্ণনা হইতেই, সে সময়ে পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে, লোকের মনে কিরূপ বিশ্বাস ছিল, তাহা এক প্রকার অনুমিত হইতে পারে। সেই বিবরণে, প্রথমতঃ, কতকগুলি কাল্পনিক ভুগোলসংক্রান্ত বিষয় বর্ণিত আছে; দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট জল ও স্থলভাগের কথা,—প্রকৃত বটে, কিন্তু কোন কোনটী প্রকৃত স্থানভ্রষ্ট, কোনটী বা অল্প স্থানান্তরিত; তথাপি তাহাদের নাম পাঠ করিলে, প্রকৃত ও আদি স্থান গুলিকে চিনিতে পারা যায়। এই সকল দেখিলে আমাদের চীনদেশীয়দিগের প্রস্তুত পৃথিবীর মানচিত্রের কথা মনে পড়ে।

স্ত্রাবো (Strabo) বলেন, যে গ্রীকজাতির মধ্যে ভুগোল-বিবরণের আদিম লেখক হোমর তাঁহার জগদ্বিখ্যাত মহাকাব্যদ্বয়ে পূর্ব্বাঞ্চলস্থ দেশ প্রদেশাদির যেরূপ সুন্দর এবং অভ্রান্ত বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে, নিঃসন্দেহই এই জ্ঞান হয়, যে তিনি স্বয়ং ঐ সকল দেশ দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে সকল দেশের নামোল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত আছেন, সে সকল স্থান স্ব চক্ষে না দেখারই অধিক সম্ভাবনা। সেই সকল স্থানের দূরত্ব এবং অন্যান্য বিবিধ কারণ বশতঃ, বোধ হয়, লোকপ্রমুখাৎ শুনিয়াই সেই সেই স্থানের বিবরণ অবগত হইয়াছিলেন। ভূমধ্যস্থসাগরের চতুষ্পার্শ্বস্থ দেশসমূহের তিনি সবিশেষ সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু থ্রেসীয় এবং

* "There he described the earth, the heaven, the sea,
The sun that rest not, and the moon full-ord'd,
There, also, all the stars which round about,
As with a radiant frontlet, bind the skies;
The Pleiads and the Hyads, and the might
Of huge Orion," &c. &c.

Il. xviii verse 596. Cowper's Transl:

"Last, with the might of ocean's boundless flood,
He fill'd the border of the wond'rous shield."

Il. xviii verse 745. Cowper's Transl.

কিমিরীয়দিগের কেবল উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন; এবং কল্‌চস্ আর ইউকসাইনের কথা কেবল ইঙ্গিতে কহিয়া গিয়াছেন। অপিচ তিনি লিবিয়া দেশের এবং লটোফাগি, ইথিওপীয় এবং আরবীদিগের কথাও কহিয়াছেন। এই শেষোক্ত কয়েক স্থানের বিবরণ বোধ হয় তিনি ফিনিসীয়দিগের নিকট অবগত হন। কেননা ফিনিসীয় জাতিই অতিশয় প্রাচীন কালে সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিল, এবং তাহারাই পুরাকালে প্রথমে অনেক দেশ আবিষ্কৃত করে। তাহাদের সমুদ্রযাত্রার নিয়ম এই প্রকার ছিল;—বসন্তের প্রারম্ভে ব্যবসায়ের নিমিত্ত তাহারা সাংযাত্রিক ব্যাপারে বহির্গত হইত। কেহ কেহ বস্ফরস এবং ইয়ুক্সাইন সমুদ্রের কূলস্থ দেশাভিমুখে যাইত; কেহ বা ইজিয়ান এবং আড্রিয়াটিক্ সমুদ্র কূলে; অপর কেহ বা জিব্রল্টার প্রণালী পার হইয়া দক্ষিণে আফ্রিকার কোন কূলে, অথবা উত্তরাভিমুখেব্রিটেন দ্বীপ পর্য্যন্ত যাইত। স্ট্রাবো বলেন, যে ট্রয়ের যুদ্ধের অতি অল্প কাল পরেই তাহারা উক্ত প্রণালী পার হইয়া লিবিয়ার উপকূলের অনেক অংশ আবিষ্কৃত করে। সে যাহা হউক, এই রূপে বহির্গত হইয়া তাহারা বৎসরের শেষাশেষি, অর্থাৎ শীতের প্রারম্ভে পণ্যপরিপূর্ণ-তরণী লইয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিত। লিবিয়া এবং স্পেন দেশেই তাহাদের বিশেষ গতিবিধি ছিল। সেখানে তাহারা অনেক বিস্তৃত উপনিবেশও সংস্থাপন করিয়াছিল। অতি প্রাচীন কালেই তাহারা আফ্রিকার অনেক স্থানের সহিত বিশেষ পরিচয় লাভ করিয়াছিল; তাহারা যে শুদ্ধ ঐ মহাদেশের উপকূলভাগের বিষয় বিশেষ অবগত ছিল, এমত নহে; তাহার অভ্যন্তরাগত অনেক স্থানও তাহারা ভাল রূপ চিনিত। এমন কি ফিনিসীয়রাই সর্ব্ব প্রথম আফ্রিকা পরিবেষ্টন করে, এবং তাহাকে এক প্রকাণ্ড উপদ্বীপ বলিয়া প্রথম নির্ণয় করে। প্রায় ৬০০ বৎসর পূঃ খৃঃ অব্দে, যখন ফিরাওনিকো মিশরের সম্রাট ছিলেন, এই ঘটনা সেই সময় ঘটে। হিরোদোতস (Herodotus) তাঁহার গ্রন্থে এই ব্যাপারের এই রূপ বিবরণ দিয়াছেন;—ঐ সম্রাটের আজ্ঞানুসারে, কতকগুলি ফিনিসীয় লোহিত সাগর হইতে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করে। শরদাগমনে তাহারা আফ্রিকার কোন উপকূলে অবতরণ করে; এবং সেখানে গোধুম বপন করিয়া শস্যোৎপন্ন কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া নব শস্য সংগ্রহ করণান্তর তথা হইতে পুনরায় যাত্রা করে। ক্রমাগত দুই বৎসর এই রূপে যাত্রা করিয়া, তৃতীয় বৎসরে তাহারা হক্‌লিসের স্তম্ভদ্বয়ের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া মিশরে উপনীত হয়। এই বিবরণ লিখিয়া পশ্চাৎ হিরোদোতস লিখিয়াছেন, "তাহারা ফিরিয়া আসিয়া যে এক আশ্চর্য্য কথা কহিয়াছিল সে বিবরণ আমার সম্পূর্ণ অসত্য বলিয়া বোধ হয়; অন্যে সে কথা বিশ্বাস করে করুক। তাহারা যখন লিবিয়া বেষ্টন করিয়া আইসে, সে সময়ে নাকি সূর্য্য তাহাদের দক্ষিণদিকে ছিল !!" একথা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলিয়া যদিও হিরোদোতসের তখন জ্ঞান হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, ফিনিসীয়দিগের কথিত সেই বিবরণ সম্পূর্ণ সত্য ও বিশ্বাস্য। (ক্রমশঃ)

মাধব মোহিনী।*

১

ভাঙ্গিল নিদ্রার ঘোর, নিশি অবসানে
জাগিল মোহিনী সতী; আলু থালু বেশ।
বাতায়নদ্বার খুলি, দেখিল নয়ন তুলি,
উদয় অঁচলভালে উদয় দিনেশ।
না এলো মাধব তবু; যাতনা পরাণে।

২

তিতিল সুগোল গণ্ড নয়নের জলে।
কহিল সুন্দরী, "মম মাধব কোথায়?
যুঝিয়া বিধর্ম্মীসনে, পড়েছ কি তুমি রণে?
অথবা নিদয় হয়ে ভুলেছ আমায়?
কে কহিবে এ বারতা?—খেদে প্রাণ জ্বলে!"

৩

রাজপুতঅধিপতি প্রতাপের সহ
বধিতে যবনদলে তাঁহার আদেশে,
বীরমদে মত্ত হয়ে, মোহিনীরে বলে কয়ে,
যাইল মাধব রাজপুত্রদের দেশে।
বিরহে মোহিনী তার কাঁদে অহরহ।

৪

দশমাস পরে রণে বধিয়া যবন,
বসাইয়া প্রতাপেরে পিতৃসিংহাসনে,
সেনা, সেনাপতি যত, ক্রমে সবে গৃহাগত;
মাধবের সমাচার না শুনে শ্রবণে,
ভয়ে দুঃখে ব্যাকুলিত মোহিনীর মন।

৫

প্রতিবাসী বীরগণ আইল ফিরিয়া,
গাহিয়া বিজয়গীত সকলে তুষিল
নিজ নিজ প্রেয়সীরে; ভাসিল আনন্দ নীরে।
মাধবের সমাচার কেহ না আনিল।
মোহিনীর প্রিয়জন আছে কি বাঁচিয়া?

৬

পুত্র কন্যা, পিতা মাতা আনন্দে মাতিল
বিজয়ী বীরেন্দ্রগণে তুষিতে সাদরে;—
ঘরে২ রামাগণ করে মঙ্গলাচরণ;
উঠিল আনন্দধ্বনি প্রতি ঘরে ঘরে।
বিষাদে মোহিনী সতী কাঁদিতে লাগিল।

৭

উন্মাদিনীসম ধনী কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
গৃহাগত বীরগণে সুধাইল কত;
মাধবের সমাচারে, কেহ না তুষিল তারে।
দুরন্ত সমরে সে কি হইয়াছে হত,
অথবা বিদেশে গিয়া রয়েছে ভুলিয়া?

৮

নিরাশাসাগরে ধনী ভাসিল এবার,
শিরে করাঘাত করি, লাগিল কাঁদিতে।
কেশপাশ এলাইয়া ভূমিতলে লুটাইয়া
পূরিল বিমানতল রোদনধ্বনিতে।
মাধবের শোকে সতী করে হাহাকার।

৯

"কেঁদনা২ বৃথা," কহিল জননী,
দেখে মোহিনীর দশা, "কি হবে কাঁদিলে?
শুন রে অবোধ শুন, আসিবে মাধব পুনঃ,
বিলম্বে বিনাশশঙ্কা কেন রে করিলে?
বিলাপি বৃথায় কষ্ট পেও না আপনি।"

১০

"হারাইনু চিরতরে আমার মাধবে,"
কহিল মোহিনী, "মাতঃ, দেখিব না আর;
ত্যজিয়া মানবদেহ কভু কি ফিরেছে কেহ?
হায় রে, পাব না আর মাধবে আমার!
মরণ মঙ্গল মম;—কি সুখ এ ভবে?

* যখন রাজপুতাধিপতি প্রতাপ সিংহের সঙ্গে সম্রাট আকবরের দ্বিতীয়বার মহাযুদ্ধ হয়, আর যে যুদ্ধে প্রতাপ জয়ী হয়েন, সেই সময়ে মথুরা হইতে কয়েক জন রাজপুত প্রতাপের সাহায্যার্থে গমন করেন। মাধব তাঁহাদের মধ্যে এক জন প্রধান ছিলেন। যুদ্ধাবসানে অন্য সকলে দেশে চলিয়া আইসে, কিন্তু কোন কারণ প্রযুক্ত মাধবের আসিতে বিলম্ব হয়। মাধবের পত্নী মোহিনী পতির অনাগমনে তাঁহার মরণ হইয়াছে ভাবিয়া পতিশোকে প্রাণত্যাগ করেন। পরে মাধব আসিয়া যমুনা তীরে দেখেন যে, মোহিনীর দেহ চিতায় দগ্ধ হইতেছে। অনন্তর তিনিও পত্নীশোকে প্রাণত্যাগ করেন। এই ঘটনা উপলক্ষে এই কবিতা লিখিত হইল।

১১

কেননা গেলাম আমি মাধবের সনে ;
তা হলে নয়ন ভরে দেখিতাম তারে ,—
কেমনে অরাতিদলে, বিনাশিয়া বাহুবলে,
পড়িল মাধব মম সম্মুখ সমরে,
বাতাহত তরুসম গহন কাননে।

১২

শোণিতাক্ত বরবপু হায়, কোলে করে
কেননা কাঁদিনু আমি? নয়নের জলে
কেননা ধুইনু তার, দেহের শোণিত ধার?
কেননা পুড়িনু আমি তার চিতানলে?
কেননা গেলাম আমি যবন সমরে?

১৩

মাধবের করস্থিত তরবারি লয়ে
পতিহন্তা পাতকীরে কেননা বধিনু?
জাতিশত্রু যবনেরে, উৎসর্গিয়া শমনেরে,
ভারত কণ্টকহীন কেননা করিনু?
কি কাজ বাঁচিয়া মাতঃ, পতিহীনা হয়ে?

১৪

কোথা রে নিঠুর কাল, কঠিনপরাণ!
হৃদয়রতনে মম করিয়া গরাস,
হয়েছ কি তিরপিত, অথবা হয়েছ ভীত?
আমারে লইতে তাই করিছ তরাস।
যমালয়ে মমতরে নাহি কি রে স্থান?

১৫

কি দেখ, অলকাপুরে বসি দেবগণ!
নাহি যদি কর সবে এর প্রতীকার,
পতিশোকে দিব শাপ, ভুঞ্জিতে হইবে তাপ,
শাপানলে দেবলোক হবে ছার খার;
কি দেখ, অলকাপুরে বসি দেবগণ?"

১৬

"কি কর, কি কর, বাছা! কেন অকারণ,"
কহিল জননী, স্নেহে, "দোষ সুরদলে?
কেন মিছা দিয়া শাপ, সঞ্চিত করিছ পাপ?
মরিলে পুড়িতে হবে নরকঅনলে।
অবোধের অপরাধ ক্ষম দেবগণ!"

১৭

"চাহি না স্বরগসুখ, ডরি না নিরয়ে;
সে বিনে স্বরগে মম কিবা সুখ আর?
যে চাহে স্বরগসুখ, সে ডরে নরকদুখ,
সে ডরুক দেবগণে; কি ভয় আমার?
সে বিনে সংসারে মম কিবা সুখ আর?

১৮

কি সুখ স্বরগে মাতঃ, মাধববিহীনে,
কি দুঃখ নিরয়ে মম মাধবের সহ?
যেখানে মাধব মম, সেই স্বর্গনিরুপম;
যেখানে মাধব সহ থাকি অহরহ।
কি সুখ সংসারে মাতঃ, মাধববিহীনে?

১৯

বলিতে২ ধনী কাঁদিতে২,
অচেতনে ধরাতলে করিল শয়ন;
যেন রে শরদ শশী ভূতলে পড়িল খসি,
জননী অমনি কোলে করিল গ্রহণ;
কমল নয়ন দুটী লাগিল মুদিতে।

২০

হেথায় সমরজয়ী মাধব সুন্দর,
মনোরথগতি অশ্বে করি আরোহণ,
কেমনে অরাতিগণে বধিলা বিষম রণে,
বলিবারে প্রেয়সীরে সব বিবরণ,
দিবারাতি সমগতি করিছে গমন।

২১

কত আশা, কত সুখ, কতই কল্পনা
মানসে উদয় তার;—প্রেমিকের মন
আশার ছলনে হায়, কবে কত দিকে ধায়।
অবোধ প্রেমিক জনে হায় লো, কখন
কিভাবে ভুলাও আশা, করিয়া ছলনা।

২২

নদ নদী দেশ কত পর্ব্বত গহন
ছাড়ায়ে মাধব বীর আপনার দেশে,
বিজয়বারতা লয়ে, আনন্দে অধীর, হয়ে,
উপনীত নিজ গ্রামে দিবা অবশেষে:
সাগরে নিমগ্ন যবে দিনান্তে তপন।

২৩

দূরে থাকি শুনে বীর রোদনের ধ্বনি ; ১
দূরে থাকি দেখে আরো যমুনার তীরে
শ্মশানের ধূমরাশি আকাশে চলেছে ভাসি।
ভাবনা তরঙ্গে বীর চলে ধীরে২—
বিষাদে মলিন মুখ পরমাদ গণি।

২৪

ক্রমেতে নিকটাগত হয়ে বীরবর
দেখিল, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সকলে,
কেহ বসে অধোমুখে কেহ বা কাঁদিছে দুখে
মোহিনীর মৃত দেহ পুড়িছে অনলে।
মাধবে দেখিয়া সবে অস্থির অন্তর।

২৫

মোহিনীর বৃদ্ধা মাতা কাঁদিতে২
কহিলা, "রে তোর শোকে মোহিনী আমার
অকালে মরিল হায়, শোকে বুক ফেটে যায়,
ডুবিল রে সুখতারা জগৎ আঁধার ;
মরণ মঙ্গল মম পারি না সহিতে।

২৬

শুনিতে২ বীর অমনি অধীর,
অমনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে ভূমি তলে
সতীশোকে পতি মরে, লোকে হাহাকার করে
পূরিল বিমানতল মহা কোলাহলে।
শোকের উপরে শোক হলো জননীর।

২৭

মাধবের মৃতদেহ লইয়া সকলে।
ধৌত করি যমুনার পবিত্র জীবনে ;
বীরসাজ সাজাইয়া, করে তরবারি দিয়া,
কাঁদিতে২ মিলি ভ্রাতা বন্ধুগণে
উৎসর্গিল মাধবেরে জ্বলন্ত অনলে।

২৮

একই চিতার হায়, উভয়ের দেহ ;
ডাহিনে পতির দেহ বামেতে সতীর,
কোমল শয্যায় হায়, যে দম্পতি শোভা পায়,
অনল শয্যায় এবে : লিখন বিধির।
এমন প্রগাঢ় প্রেম দেখেছে কি কেহ ?

রাহা।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

প্রবন্ধাবলী।—লর্ড বেকনের এসেস হইতে শ্রীধর্ম্মদাস অধিকারী কর্ত্তৃক অনুবাদিত। শ্রীরাধানাথ বসাক বি, এ, মহাশয় কর্ত্তৃক সংশোধিত। ভবানীপুর, সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে শ্রীব্রজমাধব বসু দ্বারা মুদ্রিত। ১৮৭৪। মূল্য এক টাকা দুই আনা মাত্র।

অধুনা বাঙ্গলার নাটক ও উপন্যাসের ছড়াছড়ি হইয়াছে, কিন্তু চিন্তাশীল পুস্তক অতি অল্পই লিখিত হয়। গ্রন্থকার লর্ড বেকনের চিন্তাশীল ও সারগর্ভ প্রবন্ধ সমুদায় বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে আমরা ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। এ উদ্যমটী যে প্রশংসনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাঁহারাও এই মহৎ ইংরাজী দার্শনিকের প্রবন্ধ সমুদায় পড়িয়া মনকে পরিতুষ্ট করিবেন, গ্রন্থকারের এই উদ্দেশ্য।

আমরা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্যের প্রশংসা করিলাম; দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি আপন উদ্দেশ্য সাধনে সফল প্রযত্ন হয়েন নাই। বেকনের প্রবন্ধের বাঙ্গলা অনুবাদ কিছু দুরূহ হইবে, তাহা সম্ভব বটে; কিন্তু এই অনুবাদটী কেবল দুরূহ এমত নহে, এটা আদৌ বাঙ্গলা হয় নাই। যাঁহারা ইংরাজী পড়েন নাই, তাঁহারা এ অনুবাদটী বুঝিতে প্যারেন না, যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারাও বুঝিতে পারেন না। বাঙ্গলা ভাষায় অনভিজ্ঞ ইংরাজ পুরুষ বাঙ্গলা ভাষা প্রথম শিক্ষা করিবার সময় প্রবন্ধ লিখিলে যেরূপ "ফিরিঙ্গ বাঙ্গলা" ও অস্পষ্ট হয়, এই অনুবাদটী সেইরূপ হইয়াছে। পাঠক যদি মনে করেন যে আমরা অত্যুক্তি করিয়া বলিতেছি, তাহা হইলে এই অনুবাদ হইতে কোন এক পৃষ্ঠা খুলিয়া পাঠ করুন। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ যে কোন পৃষ্ঠা উল্টাইয়া কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম।

"প্রতিমার্চ্চকদের মধ্যে জাত এক জন দার্শনিক বুদ্ধিবলে কহিয়াছেন, স্বতো মৃত্যু অপেক্ষা শমনের আড়ম্বর অতি শঙ্কাপ্রদ, যথা আর্ত্তনাদ, আক্ষেপ, বদন বিকৃতি, বন্ধু বান্ধবদিগের রোদন, শোককারিদের কৃষ্ণ বস্ত্র পরিধান এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতি চরম দশার আতঙ্কোৎপাদক। আর ইহাও দৃষ্ট হইতেছে, যে যদ্দ্বারা মৃত্যুর সাধ্বস নিবারিত ও দমিত হয়, মনুষ্যের মনে এমত ভাবের অসদ্ভাব নাই, সেই হেতু মৃত্যুর সহিত তাহার যুদ্ধে জয়ী হওনার্থে তাহার মানসিক ভাবের নানা সহচর থাকায় মৃত্যু তাহার বিষম শত্রু হইতে পারে না, কেননা মানসিক ভাবের সহচর প্রতিহিংসা থাকিলে মৃত্যুর উপর জয় লাভ হয়।"

ভারত মাতা। নেশেনাল থিয়াটরে অভিনীত ব্যথিত শ্রীকিরণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। কলিকাতা রায় যন্ত্রে শ্রীবাবুরাম সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত। ২৯ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট। সন ১৮৭৩ সাল। মূল্য ✓৹ দুই আনা মাত্র।

এই গ্রন্থ খানির অভিনয় আমরা দেখি নাই কিন্তু শুনিয়াছি অতিশয় বিস্ময়কর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তাহা হইবারই কথা, কেননা ইহাতে যে কয়েকটী গান আছে প্রায় সকলগুলিই করুণা বা বীর রসে পরিপূর্ণ। অধুনা যত গ্রন্থ রচিত হইতেছে তাহার মধ্যে অধিকাংশ

পুস্তকেই ভারত ভূমির পুরাতন গৌরব বা ভবিষ্যতে উন্নতির বিষয় বর্ণিত আছে। ভারত হিতৈষিতা, গানে গীত হইতেছে, থিয়াটারে অভিনীত হইতেছে, পুস্তকে রচিত হইতেছে, বক্তৃতায় প্রকাশিত হইতেছে, সংবাদ পত্রে স্রোতস্বতীরূপে বহিয়া যাইয়া দেশ প্লাবিত করিতেছে; কেবল কার্য্যে পরিণত হয় না কেন?— কখন কি কার্য্যে পরিণত হইবে?

ভারতে যবন। শ্রীকিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা ৩ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট পটলডাঙ্গা নূতন ভারত যন্ত্রে শ্রীরাম নৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত। সন ১২৮১ সাল মূল্য ।/০ আনা।

এটীও আর এক খানি রূপক (Mask) এখানিও কিরণ বাবু লিখিয়াছেন ও ইহাতেও আর্য্য সন্তানের গৌরব প্রকটিত হইয়াছে; তবে এখানি "ভারতমাতার" মত সুন্দর হয় নাই।

সতী কি কলঙ্কিনী বা কলঙ্ক ভঞ্জন। নাট্য রাসক। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন নিয়োগী দ্বারা প্রকাশিত। কলিকাতা ৩ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট পটলডাঙ্গা নূতন ভারতযন্ত্রে শ্রীরামনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত। ১২৮১ সাল মূল্য ।।০ আনা মাত্র।

এখানি নাট্য রসের (Opera) রাধিকা সহস্র ছিদ্র কলসে জল আনিয়া আপন সতীত্ব প্রমাণ করিয়াছিলেন, সেই বিষয় লইয়া ইহা লিখিত হইয়াছে। ইহাতে বিশেষ সৌন্দর্য্য কিছু দেখিলাম না।

মেনকা গীতি কাব্য। শ্রীঅধরলাল সেন বিরচিত। নূতন বাঙ্গলা যন্ত্র। কলিকাতা রাজা কালীকৃষ্ণের লেন নং ৩০। সম্বৎ ১৯৩১।

আয়র্লণ্ড দেশীয় মহাকবি মুর "স্বর্গ ও পরী" নামে যে সুন্দর কবিতা লিখিয়া "লালা রুখে" সন্নিবেশিত করিয়াছেন, অধর বাবু সেই গল্প অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষের শাস্ত্রীয় ও পৌরাণিক কথা মিশাইয়া এই কবিতা রচনা করিয়াছেন। মুরের পরীর পরিবর্ত্তে অধর বাবু অপ্সরা মেনকা সুন্দরীকে ইন্দ্রের স্বর্গপুরী হইতে ডাকাইয়া আনিয়াছেন। মেনকা দুর্ব্বসা মুনির তপোভঙ্গ করায় মুনিবর শাপ দিয়া ঐ অপ্সরাকে স্বর্গচ্যুতা করিলেন। অপ্সরা নিরানন্দে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় দৈববাণি হইল,

"এই বসুমতী বসুধা মাঝে
সর্ব্বসার যেই রতন রাজে"

সেই রতন আনিতে পারিলে তুমি স্বর্গে পুনরায় প্রবেশ করিতে পাইবে। সর্ব্বসার রতন কি? ইন্দ্রজিতের বিয়োগে যখন প্রমীলা সুন্দরী চিতারোহণ করিলেন, সতীর শেষ অশ্রু বিন্দু অপেক্ষা অতুল্য রত্ন আর কি আছে? কিন্তু

"খুলিল না দ্বার—হায় রে কপাল।"

অথবা ইংরাজী কবি যে রূপ লিখিয়াছেন,—

"But see alas! the crystal bar
Of Eden moves not, holier far
Than e'en this drop the thing must be
That opes the gates of Heaven for thee?,

মেনকা আবার জগতে আসিলেন। শান্তনুর সুখ সাধনার্থ যখন দেবব্রত স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আত্ম সুখে বিসর্জ্জন দিলেন, মেনকা সেই বীরবরের শেষ বাণীগুলী

লইয়া স্বর্গ দ্বারে যাইলেন, কিন্তু তথাপি প্রবেশ করিতে পাইলেন না। সপ্তরথী কর্তৃক যখন অভিমন্যু অন্যায় সমরে হত হইলেন, সেই বীর বালকের শেষ শোণিত বিন্দু লইয়া মেনকা স্বর্গ দ্বারে যাইলেন, তথাপি প্রবেশ করিতে পাইলেন না। মহাপাপী বাল্মিকী সহসা এক ব্রাহ্মণের বাক্যে মুগ্ধ হইয়া যখন ধর্ম্ম পথ অবলম্বন করিলেন, যখন তাঁহার মুখ হইতে প্রথমে কবিতা লহরী বাহির হইল, তখন স্বর্গের দ্বার আপনা হইতেই খুলিল; মেনকা স্বর্গে প্রবেশ করিলেন।

আমরা এই কাব্যখানি পড়িয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম, অধর বাবুর, সুন্দর কবিতা শক্তি আছে তাহা পাঠক মাত্রেই দেখিতে পাইবেন। আর, যেরূপ কবিতা শক্তি আছে, ভাষা নির্ব্বাচনেও তিনি সেই রূপ পটু, ও তাঁহার বর্ণনাগুলী অতিশয় মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী। তবে অলঙ্কারের কিছু ছড়াছড়ি হইয়াছে;—বাঙ্গালীর মেয়ের মত মেনকা সুন্দরী অলঙ্কারের বোঝা লইয়া যেন কিছু "জবড় জঙ্গ" হইয়াছেন। স্বভাবতঃ সুন্দরী স্ত্রীলোক জরির কাপড় না পরিয়া কালাপেড়ে সিমলার ধুতী পরিলে বোধ হয় ভাল দেখায়,—তবে গ্রন্থকারের মন কিসে অধিক মোহিত হয় বলিতে পারি না; "ভিন্ন রুচির্হি লোক"।

উদাহরণ স্বরূপ কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করা যাইল। পাপাচারী বাল্মিকী ব্রাহ্মণতনয়কে ধরিয়াছে।

৮২

"যাহা আছে দাও" কহে রত্নাকর,
"কে আমি জান না নির্ব্বোধ বর্ব্বর,
এসেছ আমার কানন মাঝে?
এখনি হরিব তোমার প্রাণ
যাহা আছে কর সত্বরে দান"।
"বেদ কমণ্ডলু করহ গ্রহণ,
এই লও, লও, উত্তর বসন;
কেবল ডাকিতে দাও নাম তাঁর
যে জন সতত হৃদয়ে রাজে!"

৮৩

"জয় জগদীশ, জয় পরাৎপর,
করুণাসাগর, প্রেমের আকর,
জয় হে অখিল ভুবন পতি,
জয় চিন্তামণি আলোকময়
পতিত পাবন, তোমারি জয়!
ক্ষমা কর যত করিয়াছি পাপ,
জুড়াও সকল ভবের সন্তাপ,
তুমি বিশ্বেশ্বর পুরুষ প্রবর,
হে নাথ তুমিই অগতি গতি!"

৮৪

অমনি কি যেন উজ্জল কিরণ
দস্যু রত্নাকর হৃদয় ভবন
ভাতিল প্রভায় আলোকময়;
পাপের আঁধার পলায়ে গেল
হৃদয়ে নবীন প্রসাদ এল।
"জয় জগদীশ" কহে দ্বিজবর,
"জয় জগদীশ কহে রত্নাকর
সাধু ও পামর প্রফুল্লিত দোঁহে
বিভু নাম গানে প্রমত্ত রয়!

আর্য্যচরিত। প্রথমভাগ। বাল্মীকি ব্যাস, কালিদাস, শাক্যসিংহ, শঙ্করাচার্য্য, ও বিজয়াসংহের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত। শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে প্রণীত। Calcutta the new Sanscrit Press. 1874.

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতি লাভ করিলাম। বিখ্যাত নামা পুরাতন আর্য্য সন্তানদিগের কাহারও জীবন চরিত পাওয়া যায় না, কিন্তু তাহা জানিবার জন্য কে না উৎসুক হয়? বিরেশ্বর বাবু সেই সকল লোকের জীবন চরিত লিখিবার জন্য যত্নবান হইয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা

অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। তাঁহাদের জীবন চরিতের অধিক বিবরণ দিতে পারেন নাই, কিন্তু সে গ্রন্থকারের দোষ নহে; যাহাও দিয়াছেন তাহার মধ্যে অধিকাংশ জনশ্রুতি ও কিম্বদন্তি মূলক সুতরাং অবিশ্বসনীয়।

বাঙ্গলা লেখাটী সরল ও বিশুদ্ধ ও বালকদিগের পাঠোপযোগী বটে, মূল্যও অতি অল্প, কেবল ৶০ আনা মাত্র। ভরসা করি এ দেশীয় বিদ্যোৎসাহীগণ ও সর্ব্ব সাধারণ লোকে এই সুন্দর পুস্তকের জন্য এই অল্প মূল্য দিতে সঙ্কুচিত হইবেন না।

শিশু বিজ্ঞান। প্রথম ভাগ। সংক্ষিপ্ত পদার্থবিদ্যা। শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে প্রণীত। Calcutta. The New Sanscrit Press. 1874. মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

বিরেশ্বর বাবু আর এই এক খানি বালকদিগের পাঠোপযোগী পুস্তক লিখিয়াছেন। ইহাতে পদার্থ বিদ্যার স্থূল মর্ম্ম অতি সরল ও মনোহর ভাষায় প্রকটিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ে এইরূপ পুস্তক পাঠ করান বিধেয় তাহার সন্দেহ নাই।

বান্ধব। মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন। শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ঢাকা গিরিশ যন্ত্র, শ্রীমণ্ডলাবন্ধু প্রিন্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

এই মাসিক পত্রের প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ সংখ্যা অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসের সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম। ইহাতে সাতটী প্রবন্ধ আছে। আমরা তাহার সকলগুলি পড়ি নাই কিন্তু যে কয়েকটী পড়িয়াছি সে গুলি সারগর্ভ, চিন্তাশীল ও শিক্ষাপ্রদ। এরূপ পত্রিকা বাঙ্গালা ভাষায় যত প্রকাশিত হয় ততই দেশের মঙ্গল, ততই ভাষার মঙ্গল, এখন যে আট দশ খানি প্রকাশিত ও পাঠক কর্ত্তৃক গৃহীত হইতেছে, তাহা অধুনাতন বঙ্গীয় লেখক ও পাঠকগণের চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতেছে। "বান্ধব" খানি অতি অল্প মূল্যে প্রকাশিত হইতেছে, ইহার বার্ষিক মূল্য কেবল মাত্র ১ টাকা।

বাঙ্গালী। (মাসিক পত্র ও সমালোচনা) ময়মনসিংহ হইতে সম্পাদিত। ঢাকা ইষ্ট বেঙ্গল প্রেস। মূল্য ।।০ আনা শ্রীনবীনচন্দ্র দে প্রিন্টার।

এই পত্রের প্রথম খণ্ডের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা অর্থাৎ আশ্বিন, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম। এই কয়েক সংখ্যার বড় প্রশংসা করিতে পারিলাম না। প্রথম সংখ্যায় বীরবালা নামক একটী ঐতিহাসিক উপন্যাস আরব্ধ হইয়াছিল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যায় এ উপন্যাস প্রকাশিত হয় নাই। প্রথম সংখ্যায় যেরূপ লেখা দেখিলাম, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে উপন্যাস লেখক এই উদ্যমে বিরত থাকিয়া বুদ্ধির কার্য্য করিয়াছেন। অন্যান্য প্রবন্ধে যাহা দেখিলাম, বঙ্গ দর্শন প্রভৃতি পত্রিকা হইতে অধিকাংশই নকল।

তথাপি এই পত্রিকা যদি থাকে তাহা হইলে আমরা আনন্দিত হইব। সময়ে ইহার উন্নতি সাধিত হইবে তাহার সংশয় নাই। এই পত্রের বার্ষিক মূল্য ১।।০ টাকা মাত্র।

মহাপাপ বাল্যবিবাহ। মাসিক পত্র। Published every month under the direction of the Association for the

suppression of Early Marriages. Printed by Nobeen Chunder Doy. Dacca East Bengal Press, Bangla Bazar.

এই পত্রের মূল্য এক পয়সা মাত্র। আজ কাল পূর্ব্ব বাঙ্গালা অনেক বিষয়ের উন্নতি সাধনে অগ্রসর হইতেছে; বাল্য বিবাহ স্বরূপ মহাপাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তদ্দেশীয় লোকদিগকে যত্নশীল দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। দুর্ভাগ্য বশতঃ বঙ্গবাসীগণ কথায় যত কাযে তত নহেন; কিন্তু ভরসা করি এই পত্রের প্রণেতাগণ লিখিতে যে রূপ উৎসাহশীল, কার্য্যেও সেইরূপ হইবেন।

রণচণ্ডী।

৭ অধ্যায়।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে ঘটনা বর্ণিত হইল, তাহার পরেও আমাদের ভ্রমণকারীরা কালনাগ পর্ব্বতে কুকিরাজ কুলপিলালের বাটীতে এক সপ্তাহ যাপন করিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কুলপিলাল কর্ত্তব্য বিষয়ে জ্যেষ্ঠভ্রমণকারীর সঙ্গে অনেক পরামর্শ করিলেন। তাহাতে কুলপিলালের বিশ্বাস হইল যে, জ্যেষ্ঠ-ভ্রমণকারী অতি বিচক্ষণ ও রাজনীতি-বিশারদ লোক। জ্যেষ্ঠভ্রমণকারীর পরামর্শে কুলপিলাল মণিপুরের রাজার সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিয়া উভয় রাজ্যের মঙ্গল সাধন করিবার মনস্থ করিলেন। তদনুসারে কুলপিলাল স্বীয় সেনাপতি ও অন্যান্য প্রতিবাসী কুকি-রাজদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন, তাঁহারা সন্ধি সংস্থাপন দ্বারা দেশের মঙ্গল সাধন করিতে সম্মত হইলেন; কিন্তু যাহারা যুবক, তাহারা ইহার বিপক্ষ হইল, এবং যাহাতে মণিপুরের রাজার সহিত আবার যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহার কারণ এই, ইতি পূর্ব্বে দুই বার তাহারা মণিপুরের রাজাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছিল, এজন্য তাহাদের এই স্থির জ্ঞান ছিল, আবার যুদ্ধ উপস্থিত হইলেও তাহাদের জয় লাভ হইবে। মানুষের মনের ভাব এইরূপই বটে; যে এক বার চুরি করিয়া ধরা পড়ে না, সে মনে করে, আর বার চুরি করিলেও ধরা পড়িবে না। যাহা হউক, তাহারা যদিও উদ্ধতস্বভাব ছিল, তথাপি প্রাচীনগণের অবাধ্য ছিল না; শেষে তাহারা প্রাচীনদের মতাবলম্বী হইল। অবশেষে স্থির হইল, সন্ধির প্রস্তাব করণার্থ কুলপিলাল সমস্ত কুকিরাজ্যের প্রতিনিধিস্বরূপ মণিপুরে গমন করিবেন, তাঁহার সঙ্গে রুদ্র, ও ভদ্রপাল প্রভৃতি এক শত কুকি যুবক যাইবে।

যুবকেরা মুখে প্রাচীনদিগের মতে সম্মত হইয়াছিল, কিন্তু মনে২ তাহাদের অন্য প্রকার অভিপ্রায় ছিল। তাহাদের ইচ্ছা ছিল, তাহারা মণিপুরে যাইয়া একটা ভয়ানক গোল করিবে। আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী ইহা জানিতেন। তিনি তাহাদের এ গুপ্ত অভিপ্রায় রণুর নিকট শুনিয়াছিলেন। মণিপুরে যাইবার বিষয় স্থির হইলে রণু রুদ্রকে বলিয়াছিলেন, "রুদ্র, মণিপুর হইতে তুমি আমার জন্য কি আনিবে?" তাহাতে রুদ্র গর্ব্বসহকারে বলিয়াছিল, "মণিপুরের রাজার মস্তকে যে সোনার মুকুট আছে, আমি তাহা আনিয়া তোমাকে দিব।" তাহাতে রণু বুঝিয়াছিল যে, রাজাকে হত করাই রুদ্রের অভিপ্রায়। কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী জ্যেষ্ঠের নিকট এই সকল বিবৃত করিলেন।

যদিও কুলপিলাল জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারীকে তাঁহার অগ্রে গমন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি কুকিদিগের সঙ্গে যাইবার মানস করিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে, মণিপুরের রাস্তা শঙ্কটময়; এত লোকের সঙ্গে গেলে কোন ভয়ের কারণ থাকিবে না। কিন্তু এক্ষণে এই বিবরণ শুনিয়া উঁহাদের

অগ্রে ও পৃথক্ যাওয়া স্থির করিলেন। অনন্তর কুলপিলালের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া তাঁহারা কুকিদিগের এক দিবস পূর্ব্বে যাত্রা করিলেন।

পর দিবস কুকিরা যাত্রা করিল। তাহাদের সঙ্গে অনেক অশ্ব ও ভৃত্য ছিল। সকলেই আবশ্যকীয় যুদ্ধাস্ত্র সঙ্গে লইল। কুলপিলালের সঙ্গে দশ জন চলিল; অন্য সকলে আট দশ জন করিয়া একং দল বাঁধিয়া পর্ব্বতে, পর্ব্বতশঙ্ককে ও অরণ্যে হরিণ, শূকর ও ব্যাঘ্রাদি শিকার করিতেং চলিল। কুকিদিগের সঙ্গে দুই জন স্ত্রীলোক ছিলেন; তাঁহারা অশ্বে আরোহণ করিয়াছিলেন, এবং ভৃত্যেরা তাঁহাদের অশ্বের বল্গা ধরিয়া অগ্রেং গমন করিতেছিল। কুলপিলাল রুদ্র ও ভদ্রপালের হস্তে রমণীদিগের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন।

কুকিরা প্রথম দিবস অবিরত গমন করিল। তাহাদের গমনে কোন বাধা হইল না, কেননা তাহারা রাস্তা জানিত। প্রথম দিন সন্ধ্যার সময়ে তাহারা যে স্থানে বিশ্রামার্থে অবস্থিতি করিল, সেই খানে আমাদিগের ভ্রমণকারিগণের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। তাহাতে কুলপিলাল বড়ই সন্তুষ্ট হইল। কিন্তু আমাদিগের ভ্রমণকারীরা পূর্ব্বোল্লিখিত কারণে বড় সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহারা এই পর্ব্বতাঞ্চলের রাস্তাঘাট উত্তম রূপে জানিতেন না, এজন্য এক দিবসের পথ দুই দিবসে আসিয়াছিলেন।

এরাত্রে এক স্থানে সকলে অবস্থিতি করিলেন। পরদিন প্রত্যুষে সকলে মিলিয়া আবার যাত্রা করিলেন। কুলপিলাল ও আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারী সকলের অগ্রে একত্র চলিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী কুকি যুবকদের সঙ্গে মৃগয়া করিতেং গমন করিলেন।

কুলপিলাল ও জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারী যাইতেং নানাবিধ বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। যে পথে এক্ষণে তাঁহারা যাইতেছিলেন, এই পথের ইতস্ততঃ ইতিপূর্ব্বে মণিপুরের রাজার সঙ্গে কুকিদের অনেক বার যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই সকল স্থান দেখিয়া কুলপিলালের বিগত যুদ্ধের নানা বিধ ঘটনা মনে পড়িল, তিনি সেই সকল আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারীর নিকট বিবৃত করিতে লাগিলেন।

৮ অধ্যায়।

দিবা এক প্রহর থাকিতে কুলপিলাল ও আমাদিগের ভ্রমণকারিরা দলবল সহ মণিপুরের সীমানার অনতিদূরে একটী পর্ব্বতের নিকটে উপস্থিত হইলেন। সেই পর্ব্বতে কতকগুলি কুকি বাস করিত। পর্ব্বতে যাইতে হইলে প্রথমে একটী নির্ঝর পার হইতে হয়। কুলপিলাল ও আমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারী এই দলের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা সকলের অগ্রে নির্ঝরের তীরে পঁহুছিয়া অন্য সকলের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যুবকেরা অনেক পশ্চাতে ছিলেন। তাঁহাদের আসিয়া যুটিতে কিছু বিলম্ব হইল। ইত্যবসরে সম্মুখবর্ত্তী পর্ব্বত হইতে কয়েক জন প্রাচীন লোক তাঁহাদিগের অভিমুখে নামিয়া আসিতে লাগিল। আমাদিগের পথিকেরা যেখানে অপেক্ষা করিতেছিলেন, উক্ত লোকেরা ঠিক তাঁহাদের সম্মুখে নির্ঝর পার হইয়া আসিয়া কুলপিলালকে যথোচিত অভিবাদন করিল। তাহাদিগের এক জনকে

সম্বোধন করিয়া কুলপিলাল কহিলেন, "ভাল, আতংখেলু, তোমাদের অগুরু পর্ব্বতের লোকেরা সকলে কুশলে আছে ত? আমরা আজি তোমাদের গ্রামে অবস্থিতি করিবার বাসনা করি।"

আতংখেলু কহিল, "আমরা সকলেই ভাল আছি। কিন্তু—"

কুলপিলাল কহিলেন, "কিন্তু কি?—ভেঙ্গে বল।"

আতংখেলু কিছু কুণ্ঠিত ভাবে কহিল, "পাছে আপনারা আমাদের গ্রামে প্রবেশ করেন, এই জন্য আপনাদিগকে বারণ করিতে আমরা আসিয়াছি। আমরা মণিপুরের রাজা বীরকীর্ত্তি সিংহের সহিত যে২ নিয়মে সন্ধি করিয়াছি, তাহার মধ্যে একটী নিয়ম এই যে, আমরা আপনাদের সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখিব না।"

কুলপিলাল ক্রুদ্ধ ভাবে কহিলেন, "তোমরা নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় কার্য্য করিয়াছ। বন্ধুতার অনুরোধ অবহেলা করিয়া শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করিয়াছ।"

আতংখেলু নম্রভাবে কহিল, "যাহা করিয়াছি, সে কথা উল্লেখ করিয়া আর আমাদিগকে লজ্জিত করিবেন না। আমরা সাধ করিয়া মণিপুরের সহিত সন্ধি করি নাই। আমাদের এই স্থান মণিপুরের সীমার অতি নিকটে— আর আজ কাল মণিপুরের বাহুবল এত যে কোন প্রকারেই আমরা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম নহি।"

কুলপিলাল কহিলেন,"যাহা করিয়াছ, সে জন্য তোমাদিগকে এখন দোষ দিলে কোন ফল নাই,সত্য। ভাল, আজ রাত্রে আমরা কোথায় থাকি? আমাদের সঙ্গে আবার স্ত্রীলোক আছে।"

আতংখেলু কহিল, "আমি তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারি। এই যে পূর্ব্ব দিকে একটী উপপর্ব্বত দেখিতেছেন, উহার পূর্ব্ব পার্শ্বে অনেক গুলি খালি ঘর আছে। ঐ গ্রামের লোকদিগকে একবার মণিপুরের রাজা ধরিয়া লইয়া যান, আর তাহাদিগকে ফিরিয়া আসিতে দেন নাই। আপনারা যাইয়া সেই সকল গৃহে বাস করুন। কল্য প্রাতে নির্ঝর পার হইয়া গমনারম্ভ করিবেন। ওখানে থাকিলে কোন ভয় নাই; তথাপি আমি একটী অনুরোধ করি; আপনার সঙ্গিনী এই যুবতী, বোধ করি, আপনার কন্যা; ইহাঁকে অদ্য রাত্রি আমার বাটীতে যাপন করিতে অনুমতি করুন। আমার গৃহিনী উহাঁকে সাদরে গ্রহণ করিবেন।"

ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যুবকেরা আসিয়া যুটিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া রুদ্র গর্ব্ব সহকারে কহিল, "আমরা ভয়ের কারণকে ভয় করি না। আমাদিগের যুবতীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আমাদের খড়্গই যথেষ্ট।"

কুলপিলাল হাসিয়া কহিলেন,"তোমাদের সৌজন্যে আমি বাধিত হইলাম। ভাল, তোমরা যখন আমাদিগকে তোমাদের গ্রামে স্থান দিতে ভীত হইলে, তখন আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগকে কি প্রকারে স্থান দিতে সাহস করিতেছ?"

আতংখেলু কহিল, "সন্ধিপত্রে পুরুষদিগকে আশ্রয় দিতেই নিষেধ আছে, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগকে স্থান দিতে নিষেধ নাই।"

কুলপিলাল কহিলেন, "তবে তোমরা এক্ষণে বিদায় হও, আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করি।"

আতংখেলু কহিল, "বিদায় হইব বটে, কিন্তু এ ভাবে বিদায় হইতে মনে বড় কষ্ট হইতেছে। আপনি আমাদের অনেক কালের বন্ধু; আপনাকে আমাদের গ্রামে স্থান দিতে পারিলাম না!"

অনন্তর সকলে যথোচিত অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল। কুলপিলাল সকলকে লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া রাত্রি যাপনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। যুবকেরা সমস্ত দিন মৃগয়া করিয়া যে সকল হরিণ বধ করিয়াছিলেন, তাহার মাংস রন্ধন হইতে লাগিল।

অগুরু পর্ব্বত মণিপুর রাজ্যের বশীভূত হইয়াছে, শুনিয়া কুলপিলাল একটু ভাবিত হইলেন। এই পর্ব্বতের লোকেরা চিরকাল মণিপুরের সহিত যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে। এক্ষণে সামান্য বল দ্বারা ইহারা বশীভূত হয় নাই। এই পর্ব্বতের পশ্চিম দিকে ইতিপূর্ব্বে এক অগুরু বৃক্ষের বন ছিল। এই পর্ব্বতবাসিরা তাহা বহুমূল্যে মণিপুর দেশীয় লোকদিগের নিকট বিক্রয় করিত। মণিপুরের ধনবান লোক মরিলে অগুরু কাষ্ঠ দ্বারা তাঁহাদিগের দেহ দাহ করা হইত। এই কারণে মণিপুরের বণিকেরা অনেক মূল্য দিয়া অগুরু কাষ্ঠ ক্রয় করিয়া রাখিত। সেই কাষ্ঠ এই পর্ব্বতস্থ লোকদিগের অমঙ্গলের কারণ ছিল। মণিপুরের পূর্ব্ব২ রাজারা এই কাষ্ঠের লোভে কতবার ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তৎকালে ইহারা কুলপিলাল ও লুশাই জাতির সাহায্য কখন২ প্রার্থনা করিত।

কুলপিলাল এক্ষণে দেখিলেন, তাঁহাদের শেষ যুদ্ধের সময়ে মণিপুরের যে বাহুবল ছিল, এক্ষণে তাহার অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। সুতরাং হয় ত অহঙ্কারী বীরকীর্ত্তি তাঁহার সঙ্গে সন্ধি না করিতে পারেন।

তিনি এই সকল ভাবিতেছেন, এমত সময়ে আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারী নিকটে আসিয়া বলিলেন, "বন্ধো, আপনাকে বড় চিন্তামগ্নের ন্যায় দেখিতেছি,—কি চিন্তা করিতেছেন?"

কুলপিলাল কহিলেন, "যে কার্য্য সাধনের জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছি, সেই বিষয় চিন্তা করিতেছি। বোধ করি, কৃতকার্য্য হইতে পারিব না।"

"আপনি কিসে বোধ করিতেছেন, কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না?"

"কিসে বোধ করিতেছি?—যখন অগুরু পর্ব্বত বীরকীর্ত্তি সিংহের বশীভূত হইয়াছে, তখন তাঁহার যে বাহুবল পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তাহাতে তাঁহার অহঙ্কার আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে। আবার আমি নিজে সন্ধির প্রস্তাব লইয়া যাইতেছি, তাহাতে তাঁহার অহঙ্কার আরো বাড়িবে। তিনি সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না।"

"আপনি কি তাঁহার বাহুবলকে ভয় করেন?"

"আমি তাঁহার বাহুবলকে ভয় করি না; তাঁহার অহঙ্কারকে ভয় করি; কেননা তাঁহার অহঙ্কারই উভয় রাজ্যের অশান্তির কারণ।"

"আপনি সন্দেহ করিবেন না। আপনার সহিত তাঁহার যে সদ্ভাব স্থাপন করা আবশ্যক, তাহা আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিব। আজি কালি ভারতবর্ষের প্রায় সমস্তই যবন জাতির অধিকৃত হইয়াছে; এসময়ে আপনাদের পরস্পর অসদ্ভাব থাকা বড়ই অমঙ্গলের কারণ।"

"তিনি তাহা বুঝিবেন না; তিনি যবনদিগের ক্ষমতা কত, তাহা জানেন না। জানিলেও গ্রাহ্য করেন না। তিনি বলেন, যবনেরা সিন্ধুনদ পার হইয়াছে বটে, কিন্তু ভুবনেশ্বর পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া অর্জ্জুনের সন্তানদিগকে পরাভব করিতে পারিবে না।"

"ভারতবর্ষের সে কাল নাই। সৌভাগ্যলক্ষ্মী বাম হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিব। কিন্তু তিনি কেন যে এরূপ গর্ব্ব করেন, আপনি তাহার বিশেষ কারণ জানেন?"

"জানি না, আপনি বলুন।"

"মহারাজ বীরকীর্ত্তি সিংহ জানেন যে, আপনাদিগকে পরাজয় করিতে না পারিলে যবন মণিপুরে প্রবেশ করিতে পারিবে না; আর তিনি ইহাও জানেন যে, আপনারা প্রাণ থাকিতে যবনদিগকে স্বরাজ্যে প্রবেশ করিতে দিবেন না। ইহাই তাঁহার গর্ব্বের কারণ।"

"এরূপ হইলে আমাদের সহিত তাঁহার সদ্ভাব রাখাই কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া তিনি আমাদের সঙ্গে অবিরত যুদ্ধ করিতেছেন।"

"যাহাতে উভয় রাজ্যের সদ্ভাব স্থাপন হয়, ইহাই আমার এক্ষণে কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমি এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিব"

আহারাদি প্রস্তুত হওন পর্য্যন্ত দুই প্রবীণে বসিয়া এই বিষয়ে অনেক কথা কহিলেন। অনন্তর আহার করিয়া তাঁহারা বিশ্রাম করিতে গেলেন। এবং যুবকদিগকে পালাক্রমে প্রহরী কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

রণু ও তাঁহার সহচরী আতঙ্গীর জন্য একটী স্বতন্ত্র কুটীর নির্দ্দিষ্ট হইল।

রজতের রশ্মি পরিয়া রজনী দেবী আগতা হইলেন। রণু ও আতঙ্গী চন্দ্রালোকে কুটীর দ্বারে বসিয়া নানা বিধ কথা কহিতে লাগিলেন। আতঙ্গী কহিল, "রণু, আজি দুদিন তোমার গান শুনি নাই; একটী গাহিবে?"

"কি গাহিব?"

"তোমার যা খুসি।"

"তুমি কি ভাল বাস?"

"আমি তোমার সেই গানটী ভাল বাসি।"

"কোনটী"

"সেই যে—সেই যমুনা পুলিনে—"

"অনন্তর রণু মণিপুরী স্বরে ও ভাষায় নিম্ন লিখিত ভাবে একটী গীত গাহিলেন;—

যমুনা পুলিনে ব্রজের বিপীনে
বাজাব কি আর মধুর বাঁশী।
নাহিব কি আর কালিন্দীর জলে,
নাচিব কি আর কদম্বের তলে,
শুনিব কি আর গোপনারীদের মধুর২ মধুর হাসি।
বনে২ ফিরি বনফুল তুলে,
মালা গাথি আর দোলাব কি গলে,
জল খেলা ছলে যমুনার জলে,
যাইব কি আর ভাসি ভাসি ভাসি?
কোথা বৃন্দাবন কোথা ব্রজাঙ্গনা,
আর কি দেখিতে পাব না পাব না,
সাঙ্গ হোলো বুঝি ব্রজ বাল্য খেলা,
বিষাদ সাগরে এবে আমি ভাবি।

গানটী দুইবার গাহিয়া রণু স্থগিত হইলেন, আতঙ্গী তাঁহার মুখপ্রতি এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। রণুর বদনে ও দক্ষিণ কর্ণের দুলে যে চন্দ্রকিরণ প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, সে কি তাহাই এক দৃষ্টে দেখিতেছিল? না; এই গান গাহিতে২ রণুর চক্ষু হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইয়া গণ্ড বহিয়া পড়িতেছিল, আর সেই

বাষ্পবারিতে যে চন্দ্র কিরণ পতিত হইয়াছিল, আতঙ্গী তাহাই দেখিতেছিল। সে কহিল, "ভগিনি, তুমি কাঁদিতেছ?"

"না; কাঁদি নাই, কেবল চক্ষের জল পড়িতেছে।"

"তাহাকেই আমরা কাঁদা বলি।"

"তবে আমি কাঁদিয়াছি।"

"কেন কাঁদিলে?"

"তোমাকে বলিব কেন?"

"আমি কি তবে তোমার পর?"

"না; তবু বলিব না।"

"না বলিলে, ঐ দেখ, সেই পাগল আসিয়াছে!"

রণুতে আর আতঙ্গীতে যখন এইরূপ কথা হইতেছিল, সেই সময়ে তাঁহাদের সম্মুখে দীর্ঘ শ্মশ্রু ও জটাধারি এক জন পাগল উপস্থিত হইল। অন্যমনস্কতা প্রযুক্ত উহাকে ইহাঁরা দূরে থাকিতে লক্ষ্য করেন নাই। এ ইহাদের পরিচিত পাগল। পাগল রণুকে হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় কহিল, "মা, তুমি দীর্ঘজীবী হও।"

গান গাহিতে২ রণুর চক্ষু দিয়া যে বাষ্পবারি পতিত হইয়াছিল, তাহা এক বার অঞ্চলপ্রান্ত দিয়া মুছাইয়াছিলেন। এক্ষণে পাগলের দেখা পাইয়া, তাহার আশীর্ব্বাদ বাক্য শুনিয়া আবার তাঁহার চক্ষু বাষ্পভরে ছলছল করিতে লাগিল। রণু কহিলেন "অঘোর দাস, তুমি এখনও বেঁচে আছ? তোমাকে দেখিলে আমার মরিতে ইচ্ছা করে, তুমি কবে মরিবে?"

"প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া মরিব।"

"তোমার প্রতিজ্ঞা কি পূর্ণ হবে?"

"তবে কি আমি বৃথা জগন্মাতা জগদম্বার আরাধনা করিতেছি?"

"হউক; তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হউক।"

"সময়ে হইবে।—মা, আসি।" বলিয়া উন্মত্ত উঠিল, এবং রণুর শিরঃচুম্বন করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় কানে কানে কি বলিয়া গেল। রণু অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া আবার আতঙ্গীর সঙ্গে কথা আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, "আতঙ্গ, এ পাগলকে দেখিয়া তোমার ভয় হয়?"

"না; আমি কখনও ওকে ভয় করি না। আজ পাগল বড় তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল, একটু মজা করিতে পারিলাম না।"

"বটে, তোমার সেই দুঃখ রহিল।—চল এখন শুইগে।" অনন্তর তাঁহারা বিশ্রাম করিতে গেলেন।

---

৯ অধ্যায়।

যুবকেরা নানা স্থানে পালাক্রমে প্রহরী কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। রণুর শয়ন কুটীর যে শারিতে ছিল, সেই শারিতে আমাদিগের কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী স্বীয় পালানুসারে প্রহরী কার্য্যে ব্রতী হইলেন। সন্ধ্যার পরে ভোজনাদি করিয়া তিনি নিদ্রা গিয়াছিলেন, দুই প্রহরের পরে তাঁহার প্রহরীকার্য্যের পালা ছিল। তিনি পাহারার স্থলে আসিয়াছেন, এবং পূর্ব্বে তৎকার্য্যে যে ব্যক্তি নিযুক্ত ছিল, তাহার নিকট কি২ করিতে হইবে, তাহা শুনিতেছেন, এমত সময়ে রণুর গৃহে আতঙ্গীর ভয়জনক চিৎকার শব্দ হইল। শব্দ হইবা মাত্র আমাদিগের কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী সেই কুটীরাভিমুখে বেগে গমন করিলেন, ও কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রণু অসাবধান ভাবে শয্যায় শায়িত আছে-

ন। সংবাদ পাইয়া মুহূর্ত্তেকের মধ্যে কুলপিলালও সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন।

কোন সুন্দরীর সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণতা সহসা দর্শন করা যুবকদিগের পক্ষে বড় অনিষ্টকারক। আবার সর্ব্বদা যেসুন্দরীর মূর্ত্তি কোন কারণে অন্তঃকরণে ধ্যান করা যায়, সহসা তাহাকে অসাবধান ভাবে আলু থালু অবস্থায় দর্শন করা যুবকদিগের পক্ষে আরো ভয়ানক। কোন সুন্দরীকে পীড়া শয্যায়, বিপদে ও দুঃখে পতিত দেখিলে, সেই কারণে কোন যুবতীর নয়নদ্বয়কে বাষ্পবারি নিপাতিত করিতে দেখিলে যুবকদিগের মন তাহাতে আরো আকৃষ্ট হয়। এরূপ দর্শনে যুবকের মনে দয়ার সঞ্চার হয়। সেই দয়া ভাল বাসার প্রসূতি এরূপ অবস্থায় আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী রণুকে দর্শন করিলেন। আতঙ্গীর নিকট কারণ জিজ্ঞাসা করাতে জ্ঞাত হইলেন যে, রণু নিদ্রাবেশে এক বিজাতীয় ভাষায় কি বলিতেছিলেন ও মুখ বিকটাকার করিতেছিলেন। সহসা ভয় পাইলে যেমন হয়, তেমন হইয়াছিল।

এমন প্রহরী বেষ্টিত, এমন সুরক্ষিত স্থানে, এমন সাহসসম্পন্না যুবতীর ভয়ের কারণ কি হইল? এরূপ বীরদিগের দ্বারা যে স্থান রক্ষিত, এমন স্থানে অতীব ভীরু স্বভাবা কামিনীও নির্ভয়ে নিদ্রা যাইতে পারে। ইনি কেন ভীত হইলেন? আমাদিগের কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী মুখে বলিলেন না, কিন্তু মনে২ বলিলেন,"অয়ি সুন্দরি, তোমার ভয় কি? এই স্থানে এমন এক জন আছে, যে তোমার রক্ষার জন্য আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে। তোমার ভয় কি? যে তোমার নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে, তাহার নাম কর। এক্ষণে তাহাকে সমুচিত শাস্তি দিব। আমার হাতে তরবারি থাকিতে তোমার ভয় কি?" এ সকল চিন্তায়ও যুবকের মনে সুখ হইল।

এতক্ষণে রণু উঠিয়া বসিলেন, একবার আমাদিগের কনিষ্ঠ ভ্রমণকারীর মুখপ্রতি দৃষ্টি করিলেন। তাহাতে তাঁহার চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হইল। কেন যে তাহা হইল, তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না, রণু বলিলেন, "পথভ্রমণে আমার মাথা ধরিয়াছে, সেই কারণে ঘুমের ঘোরে কি কহিয়াছিলাম, তাহাতে আতঙ্গী ভয় পাইয়া চিৎকার করিয়াছে।" কুলপিলাল তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। এবং এক প্রকার বৃক্ষের পত্র তাঁহার মস্তকে বাঁধিয়া তাঁহাকে নিদ্রা যাইতে পরামর্শ দিয়া নিজ স্থানে গমন করিলেন।

এই সকল গোলযোগ নিবারণ হইলে আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী আপন প্রহরী স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া তরবারির উপরে চিবুক রাখিয়া মনে২ নানা ভাবনা ভাবিতেছেন, ইহার কিয়ৎক্ষণ পরে রুদ্র সেই স্থানে আসিয়া ও তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসিল, "কনিষ্ঠ, আজ পথ ভ্রমণে কি এত ক্লান্ত হইয়াছ যে তুমি দাঁড়াইয়া নিদ্রা যাইতেছ?"

আমাদিগের কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী মস্তকোত্তোলন করিয়া কহিলেন, "না; দলপতি, (এই যাত্রায় রুদ্র দলপতি হইয়াছিল, এজন্য সকলে তাহাকে দলপতি বলিয়া সম্বোধন করিত) আমি নিদ্রা যাইতেছি না। কোন বিষয় ভাবিতেছিলাম। আমি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মের গুরুত্ব বেশ বুঝি।"

"ভাল, শেষ রাত্রে কোথায় তোমার পাহারা আছে?"

"যেখানে প্রয়োজন হয়, সেই খানে থাকিতে পারি, কিন্তু তুমি যদি অনুমতি কর, তাহা হইলে এখন হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত ভদ্রপালের পরিবর্ত্তে পর্ব্বত শিখরে পাহারা দিতে ইচ্ছা করি। তিনি অশ্ব হইতে পড়িয়া গিয়া বাম হস্তে আঘাত পাইয়াছেন,আমি তাঁহার পরিবর্ত্তে তাঁহার কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম।"

রুদ্রের সঙ্গে আর একজন যুবক ছিল, সে কহিল, "আমাদের রাজা কুলপিলাল তাহা হইলে বিরক্ত হইবেন।"

কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী কহিলেন, "আমি তোমাদের রাজার বাটীতে অতিথিভাবে যে কয় দিবস বাস করিয়াছি, তাহাতে তাঁহাকে আমার যেরূপ লোক বলিয়া বোধ হইয়াছে, আমি বোধ করি, তিনি কখন এরূপ কার্য্যে বিরক্ত হইবেন না।"

রুদ্র প্রভুত্বব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন, "তুমি আমাদের দেশীয় নহ, তুমি বিদেশী; আপন ইচ্ছায় তুমি আমাদের সঙ্গে প্রহরী কার্য্যে ব্রতী হইয়াছ, অতএব তোমার ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পার। কিন্তু শেষ রাত্রে তুমি যদি আমার সঙ্গে যুটিতে পার, আমি বড় সন্তুষ্ট হইব। আমরা হরিণ শিকারে যাইতে মানস করি।"

"তাহার কোন বাধা দেখি না; প্রভাত কাল পর্য্যন্ত আমি পর্ব্বতশিখরে পাহারা দিব। রাত্র প্রভাত হইলে আর পাহারা দিবার প্রয়োজন থাকিবে না, তখন তোমার সঙ্গে যুটিব। আর যদিও আমি তোমাদের কেহ নহি; কিন্তু এক্ষণে আমি তোমার অধীন; তোমার আদেশ মতে কার্য্য করিব।"

"তুমি এত পথ ভ্রমণের পর এত পরিশ্রম করিও না; বরং এক্ষণে বিশ্রাম কর।"

"আমি ক্লান্ত হই নাই। কিন্তু ভাই, সমস্ত দিন পথ ভ্রমণের পর তোমার সমস্ত রাত্রি জাগরণ ভাল নয়?"

"সত্য বলিয়াছ, কনিষ্ঠ, কিন্তু আমি কালনাগী—আমার সব সহে।"

"আমিও বাঙ্গালী যুবক, আমার শরীর অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছে।"

রুদ্র হাসিতে২ বলিল,"এ কথায় আমি তোমাকে দুর্ব্বল বলি নাই। আমার ও কথা বলিবার অর্থ এই যে,আমরা স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য আসিয়াছি, আমাদের কষ্ট সহিতেই হইবে। এ কার্য্যে তোমার কোন লাভালাভ নাই, তুমি কষ্ট সহিবে কেন?"

"ইহাতে আমার লাভালাভ নাই, সত্য বটে, কিন্তু আমরা তোমাদের দ্বারা অনেক উপকৃত হইয়াছি, এবং তোমাদের সঙ্গে যখন আসিয়াছি, তখন তোমাদের মঙ্গলে আমাদের মঙ্গল ও তোমাদের বিপদে আমাদের বিপদ।"

"তবে এখন আপন কর্ম্মে যাও; শেষ রাত্রে সাক্ষাৎ হইবে।" এই বলিয়া রুদ্র ও তাহার সঙ্গী চলিয়া গেল। আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রমণকারীও আপন কর্ম্মে গমন করিলেন। তাঁহার স্থলে আর এক জন আসিল।

কিয়ৎকাল পরে পর্ব্বতের শিখরে দাঁড়াইয়া কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী প্রহরী কার্য্য করিতে লাগিলেন। এ পর্ব্বতটী যদিও অধিক উচ্চ নহে, তথাপি ইহার শিখরে দাঁড়াইয়া এই গম্ভীর অন্ধ-

কার ও নিস্তব্ধ রজনীতে চারিদিকে দৃষ্টি করাতে তাঁহার মনে নানা চিন্তার উদয় হইল। সকল চিন্তার সার রণু। যে বেশে তিনি রণুকে অদ্য রাত্রে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার সেই বেশ—সেই আলুলায়িত কেশদাম,সেই স্খলিত বসন, সেই বাষ্পভারাক্রান্ত নয়ন তাঁহার সম্মুখে যেন বিরাজ করিতেছিল। "আমার মুখপ্রতি দৃষ্টি করাতে রণুর চক্ষু ছল২ করিয়াছিল কেন? আমি তাহার কে? সে কি আমার দুরবস্থার বিষয় সমস্ত অবগত হইয়াছে, আমার দুঃখে কি সে দুঃখিত হইয়াছে? কেমন করিয়া আমার বিষয় সে জানিল? কে বলিল? এখানকার কেহ ত আমাকে চিনে নাই!" আবার ভাবিলেন, "রণুর কি বাস্তবিক মাথা ধরিয়াছিল? না, সে ছল মাত্র? তবে কেন ঘুমের ঘোরে প্রলাপ কথা কহিল? সে আবার না কি বিজাতীয় ভাষা। সে কি রূপ বিজাতীয় ভাষা? তবে বুঝি সে বাঙ্গালা ভাষায় প্রলাপ বাক্য কহিয়াছিল। লোকে যে প্রলাপকালে মাতৃভাষায় কথা কহে? তবে বাঙ্গালা কি তাহার মাতৃভাষা? তবে কি রণু বাঙ্গালী? বাঙ্গালীর মত আকৃতি বটে! মণিপুরীয় ভদ্র লোকের কন্যাদেরও এই রূপ আকৃতি হয়। তবে এ কে? এ যেই হউক—আমার কে? আমি কেন ইহার বিষয় ভাবি? আমার সঙ্গে উহার সম্প্রতি সাক্ষাৎ হইয়াছে বৈত নয়? আমি কি উহাকে ভালবাসি? বাসিব না—যদিও বাসি, তথাপি বাসিব না। আমি কি এই করিতে এ বিদেশে আসিয়াছি? আমি অতি গুরুতর কার্য্যে আসিয়াছি, আমি কি ভালবাসা করিতে আসিয়াছি? ধিক আমাকে। আমি এক সামান্য অরণ্য কুমারীর বিষয় দিবারাত্র ভাবিয়া মরি, অথচ যে জন্যে দেশত্যাগী হইয়াছি, সে বিষয় একবার ভাবি না। আমি উহাকে ভুলিব।" এই কথা বলিতে২ তাঁহার চক্ষে জল আসিল। সে বাষ্পবিন্দু গণ্ডদেশ বাহিয়া পড়িল। তাহা মুছিতে২ আবার কহিলেন, "আমি উহাকে ভুলিব।" চক্ষু মুছিয়া দেখেন, নিশি তৃতীয় প্রহর। তিনি আরো দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখ দিয়া যেন এক শুভ্রবসনা রমণীমূর্ত্তি বিদ্যুতের ন্যায় চলিয়া গেল। সে তাঁহার সম্মুখ দিয়া পর্ব্বতের নিম্ন দেশাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। কনিষ্ঠ তাহার পশ্চাৎ২ গমন করিলেন; কিন্তু দুই তিন পাদ অগ্রসর হইয়া আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি চারিদিগে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, কিন্তু দেখিতে পাইলেন না। স্বপ্নে যেমন অপহৃত বস্তু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; তদ্রূপ তিনিও অনেক অনুসন্ধান করিয়া সেই রমণীমূর্ত্তির দর্শন পাইলেন না। অনন্তর আপন প্রহরী স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই গিরির নিম্ন দেশে নির্ঝরের তীরে দেখিলেন, দুই জন মানুষ দাঁড়াইয়া আছে—চিনিতে পারিলেন যে তাহাদের একজন পুরুষ আর এক জন স্ত্রীলোক। দেখিতে দেখিতে উভয়ে নির্ঝর পার হইয়া নিকটস্থ জঙ্গলে প্রবেশ করিল। স্ত্রীলোকটীর পরিচ্ছদ দেখিয়া তাঁহার বোধ হইল, এ রণু।

তিনি আবার ভাবিতে লাগিলেন "রণু এখানে এ সময়ে আসিল কেন? সঙ্গে ত আতঙ্কী নাই। রাত্রে শিরঃপীড়া হইয়াছিল—ভোর রাত্রে বায়ু সেবন করিতে বাহির হইয়াছে কি? অথবা

নির্ঝরের জলে স্নান করিতে গিয়াছিল? স্নানের ত কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না। ভাল, ও পুরুষ কে? ও প্রকার এক জন লোকও ত আমাদের সঙ্গে আইসে নাই? ও কে? ও রণুর সঙ্গে সম্মুখা সম্মুখী হইয়া দাঁড়াইয়া কি কথা কহিতেছিল? উহার সঙ্গে কিসের কথা?" তিনি আবার ভাবিলেন, "আমি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, রণুকে ভুলিব, তবে আবার উহার বিষয়ে এত ভাবিতেছি কেন? আমি নিতান্ত কাপুরুষ! আপনার চিত্তকে দমন করিতে পারি না?"

ভালবাসার এই রীতি। তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, সে তোমার অহঙ্কার; তুমি যে আপনাকে কাপুরুষ বলিয়াছ, সে সত্য কথা। এ বিষয়ে মানুষ আপনার চিত্তকে দমন করিতে পারে না। প্রণয় দ্বারা সকলেই পরাজিত হয়েন।

---

১০ অধ্যায়।

ইহার কিঞ্চিৎ পরে রুদ্র আমাদিগের কনিষ্ঠ ভ্রমণকারির নিকটে আসিয়া কহিল, "ভ্রাতঃ, রাত্রি জাগরণে তোমার বড় কষ্ট হইয়াছে; চল, এখন চারিদিকে একটু বেড়াইয়া আসি; এস্থানে এই ব্যক্তি প্রহরীকার্য্য করিবে।" এই বলিয়া তাহার সঙ্গী এক যুবককে এই স্থানে প্রহরীকার্য্যে রাখিল, আমাদের ভ্রমণকারী রুদ্রের সঙ্গে চলিলেন। ইত্যবসরে ভদ্রপাল আসিয়াও তাঁহাদের সঙ্গে যুটিয়াছিল। তাঁহারা এই ক্ষুদ্র গিরির চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাত্রি অন্ধকার ছিল বটে, কিন্তু আকাশে এত তারকাবলি প্রকাশিত হইয়াছিল যে, তদালোকে তাঁহারা বিলক্ষণ গমনাগমন করিতে পরিতেছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে এক জন ভৃত্য একটী মশাল হাতে করিয়া ছিল।

তাঁহারা বেড়াইয়া তাঁহাদের বাসস্থানের চারিদিক পরিদর্শন করিতেছিলেন। পাছে, কোন শত্রু আসিয়া তাঁহাদিগকে গোপনে আক্রমণ করে, এজন্য তাঁহারা এই পর্ব্বতে আসিবার প্রত্যেক পথের মুখে প্রহরী রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা পরিদর্শন করিতেং, আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী যে জঙ্গলের মধ্যে রণুকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলেন, সেই জঙ্গলের নিকট আসিলেন। তখন কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী রুদ্রকে কহিলেন, "আমি যখন প্রহরী কার্য্য করিতেছিলাম,' তখন আমার সম্মুখ দিয়া একজন স্ত্রীলোক এত দ্রুতবেগে এই জঙ্গলাভিমুখে গমন করিয়াছিল যে, আমি তাহার গমন দেখিয়া অবাক হইয়াছিলাম।"

"সে স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ ও আকৃতি দেখিয়া তোমার কি বোধ হইয়াছিল?" রুদ্র এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে কনিষ্ঠ কহিলেন;—

"তাহাকে আমার রণু বলিয়া বোধ হইয়াছিল।"

"আচ্ছা, তুমি তাহাকে কোথাও যাইতে বারণ করিলে না কেন?"

"তাহার রকম দেখিয়া আমার মুখ হইতে বাক্য স্ফুরণ হইল না, আর বারণ করিব কি?

"তবে তুমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলে, অথবা কোন ভৃত্যকে যাইতে দেখিয়াছিলে।"

কনিষ্ঠ মনেং ভাবিলেন, "তাহা হইতে পারে। আমারই ভ্রম হইয়াছে। রণু ইহাদের আত্মীয়, তাহার যদি এত রাত্রে বাহিরে যাইবার আবশ্যক হইত, তাহা

হইলে ইহাদিগকে বলিয়া যাইত। অথবা আমি কোন ভূত দেখিয়াছি। লোক বলে যে, নবদ্বীপের গোস্বামীর স্ত্রী মরিয়া ভূত হইয়াছে, তাহা বড় অসম্ভব নহে।"

তাঁহারা যখন সেই জঙ্গলের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন আবার সেই অবিরল জঙ্গলের মধ্যে মনুষ্যের আকৃতি দেখিতে পাইলেন। পাইয়া কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "এই যে আবার দেখিতে পাইলাম!" এই বলিয়া তরবারি খুলিয়া সেই দিকে দৌড়াইলেন, রুদ্র ও ভদ্রপাল তাঁহার অপেক্ষায় সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন। কনিষ্ঠ জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন আবার ভাবিলেন, "আজ আমার কি হইয়াছে? আমি এ কি দেখিতেছি!" এমন সময়ে সেই শুভ্রবসনা আবার জঙ্গল হইতে বাহির হইল। যে স্থলে রুদ্র ও ভদ্রপাল দাঁড়াইয়াছিল, সেই স্থানাভিমুখে গমন করিল। ইহা দেখিয়া কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ঐ দেখ, তোমাদের দিকে যাইতেছে! ঐ দেখ!"

ইহা শুনিয়া রুদ্র ও ভদ্রপাল হাসিতে লাগিলেন। তাঁহারা কহিলেন, "কনিষ্ঠ, তুমি কি আজ ক্ষেপিয়াছ? আমরা ত কিছুই দেখিতেছি না।"

যুবক আবার ভাবিলেন, "তবে আমি এ কি দেখিতেছি? আমি দেখিলাম, উহারা দেখিল না। এই যে সেই স্ত্রীমূর্ত্তি আবার জঙ্গলে প্রবেশ করিল।"

তিনি এখন ফিরিয়া রুদ্র ও ভদ্রপালের নিকট আসিলেন, এবং মনেং স্থির করিলেন, আর এরূপ স্ত্রীলোকের পশ্চাৎ সরণ করিব না, এ হয়ত কোন প্রেতমূর্ত্তি।

ভদ্রপাল কনিষ্ঠ ভ্রমণকারীকে জিজ্ঞাসিলেন, "ভাল, তুমি যে স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিতেছ, তাহাকে চিনিতে পারিয়াছ?"

"চিনিতে পারিয়াছি। সে আর কেহ নয়, তোমার ভগিনী রণু।"

তবে তুমি তাহার অনুসরণ আর করিও না। সে প্রেত সাহায্যে এই অরণ্য মধ্যে যখন ইচ্ছা তখন একাকিনী ভ্রমণ করিতে পারে, কেহ তাহাকে ধরিতে পারে না।"

কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী কহিলেন, "তাহা হইতে পারে।"

অনন্তর কিয়দ্দূর গমন করিয়া একটী বৃক্ষতলে গমন করিলেন। সেই স্থানে অনেক অসভ্য লোক একত্রে সুরাপান করিতেছিল। তাহারা অগুরু পর্ব্বতবাসী। তাহারা রুদ্রকে দেখিয়া নমস্কার করিল, ও তাহাদের নিকট বসিতে অনুরোধ করিল। রুদ্র, ভদ্রপাল ও কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী সেই স্থানে উপবেশন করিলেন। রুদ্র কহিলেন, "হে বন্ধুগণ, এই বাঙ্গালি যুবক আমাদের উদ্দেশ্য বিষয়ে আমাদের সহকারী হইবেন।"

ইহা শুনিয়া অসভ্যেরা বড় আনন্দিত হইল। এবং আরো অধিক করিয়া সুরাপান করিতে লাগিল। তখন বাঙ্গালী যুবক কহিলেন;—

"আপনাদের উদ্দেশ্য বিষয় কি, তাহা আমাকে বলিতে অনুমতি হউক।"

"আমাদের উদ্দেশ্য বিষয় কি, তাহা জান না? কল্য আমাদিগকে মণিপুরের সীমানায় পদার্পণ করিতে হইবে। ভুবন গিরিতে রাজার এক জন কর্ম্মচারী আছেন, তিনি শুনিয়াছেন যে আমাদের

সঙ্গে দুই জন বাঙ্গালী বণিক আছেন, আর তাঁদের সঙ্গে বহুমূল্য দ্রব্যাদি আছে; এজন্য তিনি তাঁহাদের সমস্ত দ্রব্য লুঠ করিবার মানস করিয়াছেন। এখন তোমার ও তোমার সঙ্গীর রক্ষার্থ আমরা তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব।"

"আমাদের প্রতি আপনাদের বড় অনুগ্রহ। কিন্তু একটী কথা আছে। আমরাই যদি যুদ্ধের কারণ হই, তবে এবিষয় আমার সঙ্গীকে জ্ঞাত করান আবশ্যক।"

"তাঁহাকে জানান আমাদের মত নহে। তাহার কারণ এই, প্রাচীন লোক মাত্রেই নির্বিরোধ স্বভাব; যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তিনি সেই চেষ্টা করিবেন।"

"যাহাতে যুদ্ধ না হয়, সেই চেষ্টা-ই ত ভাল।"

"অন্য স্থলে ভাল হইতে পারে, এস্থলে নহে। তাহার কারণ তুমি পরে টের পাইবে।"

"ভাল. ভুবন গিরির কর্ত্তার নাম কি?"

"তাঁহার নাম ভরত সিংহ। তিনি রাজার ভগিনীপতি; কিন্তু অত্যন্ত দুষ্ট লোক। তাঁহাকে দমন না করিলে সীমান্তলোকদের কষ্ট নিবারণ হইবে না।"

অনন্তর তাঁহারা সেই স্থানে একত্রিত সুরাপায়ীলোকদিগের সঙ্গে অনেক পরামর্শ করিলেন। তাহারা ইহাঁদের সাহায্য করিতে ধর্ম্মত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল।

এই ব্যাপার সমাধা করিয়া আমাদের ভ্রমণকারিরা পুনরায় তাঁহাদের আশ্রয় স্থানে প্রত্যাগত হইলেন। তখন রাত্রি প্রভাত হইল। সকলে প্রস্থানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

চৈতন্য।

প্রথম অধ্যায়।

বঙ্গ দেশে যত সামাজিক পরিবর্ত্তন ও ধর্ম্ম বিপ্লব ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে চৈতন্য ও তদীয় শিষ্য শাখা কর্ত্তৃক বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার সর্ব্ব প্রধান। আবহমান কাল ভারতের সমুদয় প্রদেশেই কখন বা কর্ম্মকাণ্ড, কখন বা জ্ঞান কাণ্ড প্রধান ছিল। কিন্তু অদ্যকার শিরোনামাঙ্কিত মহাত্মা বঙ্গের সমুদয় নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লী পল্লীতে ভক্তির বীজ বপন করিয়াছেন। জাতিভেদ রহিত, অসবর্ণে বিবাহ, বিধবা বিবাহ, ভ্রাতৃ ভাব—যে সমুদয়ের জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারকগণ সর্ব্বদা চীৎকার করিয়া, সত্য বলিলে, কিছুই করিতে পারিতেছেন না; চৈতন্য এ সকল কর্ত্তব্য বিশেষের জন্য কিছু মাত্র যত্ন না করিয়া একমাত্র ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

অধুনা একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না, বঙ্গের সামাজিক অবস্থা, ধর্ম্ম, সাহিত্য, গার্হস্থ্য প্রভৃতি সকল বিষয়ই চৈতন্যের বুদ্ধি প্রভাবে অশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। আমাদিগের পাঠক বর্গের নিকটও এই মহাপুরুষ অপরিচিত নহেন। পাঠকগণ সর্ব্বদা চৈতন্যের মতাবলম্বী বৈষ্ণবদিগকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। অনেকে, হয়ত, তাঁহার জীবন-

চরিত জানিতে কৌতূহলাক্রান্ত হয়েন; অনেকে হয়ত, শিষ্যদিগের অসদাচরণ দেখিয়া গুরুকেও উপহাস করেন। আমরা এই কৌতূহল ও ভ্রম নিবারণের জন্য অদ্য লেখনী ধারণ করিলাম। আক্ষেপের বিষয়, এ বিষয়ে যে কএকটী প্রস্তাব মুদ্রিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই অসম্পূর্ণ। কএক জন বঙ্গীয় লেখক শিরোমনি চেষ্টা করিয়া কিছুই করিতে পারেন নাই, সুতরাং আমাদিগের যত্ন ও শ্রম কতদূর সফল হইবে বলিতে পারি না।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গের আর্য্যোপনিবেশীদিগের স্বাধীনতাসূর্য্য অস্তমিত হইল। শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেন হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু অনতি দীর্ঘকাল পূর্ব্বে, বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী নৃপতিগণ বঙ্গের সিংহাসনাধিরূঢ় ছিলেন। পাল বংশের রাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন। এক কালে বাঙ্গলা এইরূপ বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রধান হইয়াছিল যে, সেন বংশের আদি ভূপাল আদিশূর বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য কাণ্যকুব্জ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কুল কালিমার গ্রন্থকার সেন বংশের ও কোন কোন ভূপতিকে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা এ বাক্যে বিশ্বাস করি না, তথাপি এদেশে যে এককালে বৌদ্ধমত সমধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ করি না। শঙ্করাচার্য্য, পক্ষধর মিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বৌদ্ধমত বিচারে পরাভূত ও নিষ্প্রভ হইলে, বঙ্গদেশে তান্ত্রিক মত প্রচার হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাধান্য সময়ে পান ভোজন সম্বন্ধে যারপর নাই প্রতিবন্ধক ছিল। কিন্তু তন্ত্র তাহাকে রূপান্তর করিয়া উঠায়। ধর্ম্মাচরণ ভানে প্রত্যাহত হইয়া মনুষ্যের মন স্বতঃই অপরিমিতাচারী হইয়া উঠিল। এই সময়ে সর্ব্ব বিদ্যা উপাধি-ধারী জনৈক ব্রাহ্মণ পূর্ব্ব বঙ্গে আবির্ভূত হইয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্য বলে প্রায় সর্ব্বত্র তন্ত্রের মত প্রচার করিলেন। তন্ত্রের মতের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার উপস্থিত প্রস্তাবে অনাবশ্যক। কিন্তু এ বিষয় নিঃসংশয়ে স্বীকার করিতে হইবে, তন্ত্রোক্ত চক্রের দ্বারা জাতিভেদের বন্ধন কিয়দংশে শিথিল হইয়া আসিয়াছিল।

প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ দ্বিজোত্তমাঃ।
নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্।

ইত্যাকার তন্ত্রোক্ত বচনোচিত আচরণ যে জাতিভেদ প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

মনুষ্য হঠাৎ চির অভ্যস্ত প্রথার বিপরীতাচরণ করিতে বা চির সংস্কারের বিপরীত বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহে। সুতরাং তন্ত্রের দ্বারা জাতিভেদ প্রথা শিথিল না হইলে, চৈতন্য কদাপি

চণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি পরায়ণঃ।
হরিভক্তি বিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ।

এরূপ পুরাণোক্ত বচন কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন না।

একদিকে পৌত্তলিকতা, অপর দিকে ইস্লাম ধর্ম্মের একেশ্বরবাদিতা* লোকের মনকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। তন্ত্র জাতীয়, ইসলাম ধর্ম্ম বিজাতীয় ধর্ম্ম। পক্ষান্তরে, দাক্ষিণাত্য ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় বহুকাল হইতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

* তন্ত্রে বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদও আছে।

এবং বঙ্গ দেশেও জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস প্রভৃতি কয়েক জন বৈষ্ণব জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ভক্তি মাহাত্ম্য প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুতরাং এক দিকে পরস্পর বিরোধী মতের ঘর্ষণ, অপর দিকে পবিত্র মতের আবশ্যকতা-নুভব এবং ২।১ জন লোকের মনে সত্যের সুক্ষ্ম ভাবের আবির্ভাব—এই সকল কারণ পরম্পরা হইতে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, বিশ্বরূপ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ আবির্ভূত হইলেন।

আগে অবতরিল যে গুরু পরিবার।
সংক্ষেপে কহিয়া কহা না যায় বিস্তার।।
শ্রীশচী জগন্নাথ শ্রীমাধব পুরী।
কেশব ভারতী আর শ্রী ঈশ্বর পুরী।।
অদ্বৈত আচার্য্য আর পণ্ডিত শ্রীবাস।
আচার্য্য রত্ন বিদ্যা নিধি ঠাকুর হরিদাস।।
শ্রীহট্ট নিবাসি শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র নাম।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্গুণ প্রধান।।
সপ্তমিশ্র তার পুত্র সপ্ত ঋষীশ্বর।
কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্ব্বেশ্বর।।
জগন্নাথ মিশ্রবর পদবী পুরন্দর।
নন্দ বসুদেব পূর্ব্বে সদ্গুণ সাগর।।
তাঁর পত্নী শচী নাম পতিব্রতা সতী।
যাঁর পিতা নীলাম্বর নাম চক্রবর্ত্তী।।
রাঢ় দেশে জন্মিলা ঠাকুর নিত্যানন্দ।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত গুপ্ত মুরারি মুকুন্দ।।
অসংখ্য ভক্তের করাইলা অবতার।
শেষে অবতীর্ণ হৈলা ব্রজেন্দ্র কুমার।।
চৈতন্য চরিতামৃত।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য চরিতামৃত নামক গ্রন্থে বলেন প্রথমতঃ অদ্বৈত কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়া, সম্যক্ কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া,কৃষ্ণের নিকট তাঁহার আবির্ভাবের জন্য প্রার্থনা করিলেন। ভক্তবৎসল হরি জীবের পরিত্রাণার্থ নরদেহ পরিগ্রহ করিলেন।

ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যখনই কোন দেশে নবীন সত্য প্রচার হয়, বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই তত্তৎ দেশে তাহার সুচনা হইয়া থাকে। ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব, বিজ্ঞান, রাজনীতি, ধর্ম্ম, সামাজিক আচার সকল বিষয়েই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইসার জন্মের পূর্ব্বে জোহান প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রচারক, মার্টিন লুথরের পূর্ব্বে উইক্লীফী প্রভৃতি সংস্কারক মহম্মদের পূর্ব্বে ওয়ারউইক প্রভৃতি পণ্ডিত, পার্কারের পূর্ব্বে রামমোহনরায় প্রভৃতি আত্ম-প্রত্যয়-মূলক ধর্ম্মবাদ ও চৈতন্যের পূর্ব্বে অদ্বৈত, ভারতী গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া ভূমণ্ডলকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কেবল ধর্ম্মে কেন? বিজ্ঞানেও অবিকল এই রূপ হইয়াছে। নিউটনের বহুকাল পূর্ব্বেই লোকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিষয় অবগত হইয়াছিল। নিউটনের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই পণ্ডিতবর গালিলিয় মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়মাদি পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধেও অবিকল ইহাই ঘটিয়াছিল। বস্তুতঃ যখন কোন নবধর্ম্ম প্রথম প্রচারিত হয়,অঙ্কুরে বিশেষরূপে উৎপীড়িত হইলে, হয়তঃ, এককালে উন্মূলিত হইয়া যায়। কিন্তু কিঞ্চিৎবদ্ধমূল হইলে, নিস্তেজ হওয়া দূরে থাক, আরও সবল হয়।

'Tis opposition that strikes the heavenly fire that is latent in the Soul. "আত্মার নিগূঢ় ধর্ম্মভাব বিঘ্ন বিপত্তি কর্ত্তৃক প্রস্ফুটিত হয়" এবাক্য নব ধর্ম্ম প্রচারের প্রথম সময়ে বলা যায় না। উইক্লিফী রাজা কর্ত্তৃক ধৃত হইলে আপনার মত পোপের বিরোধী নহে, এরূপ স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে কাল্‌বিন, ক্রাম্মার প্রভৃতি সংস্কার-

কেরা কোন রূপ অত্যাচারেও পোপের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। এই জন্য কোন ধর্ম্ম-সংস্কারক অথবা কোন নব ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের আবির্ভাবের আবশ্যক হইলে, অগ্রে কএক জন সাধারণ অথবা সাধারণাপেক্ষা কিঞ্চিৎ প্রধান লোক জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, তত্তৎ সত্য কিয়ৎপরিমাণে কার্য্যে পরিণত করে। পরিশেষে এক জন অসাধারণ ক্ষমতা-শালী ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়া, তাহা সাধারণে বিশেষ রূপে প্রকাশ করে। পূর্ব্বে অদ্বৈত প্রভৃতির জন্ম ও পরে চৈতন্যের জন্ম দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে শ্রীহট্টে উপেন্দ্র মিশ্র নামক জনৈক বৈদিক শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার তনয় জগন্নাথ মিশ্র স্বীয় পত্নী শচীর সহিত নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের ক্রমে ৮ কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়া গতাসু হয়। তৎপর বিশ্বরূপ নামক এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। বিশ্বরূপের জন্মের পরে জগন্নাথ মিশ্রের এক সন্তান হয়। ঐ সন্তানই অদ্যকার শিরোনামাঙ্কিত মহাত্মা চৈতন্য।

চৌদ্দ শত সাত শকে মাস ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ॥
সিংহরাশি সিংহ লগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্ব শুভক্ষণ॥
অকলঙ্ক গৌর চন্দ্র দিলা দরশন॥
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন॥
এত জানি চন্দ্রে রাহু করিলা গ্রহণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরিনামে ভাসে ত্রিভুবন॥
জগত ভরিয়া লোক করে হরি হরি।
সেইক্ষণে গৌর চন্দ্র ভূমি অবতরি॥

চৈতন্য চরিতামৃত।

চৈতন্য ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

চৈতন্যের জন্ম কালে চন্দ্র গ্রহণ হইয়াছিল। সুতরাং ভারতের চিরন্তন প্রথানুযায়ি সর্ব্ব লোক হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া ও দান প্রভৃতি নানা রূপ ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। যদিও এই সকল অনুষ্ঠান অন্য কারণে হইয়াছিল, শিশুর আত্মীয় বর্গ মনে করিল যে কোন মহাজন জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, এই জন্য এরূপ আনন্দ প্রকাশ হইতেছে। কালে শিশু বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে লোক মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রকৃত মহাজন হইতে যত্নশীল হইয়াছিল। পক্ষান্তরে

যাদৃশী ভাবনা যস্য, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

চৈতন্য একান্ত হৃদয়ে যত্ন করিতে করিতে যথার্থই মানব সমাজে এক জন মহাজন বলিয়া পরিচয় প্রদানোপযোগী হইয়াছিলেন।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই জীবন চরিত লেখকেরা আলোচ্য ব্যক্তির জন্ম, মৃত্যু, বাল্যাবস্থা প্রভৃতি ঘটিত নানা রূপ অলৌকিক ঘটনা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্যের জীবন চরিত লেখক বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ও কৃষ্ণ দাস কবিরাজও এই চিরন্তন পদ্ধতি অতিক্রম করেন নাই। চৈতন্যকে তাঁহার মাতা ত্রয়োদশ মাস পর্য্যন্ত গর্ব্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। চৈতন্য ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে

হরি বলি নারিগণ দেই হুলাহুলী।
স্বর্গে বাদ্য নৃত্য করে দেব কুতূহলী॥
প্রসন্ন হইল দশদিক নদী জল।
স্থাবর জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল॥*

চৈতন্য চরিতামৃত।

* এটী লেখকের কবিত্ব। কুমারসম্ভব প্রথম স্বর্গে গৌরীর জন্ম কালে কালিদাস এই রূপ বর্ণন করিয়াছেন।

চৈতন্যের শৈশব* অবস্থাতে হস্ত পদে ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ* চিহ্ন দেখিয়া বৈষ্ণবগণ পরমানন্দে মহোৎসব করিয়াছিল। এবং নবদ্বীপের চতুর্দ্দিকস্থ সমুদয় লোকবহু স্বর্ণ রৌপ্য ভেট পাঠাইয়া দিয়াছিল। অদ্বৈত আচার্য্যের ভার্য্যা এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া নবদ্বীপ গমন করিয়া বহু দানাদি করিলেন এবং শিশুর নিমাই নাম রাখিলেন। ডাকিনীর ভয়ে এই নাম রাখা হয়। অদ্যাপি অস্মদ্দেশীয় অনেক স্ত্রীলোকে বিশ্বাস করে অশ্রাব্য নাম রাখিলে ডাকিনীর কর্ত্তৃক সন্তানের অনিষ্ট হয় না।

চৈতন্যের বাল্যাবস্থা ঘটিতও বিস্তর অলৌকিক বর্ণন দেখা যায়। এক দিন চৈতন্য মাটি খাইতেছিলেন, এমন সময়ে শচী তথায় উপস্থিত হইয়া অনুযোগ করিলেন। শিশু বলিল খাদ্য দ্রব্য মাটির বিকার মাত্র সুতরাং মাটি ও উপাদেয় ভক্ষ্য দ্রব্যেতে কোনই পার্থক্য নাই। অন্য দিন, এক জন ব্রাহ্মণ জগন্নাথের আলয়ে অতিথি হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া দিলেন, নয়নোন্মীলন করিয়া দেখেন, নিমাই আহার করিতে বসিয়াছে। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ ক্রোধান্বিত হইলেন, অবশেষে বিষ্ণু ও নিমাই এক জানিয়া যার পর নাই আনন্দ লাভ করিলেন।

চৈতন্য বাল্যকালে বড় দুর্দ্দান্ত ছিলেন। ঘাটে স্নান করিতে গিয়া বয়স্যাদিগের সহিত কলহ ও তাহাদিগের দেবপূজার্থ আনীত নৈবেদ্যাদি অপহরণ করিতেন।

ক্রমে চৈতন্যের বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বিদ্যারম্ভের সময় উপস্থিত হইল। নবদ্বীপ নিবাসী গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ পাঠারম্ভ করিলেন। এবং অতি অল্প সময়েই তাহাতে অধিকার লাভ করিলেন।

এ দিকে চৈতন্যের জ্যেষ্ঠ বিশ্বরূপ যৌবনে পদার্পণ করিলেন। জগন্নাথ পুত্রের বিবাহের জন্য অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। বিশ্বরূপ গার্হস্থ্য ধর্ম্মে বিরাগ প্রকাশ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করিলেন। বালস্বভাব চৈতন্য অপত্য-বিরহ-বিধুর জনক জননীর দুঃখ দেখিয়া তাঁহাদিগকে নানা মতে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, এবং আপনি যাবজ্জীবন পিতা মাতার সেবা শুশ্রূষা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মনুষ্য কি অন্ধ! মিল্‌টন যদি জানিতেন যে বৃদ্ধ বয়সে চক্ষু হারাইবেন, তাহা হইলে কি তিনি যৌবনে এত শ্রম করিয়া বিদ্যোপার্জ্জন করিতেন? চৈতন্য যদি জানিতেন যে জীবের দুঃখ দেখিয়া, তাঁহার হৃদয় এরূপ বিদীর্ণ হইবে, তাহা হইলে কি তিনি জ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসী হইলে পিতার নিকট এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতেন। এই সময়ে জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যু হইল।

একদা চৈতন্য চতুষ্পাঠী হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইতেছিলেন, এমন সময়ে গঙ্গাতীরে বল্লভাচার্য্যের কন্যা পরম রূপলাবণ্যবতী লক্ষ্মীকে সন্দর্শন করিয়া বিমোহিত হইলেন এবং সাত্ত্বিক বিকারের ভাব প্রকাশ করিলেন। দৈবে বনমালী ঘটক সেই পথে গমন করিতেছিল। বনমালী চৈতন্য ও লক্ষ্মীর ভাবভঙ্গী দেখিয়া উভয়ের অভিভাবকের নিকট

---

* পঞ্চ দীর্ঘ পঞ্চ সূক্ষ্মঃ সপ্তরক্ত ষড়ুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্বপৃথুগম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্॥
সামুদ্রিকে তৃতীয় শ্লোকঃ।

উক্ত বার্ত্তা বর্ণন করিয়া, উদ্বাহ কার্য্য সমাধা করিলেন।

অতি অল্প বয়সেই চৈতন্যের মনে ধর্ম্মের ভাব অঙ্কুরিত হইল, এবং সর্ব্বদা নাম সংকীর্ত্তনাদির প্রতি অনুরাগ হইল। সুতরাং ব্যাকরণ সমাপ্ত হইলেই চতুষ্পাঠীর অধ্যয়ন সাঙ্গ হইল। কিন্তু প্রখর বুদ্ধিমত্তা প্রভাবে গুরুকরণ ব্যতীতও অনেক গ্রন্থ অধ্যয়ন ও পণ্ডিতাদির সহিত বিচারক্ষম হইলেন।

ইহার কিছু দিন পরেই চৈতন্য বন্ধু-বান্ধব পরিবৃত হইয়া ভক্তি মাহাত্ম্য প্রচার করিতে বাহির হইলেন এবং প্রথমতঃ বঙ্গেরে* গমন করিয়া অনেককে স্বমতে দীক্ষিত করিলেন। বোধ হয় এই যাত্রায় চৈতন্য রাজসাহী জেলাতে পদ্মা নদী দিয়া গমন করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি পদ্মাতীরস্থ খেতর, মিরগঞ্জ প্রভৃতি কয়েকটী গ্রামে এরূপ জনরব প্রচলিত আছে। চৈতন্য গৃহে প্রত্যাগত হওয়ার পূর্ব্বেই লক্ষ্মী প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। চৈতন্য গৃহে ফিরিয়া বিষ্ণু প্রিয়ার পাণিগ্রহণ করিলেন। অদ্যাবধি চৈতন্য গার্হস্থ্য ধর্ম্ম এবং বাল্য চপলতা ও আত্মম্ভরিতা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। অধ্যয়ন ও শিষ্যদিগকে অধ্যাপনে তাঁহার অনেক সময় যাইত। এক দিন এক জন দিগ্বিজয়ীসহ তাঁহার বিচার হইয়াছিল। চৈতন্য কেবল মাত্র ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছেন বলিয়া দিগ্বিজয়ী প্রথমতঃ অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু অবশেষে তদীয় অসাধারণ স্মরণ শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, বারম্বার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং চরণে শরণ লইলেন।

* বোধ হয়, এতদ্দ্বারা গ্রন্থকর্ত্তা পূর্ব্ব-বাঙ্গালা মনস্থ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

চৈতন্য এক জন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মানসিক শক্তি ও ঈশ্বরনিষ্ঠা সাধারণ লোকের অপেক্ষা অশেষ গুণে অধিক। চৈতন্য জন্মকালীন মহাপুরুষ। চৈতন্য শিক্ষা-গত মহাপুরুষ। জন্মকালীন মহাপুরুষ—এ বাক্যে হয়ত অনেকে আপত্তি করিতে পারেন। আমরা এস্থলে তাঁহাদিগের তর্ক ও প্রতিপক্ষীয় যুক্তি প্রদর্শন না করিয়া, এই মাত্র বলিতেছি যে, আমরা জন্মকালীন মানসিক ক্ষমতার তারতম্য প্রামাণ্য বলিয়া মানি। পাঠক যদি এমতে একজন বড় লোকের নাম শুনিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর শিরোমণি পণ্ডিতবর কার্লাইলের নাম করি। কার্লাইল বলেন সময়ে মহাপুরুষ সৃষ্ট হয়। মহাপুরুষের আবির্ভাব কতক পরিমাণে কার্য্য কারণ সম্বন্ধমূলক, কতক পরিমাণে ঐশ্বরিক।

কোন বিশেষ দার্শনিক অথবা পণ্ডিত আপনার সাময়িক দুর্গতি দেখিয়া, তৎ সংশোধনের উপায় উদ্ভাবন করেন। তাঁহার জীবদ্দশায় হয়ত, উক্ত ভাব পুস্তকে এবং তাঁহার মস্তিষ্কেই থাকে। কালে কতকগুলি লোক তাহা শিক্ষা করিয়া, তৎপক্ষ গত হয় এবং তাহা বিস্তার ও কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু দেশের চিরন্তন রীতি নীতি পরিবর্ত্তনোপযোগী অসাধারণ শক্তি না থাকায় সম্যক কৃতকার্য্য হইতে পারে না।

বক্তৃতা, গ্রন্থ লিখন, প্রভৃতি উপায়

অবলম্বন করিয়া তাঁহারা দেশের চির প্রচলিত পদ্ধতির বিরুদ্ধ পক্ষাবলম্বন করেন। এদিকে দেশীয় রক্ষণশীল সম্প্রদায় তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া সাধ্যমত অত্যাচার ও উৎপীড়ন আরম্ভ করে। কিন্তু নবীন উৎসাহ ও বলে বলীয়ান্ নব্য সম্প্রদায় উক্ত মতকে সত্য ও প্রকৃত মনুষ্যত্বের উপায় স্বরূপ জানিয়া, যার পর নাই ব্যগ্র ও যত্নশীল হইয়া, অশেষ বিপত্তি ও ক্লেশ স্বীকার করিয়াও তাহা পরিত্যাগ করে না। এরূপ স্থলে অনেক প্রাণ হানি ও যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া থাকে। একদিগে নিরো কর্ত্তৃক সাধারণ খ্রীষ্টীয়গণের উৎপীড়ন, লুই ও মেরী কর্ত্তৃক প্রটেষ্টীয় সম্প্রদায় খ্রীষ্টীয়গণের উৎপীড়ন, ফিরোক্সিয়ার কর্ত্তৃক নানকপন্থীদিগের উৎপীড়ন ও কাজী ও জগাই মাধাই প্রভৃতি কর্ত্তৃক বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণের উৎপীড়ন; অপর দিকে খ্রীষ্টীয়গণের "সহিষ্ণুতা" * "ভ্রাতঃ অদ্য আমরা ইংলণ্ডে যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলাম তাহা কখন নির্ব্বাপিত হইবে না। † এরূপ উৎসাহসূচক উক্তি,

"যমদূতাকৃতি ভীম খড়্গীশূলধারী।
ঘেরিয়াছে মোরে করি শারি শারি॥
বিদ্যুতলোকনে মোরে করিয়া লোকন।
নিবীড় মেঘের প্রায় করিছে গর্জ্জন॥
দেখাইছে বারে বারে যম দণ্ড ভয়।
ও ভয়েতে ভীত নহে আমার হৃদয়॥
যদ্যপি ও দেহ এবে চেষ্টা হীন অতি।
কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাসের বজ্র তুল্য গতি॥
ক্ষুব্ধ নহি শত শত শিষ্যের মরণে।
দেখিলাম পুত্রহত্যা নিরশ্রু নয়নে॥
সহি আমি এ সকল যাহার কারণ।
তার কাছে তুচ্ছ সম প্রান ধন জন॥

* * *

মৃত্যুকালে এইরূপ গর্ব্বসূচক উক্তি ও অচল বিশ্বাস প্রদর্শন—এতৎ সম্বন্ধে দেদীপ্যমান প্রমাণ।

এইরূপ উৎপীড়নের সময়ে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। কারণ উৎপীড়ন যতই বৃদ্ধি হয়, লোকে তন্নিবারণ জন্য ততই যত্নশীল হয়। পক্ষান্তরে কিমপি যত্নেন নচ সিদ্ধ্যৎ—যত্ন ও চেষ্টা করিতে করিতে সত্য সত্য তত্তৎসম্প্রদায়ের মধ্যে একজন লোকের এরূপ ক্ষমতা হয়, যে যত্ন দ্বারা উক্ত সত্য সাধারণে প্রকাশ ও আদরনীয় করিতে পারগ হয়। চৈতন্যের সম্বন্ধেও অবিকল তাহাই ঘটিয়াছিল। ভাগবতে বহু দিবস পূর্ব্বেই ভক্তিমার্গের প্রাধান্য বর্ণিত * হইয়াছিল। কিন্তু এতাবৎ তাহা একরূপ পুস্তকগত ছিল। চৈতন্যের আবির্ভাবের দুই শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে, অর্থাৎ রামানুজাচার্য্যের জন্ম ও শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় সংস্থাপন হইতে, ২।১ জন লোককে বঙ্গদেশে ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিতে দেখা যায়। কালে এই শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়, রামানন্দী, কবীর পন্থী, খাকী, মূলক-

* Vide Gibbons decline and downfall of the Roman empire. vol. I.

† "Brother we kindle such a flame in England, as will never be extinguished" exclaimed the Bishop of Hooper to the Bishop of Lindsey, casting his hands in the burning flame in the reign of queen Mary, when persecuted, under her orders for having protested against the Pope.

* অনেক বঙ্গীয় কবির লেখা হইতে এই কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত হইল। তাঁহার অথবা গ্রন্থের নাম স্মরণ না থাকায় নাম লিখিত হইল না। গুরু নানকের মতাবলম্বী শিকগুরু বন্দু দিল্লীশ্বর ফেরকসিয়ার কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাভূত হইয়া সপরিবার ও সদলবলে দিল্লীতে বন্দীভাবে আনীত হইলে অশেষ বিধ অপমান ও প্রাণদণ্ড স্বীকার করিয়া ইস্লাম ধর্ম্মাবলম্বী হন নাই। আমাদিগের কবি এই ঘটনা উল্লেখে এই মধুর কবিতা রচনা করিয়াছেন।

দাসী, দাদু পন্থী প্রভৃতি অশেষ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া অপেক্ষাকৃত বহু লোক মধ্যে ভক্তিতত্ত্বের প্রাধান্য প্রচার করিয়াছিল। কিন্তু ইঁহাদিগের শিষ্য প্রায় দাক্ষিণাত্য ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেই ছিল। তথাপি সত্য কদাপি গুপ্ত অথবা আবৃত থাকিবার বিষয় নহে। বঙ্গদেশেও অল্পে২ উক্ত মত প্রচার আরম্ভ হইল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অনেক বিখ্যাত নামা বৈষ্ণব বঙ্গদেশের বিবিধ স্থানে বৈষ্ণব মতের পক্ষপাতী হইয়া তাহা সাধারণ্যে প্রচারের জন্য যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের যত্ন ও চেষ্টা কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। কথিত আছে, এক জন বঙ্গীয় মুসলমান সন্তানও* স্বকীয় পৈতৃক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুভক্ত হইয়াছিলেন। যদি একথা স্বীকার করা যায়, যে বঙ্গদেশে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বৈষ্ণব ধর্ম্ম লইয়া বিলক্ষণ আন্দোলন চলিতেছিল, (এ বিষয় সম্যক্ রূপে প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।) তাহা হইলে এক জন বিখ্যাত নামা পুরুষ এই মতাবলম্বী হইয়া সাধারণ্যে তাহার প্রকাশ জন্য বিশেষ প্রয়াসী হইবেন,তাহাতে আশ্চর্য্য কি? জগন্নাথ মিশ্রপুরন্দর একজন বিষ্ণুভক্ত লোক ছিলেন। তাঁহার পরিবার মধ্যে সর্ব্বদা ভক্তি তত্ত্বের আন্দোলন হইত। অধিকন্তু জগন্নাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপের ঈশ্বরে এতাদৃশ ভক্তি হইয়াছিল যে, তিনি সম্পূর্ণরূপে সংসারে বীতরাগ হইয়াছিলেন। এবং পিতা কর্ত্তৃক দ্বারপরিগ্রহ জন্য অনুরুদ্ধ হওয়াতে নিভৃতে জনক জননীকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দেশান্তরী হইয়াছিলেন। সুতরাং বিশ্বরূপের কনিষ্ঠ জগন্নাথের পুত্র যে মহা বৈষ্ণব হইবেন, তাহাতে অণুমাত্র অবিশ্বাসের কারণ নাই। অপিচ তৎকালে বঙ্গদেশ মধ্যে নবদ্বীপ সর্ব্ব বিষয়েই প্রধান স্থান ছিল, সুতরাং উক্ত মহাপুরুষের নবদ্বীপে আবির্ভাবই অধিক সম্ভবনীয়। যেহেতু আন্দোলনই মহাপুরুষের আবির্ভাবের অন্যতর কারণ।

মনুষ্য বালক কাল হইতে যাহা দেখে, ভাব-সংসর্গ-গুণে মনোমধ্যে, তাহাই বিদ্ধ হয়। কল্পনা দ্বারা তৎসহ অশেষ বিধ সুখ যোগ করিয়া রাখে, জীবনের যাবতীয় কার্য্যে তৎপক্ষাবলম্বী হয়। বালকের কোমল মন আর্দ্র মৃত্তিকাবৎ, যে রূপ ইচ্ছা গঠিত হইতে পারে। যাহা দেখে তাহাই শিখে। ভাবসংসর্গগুণে যাহা মনোমধ্যে বিদ্ধ হয়, কল্পনা তাহা লইয়া নানারূপ চিত্র বিচিত্র প্রতিমা নির্ম্মাণ করে। কত সময় নির্জ্জন প্রান্তরে অথবা নদীতটে কল্পনা তাহা লইয়া খেলা করে। কত সময় সুগন্ধ মলয় মারুত সেবন করিতে করিতে বা হরিৎবর্ণ শস্য ক্ষেত্রের সুবর্ণ বিনিন্দিত মনুষ্যের দর্পচূর্ণকারী মনোহর শোভা দর্শন করিতে করিতে কল্পনা তৎসহ কতই সুখ যোগ করে। কত সময় গভীর রজনীতে সুখের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে রজনী অবসন্ন হইয়া যায়, তথাপি চিন্তা-নিদ্রা ভাঙ্গে না। কালে,এই ভাব হৃদয়ে এরূপ প্রবল হয় যে, মনুষ্য তজ্জন্য উন্মত্তবৎ হইয়া উঠে এবং যে পর্য্যন্ত না নিষ্ঠুর বিরুদ্ধাভিজ্ঞান জীবনে তাহার বিরুদ্ধতা

* বিখ্যাত হরিদাস ঠাকুর মুসলমান তনয়। চৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে, হরিদাস প্রতিদিন ৩ লক্ষ হরিনাম লইতেন। বৈষ্ণবেরা বলেন, ইনি ব্রহ্মার অবতার।

প্রত্যক্ষ করায়, ততদিন তদনুসরণ ত্যাগ করে না। যখন সেই কল্পনা পরলোক সম্বযুক্ত হয়, মনুষ্য কখন জীবদ্দশাতে তাহা ত্যাগ করিতে পারে না। যখন কল্পনা ধর্ম্মসম্বযুক্ত হয়, তখন মনুষ্য কখন ইহজীবনে প্রাণান্তে তাহা ত্যাগ করিতে পারে না। সত্য সত্যই বক্লস বলেন, "মনুষ্যের কার্য্যের জন্য তাঁহা অপেক্ষা সমাজ অধিক পরিমাণে দায়ী *।" বস্তুতঃ যে জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংলাণ্ডীয়গণ স্বাধীনতা প্রিয়, চকের ক্ষুদ্র নবাবগণ বাহ্যাড়ম্বরপ্রিয়, বারাঙ্গনাত্মজা আমোদ প্রিয়, সেই জন্যই ক্লেগস্ মিলের তনয় জন মিল দর্শন প্রিয় এবং জগন্নাথ মিশ্রের তনয় বিশ্বরূপের সহোদর বিষ্ণুভক্ত ও সন্ন্যাসী। শৈশব হইতে পিতা মাতার ধর্ম্মের প্রতি আস্থা দেখিয়া, চৈতন্য ধর্ম্মকেই জীবনের সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ ধর্ম্মের জন্য জ্যেষ্ঠ সহোদর বিশ্বরূপের সংসারের সুখ সচ্ছন্দতা ত্যাগ ও সন্ন্যাসগ্রহণ তাঁহার মনকে সর্ব্বদা আন্দোলিত করিয়াছিল। এবং ধর্ম্ম যে ইহলোকের ভোগাপেক্ষা অধিক বাঞ্ছনীয়, তাহা বিশ্বাস করাইয়া দিয়াছিল। যদি তৎকালে পিতা মাতার ক্লেশ দর্শন করিয়া চৈতন্যের মন বিচলিত হইয়াছিল এবং তাঁহাদিগের যাবজ্জীবন সেবা শুশ্রূষা করিবেন, মুক্তকণ্ঠে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তথাপি কালে পরিণত জ্ঞান তৎসঙ্গ যথার্থ সুখের প্রভেদ দেখাইয়া দিলে, চৈতন্য ঐ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন।

এই প্রতিজ্ঞা করায় বোধ হয়, চৈতন্য বিশ্বরূপের সন্ন্যাস বিষয়ে উদাসীন না হইয়া, বিশেষ রূপে মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে উদাসীন না হইয়া শত্রুভাবে কোন বিশেষ সত্তাকে উৎপীড়ন করিলেও কালে লোকে তৎপক্ষাবলম্বী হয়। ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। ওমার আয়ু সোফায়াণ প্রভৃতি মহম্মদীয়গণ ও জগাই মাধাই প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। চৈতন্যের সন্ন্যাস সম্বন্ধে ইহাই ঘটিয়াছিল। শৈশবে তাঁহারমনে ধর্ম্মভাব সঞ্চারিত হইল এবং ভাগবতীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইলেন। সুতরাং তিনি যে জ্যেষ্ঠের ন্যায় সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বিশেষতঃ ভাগবতে গৃহস্থাশ্রম অপেক্ষা সন্ন্যাসেরই প্রশংসা বহুল পরিমাণে বর্ণিত আছে*। ধর্ম্মের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা উপস্থিত হইলে, লোকে তন্নিয়মাদি প্রতিপালন যত ক্লেশকর কেন হউক না, কুণ্ঠিত হয় না। চৈতন্যের সম্বন্ধেও অবিকল তাহাই ঘটিয়াছিল। প্রথমতঃ পিতার দৃষ্টান্তে বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। তখন মনে কখনই চিন্তা করেন নাই যে,সংসার ত্যাগ করিবেন অথবা দেশে দেশে ভ্রমণ করিবেন। সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মযাজন ভাগবতীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিরোধী নহে। চৈতন্যও প্রথমতঃ সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মযাজন করিবেন, এই কথা মনে করিয়া লক্ষ্মীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় সংসার গ্রহণ

* Buckler's history of civilisation. Vol. I.

* একাদশ স্কন্ধ ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে যোগতত্ত্ব বিষয়ক যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা তিন প্রকার; অর্থাৎ উত্তম, মধ্যম ও অধম। ভাগবতের মধ্যে উত্তম ভাগবতেরই প্রশংসা বাহুল্য দেখা যায়। উত্তম ভাগবতের লক্ষণ এই যে, সংসারে বিগতরাগ ও নিরাশ্রমী হইয়া কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর প্রতি অচলা ভক্তি প্রদর্শন করিতে হইবে।

করিলেন। মনুষ্য ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি অন্ধ! যদি তৎকালে সংসার ত্যাগের অনুমাত্র ভাব চৈতন্যের হৃদয়ে উদিত হইত, তাহা হইলে তিনি কখন এক জন দোষ শূন্যা অবলাকে অনাথা করিতে তাহার পানিগ্রহণ করিতেন না। চৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করিয়া কিয়দ্দিবস পরে গয়াধামে যাত্রা করিলেন। তথায় যথাবিধি পিতৃপুরুষের পিণ্ডাদি দান করিয়া এক দিন ঈশ্বরপুরী নামক জনৈক সংসারত্যাগী বৈষ্ণবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ঈশ্বরের ধর্ম্মের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা ও অনুরাগ দেখিয়া চৈতন্য এরূপ মোহিত হইলেন যে, তাঁহার নিকট ধর্ম্মের বীজ মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। ঈশ্বরপুরীর সহিত সাক্ষাতই চৈতন্যের জীবনে যুগান্তর করিয়াছিল। কিয়দ্দিন পূর্ব্বেই তিনি কর্ম্মকাণ্ডানুসরণ করিয়া পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করিলেন, আর তাহার কিয়দ্দিন পরেই কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ধর্ম্মানুসরণে সংসার ত্যাগ করিলেন। চৈতন্যের মন পূর্ব্বেই ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুলিত হইয়াছিল, কেবল সন্ন্যাসের প্রাধান্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন না, এই জন্য গৃহে ছিলেন এবং এই জন্য দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ধার্ম্মিকের চিত্ত অটল অথচ বিশ্বাসানুগত। বিশ্বাস জ্ঞানের অনুসরণ করে। সুতরাং জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হইলে বিশ্বাস এবং বিশ্বাসের বৈলক্ষণ্য হইলে চিত্তের বৈলক্ষণ্য হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কেহ কেহ চৈতন্যকে অস্থিরচিত্ত বলিতে পারেন, কিন্তু আমরা এ বিষয়ে তাঁহার কোন দোষ দেখিতে পাই না। মনুষ্যের জ্ঞান অপূর্ণ ও প্রতিদিন উন্নতিশীল, অতএব প্রতিদিন যে কার্য্যগত পার্থক্য হইবে, তাহা অনায়াসেই অনুভব করা যায়।

গয়াধাম হইতে চৈতন্য কৃষ্ণপ্রেমে ব্যাকুলিত হইয়া মথুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন, কিন্তু পারিষদ বর্গ নানারূপ অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া আসিলেন। চৈতন্য মথুরার জন্য ব্যাকুলিত হইলেন, এ বিষয় কার্য্য কারণ ভাব মুলক। কৃষ্ণ প্রেমে বিগলিত হইলে স্বতঃই তাঁহার অবতার ও লীলার স্থান মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি দর্শন করিতে ইচ্ছা জন্মে। এই সাধারণ নিয়মবশবর্ত্তী হইয়াই চৈতন্য মথুরা যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু সাধুগণের অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া অগত্যা নবদ্বীপে প্রত্যাগত হইলেন। নবদ্বীপে আসিয়া কিছু দিন কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন ও কৃষ্ণগুণ গান করিয়া কর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এ বিষয় সম্যক্রূপে তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

এই সময়ে নবদ্বীপ বাসীরা তাঁহার প্রতি অনেক অত্যাচার আরম্ভ করিল। বস্তুতঃ নবদ্বীপের ন্যায় হিন্দুধর্ম্ম প্রধান স্থানে সর্ব্ব বর্ণকে সমজ্ঞান করিয়া কার্য্য করিলে যে সাধারণের বিদ্বেষের পাত্র হওয়া যাইবে, একথা সহজেই অনুমেয়। চৈতন্যের ভাগ্যে অবিকল তাহাই ঘটিয়াছিল। আচণ্ডাল-যবন সকল জাতি একত্র হইয়া সর্ব্বদা সহবাস করাতে নবীন বৈষ্ণব সম্প্রদায় শীঘ্রই নবদ্বীপে সাধারণের বিরাগ ভাজন হইল। কথিত আছে, তৎকালে নবদ্বীপে এক লক্ষ অধ্যাপক ছিল। হিন্দুধর্ম্মের ক্রিয়া কলাপে বিদায় প্রাপ্তিই ইহাঁদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের প্রধান উপায় ছিল। এক লক্ষ অধ্যাপক থাক্ বা না থাক্, এ কথা অব-

শ্য স্বীকার করিতে হইবে,নবদ্বীপে আধুনিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের ন্যায় নিমন্ত্রণ-লব্ধ-বিদায়-ব্যবসায়ী বিস্তর লোক ছিল। পক্ষান্তরে চৈতন্য কর্ম্মকাণ্ডের মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সুতরাং একে বিশ্বাস, দ্বিতীয়তঃ জীব-নোপায়ের বিরোধী চৈতন্যকে ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ যে কিরূপ বিষদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেন, তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের মধ্যে গদাধর প্রভৃতি কতিপয় চৈতন্যের সরল বিশ্বাস ও ভক্তিতে মোহিত হইয়া তাঁহার শিষ্যের মধ্যে পরিগণিত হইলেন। কিন্তু সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁহার বিদ্বেষী হইয়া নানা রূপ উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। চৈতন্য সশিষ্যে সমাজচ্যুত হইলেন। ঈশ্বর নিবিষ্টচিত্ত,অনন্যাভিপ্রায় চৈতন্যের হৃদয় টলিল না। বিশ্বাসাগ্নি অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হইল। প্রতি দিবস সন্ধ্যার পর চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, মুকুন্দ, হরিদাস নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, গদাধর প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ একত্র সম্মিলিত হইয়া শ্রীবাসের বাটীতে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কোন কোন দিন কীর্ত্তনের প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে করিতে রজনী অতিবাহিত হইয়া যাইত, তথাপি প্রেমাবেশ ভগ্ন হইয়া বাহ্য জ্ঞানের উদ্রেক হইত না। দিনং প্রেম অধিকতর গাঢ় হইতে লাগিল। হৃদয়ে আর ধরে না। এদিকে ঘোর অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবের দুঃখ দেখিয়া চৈতন্যের কোমল হৃদয় বিগলিত হইল। চৈতন্য-ভাবগত লেখক বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তৎকালের নবদ্বীপের অবস্থা যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গা ঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বয়সে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সব মহাদক্ষ॥
সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে॥
নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়ি লোক বিদ্যারস পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়॥
রমা দৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বৈসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে॥
কৃষ্ণনাম ভক্তি শূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পাতুলী করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥
যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাহারাও না জানয়ে গ্রন্থের অনুভব।
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যম পাশ ডুবি মরে॥
না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বিনা গুণকার না করে কথন॥
যেবা সব বিবক্ত্রী তপস্বী অভিমানি।
তাসবার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি॥
গীতা ভাগবত যে যে জনেতে পড়য়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥
এই মত বিষ্ণু মায়া মোহিত সংসার।
দেখি ভক্ত সব ভাবেন অপার॥

চৈতন্য ভাগবত দ্বিতীয় অধ্যায়।

এক দিকে জীবের দুঃখ, অপর দিকে হৃদয়ে প্রেম ধরে না,একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। চৈতন্য সশিষ্যে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে নগরে বহির্গত হইলেন। পাষণ্ডেরা কতই উপহাস করিতে লাগিল। সমুদয় সহ্য করিলেন। নবদ্বীপ তৎকালে ইস্লাম ধর্ম্মাবলম্বী-

দিগের করতলস্থ ছিল। কাজী সাহেব চৈতন্যের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। ঈশ্বরনিবিষ্ট-চিত্ত কল্পনোন্মত্ত চৈতন্য তাহাতেও অণুমাত্র ভীত না হইয়া অধিকতর উৎসাহের সহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে কাজী সাহেবের আলয়ে উপনীত হইলেন। কাজী সাহেব চৈতন্য ও তদীয় শিষ্যবর্গের একাগ্রতা ও ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস দেখিয়া, তন্মতানুসরণ করিল। এস্থলে বৈষ্ণবগণ অনেক কল্পিত অসম্ভব উপাখ্যান বর্ণন করেন।

একদা চৈতন্য নৃসিংহ* অবতারের বর্ণন পাঠ করিতে করিতে এত নিবিষ্টচিত্ত হইলেন, যে মুদ্গরহস্ত হইয়া পাষণ্ডদিগকে বিনাশ আমার জন্মের উদ্দেশ্য এই কথা বলিতে বলিতে নবদ্বীপের রাজমার্গে বহির্গত হইলেন। কাজী সাহেব সেই রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিল যে একটী সিংহ তাহার বক্ষঃস্থলে আরূঢ় হইয়া নখের দ্বারা হৃদয় বিদীর্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। কাজী সাহেবের এই স্বপ্ন দেখার পরে উপর্য্যুক্ত ঘটনা হইয়াছিল। সুতরাং ভয় বিহ্বল কাজী চৈতন্যের প্রতি অত্যাচার করিতে বিরত হইলেন। চৈতন্যের উন্মত্তবৎ নগরে বহির্গত হওয়া অসম্ভব নহে। সুতরাং বিজ্ঞান আলোকে অসংস্কৃত হৃদয় কাজীরও এতাদৃশ স্বপ্ন দেখা অসম্ভব নহে।

এ স্থলে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, কাজী সাহেবের চৈতন্যের প্রতি অত্যাচার পরিত্যাগ ঐশ্বরিক ঘটনা অথবা কার্য্য কারণ সম্বন্ধ মুলক—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে পূর্ব্বে বিবেচনা করা উচিত, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত অলৌকিক ঘটনা কাল্পনিক অথবা সম্ভবপর। বিষপ বট্লার ০ বলেন, অলৌকিক ঘটনা বিশ্বাস করিতে হইলে, দেখিতে হইবে যে, তাহার উপযোগী কারণ আছে কি না। অর্থাৎ অলৌকিক ঘটনা ব্যতীত তদুদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইতে পারিত কি না। যদি এই যুক্তি সত্য হয়, তাহা হইলে চৈতন্যের সম্বন্ধে অলৌকিক ঘটনা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে।

খ্রীষ্টানগণ বলেন, অলৌকিক ঘটনা ব্যতীত কদাপি কোন কোন উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইতে পারে না। আমরা বলি এ কথাতে ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তা সম্বন্ধে দোষারোপ হয়। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর অলৌকিক ঘটনা ব্যতীত আপনার উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারেন না, বলা মনুষ্যের কি সামান্য দম্ভ? দ্বিতীয়তঃ অলৌকিক ঘটনা (Miracle) অর্থাৎ নিয়মের ব্যভিচার সময়ে সময়ে আবশ্যক এ কথা বলিলে, ঈশ্বরকে অপূর্ণ ও অপরিণামদর্শী বলা হয়। খ্রীষ্টানগণ যে স্থলে নিয়মের ব্যভিচারের আবশ্যক বলেন, ত্রিকালজ্ঞ ঈশ্বর কি তাহা পূর্ব্বেই অবগত হইয়া প্রতিবিধানের উপায় নিয়মাবদ্ধ করেন নাই? যদি বল এই রূপ অলৌকিক ঘটনাই তাহার প্রতিষেধ রূপে নিয়ম বদ্ধ হইয়াছে, আমরা বলি তাহাতে সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার কেন? ব্যভিচার ব্যতীত কি উদ্দেশ্য সাধিত হয় না? হে অপূর্ণজ্ঞান মনুষ্য! তুমি কি সাহসে বল 'না'? তোমার 'না' শব্দ প্রয়োগই নিয়ম, সুতরাং নিয়ন্তাকে অপূর্ণ-

* নৃসিংহ অবতারে হরি হরিনাম বিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন।

মহাভারত।

০ Butler's Evidence of Christianity.

কেবল বট্লার নহে এবারক্রম্বী, আর্চবিষপ ওয়েলাও প্রভৃতি সকলেই এই মতাবলম্বন করেন।

রূপে প্রতীয়মান করিতেছে। পাঠকগণ, মার্জ্জনা করিবেন, আমরা এ বিষয়ে অধিক লিখিতে পারি না, যেহেতু কোন প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে লেখা অঙ্কুরের নিয়ম বিরুদ্ধ।

সে যাহা হউক, চৈতন্যের উপস্থিত ঘটনা সত্য হইলে, কার্য্য কারণ সম্বন্ধমূলক বলিয়া অনুভূত হয়।

রাজা মূর্খ সুতরাং অমূলক ভয়ে ভীত হইয়া উপদ্রব করিতে নিবৃত্ত হইল। কিন্তু দেশের সমাজ সেরূপ নহে, তাহার উপদ্রব কিছুই কমিল না। পক্ষান্তরে, বন্ধু বান্ধব বিহীন হইয়া সংসারে বাস অতীব কষ্টকর। সমাজচ্যুত হইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্মে থাকিলে পুত্র কন্যার বিবাহাদি দেওয়া কিরূপ ক্লেশকর, তাহা আমাদিগের পাঠকবর্গ বর্ত্তমান উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের অবস্থা দেখিয়া বিশেষ রূপে অবগত আছেন। সুতরাং যে জন্য উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকে পুত্র কন্যা হইলে মস্তক মুণ্ডন করিয়া পুনর্ব্বার সমাজে উঠেন, সেই জন্যই অটল বিশ্বাসী সংসারী গতরাগ চৈতন্য যে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

দ্বিতীয়তঃ, ভ্রাতার সন্ন্যাস গ্রহণ ও তাহাতে কি মাধুর্য্য আছে, কল্পনা দ্বারা তাহার ইয়ত্তা না পাওয়া।

তৃতীয়তঃ, বনিতা, মাতা প্রভৃতির প্রেমে মুগ্ধ হইয়া সময়ে সময়ে মনে সংসারাসক্তি বৃদ্ধি ও ঈশ্বরানুরাগের হ্রাস।

চতুর্থতঃ, ঈশ্বরপুরী ও কেশব ভারতীর জীবন্ত দৃষ্টান্ত ও উপদেশ।

পঞ্চমতঃ, বৈষ্ণবদিগের মূল গ্রন্থ ভাগবতের মতে নিরাশ্রমী উত্তম বৈষ্ণব হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়।

ষষ্ঠতঃ, জীবের দুঃখ দেখিয়া হৃদয় বিগলিত হওয়া।

সপ্তমতঃ, বৈষ্ণব সম্প্রদায়স্থ রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ তাঁহাদিগের সন্ন্যাস গ্রহণ।

অষ্টমতঃ, গৃহে সহানুভূতির অভাব। সুতরাং বনিতাদির প্রতি বিরাগ। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ চৈতন্য ভাগবতের একটী স্থল উদ্ধৃত হইল।

নিরবধি কৃষ্ণাবেশ প্রভুর শরীরে।
মহা বিপক্ষের প্রায় ব্যবহার করে॥
বুঝিতে না পারে আই পুত্রের চরিত্র।
তথাপি ও পুত্র দেখি মহা আনন্দিত॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি প্রভু করয়ে ক্রন্দন।
আই দেখে অশ্রুজলে ভরিল অঙ্গন॥
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলয়ে ঠাকুর।
বলিতে বলিতে প্রেম বাড়য়ে প্রচুর॥
কিছু নাই বুঝে আই কোন বা কারণ।
করযোড়ে গেলা আই গোবিন্দ শরণ॥

চৈতন্যের ন্যায় উন্নত হৃদয় লোক যে সামান্য যৌবনোন্মত্তা রসরঙ্গপ্রিয় বনিতা সহবাস বিষবৎ জ্ঞান করিবেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাঁহার হৃদয় ঈশ্বরপ্রেমে বিগলিত, পক্ষান্তরে বিষ্ণুপ্রিয়া যৌবনসুলভ হাস্য রস রত ও ইন্দ্রিয় সুখরত। বণিতাকে দর্শন করিলে, তিনি কৃষ্ণ প্রেম শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু বিষ্ণু প্রিয়া স্বামীর প্রেমের জন্য লালায়িতা। হয়ত অনেক সময়ে চৈতন্যের ভাব ভঙ্গী দেখিয়া তাঁহাকে উন্মত্ত জ্ঞান করিতেন ও তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর কৃষ্ণ প্রেম প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিতেন। একরূপ প্রকৃতির লোক ব্যতীত কখন বন্ধুতা জন্মে না। পক্ষান্তরে হয়ত বিষ্ণুপ্রিয়ার ভাবভঙ্গীতে তাঁহার বিরক্তিরই উদয় হইয়াছিল। বস্তুতঃ যে কারণ

বশতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায় স্বীয় বনিতা-নুরক্ত হয় না এবং মিসমেরী কার্পা-ন্টারের ন্যায় মহিলাগণ বিবাহ করিতে অসম্মতা সেই কারণ বশতঃ চৈতন্য পত্নী সহবাস ত্যাগী। বোধ হয় ইত্যাকার কারণ হইতে চৈতন্য সংসার ত্যাগ করার মানস করিলেন। বিশেষ তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ২৪ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। সুতরাং নবীন বয়োনিবন্ধন ঔদ্ধত্য দুরীভূত হইয়াছিল না। কল্পনা দ্বারা যাহা পরলোকে সুখকর ও জীবন সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিলেন কার্য্যেও তাহাই করিলেন। এই রূপ অবস্থাতে তিনি যে কএক দিবস গৃহে ছিলেন তাহাও গৃহ হীনের ন্যায়। আমরা এক্ষণে সেই অ-বস্থা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ফুল-লতিকার বিয়ে।

ফুল-লতিকার বিয়ে তোরা কে দেখ্‌তে যাবি
আয় লো!
দাঁড়াইয়া তরুবর, আছে বর মনোহর,
ঘটক সে প্রজাপতি, ঘুরিয়া আনন্দে অতি,
দুজনারে পায় লো।
লজ্জায় লতিকা বালা, হৃদয়ে মদন জ্বালা,
মুখ তুলে নাহি কিন্তু পতি পানে চায় লো;
সহবাসী লতাকুল, ভাবিয়া না পায় কূল,
হরিষে বিষাদে যেন হলো একি দায় লো।
মলয় পুরুত রাজ, আসিয়া সাধিল কাজ,
হাতে হাতে দুজনারে সঁপিল যেমন লো,
পরিণয় হয়ে গেল, লতিকা উঠিয়া এল,
ভাল বেসে এ উহারে করিল চুম্বন লো॥
মুকুল শাঁকের গায়, মধুকর আসে যায়,
ভাল দেখে বেছে তায় বাজাইছে ওই লো;
কি আনন্দ কুঞ্জবনে, লতিকা কামিনীগণে,
হাসি হাসি মধুভাষে বলিতেছে সই লো,
"পরিণয় সুধাময়
নবীনার কি হয় লো!
প্রবীনার বিয়ে হলে
তায় কিছু নয় লো।"

রতির সোহাগ।

১

পৌর্ণমাসী শশী, মরি, ফুটেছে গগণে,
হাসি তার খসে পড়ি হাসায় ভুবনে;
নদী তীরে শোভা করে, ফুল তরু থরে২,
খেলিছে গৌরব ঢেউ উঠিয়া পবনে।
এ হেন কানন মাঝে, প্রমোদ ভবন রাজে,
যুগলে যুগল কণ্ঠ বাঁধি প্রেম করে
অনঙ্গ অঙ্গুলি দিয়া, প্রিয়া কান দুস নিয়া,
দোলাইয়া হাসি হাসি সুখেতে বিহরে।

২

মদন ভাবিনী রতি সোহাগে গলিয়া
বলে "নাথ! দাও মোরে শশাঙ্ক ধরিয়া।"
হাসিয়া মদন কয় "এ চ (ও)য়া ত ভাল নয়
শশাঙ্কে কলঙ্ক আছে তাকি তুমি জান না?
নাহিক নিজের শোভা, জগজ্জন মনোলোভা,
রবি করে আলো করে তাকি তুমি মান না?
অমনি তুলিয়া কর, রসে যেন তর তর,
চিবুক ধরিয়া অর রতির তখন
"ধরেছি ধরেছি চাঁদ, নিষ্কলঙ্ক প্রেম ফাঁদ,
এইত শোভিছ প্রিয়ে—আপনি আপন।"

সমাজ তত্ত্ব।

উপক্রমণিকা।

সমাজ গঠন।

১। দয়ার সাগর পরমেশ্বর মনুষ্যকে নানাগুণে বিভূষিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মনুষ্য যাহাতে সচ্ছন্দে প্রাণ ধারণ করিয়া কালাতিপাত করিতে সক্ষম হয়, তন্নিমিত্তে উক্ত গুণাদির সামঞ্জস্য ভাব সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন।

২। মনুষ্য আপদ বিপদে পরিবেষ্টিত; কিন্তু বিপদ সঙ্ঘটন হইলে তাহা হইতে উদ্ধার পাইয়া ও তদ্দ্বারা শিক্ষা লাভ করিয়া স্বীয় জ্ঞান পরিচালনাপূর্ব্বক অবস্থার উন্নতি সাধন করণে তদীয় সুখ নির্ভর করে। বিনা পরিশ্রমে কোন প্রকার সুখই ভোগ করিবার উপায় নাই। মানসিক ও শারীরিক,মন ও শরীর চালনা দ্বারা সকল প্রকার অভাব দূরীকৃত হইতে পারে। এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, মনুষ্য শ্রমজীবী। সুখসম্ভোগার্থে পরিশ্রম করাই আবশ্যক। নৈসর্গীক ঘটনাদি দ্বারা যে সকল আপদ বিপদ ঘটিয়া থাকে, তাহাতেও মানব প্রকৃতির শ্রমজীবিতা গুণ রক্ষিত হয়। আমরা ঘোরতর বিপদের সহিত সংগ্রাম করিতে বাধ্য হই, কিন্তু তদ্দ্বারা সুফল সমুৎপাদিত হইয়া থাকে।

৩। মানব সমাজ প্রথমতঃ কোন বিজ্ঞান শাস্ত্রের উপদেশানুসারে চালিত হয় নাই। মানবগণ কেবল অভাব ও নানা প্রকার প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া সমাজের উপকারার্থে নানা প্রকার নিয়মাদি ও সুশৃঙ্খলা সংস্থাপন করিয়াছেন। এইরূপে কালক্রমে সমাজ-তত্ত্ব বা সমাজ বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইল। সমাজ তত্ত্বের কোন২ নিয়মাবলী অভিজ্ঞতা দ্বারা সত্য বলিয়া বোধ হইলেও সকল নিয়মেই যে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, আর কোন প্রকারে উন্নতি সাধন করা অসম্ভব, ইহা কখনই বলা যাইতে পারে না। মানব সমাজের শুভ কামনা পরবশ হইয়া অনেকানেক পণ্ডিত নানাবিধ নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন বটে, কিন্তু মানব প্রকৃতির সহিত অনৈক্য হওয়ায় প্রকৃত জ্ঞানবানেরা তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতেই স্পষ্ট রূপে প্রতীতি হইতেছে যে, মানব প্রকৃতিতে যে সকল প্রবৃত্তি বর্ত্তমান আছে,তৎপ্রতি দৃষ্টি না করিয়া সমাজ তত্ত্বের নিয়মাদি সংস্থাপন করিলে,তাহা কখনই সর্ব্বতোভাবে প্রচলিত হইবে না, এবং প্রচলিত হইলেও সর্ব্বত্র আদৃত ও স্থায়ী হইবে না।

পরিবার।

৪। সমাজ তত্ত্বের ভিত্তি মূল পরিবার মণ্ডলীতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। মানব প্রকৃতির নিয়ম এই যে, স্ত্রী পুরুষ উদ্বাহ বন্ধনে নিবদ্ধ হইয়া যাবজ্জীবন একত্রে বাস করে এবং যে পর্য্যন্ত সন্তানসন্ততি বয়ঃপ্রাপ্ত ও কর্ম্মক্ষম না হয়, তাহারা তাহাদিগের মাতা পিতা দ্বারা রক্ষিত ও প্রতিপালিত হইয়া থাকে। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। এই রূপে এক একটী পরিবার সংগঠিত হইয়া একত্র বাস করিলে মানব প্রকৃতির দয়া মায়া প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলি পরিচালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া মানবজাতির সুখ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এই প্রকারে কোন এক পরিবার

ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া একটী বংশ বা একটী বৃহৎ জাতি হইয়া উঠিতে পারে। আমরা সর্ব্বত্রই জাতিত্বের এই লক্ষন দৃষ্টি করিয়া থাকি যে, ক্ষুদ্র২ পরিবার সমবেত হইয়া এক জাতিত্ব প্রাপ্ত হয়। এই রূপ এক জাতীয় লোক হইলে বৃহৎ পবিবারভুক্ত ব্যক্তিদিগের ন্যায় অনেক বিষয়ে সম অধিকার হইয়া এক প্রকার আচার ব্যবহার পরতন্ত্র ও এক ভাষাবাদী হয়। অতি অল্প সংখ্যক জাতির আদিম উৎপত্তি বিষয়ক ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু তাহাদের শারীরিক, মানসিক ও অন্যান্য লক্ষণাদির পরস্পর সম্য ও বৈষম্য ভেদে প্রায়ই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, অমুক দেশীয় লোক অমুক জাতি বা অমুক বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

৫। উদ্বাহ বন্ধনে নিবদ্ধ হইলে সুখোৎপত্তি ও সমাজের মঙ্গল সাধিত হয়। অতএব পরিণয় পাশে বদ্ধ হওয়া যে প্রাকৃতিক ও ঐশ্বরিক নিয়ম, তাহা বিলক্ষন অনুভূত হয়। নিকৃষ্ট জন্তুদিগেব মধ্যে দৃষ্ট হয় যে, যে সকল জন্তু প্রসব হইবা মাত্র মাতা পিতার অধীন না হইয়া স্বাধীন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেই২ জন্তু দাম্পত্য প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া যুগল ভাবে একত্র বাস করে না; কিন্তু যে সকল জন্তু প্রসব হইয়া অতি কোমল অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং মাতা পিতার রক্ষণাবেক্ষণ ব্যতিত জীবন ধারনে অক্ষম, সেই জাতীয় জন্তু যত অল্প হউক না কেন, স্ত্রী পুরুষের ন্যায় যুগ্ম হইয়া একত্র বাস করে। মনুষ্যজাতির মধ্যে স্ত্রীলোকেরা প্রসবজনিত দুর্ব্বলাবস্থায় বহুকাল পর্য্যন্ত থাকে বলিয়া উদ্বাহ প্রথাটী বিশেষ রূপে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে এবং এজন্যই প্রকৃতি যেন স্বয়ং যত্নবতী হইয়া পরিণয়-বৃত্তি-বীজ মানব হৃদয়ে রোপণ করিয়া দিয়াছেন।

৬। অপত্য স্নেহ থাকাতেই সন্তান সন্ততি মাতা পিতা কর্তৃক রক্ষিত ও প্রতিপালিত হইয়া থাকে। সন্তানের প্রতি মাতা পিতার স্নেহ স্বার্থশূন্য,ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। মাতা পিতা সন্তানের নিমিত্ত পরিশ্রম করেন, দুঃখভোগ করেন এবং সচ্ছন্দ মনে তাহাদিগকে শিক্ষা দান করিয়া থাকেন। তাঁহারা পৃথিবীস্থ অন্যান্য ব্যক্তির প্রতিযোগী এবং কতক পরিমাণে স্বার্থ-সাধনকারী, কিন্তু পরিবারের মধ্যে তাঁহাদের এতাদৃশ কোন ভাবই লক্ষিত হয় না, কিন্তু ঐশিক দয়ার বিমল জ্যোতিঃ ও গূঢ়ভাব পরিবার মণ্ডলীতে সুপ্রকাশিত হইয়া মনুষ্যত্বের ভাবী গৌরবের চিহ্ন প্রদর্শন করে। বিবাহ দ্বারা মাতা পিতা যে সম্বন্ধে একত্রিত হন, তাহা যদি না হইত, তবে মানবজাতি এই পারিবারিক সুখ হইতে এককালে বঞ্চিত হইত।

৭। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া যেমন ক্ষুদ্র পরিবার গঠিত হয়, তদ্রূপ ক্ষুদ্র২ পরিবার সমবেত হইয়া বিস্তৃত সমাজ বা জাতিবন্ধনে একত্রিত হইয়া থাকে। যে সকল নিকৃষ্ট জন্তু একাকী বাস করে, তাহারা স্ব২ প্রয়োজনীয় বিষয় প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত অন্যের উপর নির্ভর করে না; কিন্তু ইহাও দেখা যায় যে, অনেক জাতীয় জন্তু একত্র বাস ও আহারাদি করিতে ভাল বাসে। এইরূপে মনুষ্যও প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সামাজিক জীব হইয়া উঠেন; সম প্রকৃতি জীবের সহবাসে সুখানুভব করেন, এবং এইরূপ বাস করাতে তাঁহাদের নিজেরও বিস্তর উপকার হয়।

এইরূপে অন্যান্য সম্ভাব্য বিষয়ে তাঁহারা পরস্পরের উপর পরস্পর নির্ভর না করিয়া সুখ সচ্ছন্দে সমাজবদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করেন; কেহ২ আবার ভ্রষ্ট ভাবের পরতন্ত্র হইয়া নিভৃত স্থানে একাকী বাস করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; অতি অল্প লোককে এই অবস্থায় সুখী দেখা যায়। এবং তাহাদের দ্বারা জনসমাজের উপকার সাধিত হয় কি না সন্দেহ।

৮। মানবজাতীয় সকল সমাজস্থ লোকেরই মনের ভাব ও আচার ব্যবহারাদি এক প্রকার হওয়াতে পরস্পর সহবাস তুষ্টিকর হয় এবং ভিন্ন২ প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা থাকাতে মানবজাতির পরস্পর বিচ্ছেদের সম্ভাবনা থাকে। সকলেই এই বিষয় স্বীকার করেন যে, যদি এক জাতীয় বা এক সমাজস্থ লোকের স্ব২ বিশেষ২ প্রবৃত্তি কিয়ৎ পরিমাণে সংযত করিয়া সম প্রকৃতি জীবের প্রতি উদার ভাব প্রদর্শন করেন, তাহা হইলেই সমাজ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ, নচেৎ বিপ্লুত হইয়া যায়। এই রূপেই সমাজ স্থায়ী অথবা চূর্ণীকৃত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক ব্যক্তির সত্ব ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

৯। জগদীশ্বর মনুষ্যকে যেমন জীবন দিয়াছেন, তদ্রূপ উপযুক্ত উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন রক্ষা করণের ক্ষমতাও প্রদান করিয়াছেন। ক্ষমতা পরিচালনা করিবার ক্ষমতা থাকিলে যদি স্বাধীন ভাবে তাহা চালনা করা না যায়, তবে ক্ষমতা থাকা না থাকা উভয়ই সমান। প্রত্যেক মনুষ্য যে দেশীয় বা যে বর্ণ বিশিষ্ট হউক না কেন, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তাঁহার নিজ-ব্যক্তিত্বের উপরে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার। এইক্ষণে সুসভ্য ও স্বাধীন জাতীয় লোকেরা স্বীকার করিয়া থাকেন যে, মনুষ্য স্বাধীন হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এই স্বাধীনতা মনুষ্য বিক্রয় করিতে বা অন্যে অর্পণ করিতে পারেন না। যে পর্য্যন্ত তিনি সদাচরণ করেন এবং প্রতিবাসীর অনিষ্ট না করেন, সে পর্য্যন্ত বিচারানুসারে কেহই তাঁহার স্বাধীনতা হরণ করিতে সক্ষম নহে। কোন ব্যক্তি দীর্ঘকাল বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক অপরের কর্ম্ম করিবে বলিয়া চুক্তি করিতে পারেন, তথাচ তিনি আপন ব্যক্তিত্বের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইবেন না, এবং তিনি আপনার পরিশ্রমের ফল ভোগ করিবেন ও তাঁহার পারিবারিক নিয়মাদির প্রতি হস্তার্পণ করিতে কাহারও অধিকার নাই। ব্যবহার শাস্ত্রে ইহাকে সামাজিক স্বাধীনতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। রাজ্য নিয়মাদির দ্বারা এই স্বাধীনতা কতক পরিমাণে বঞ্চিত হইয়া থাকে।

১০। সর্ব্ব সাধারণের উপকারার্থে যে সকল রাজ নিয়ম সংস্থাপিত হয়, তাহাতে সকলকে সমভাবে দৃষ্টি করা আবশ্যক। ধনবান ও বলবানের জীবন যদ্রূপ, অতি শিশু ও ভিক্ষুকের জীবনও তদ্রূপ আদরণীয়। ধনবানের বিপুল ঐশ্বর্য্য রক্ষা করা যেরূপ উচিত, অতি দীনহীন ব্যক্তির সামান্য বিষয় রক্ষা করা তদ্রূপ উচিত। সকলেই স্বকীয় বিষয় চালাইবার নিমিত্ত স্বাধীন স্বকীয় ব্যবসা মনোনীত করিতে স্বাধীন, বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদাদি মনোনীত করিতে স্বাধীন। আত্ম সম্ভ্রম বা আত্ম প্রেম যাহা মঙ্গল অভিপ্রায় সাধন করিবার নিমিত্তে পরিচালিত হয়, তাহা সকল মনুষ্যের সমভাবে রক্ষিত

হওয়া আবশ্যক। এই সকল স্বত্ব আমাদের আছে। ইহা সহজেই আমাদের মনে উদিত হয় এবং সকলেই এক ভাবে সমান। মনুষ্যের বিশেষ২ গুণ থাকাতে ও সুসময় প্রাপ্ত হওয়াতে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কেহ২ অন্যের উপর আধিপত্য স্থাপন করেন, কেহবা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে নিকৃষ্টাবস্থা প্রাপ্ত হন বলিয়া জীবনের স্বাধীনতা, আত্ম সম্ভ্রম ও অন্যান্য স্বত্বের সামঞ্জস্যতা বিনষ্ট করেন ; ইহা কথনই উচিত নহে।

১১। সমাজে যে রূপ প্রত্যেক ব্যক্তির স্বত্ব আছে, তদ্রূপ তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মও নির্দ্ধারিত আছে। কোন ব্যক্তি কিম্বা তাঁহার পরিবার যেন অন্যের গলগ্রহ না হন, তন্নিমিত্তে তাঁহার ও তাঁহার পরিবারের অভাব দূর করা তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজ কর্ত্তৃক স্থাপিত ব্যবস্থা ও নিয়মাদির দ্বারা রক্ষিত হন বলিয়া, আচার ব্যবহারে উক্ত নিয়মাদি পালন ও সম্মান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সমাজ তাঁহাকে কতকগুলি স্বত্ব নির্ব্বিরোধে ভোগ করিতে দিয়াছে, সুতরাং যদি তিনি উক্তরূপে স্বত্ববান্ হইয়াও আপনার ও পরিবারের প্রতিপালন না করেন, তবে তিনি সমাজের নিকটে প্রবঞ্চনা দোষে দোষিত হইবেন। যদি সকলেই উক্তরূপ কার্য্য করেন, তবে সমাজ স্থায়ী না হইয়া চূর্ণিকৃত হইবে। অতএব সমাজ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সামাজিক নিয়মাদি পালন করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

১২। স্বাধীন লোকেরা সমবেত হইয়া যদি প্রত্যেক ব্যক্তি উপযুক্ত বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক সমাজের মঙ্গলার্থে কোন কার্য্য করেন এবং প্রত্যেকে সর্ব্ব সাধারণের মঙ্গলার্থে যে নিয়মাবলি স্থাপিত হয়, তাহা প্রতিপালন করেন, তবে সেই সমাজকেই সম্পূর্ণ অবয়ব বিশিষ্ট বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক যাহারা প্রতিবাসির উপর নির্ভর না করিয়া আপনাদিগকে আপনারা প্রতিপালন করিতে অক্ষম, এমন দুর্ব্বল ও পীড়িত লোক শূন্য কোন সমাজ হইতে পারে না। অতএব সবল ও তেজঃস্বীদিগের উচিত যে, তাহারা নিরুপায় ব্যক্তি দিগকে দয়া করিয়া কোন নিয়মানুসারে সাহায্য করত তাহাদের দুঃখের উপশম করেন। মানব শরীর ধারণ করিলে দুর্ব্বলতা ও পীড়ার সহিত অভেদ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, অতএব নিরুপায় ব্যক্তিদিগের পক্ষে সমপ্রকৃতি জীবের সাহায্য গ্রহণ করা কোন প্রকারে উপযুক্ত নহে। ইহাও স্বীকার করা উচিত যে, যাহারা আপনাদিগকে প্রতিপালন করণার্থে সর্ব্বদা প্রস্তুত, কিন্তু আকস্মিক ঘটনা দ্বারা দূরবস্থায় পতিত হইয়া কার্য্য করিতে বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগের স্বভাবও কোন রূপে দোষণীয় নহে, এমন ব্যক্তি দিগকে ভ্রাতৃভাবে সাহায্য করা উচিত। তথাচ আমাদিগের এই গুরুতর বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য যে, প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় কার্য্য পরিশ্রম ও সততা সহকারে নির্ব্বাহ করিয়া নিজের প্রতিপালন ও সমাজের উপকার সাধন করিতে পারিলেই সমাজের মঙ্গল।

১৩। প্রত্যেক ব্যক্তির সমাজ ও নিজের উপকারার্থে পরিশ্রম করা উচিত। যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহার যুক্তি সিদ্ধতা এইরূপে প্রদর্শিত হইতে পারে। কোন ব্যক্তি আপনার ন্যায় অন্য ব্যক্তিকে কর্ম্মক্ষম দৃষ্টি করিলে তাহার এই

হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, তাহারা উভয়েই কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে এই জগতে প্রেরিত হইয়াছেন। যদি কেহ এমন অবস্থায় অলস হইয়া আপনার ভার অন্যের উপর নিক্ষেপ করেন,কিম্বা অপরের যাহা লভ্য তাহা গ্রহণ করেন,তবে তিনি সম প্রকৃতি ও সামাজিক ব্যক্তির গলগ্রহ হইয়া তাঁহার সুখে কালযাপন করিবার বাধা জন্মাইবেন। অতএব অলস হইয়া দিনপাত করা কাহার পক্ষে সঙ্গত নহে। কর্ম্ম করিবার সুযোগ নাই এমন আপত্তি সর্ব্বদা শ্রবণ যোগ্য নহে, কেননা ভ্রাতৃ প্রেম ব্যতিত যাহারা কর্ম্ম করিতে অনিচ্ছুক, তাহাদিগকে কর্ম্ম যোগাইয়া দিবার নিমিত্ত সমাজ সর্ব্বদা বাধিত নহে। অতএব অলস দিগকে নিরুৎসাহ ও দণ্ড প্রদান করা সমাজের অসঙ্গত ব্যবহার নহে।

১৪। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতি ও রাজ নিয়মাদি প্রতিপালন করা যুক্তি সিদ্ধ। অসভ্য অপেক্ষা সভ্য সমাজে বাস করা কর্ত্তব্য। অতএব সমাজ যাহাতে সভ্য হইয়া উঠে,তদ্বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তির যত্ন করা আবশ্যক। রাজ নিয়ম ও সত্য ধর্ম্মের বিশুদ্ধ শিক্ষা উপেক্ষা করাই অসভ্যতা। অলস হইয়া বাস করিলে যেমন সমাজের অনিষ্ট করা হয়, তদ্রূপ রাজনিয়ম ও ধর্ম্মনীতির উপদেশ লঙ্ঘন করিলে সমাজের অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। অতএব দণ্ড প্রদানে সকল প্রকার মন্দ ব্যবহার ও দুষ্টতা নিবারণ করা অত্যাবশ্যক। সর্ব্ব সাধারণের বিচার প্রকাশ দ্বারা কোন২ মন্দ কার্য্য নিবারণ করা উচিত এবং অন্যান্য দুষ্টতা বিচার কর্ত্তা,কারাগার ও বিচারালয় স্থাপন দ্বারা নিবারণ করা কর্ত্তব্য। এই সকল উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক পাপস্রোত প্রতিরোধ করা সৃষ্টি কালাবধি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে এবং প্রত্যেক স্বাধীন সমাজের এই সকল উপায় অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক।

১৫। কোন২ রাজনিয়ম উন্নত সমাজের উপযোগী নহে বলিয়া তাহা যে পর্য্যন্ত উপযুক্ত শাসনকর্ত্তৃগণ দ্বারা রহিত হইয়া তৎপরির্ত্তে সুনিয়ম স্থাপিত না হয়, সে পর্য্যন্ত বলপূর্ব্বক লঙ্ঘন না করিয়া উক্ত নিয়মের বশীভূত হওয়া আবশ্যক; তদন্যথা হইলে বিশৃঙ্খলা ঘটিবার ও তদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। রাজ নিয়ম অসম্ভ্রম করা ঘোরতর অজ্ঞানতার চিহ্ন, যেহেতুক তদ্দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির স্বত্ব, মান, সম্ভ্রম ও জীবন ইত্যাদি সুরক্ষিত হইয়া থাকে। কোন রাজনিয়ম অনুপকারী হইলে তাহার দোষাদোষ বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবস্থাপক সমাজ কর্ত্তৃক তাহা সংশোধিত বা রহিত হওয়া আবশ্যক।

আত্মচিকিৎসা।

আজ কাল বাঙ্গালা চিকিৎসা অনেক স্থান হইতে উঠিয়া গিয়াছে; কিন্তু তত্তৎস্থানে যে প্রয়োজন হইলেই ডাক্তার পাওয়া যায়, এমত নহে; সুতরাং বহু সংখ্যক হাতুড়ে ডাক্তার প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তাহাদিগের চিকিৎসা ব্যবসায় জানা দূরে থাকুক, অনেকে রীতিমত বাঙ্গালা পড়িতে জানে না। কোন বিশ্বস্ত সূত্রে শুনা গিয়াছে যে, এক জন স্কুলের মালী মাষ্টের অবকাশ মতে

নিকটবর্ত্তী এক চিকিৎসালয়ে গিয়া বসিয়া থাকিত। কালে সেই স্থানে মারিতস্থ হওয়ায় সে এক জন ডাক্তার হইল। এরূপ অনেক ডাক্তার হইয়াছে ও হইতেছে। রোগ শান্তির জন্য ইহাদিগের হস্তে জীবন সমর্পণ করা রোগীর পক্ষে তৈলকটাহ হইতে অনলে পড়া মাত্র। এতদ্ভিন্ন অনেকে এমন অবস্থায় পড়িয়া থাকেন যে, তথায় চিকিৎসক, বাঙ্গলা কি ইংরাজী, কিছুই পাওয়া যায় না।

হাতুড়ে বৈদ্যের হাতে আত্ম বিসর্জ্জন ও দুর্গম স্থানে বিনা চিকিৎসায় কষ্ট নিবারণার্থে আমরা সামান্য২ অথচ সচরাচর যে সমস্ত রোগ ও অকস্মাৎ হস্ত পদ ভঙ্গ ইত্যাদি যে সমস্ত দুর্ঘটনা হয়, তাহার চিকিৎসা প্রকটন করিয়া মাসে২ জ্ঞানাঙ্কুরে প্রকাশ করিব স্থির করিয়াছি। ইহাতে এরূপ সরল ভাষা ব্যবহার করা যাইবে যে, তাহার অর্থ বোধে কাহারও কষ্ট না হয়।

১। সর্দ্দি।

সর্দ্দির ন্যায় সাধারণ রোগ আর প্রায় দেখা যায় না। এমন লোক নাই যাহার বৎসরে দু একবার সর্দ্দি না হইয়া থাকে। এমন লোক নাই যে সর্দ্দির কোন না কোন ঔষধ না জানে। কেহ কেহ বলে সর্দ্দি হইলে কাঁচা জলে স্নান করা উচিত, তাহা হইলে সর্দ্দি ঝরিয়া যায়; কেহ বলে স্নান না করাই ভাল। চা প্রচলিত হওয়া অবধি, যাঁহারা ইংরাজী জানেন, তাঁহারা চাকেই সর্দ্দির এক অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া জানেন। যাহারা অহিফেন খায় তাহারা সর্দ্দি হইলেই লোককে অহিফেন খাইতে কহে, যাহারা সুরাপানাশক্ত তাহারা সুরাকেই সর্দ্দির অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া থাকে। অতএব যে স্থলে এরূপ মত ভেদ, সে স্থলে এবিষয়ে স্বরূপ তত্ত কি, জানিতে অনেকেরই ইচ্ছা হইতে পারে। এই হেতু আমরা সর্ব্ব প্রথমেই সর্দ্দির লক্ষণ, উৎপত্তির কারণ ও চিকিৎসার বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

লক্ষণ। সর্দ্দির প্রারম্ভে নাক, টাকরা জ্বলে, হাঁচি হয় পরে নাক দিয়া শ্লেষ্মা নির্গত হয়, মাথা ধরে, চক্ষু হইতে জল পড়ে, ও ঘ্রাণ ও আস্বাদন শক্তির হ্রাসতা জন্মে; শরীর কিঞ্চিৎ গরম হয়, নাড়ী বেগবতী হয়, ঘর্ম্ম কম হয় ও কখন২ মল বদ্ধ হয়।

উৎপত্তির কারণ। শরীরের অঙ্গ ও স্থান সমূহের এরূপ নিয়ম আছে যে, কোন একটীর কার্য্য বন্ধ হইলে, অপর একটী সেই কার্য্য করে। ঘর্ম্ম ও প্রস্রাবে তাহার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ আছে। গ্রীষ্মকালে শরীর ঘামে এজন্য প্রস্রাব কম হয়। শীতকালে শরীর ঘামিতে পায় না এজন্য প্রস্রাবের আধিক্য হয়। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন অল্পে২ হয়, সুতরাং তাহাতে কোন অসুখ হয় না। কিন্তু যদি কার্ত্তিক মাসে হঠাৎ এক দিবস অধিক শীত পড়ে, তাহা হইলে অনেকেরই সর্দ্দি হয়। ইহার কারণ এই, যে রূপ ঘর্ম্ম বন্ধ হয়, প্রস্রাব সে পরিমাণে বাড়ে না, সুতরাং শরীরের রস অন্য পন্থা দিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করে। যদি নাক দিয়া বাহির হয়, তবে সর্দ্দি হইল, মলের সহিত বাহির হইলে পেটের পীড়া অর্থাৎ রক্তামাশয় বা Diarrhœa হইল, ফুস্ ফুস্ দিয়া বাহির হইলে জল কাসি হইল। মোদ্দা সে রসটুকু নির্গত হইবেই হইবে।

শীতকালের প্রারম্ভে অধিক লোকের

সর্দ্দি হয়। তাহার কারণ এই যে, রাত্রির প্রথম ভাগে তাদৃশ শীত অনুভূত হয় না,সুতরাং সামান্য কাপড় গায়ে দিয়াই লোকে শয়ন করে, পরে শেষ রাত্রে হয় ত নিদ্রার ঘোরে শীতের আধিক্য টের পায় না, অথবা টের পাইয়াও আলস্য ক্রমে শয্যা ত্যাগ করিয়া গরম বস্ত্র লয় না। এই কারণে চর্ম্মের ক্রিয়া অর্থাৎ ঘর্ম্ম বন্ধ হয়, প্রস্রাব তৎক্ষণাৎ অধিক হয় না, সুতরাং অন্য কোন স্থান দিয়া শরীরের রস নির্গত হইবার চেষ্টা করে। এই কারণে শীতকালে রক্তামাশয় বা Diarrhœa অধিক হয়।

দ্বিতীয়তঃ, চক্ষুতে যেমন কোন পদার্থ পড়িলে চক্ষু রক্তবর্ণ হয় ও চক্ষু হইতে জল ঝরে, সেই রূপ নাসারন্ধ্রেও কোন পদার্থ পড়িলে নাসারন্ধ্রের চর্ম্ম রক্তবর্ণ হয় ও তাহা হইতে জল ঝরে এবং তাহাই সর্দ্দি। নস্য লইলে হাতে২ ফল পাওয়া যায়। এই কারণ প্রযুক্ত অনেকক্ষণ ধুলাময় রাস্তায় চলিলে সর্দ্দি হয়। অনেকে সর্দ্দি হইলে নস্য গ্রহণ করেন কিন্তু নস্যে সর্দ্দির আধিক্যই হয়, উপসম হয় না।

তৃতীয়তঃ। চক্ষের সহিত নাসারন্ধ্রের চর্ম্মের এরূপ সম্বন্ধ আছে যে, উভয়কেই এক চর্ম্ম বলা যায়। ধূঁয়ায় বসিয়া থাকিলে, রোদন করিলে, অথবা চক্ষে কোন কিছু পড়িলে চক্ষু ও নাসিকা উভয় স্থান হইতে জল নির্গত হয়। এই জন্য অনেকক্ষণ রৌদ্রে থাকিলে চক্ষু উত্তপ্ত হইয়াও কখন২ সর্দ্দি হইয়া থাকে।

চিকিৎসা। শরীরের রস নির্গত হইবেই হইবে কিন্তু সে যে পথ দিয়া নির্গত হইতে চাহে, চিকিৎসক তাহাকে তথা হইতে নির্গত হইতে না দিয়া পথান্তরে লইয়া যান। যথা সর্দ্দিতে কষ্ট হইতেছে এজন্য চিকিৎসক জোলাপ দিয়া সে রসকে নাসিকা হইতে উদরে লইয়া যান এবং তথা হইতে মলের সহিত নির্গত করান এবং প্রস্রাব বৃদ্ধি হয় এমত ঔষধ দিয়া মুত্রের সহিত নির্গত করাইতে পারেন, ও ঘর্ম্মকারক ঔষধ দ্বারা চর্ম্ম দিয়া তাহাকে বাহির করিয়া দিতে পারেন। বস্তুতঃ সর্দ্দির এই ত্রিবিধ মাত্র ঔষধ আছে। ১ম জোলাপ; ২য় মুত্রকারকঔষধ; ৩য় ঘর্ম্মকারক।

১। জোলাপ নানাবিধ আছে, তন্মধ্যে এরণ্ডতৈলই (ক্যাষ্টারয়এল) সর্ব্বোৎকৃষ্ট,কারণ এরণ্ডতৈল সর্ব্ব স্থানেই পাওয়া যায়, সস্তা ও সেবনে কোন অপকার হয় না। বয়ঃপ্রাপ্ত লোকদিগের পক্ষে মাত্রা অর্দ্ধ ছটাক, এক বৎসরের ন্যূনবয়স্ক শিশুর পক্ষে ১ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম পর্য্যন্ত।

২। সোরা খাইলে প্রস্রাব হয়। ৫ রতি দিনে তিনবার জলের সহিত সেবন করিলে বিলক্ষণ প্রস্রাবাধিক্য হয়। এক বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালকের পক্ষে অর্দ্ধরতি হইতে এক রতি মাত্রা। বেণের দোকান মাত্রেই সোরা পাওয়া যায়।

৩। ঘর্ম্মকারক ঔষধ নানা রকমের আছে। গরম২ চা সেবন করিয়া ক্ষণকাল কম্বল বা লেপ গায়ে দিয়া থাকিলে বিলক্ষণ গা ঘামে। চা খাইয়া গায়ে লেপ দিয়া খুব গরম জলে কিছুক্ষণ পা রাখিলে আরও ঘাম হয়। এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত ঔষধগুলি সকলি ঘর্ম্মকারক। কিন্তু যদি চা প্রভৃতিতে সর্দ্দি সারিয়া যায়, তবে

আর সেগুলি ব্যবহার না করাই ভাল।

ইপিক্যাকয়্যানা চূর্ণ। মাত্রা, শিশুর পক্ষে এক রত্তির চতুর্থাংশের এক অংশ হইতে অর্দ্ধ রতি পর্য্যন্ত, প্রাপ্তবয়স্কদিগের পক্ষে ৩ রতি পর্য্যন্ত।

ভাইনম্‌ইপিক্যাক্‌। মাত্রা, শিশুর পক্ষে এক বিন্দু হইতে পাঁচ বিন্দু, প্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে ১০ হইতে ৩০ বিন্দু।

ডোভার্স পাউডার। প্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে মাত্রা ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত, শিশুকে এ ঔষধ দেওয়া অবিধেয়। কারণ ইহাতে অহিফেণ আছে। সর্দ্দির ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ বোধ হয় আর নাই।

এ সমস্ত ঔষধ খালি পেটে দিনে দুই বার কি তিন বার সেবন করাই নিয়ম। খালি পেটে না খাইলে বমি হইয়া যায়।

ইহা ভিন্ন আর যেং ঔষধ আছে, তাহা এ স্থলে বলিবার প্রয়োজন নাই। উপরিউক্ত উপায়ে যদি সর্দ্দি না আরোগ্য হয়, তবে রীতিমত চিকিৎসককে দেখান উচিত।

সামান্য কাস বা জলকাসী।

নিশ্বাস গ্রহণ কালে নাসারন্ধ্রে যে বায়ু প্রবেশ করে, তাহা শরীরে যাইবার জন্য কতকগুলি নলের ন্যায় পথ আছে। এই সমস্ত নল সমান নহে। নাসারন্ধ্র হইতে বায়ু প্রথমতঃ যে নলে যায়, সেটী সর্ব্ববৃহৎ। তাহার দুই শাখা আছে, আবার এই দুই শাখার শাখা-শ্রেণী আছে। বস্তুতঃ এই নলশ্রেণীর সহিত বৃক্ষের সাদৃশ্য এত অধিক যে, ইংরাজীতে উহাকে কখনং বৃক্ষ* বলিয়া থাকে।

* Bronchial tree.

শরীরের কোন স্থানের ক্রিয়া বন্ধ হইলে যে রূপ নাসারন্ধ্রের চর্ম্মের উপর সেই ক্রিয়া পড়ে, সেইরূপ এই নল সমূহের চর্ম্মের উপরও সেইং ক্রিয়া পড়িতে পারে। সচরাচর সর্দ্দি ও কাস এককালীন বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়। সর্দ্দির উৎপত্তির যে কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সামান্য কাসীও সেইং কারণে উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহার চিকিৎসাও সর্দ্দির চিকিৎসার ন্যায়।

উপরে যে কাসের বর্ণনা করা গিয়াছে তাহা বড়ং বায়ু নলের পীড়া ব্যঞ্জক। কিন্তু অতি ক্ষুদ্রং বায়ু নলের পীড়া হইলে রীতিমত চিকিৎসক আনাইয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। কারণ সে অতি গুরুতর পীড়া। যদি রোগীর নিশ্বাস ছাড়িতে কষ্ট হয়, কাসীর সহিত ইটের রক্তের ন্যায় গয়ার উঠে, বুকে বেদনা হয় ও অতিশয় জ্বর ও রাত্রে নিদ্রা বন্ধ হয়, তাহা হইলে এই ক্ষুদ্রং নলের পীড়া হইয়াছে জানিতে হইবেক।

হাঁপকাস বা শ্বাসকাস।

লক্ষণ। নিশ্বাস প্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট, রোগী হয় বসিয়া থাকে, নতুবা দাঁড়াইয়া থাকে, এক ভাবে অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না, কিরূপে থাকিলে সুস্থ থাকিবে, একেং তাহাই অনুসন্ধান করিতে থাকে। রোগীর নিকটে বসিয়া থাকিলে তাহার গলা ও নাসিকা হইতে বাঁশীর শব্দের ন্যায় শব্দ শুনা যায়। নাড়ি ক্ষীণ হয়, শরীর হীম হয় ও কখনং ঘামে ভিজিয়া যায়, চক্ষু মস্তং দেখায়, কখনং কাল হয় ও সমস্ত মুখ কাল হইয়া উঠে। এই রূপ দুই তিন দিবস থাকিয়া আপনা আপনিই আবার কম পড়িয়া যায়।

কেহং হাঁপকাসকে পুরুষানুক্রমিক

বলেন। যাহারা এই রোগগ্রস্ত তাহাদিগের কাসীর পালা নানাবিধ কারণে আসিতে পারে। নাকের মধ্যে ধূলা, বালি ইত্যাদি প্রবেশ করিলে অথবা অজীর্ণ হইলে, কিম্বা অতিশয় ভোজন করিলে হাঁপের পালা আসিতে পারে।

ইহার চিকিৎসা দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। পালার সময় এক প্রকার ও পালা অন্তে এক প্রকার। পালা উপস্থিত হইলে যে সমস্ত প্রকরণ অবলম্বন করিলে শান্তি লাভ হয়, তাহাই এস্থলে বিবৃত হইবে। পালা অন্তের চিকিৎসা রীতিমত চিকিৎসক দ্বারা করান উচিত।

যদি অতি ভোজনের দরুণ হাঁপের পালা উপস্থিত হইয়াছে বোধ হয়, তাহা হইলে যাহাতে বমন হয়, তাহাই দেওয়া কর্ত্তব্য। এক কাঁচ্চা ওজনে রাইসরিষার গুঁড়া ও অর্দ্ধ পোয়া জল একত্র করিয়া একেবারে সেবন করিলে বমি হয়। ২০ গ্রেণ হইতে ৪০ গ্রেণ সল্‌ফেট অব্ জিঙ্ক অর্দ্ধ পোয়া জলের সহিত সেবন করিতে দিলেও বমন হইবেক। অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে ভাইনম্ ইপীক্যাক্ অর্দ্ধ ছটাক জলের সহিত সেবন করিলেও বমি হইবে। বালকের জন্য এক ড্রাম ভাইনম্ ইপীক্যাক্ একটু মিশ্রী বা চিনির সরবতের সহিত সেবন করিতে দিবেক।

যদি মলবদ্ধ হইয়া হাঁপের পালা উপস্থিত হইয়াছে বোধ হয়, তাহা হইলে বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। বিরেচক ঔষধ কি কি ভাল ও কি পরিমাণে সেবন করা উচিত, তাহা সর্দ্দির চিকিৎসা প্রকরণে বলা হইয়াছে।

এই দুয়ের কোন উপায়ে যদি হাঁপ নিবারণ হয় ভালই, নচেৎ, রোগীকে ১০ গ্রেণ আইওডাইড অব্ পোটাসিয়ম্ (Iodide of Potassium) আদ্ ড্রাম সলফিউরিক ইথার (Sulphurio æther) অর্দ্ধ ছটাক জলের সহিত পান করিতে দিবেক। যাহারা তামাক খায় তাহাদিগকে খরসান (দোক্তা) তামাক সাজিয়া খাইতে দিলে যে গা বমি২ করিয়া উঠে অমনি হাঁপ কম পড়িয়া যায়। যাহারা স্বভাবতঃ তামাক না খায়, তাহারা দু এক টান টানিলেই উপকার পাইবার সম্ভব। ধূতুরার শুষ্ক পত্র সাজিয়া বা চুরট করিয়া খাইলে বিশেষ উপকার হয়। কিন্তু ধুতুরার পাতা ভাল করিয়া বাছিয়া লওয়া অত্যাবশ্যক। যদি তাহাতে ধুতুরার বীজ থাকে, তাহা হইলে হিতে বিপরীত হইতে পারে, কারণ ধুতুরার বীজ বিষাক্ত পদার্থ। ব্লটিং কাগজ সোরার জলে ভিজাইয়া পুনরায় তাহাকে শুষ্ক করিয়া সাজিয়া বা চুরট করিয়া খাইলে, বিশেষ উপকার হইবার সম্ভব।

যে কাসরোগে গয়ারের সহিত তাজা রক্ত নির্গত হয়, তাহার চিকিৎসা সুবিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা সর্ব্বতোভাবে করা উচিত।

আর এক প্রকার কাস আছে, তাহাতে রোগী হঠাৎ কাহিল হয় না, কিন্তু দিন২ বলের হ্রাসতা হয়। বৈকালে মুখ, চক্ষু রক্তবর্ণ হয় ও অল্প২ জ্বর বোধ হয়; রাত্রি কালে ঘর্ম্ম হয়; অন্ন সুচারুরূপে পরিপাক হয় না। মধ্যে২ উদরাময় হয় ও সেই সময় কাস কম পড়ে। এরূপ রোগ অতি ভয়ানক এবং ইহার সূত্রেই সুচিকিৎসা করা অতিশয় প্রয়োজনীয়।

ধর্ম্ম সমাজ বন্ধনের মূল।

মনুষ্য সমষ্টির নাম সমাজ। সমাজাবদ্ধ হইয়া বাস আমাদিগের প্রকৃতি সিদ্ধ। যেমন গর্ভস্থ শিশুর হস্তপদাদি দেখিলে অনুভূত হয়, সে চির দিন সংকীর্ণ জরায়ু শয্যাতে না থাকিয়া হস্ত পদ পরিচালনোপযোগী জগতে ভূমিষ্ঠ হইবে, সেই রূপ মানসিক ভাব পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয়, সমাজে বিচরণ করিবে। দয়া, ন্যায়পরতা, স্নেহ, ভক্তি, প্রেম, কাম প্রভৃতি মানসিক ও শারীরিক বৃত্তি স্বভাবজ; সুতরাং এ সমুদয় চরিতার্থ করিবার বিষয় সমাজও স্বভাবজ বলিতে হইবে। পরস্পরোপযোগিতা জগতের যাবতীয় বিষয়ের ধর্ম্ম। বিষয়ী বৃত্তিনিচয়কে প্রাকৃতিক বলিলে, এই সাধারণ নিয়মানুসারে তৎসমুদয়ের বিষয় সমাজকেও প্রকৃতিজাত বলিতে হয়। যেমন যৌবনে শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি বিকসিত হইলে লোকে বিলাসিনী সহবাসের জন্য লালায়িত হয়, সেই রূপ সমাজে থাকিয়া দয়া, ন্যায়পরতা স্নেহ, ভক্তি, প্রেম প্রভৃতি উদ্রিক্ত হইলেও সমাজের জন্য লালায়িত হয়।

আমরা স্বভাবতঃ সামাজিক। অনেক সময়ে অন্য উদ্দেশ্য বিরহিত হইয়া এক মাত্র স্বাভাবিক আসঙ্গলিপ্সা বশতঃ সমাজ-প্রিয়তা দেখাই। পরোপকার করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ, প্রাণাধিক নয়ন-পুত্তল পুত্রকন্যাকে স্নেহ করিয়া বিশুদ্ধ আনন্দানুভব, পরম পূজনীয় জনক জননীকে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা দেখাইয়া চিত্তের পবিত্রীকরণ, সংসারে সমুদয় সুখের ভাণ্ডার আত্ম-সুখ-বিবর্জ্জিতা প্রেম-পুত্তলি বনিতাকে ভাল বাসিয়া ইহলোকের সুখের পরাকাষ্ঠা লাভ প্রভৃতি উদ্দেশ্য সাধন ব্যতীত এক মাত্র স্বাভাবিক স্বজাতি-প্রিয়তা বশতঃ আমরা সমাজের জন্য ব্যাকুলিত হই। পশুবৎ শারীরিক বিকারজনিত চিত্ত চাঞ্চল্য নিবারণ ব্যতীতও অধিকক্ষণ মনোবৃত্তি চালনা করিলে অথবা নিষ্ঠুর সাংসারিক চিন্তাতে দগ্ধ-চিত্ত হইলে, রূপলাবণ্যাধার সংসারে অনাবিষ্টচেতা অধরে মিষ্ট হাসি অমৃতভাষিণী রমণী সহবাস অনুসন্ধান করি। প্রভুত্ব মদে মত্ত শত শত যুদ্ধবিজেতা অমানুষিক বল বীর্য্য ও রণ নৈপুণ্য বলে সমগ্র ভূমণ্ডলকে পদ দ্বারা দলিত করিয়াও স্বভাববশতঃ স্বজাতি সহবাস জন্য লালায়িত হয়। সংসারে বিগত-স্পৃহ ঈশ্বর নিবিষ্টচেতা যোগরত সাধু, চিত্তের সমুদয় দুর্দ্দমনীয়-বৃত্তি সংযত করিয়াও এই স্বাভাবিক লোকানুরাগ বশতঃ সজন প্রদেশবাসী হয়। সর্ব্বদা আত্ম-চিন্তানুরক্ত সহস্র২ গ্রন্থাধ্যায়ী পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও বিজ্ঞানবিৎও এই প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া সুখী হইতে পারে না। জনৈক ইংরাজ কবি লিখিয়াছেন,

Oh! Solitude where are the charms,
That sages have seen in thy face!
Better dwell in the midst of slaves,
Than reign in this horrible place.

* * *

Society, Friendship and Love,
Divinely bestowed on man,
Oh! had I the wings of a dove,
How soon would I taste you again.

নির্জ্জন প্রদেশ-প্রিয় চিন্তানুরক্ত পণ্ডিত অথবা সংসার-দগ্ধ-লোক যাহাই

কেন বলুন না, সমাজাসক্তি স্বাভাবিক ও সমুদয় বৃত্তির মূলাধার। যখন সভ্যতার আলোকে সমাজ আলোকিত হয় নাই, যখন দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, অথবা ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান লোকের মনকে প্রকৃতি জাত অবস্থা হইতে ভাবান্তর করে নাই, তখনও এই স্বাভাবিক সমাজাসক্তি প্রবল ছিল, সুতরাং তখনও লোকে সমাজাবদ্ধ হইয়া বাস করিত। অদ্যাপি এমন অনেক জাতি দেখা যায়, যাহারা সামান্য কৃষি কার্য্যের (এ স্থলে ভূমি কর্ষণ করিয়া শস্য বপনই কৃষি নামে অভিহিত হইল) পদ্ধতি অবগত নহে, অথচ সমাজাবদ্ধ হইয়া বাস করে। সমাজে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইবে; অনেক বিষয়ের উন্নতি হইয়াছে ও হইবে, এবং বিষয় বিশেষে অবনতি হইয়াছে ও হইবে; কিন্তু সমাজপ্রিয়তা ও সমাজাসক্তি পূর্ব্বে যে রূপ ছিল, অধুনাও সেই রূপ আছে। লোকের চিত্তগত পার্থক্য না হইলে বোধ হয়, আর পরিবর্ত্তন হইবে না।

সত্য বটে, মানব প্রকৃতি অনুসন্ধান করিলে সময়ে সময়ে এই বিষয়ের ব্যভিচার লক্ষিত হয়; কিন্তু তাহাতে সমাজাসক্তির স্বাভাবিকত্ব অপ্রসিদ্ধীকরণ হয় না। বিশেষ বিশেষ কারণ বশতঃ লোকে জন-সমাজ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন প্রান্তর অথবা গিরিগুহাবাসী হয়; কিন্তু নবীন অবস্থার নবীনত্ব দূরীকৃত হইলে, শীঘ্রই বিরক্ত হয় ও সজন প্রদেশের জন্য ব্যাকুলিত হয়। মহর্ষি ভরত রাজ্য ভোগ পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করিলে এক হরিণ শিশুতে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। ভরত ঋষির ক্রমম এনক বালক রূপ আক্ষেপসূচক উক্তি কি সমাজাসক্তির অমোঘ প্রমাণ নহে? পূর্ব্বতন আর্য্য ঋষিদিগের জীবন চরিতানুসন্ধান করিলে এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

সমাজ ভোগের আকর, ধর্ম্মের নিদান, সভ্যতার মূলাধার, আত্মার উন্নতির স্থল। সমাজ মনুষ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা। আমরা সমাজের প্রসাদে অশেষ আনন্দ পাই। রোগে শান্তি, ভোগে তৃপ্তি, শোকে সান্ত্বনা, ভয়ে অভয় ও বিপদে মুক্তি পাই। শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হইলে অতুল ঐশ্বর্য্য, বিপুল যশ, প্রভূত মান সম্ভ্রম কিছুতেই তৃপ্তি সাধন হয় না, কেবলমাত্র আত্ম জন সহবাস অন্তরের প্রফুল্লতা সম্পাদন করিতে পারে। প্রাণাধিক অপত্য বিরহে মন কাতর হইলে, অশেষ সুখের ভাণ্ডার সংসার ক্লেশের আকর বোধ হয়, কোন রূপ ভোগ সুখে মন আসক্ত হয় না, কেবল সজন সহবাস মনের তৃপ্তি সাধন করিতে পারে। চতুর্দ্দিকে বিপদ-জালে আবদ্ধ হইলে, অথবা অন্ধকারে নিশীথ সময়ে নির্জ্জন প্রান্তরে স্থিত হইলে, একমাত্র লোকালয় অভয় দান করিতে পারে। আবার সুখের সময়ে প্রিয়-জন সহবাস সুখকে আরও বর্দ্ধন করে, মনের চিন্তা দূর করে ও অন্তরের তৃপ্তি সাধন করে।

পক্ষান্তরে সমাজ দুঃখের মূল। পুত্র কলত্র বিরহ, ধন নাশ, মান হানি প্রভৃতি সাংসারিক বিপদের মূল সমাজ। নির্জ্জন প্রদেশ অথবা গিরিগুহা-বাসী এ সকল বিপদ, বিশেষ জানে না।

সংসারে থাকায় লোকে কত সময় কত বিপদজালে আবদ্ধ হয়, কত ক্লেশ পায়। একের অনাবধানতা প্রযুক্ত অন্যে চির জীবন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়; এক জনের দোষে

দেশস্থ যাবতীয় লোক অশেষ ক্লেশে নিপাতিত হয়। নির্জ্জন প্রদেশ-বাসী ইহার অণুমাত্র অবগত নহে। সুতরাং সুখ দুঃখ ভোগ, ক্লেশ, পুরস্কার, দণ্ড, উপকার, অপকার ও আনন্দ নিরানন্দের নেতা সমাজের মূল অনুসন্ধান মনুষ্যের প্রধান কর্ত্তব্য। সমাজ বন্ধনের মূল কি—এই সমাজ তত্ত্বের প্রথম প্রশ্ন? আক্ষেপের বিষয়, আধুনিক বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের সম্পাদকদিগের মধ্যে অনেকেই মানব সাধারণের অবশ্য জ্ঞাতব্য এই সকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া কেবল হাস্য কৌতুক দ্বারা পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা পান। তাঁহাদিগেরই বা দোষ কি! বিশুদ্ধরুচি বাঙ্গলা পাঠকগণ হাস্য কৌতুক ব্যতীত এরূপ বিষয় স্পর্শ করেন না; সুতরাং সম্পাদকগণ তাঁহাদিগের রুচির অনুগমন না করিলে, শীঘ্রই ভদ্রাসন পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া মুদ্রা যন্ত্রের ঋণ শোধ করিতে বাধ্য হন। অরণ্যে রোদনই হউক, আর গৃহের অর্থ অপব্যয় করিয়া মুদ্রাঙ্কণই হউক, আমরা অদ্য এই সমাজ বন্ধনের মূল অনুসন্ধান করিব।

সমাজ বন্ধনের মূল সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা চারি ভাগে বিভক্ত; কেহ বলেন স্বার্থ, কেহ বলেন সহানুভূতি, কেহ বলেন প্রকৃতি ও কেহ বলেন ধর্ম্ম সমাজ বন্ধনের মূল। আমাদিগের মতে স্বার্থ, সহানুভূতি ও প্রকৃতি সমাজ বন্ধনের আনুষঙ্গিক এবং ধর্ম্ম মূল স্বরূপ।

মনুষ্যের যাবতীয় কার্য্য দুই ভাগে বিভক্ত, আত্ম ও সামাজিক। যে কার্য্যের ফলাফল কেবল মাত্র কর্ত্তা উপভোগ করে, তাহাকে আত্ম কার্য্য কহে; আর যে কার্য্যের ফলাফল কেবল মাত্র কর্ত্তা ব্যতীত অন্যে উপভোগ করে, তাহাকে সামাজিক কার্য্য কহে। সুতরাং যে জীবনের কোন রূপ ফল, কর্ত্তা ব্যতীত অন্যে উপভোগ করে, তাহাকে আত্ম না বলিয়া, সামাজিক জীবন কহে। সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিই সমান সামাজিক নহে। যাহার জীবন সহ সমাজের যত যোগ আছে, তাহাকে তত পরিমাণে সামাজিক কহে। সমাজস্থ প্রত্যেক লোকই সামাজিক; তবে আধ্যাত্মিক প্রকৃতি ও বাহ্য কার্য্যানুযায়ী অধিক বা অল্প সামাজিক। নির্জ্জন প্রদেশ-বাসী চিন্তানুরক্ত বিজ্ঞানবিৎও যখন কোন নূতন আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা জন সাধারণের উপকার সাধন করেন, তখন তাঁহার জীবন সামাজিক জীবন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, মনুষ্য সমষ্টির নাম সমাজ। প্রত্যেক মনুষ্য পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত। সত্য কথন, ন্যায়পরতা ও দয়া আমাদিগের সাধারণ লোকের প্রতি কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত বিশেষ লোকের প্রতি বিশেষ২ কর্ত্তব্য আছে। যথা স্ত্রীর প্রতি দাম্পত্য প্রেম, পুত্র কন্যার প্রতি অপত্য স্নেহ, সহোদর সহোদরার প্রতি ভ্রাতৃসৌহার্দ্য, জনক জননীর প্রতি ভক্তি।

১ স্বার্থ—স্বার্থ সমাজ বন্ধনের মূল হইতে পারে না। স্বার্থান্বেষী লোক কদাপি ন্যায়পরায়ণ, সত্যভাষী অথবা পরোপকারী নহে। যে লোক সর্ব্বদা আত্ম সুখানুরক্ত, সে কিরূপে আত্ম সুখ বিসর্জ্জন করিয়া পরের দুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে?

অন্যের ধন সম্পত্তি, মান, যশ, স্বাধীনতা, ধর্ম্ম, মানসিকভাব ও জ্ঞান চর্চ্চার অনিষ্ট না করা ন্যায়পরতা। আর অন্যের ধন সম্পত্তি, মান,

যশ স্বাধীনতা, ধর্ম্ম, মানসিকভাব ও জ্ঞান চর্চ্চার ইষ্ট সাধন পরোপকার। পৃথিবীতে এরূপ অল্প সংখ্যক লোককে বিশেষ ধনশালী দেখা যায়, যাহারা অথবা যাহাদিগের পিতৃপুরুষ অন্যের ধন সম্পত্তি প্রভৃতির অনিষ্ট সাধন না করিয়া ধন সঞ্চয় করিয়াছে। এক জন লোক ন্যায়পথে থাকিয়া যতই উপার্জ্জন করুন না কেন, আপনার ও পরিবার বর্গের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিয়া যাহা সঞ্চয় করিতে পারেন, তদ্দারা কদাপি তাঁহার পরিবার ধনশালী হইতে পারে না। আমরা পাঠকবর্গকে জিজ্ঞাসা করি, ন্যায়পরায়ণ সম্প্রদায়স্থ কাহাকে কি তাঁহারা বিশেষ ধন সঞ্চয় করিতে দেখিয়াছেন? যদি দেখিয়া থাকেন, তাহা দৈব প্রসাদাৎ হইয়া থাকিবে। যথা কোন ব্যবসা বিশেষে ঘটনা বিশেষে বিশেষ লভ্য। এরূপ লভ্য ও তজ্জনিত ধন সঞ্চয় সাধারণ গণনার মধ্যে ধরা যায় না, যেহেতু ইহা কোন বিশেষ নিয়মাধীন নহে; সুতরাং সাধারণ লোকের ভাগ্যে সংঘটিত হয় না। এস্থলে কেহ২ আপত্তি করিতে পারেন, যদি ন্যায়পথে কোন পরিবার এক পুরুষে বিশেষ ধনশালী হইতে পারে না, কিন্তু এক২ পুরুষে কিঞ্চিৎ২ সঞ্চয় করিয়া ২।৩ অথবা ৪ পুরুষে বিশেষ ধনশালী হওয়ার পক্ষে কি আপত্তি আছে? ইহাতে কোনই, আপত্তি নাই। কেবল কার্য্যতঃ দৃষ্ট হয় না এইমাত্র আপত্তি। পিতা কিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় করিয়া পরলোকগত হইলে, কয় জন পুত্র মস্তকের ঘর্ম্ম পদে নিপাতিত করিয়া উপার্জ্জন করিতে অগ্রসর হন? বস্তুতঃ উদরের চিন্তা না থাকিলে কেহই প্রথমতঃ কঠোর পরিশ্রম করিয়া ধনোপার্জ্জন করিতে ইচ্ছুক হয় না। কালে অভ্যাস ও অন্যান্য কারণ বশতঃ ধনের প্রতি আসক্তি জন্মে, তখন উদরান্নের চিন্তা না থাকিলেও লোকে ধনোপার্জ্জনের কঠিন শ্রম স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় না। পক্ষান্তরে তাঁহার পুত্র পিতার সঞ্চিত ধন প্রাপ্ত হইয়া উদরান্নের চিন্তা হইতে মুক্ত হয়েন। পুত্র কখন ধন উপার্জ্জন করেন নাই, সুতরাং ধনের প্রতি তাঁহার তাদৃশ আসক্তিও নাই। আবার যদিও তিনি ধনোপার্জ্জনে রত হয়েন, প্রায় কদাপি সঞ্চয়শীল হয়েন না। উপার্জ্জনের আধিক্য হইলে যে সঞ্চয় হয়, এরূপ নহে। সঞ্চয়ের জন্য আদৌ সঞ্চয়শীলতা গুণ আবশ্যক। সঞ্চয়শীল লোক অধিক আয়বান না হইলেও সঞ্চয়ক্ষম হয়। অপিচ সঞ্চয়শীলতা ভবিষ্যৎ চিন্তার ফল। সুতরাং যে ব্যক্তি পিতৃ পুরুষের কিঞ্চিৎ সঞ্চিত ধন প্রাপ্ত হয়, তাঁহার ভবিষ্যৎ চিন্তা থাকে না, সুতরাং প্রায় সঞ্চয়শীল হইতে দৃষ্ট হয় না। এতদ্ব্যতীত জ্যেষ্ঠত্বাধিকার প্রথা প্রচলন না থাকিয়া পিতৃ পরিত্যক্ত ধন সন্তানবর্গের মধ্যে সমভাগে বিভক্ত হয়,* সুতরাং এক এক জন অতিঅল্প মাত্র প্রাপ্ত হয়। তৎসহ তাঁহার উপার্জ্জিত ধন যুক্ত হইলে পিতার ধনাপেক্ষা অনেক অধিক হয় না।

২। অধুনা সংসারে যেরূপ পাপী পুণ্যাত্মা উভয় প্রকার লোক বাস করে, তাহাতে সকল সময় ন্যায় পক্ষগত হইলে অধিক লাভবান্ হওয়া দূরের কথা, অনেক সময়ে যারপর নাই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। সাধারণ লোকে ন্যায়পথ-

* যে কয়টী দেশে জ্যেষ্ঠত্বাধিকার আছে সেই কয়টী দেশ ভিন্ন।

তন্ত্রতার মাহাত্ম্য অবধারণ করিতে পারে না, সুতরাং ন্যায়ত, এক জন লোক অপরের অনিষ্ট সাধন করিলে, সে তাহাকে শত্রু জ্ঞান করে ও তাহার প্রতি শত্রুতাচরণ করে। কোন উৎকোচ-গ্রাহী ব্যক্তির নামে অভিযোগ করিলে, সে অভিযোক্তার উপর কেবল প্রতি-হিংসা পরায়ণ হয় না, অনেক সময়ে তাহাকে শত্রুজ্ঞান করে ও শত্রুজ্ঞানে তাহার অনিষ্ট চেষ্টা করে। অভিযোক্তার ন্যায়োত্তেজিত হৃদয়ের মাহাত্ম্য অজ্ঞা-নাচ্ছন্ন উৎকোচগ্রাহী কর্ম্মচারী সম্যক্-রূপে ধারণা করিতে পারে না।

৩। অনেক সময়ে ন্যায়তঃ কার্য্য করিতে হইলে সিদ্ধকাম হওয়া যায় না। সিদ্ধকাম হইলেও অনেক কষ্ট পাই-তে হয়। আদালতে একটা সামান্য অভিযোগ উপস্থিত করিলে, অথবা প্রাপ্য টাকার এক খানা চেক্ লইতে উপস্থিত হইলে, যদি আমলাগণকে উৎকোচ না দেওয়া যায়, তাহা হইলে এক দিবসের কার্য্য এক মাসেও সম্পন্ন হয় না। চাকুরি করিতে হইলে অনেক সময়ে অবিবেচক প্রভুর অধীনস্থ হইতে হয়, সুতরাং তাঁ-হার মন যোগাইয়া চলিতে হইলে অ-ন্যায় ও অনৃত পথাবলম্বন ব্যতীত উপা-য়ান্তর নাই। অনেক সময়ে রাজদ্বারে মিথ্যা সাক্ষী অথবা কৃত্রিম নিদর্শন পত্র না সাজাইলে, জয় লাভ হয় না।

উপর্য্যুক্ত যুক্তিত্রয় দ্বারা সপ্রমাণ হই-তেছে যে, সাধারণ স্বার্থ দ্বারা কার্য্য করিলে সংসারের যার পর নাই বৈশৃ-ঙ্খল্য উপস্থিত হয়। মনে কর প্রত্যেক লোকেই অপরের ক্ষতি বৃদ্ধি নিরপেক্ষে আপনার ক্ষতি বৃদ্ধি মাত্র মনে করে। প্রত্যেকেই অপরকে উৎপীড়ন করিয়া, অপরের ধন, মান, সুখ, যশ, সম্ভ্রম নাশ করিয়া আপনার ধন, মান, সুখ, যশ, সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করে। ধন সম্পত্তি সঞ্চিত হয় না, সুতরাং উদ-রকে বঞ্চিত না করিয়া কেহ সঞ্চয়শীল হয় না। কেহ কাহাকে বিশ্বাস করে না, সুতরাং ব্যবসা বাণিজ্য সমুদয় বন্ধ হইয়া যায়।* এক জন অপরকে অপমান করে, আবার তাহা কর্ত্তৃক অপমানিত হয়, এই রূপে প্রত্যেকেই অপমানিত হইয়া আত্ম গৌরব হারায়,সুতরাং অসৎপথাবলম্বনের প্রধান প্রতিবন্ধক আত্মাভিমান দূর হয়।† জ্ঞানী মূর্খ একাবস্থ হওয়াতে অনেকে জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে যথেষ্ট অবকাশ পায় না, ও কঠোর শ্রমসাধ্য জ্ঞানোপার্জ্জনে বিশেষ প্রলোভন না দেখিয়া তদ্দিকে অগ্রসর হয় না। এরূপ হইলে ধনী নির্ধন, সম্ভ্রান্ত সাধারণ, জ্ঞানী মূর্খ সকলেরই একাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, খল স্বভাব দ্বিতীয় সম্প্রদায় প্রথমোক্ত সম্প্রদায় অপেক্ষা ভাল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সমুদয় উন্নতি ও সভ্যতার মূলে কুঠার আঘাত হয় এবং একান্ত শ্রম করিয়া মানব মণ্ডলী যে উন্নতি করিয়াছে, তাহা শীঘ্রই সমূলে বিনষ্ট হয়।

এস্থলে কেহ কেহ বলেন লোকে মা-র্জ্জিত স্বার্থ বশতঃ অসদাচরণ হইতে নিবৃত্ত হয়। মার্জ্জিত স্বার্থ বাদীরা দুই ভাগে বিভক্ত। এক দল বলেন রাজ দণ্ড ভয়ে, দ্বিতীয় দল বলেন সহানুভূতি বশতঃ লোকে অসৎ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়।

* সভ্যতার ইতিহাস ২য় খণ্ড দেখ।

† সদসদ্বিবেচনায় মাণ্ডীবালীর মত সমালোচনা দেখ।

টমাস হব্‌স্ প্রথমোক্ত দলের অন্তর্গত লোক। হবসের মতে স্বার্থ সাধনই মনুষ্যের সমুদয় কার্য্যের মূল। এবং দেশের প্রচলিত রাজনিয়মের উপর যথোচিত আস্থা রাখিয়া সমুদয় কার্য্য করাই প্রকৃষ্ট স্বার্থ সাধন। এই মত নূতন রূপে সমালোচন না করিয়া সদসদ্বিবেচনা হইতে কএক পংক্তি উদ্ধৃত হইল।

"সাধারণতঃ মানবমণ্ডলীর ভাব পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, স্বার্থ দ্বারা উত্তেজিত হইলে লোকে কখন সদসদ্বিবেচনা করে না। যাহাতে লভ্য হয় তদ্দিকেই দৃষ্টি করে। অন্যের সুখ নিরপেক্ষ সমুদয় আত্মসাৎ করিতে প্রয়াস পায়। সুতরাং যদি মিথ্যা প্রবঞ্চনা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন হয়, তাহাতেও কুণ্ঠিত হয় না। মনে কর, প্রত্যেক লোক কেবল মাত্র স্ব স্ব স্বার্থ সাধনে ব্যতিব্যস্ত হইল, কেহই অন্যের ক্ষতি বৃদ্ধির প্রতি দৃক্‌পাত করে না; এ অবস্থাতে সমাজে কিরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়?

এস্থলে এই আপত্তি হইতে পারে, সমাজে প্রত্যেকের নিয়মাধীন হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা যথার্থ স্বার্থপরতার কার্য্য। নিয়ম ভঙ্গকালে প্রত্যেকেরই মনে করা উচিত যে, অন্যে এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, আমার যে রূপ পীড়া হইত, আমারও তদ্রূপ আচরণে অন্যের সেই প্রকার হইতেছে; সুতরাং অন্যে নিয়মভঙ্গ না করে, সেই জন্য আমারও নিয়মাধীন হইয়া চলাই যথার্থ স্বার্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয় সংসারে এরূপ লোক অতি বিরল—আদৌ আছে কি না, সন্দেহ কল্প।

যখন একমাত্র আপনার ভালই সমুদয় কার্য্যের মূল উদ্দেশ্য, মনুষ্য কি নিমিত্ত অন্যের হিতের জন্য আপনার সুখ সাচ্ছন্দ্য নষ্ট করিবে? সংসারে কোন্ লোককে ত্যাগ স্বীকার করিতে দেখা যায়? যাহার মন সাংসারিক ভোগ বাসনা ও সুখ দুঃখ অতিক্রম করিয়া পরকালের সুখের জন্য লালায়িত হইয়াছে, ইহলোকের অকিঞ্চিৎকর বস্তুর প্রতি গতরাগ হইয়া যাহার দৃষ্টি পরলোকের অক্ষয় ভাণ্ডারের উপরি পতিত হইয়াছে, তিনিই কেবল পরের সুখের জন্য ঐহিকসুখকে বিসর্জ্জন দেন। যখন এই প্রলোভন ও নরক যন্ত্রণা ভোগের সত্ত্বেও আমরা কয় জন লোককে স্বার্থত্যাগী হইতে দেখি, তখন তাহাও না থাকিলে লোককে কিরূপে নিঃস্বার্থ প্রকৃতি আশা করিতে পারা যায়।"

রাজদণ্ড ভয়ে লোকে, হয়ত, প্রকাশ্যে অসদাচরণ করিতে নিরস্ত হয়, কিন্তু অন্যের জ্ঞান নিরপেক্ষে নিভৃতে অসদাচরণ করিতে কে বাধা দেয়? অন্ধকারতম প্রদেশে বসিয়া পাপ চিন্তা করিলে কাহার ভয়ে হৃদয় কম্পিত হয়? গজনীর মহম্মদ * কি জন্যে স্থল বিশেষে ব্যভিচারের শাস্তির জন্য নায়কের প্রাণ বধ সময়ে গৃহের দীপ নির্ব্বাণ করিয়াছিলেন? ব্রুটাস কাহার ভয়ে রোমের শত্রু টার্কুইনের পক্ষগত পুত্রদ্বয়ের শিরশ্ছেদনাজ্ঞা দিয়াছিলেন? ওথেলো কাহার ভয়ে প্রেমপুত্তলী রমণীর প্রতি সন্দিগ্ধচেতা হইয়াও এই রূপ উক্তি করিয়াছিলেন;

Othelo.—It is the cause, it is the cause, my soul
Let me not name to you, you chaste stars?

* মহম্মদ সন্দেহ করিয়াছিলেন ঐ ব্যভিচারী পুরুষ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র।

It is the cause.—Yet I 'ill not shed her blood;
Nor scar that whiter skin of hers than snow,
And smooth as monumental alabaster.
(takes off his sword
Yet she must die, else she 'ill betray more men.
Put out the light, and then put out the light:
* * *
O balmy breath, that dost almost persuade
Justice to break her sword? One more one more.
Be thus when thou art dead, and I will kill thee
And love thee after:—One more, and this the last:
So sweet was ne'er so fatal. I must weep,
But they are cruel tears: This sorrow's heavenly,
It strikes, where it doth love.—
* * *
If you bethink yourself of any crime
Unreconciled as yet to heaven and grace,
Solicit for it straight.
* * *
Well, do it, and be brief; I will walk by.
I will not kill thy unprepared spirit;
No—Heaven forefiend.—I would not kill thy soul.

Shakespeare.

আমাদিগের বিবেচনাতে এক মাত্র ধর্ম্ম ভয়ই ইহার কারণ। আমি রাজদণ্ড ভয়ে পাপ হইতে নিবৃত্ত হইতে পারি, কিন্তু রাজা কাহাকে ভয় করিবে? সাধারণ নিয়ম রাজা প্রজা নিরপেক্ষ সকলেরই উপর সমান বর্ত্তে, সুতরাং অন্য কারণ না থাকিলে এক মাত্র রাজা এই নিয়মের অন্তর্গত না হওয়ায়, ইহা ভ্রমাত্মক বলিয়া অনুভূত হয়। পণ্ডিতবর রমেশচন্দ্র দত্ত সমরসিংহের হন্তা সতীশচন্দ্রের অনুতাপ-দগ্ধ হৃদয়ের এই রূপ বর্ণন করিয়াছেন;——

“সতীশচন্দ্রের হৃদয়কেন্দ্র ব্যথিত হইল, সহস্র চিন্তায় প্লাবিত হইতে লাগিল। পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইতে লাগিল। শৈশবকালে যে খেলা করিয়াছিলেন, বাল্য কালে যে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, সে সকল স্মরণ করিতে লাগিলেন। যে বিদ্যা লাভ তাঁহার পক্ষে বিষময় ফল ধারণ করিয়াছিল, সেই বিদ্যা লাভের আরম্ভ কথা মনে জাগরিত হইতে লাগিল। সমবয়স্কদিগের সহিত চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতে যাইতেন, অধ্যয়নের পর সেই বয়স্যদিগের সহিত নিষ্পাপ নিশ্চিন্ত চিত্তে ক্রীড়া রহস্য করিতেন। আজি তিনি বঙ্গদেশের এক জন প্রধান লোক,—লক্ষ লক্ষ মুদ্রার অধিপতি।—সেই লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিলে কি এক মুহূর্ত্তের জন্য সেই নিষ্পাপ নিশ্চিন্ত চিত্ত ফিরিয়া পাওয়া যায়?

বাল্যকাল অতীত হইল, যৌবন কাল সমাগত। সেই যৌবন কালে তাঁহার স্মৃতি পথে কি গভীর পাপ রেখা অঙ্কিত হইয়াছে! বিদ্যাদর্প, তাহার পর ধন দর্প, তাহার পর প্রবল দুর্দ্ধর্ষ উচ্চাভিলাষ! উচ্চাভিলাষ মনুষ্যের গৌরবের কারণ হয়, অনিষ্টেরও কারণ হয়, তাঁহার পক্ষে সেই কাল উচ্চাভিলাষ কি ভয়ানক বিষময় ফল ধারণ করিয়াছে।

তাহার পর সেই প্রজারঞ্জন মহানুভব বীর পুরুষ রাজা সমরসিংহের কথা সতীশচন্দ্রের পামর হৃদয়ে উদিত হইল। যে মহাত্মা বঙ্গদেশের গৌরবস্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন, প্রজাদিগের পিতাস্বরূপ ছিলেন, জমীদারদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বরূপ ছিলেন, তিনি তাঁহার প্রাণ সংহার করিবার জন্য যত্নবান হইয়াছিলেন. সে যত্ন

বিফল হইল, মহানুভব বীরপুরুষ পামরকে মার্জ্জনা করিলেন, কিন্তু অচিরাৎ আপন শোণিতে সেই মহৎ পুণ্য কর্ম্মের প্রতিফল পাইলেন। সমরসিংহের শোণিতাপ্লুত ছিন্নশির দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইতে লাগিল, সতীশচন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন, যেন সেই শোণিতাপ্লুত ছিন্ন মস্তক বিকৃতি ধাবণপুরঃসর তাঁহার দিকে তীব্র দৃষ্টি করিতেছে, যেন বলিতেছে "পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিলম্ব নাই।" সতীশচন্দ্র পুনরায় শিহরিয়া উঠিলেন, সম্মুখে আর চাহিতে পারিলেন না, দীপ নির্ব্বাণ করিলেন। রে মুর্খ! স্মৃতি দীপ অত শীঘ্র নির্ব্বাণ হয় না। ঘোর অন্ধকারে বসিয়া সতীশচন্দ্র কি চিন্তা করিতেছেন? কাহার সাধ্য সে চিন্তা অনুভব করে? সহস্র বৃশ্চিক দংশনাপেক্ষা সে চিন্তা ক্লেশদায়িনী। যাতনায় অস্থির হইয়া বলিতে লাগিলেন, "এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই? যদি থাকে, হৃদয়ের শোণিত দিয়াও তাহা করিব।"

সতীশচন্দ্রের অনুতাপের কারণ কি? আমরা বলি বিমলার বাক্যে স্বাভাবিক ধর্ম্মভাবের উদ্রেক। সতীশচন্দ্র, হয়ত, টোডরমল্লকে ভয় করিতেন কিন্তু আপনার শোণিত-সঙ্কল্প হইয়াও কি জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যিনি মৃত্যু স্বীকার করিয়াছেন, কালের করাল বদন যাঁহার হৃদয়ে ভয় সঞ্চার করিতে পারে নাই, তাঁহাব রাজাকে দেখিয়া কি ভয়? আভ্যন্তরিক ধর্ম্মভয় ব্যতীত কদাপি সতীশচন্দ্রের অন্তরে এ ভাব সঞ্চারিত হইতে পারিত না। ইহাতে. কি সপ্রমাণ হইতেছে না যে, স্বার্থ অথবা রাজ-দণ্ড সমাজ বন্ধনের মূল হইতে পারে না?

(ক্রমশঃ)

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

লোক রহস্য।—১২৭৯।৮০ সালের বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত। কৌতুক ও রহস্য। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কাঁঠালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৮৭৪। মুল্য ৷৵০ বার আনা মাত্র।

বঙ্কিম বাবুর এই পুস্তক সমালোচনা করা আমাদের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। সমালোচনার একটী প্রধান উদ্দেশ্য পুস্তকের দোষ গুণ পাঠক মণ্ডলীকে অবগত করান। কিন্তু বঙ্কিম বাবুর পুস্তকের সহস্র গুণ, পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন; পূর্ণচন্দ্রকে দেখাইবার জন্য একটী বাতী জ্বালান যে রূপ হাস্যজনক, ঐ সকল পুস্তকের গুণ একটী সংক্ষিপ্ত সমালোচনের দ্বারা দেখাইবার প্রমাণ করা প্রায় সেই রূপ হাস্যজনক হইবে। সুতরাং আমরা এ পুস্তকের প্রকৃত সমালোচনা করিব না। তবে দুই একটী বিষয়ে দুই একটী কথা বলিব মাত্র।

রহস্য লিখিতে পারা একটী বিশেষ ক্ষমতা, তাহা সকলের থাকে না। রহস্য আবার ভিন্ন২ প্রকার কোন২ লেখক উচ্চ হাসিয়া থাকেন, কেহ২ বা হাস্যের কোন রূপ লক্ষণ না দেখাইয়া কেবল ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া, কেবল অধরোষ্ঠ ঈষৎ বক্র করিয়া দুই একটী

কথা বলিয়া পাঠকের মনোরঞ্জন করেন। সে কথার মর্ম্ম সকলে বুঝিতে পারেন না, যাহারা পারেন তাহারা লেখককে শতং ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারেন না। পূর্ব্বোক্ত প্রকার রহস্যকে ইংরাজীতে (Broad Humor) বলে ও আমরা "স্পষ্ট রহস্য" বলিব। অপরোক্ত প্রকারকে ইংরাজীতে (Quiet Humor) বলে আমরা "সঙ্কেত রহস্য" বলিব।

আমাদের যেং পাঠক ইংরাজী জানেন, তাঁহারা বুঝিবেন "হুডিব্রাস" "ডনকুইক্সট্" প্রভৃতি গ্রন্থ স্পষ্ট রহস্যে পরিপূর্ণ ; আডিসন্, বেন্‌জনসন্, থাকরী প্রভৃতির পুস্তক সঙ্কেত রহস্যে পরিপূর্ণ। সেরিডন তাঁহার নাটকাবলীতে দীনবন্ধু মিত্রের ন্যায় উচ্চ হাসিয়াছেন ও সেই আমোদে পাঠকগণকে আমোদিত করিয়াছেন ; সকলেই গ্রন্থকর্ত্তার সহিত না হাসিয়া থাকিতে পারেন না। কিন্তু আডিসন্ নিজ রচনাবলীর মধ্যেং যে সঙ্কেত রহস্য করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া পাঠক মাত্রই তাহার ক্ষমতার শতং ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারেন না।

ইংরাজেরা প্রায়ই সঙ্কেত রহস্য প্রিয়। পুস্তকে কেন, কথা বার্ত্তায়ও সর্ব্বদাই তাহা প্রতীয়মান হয়। আমরা উচ্চ হাসিপ্রিয়—আমাদের আমোদ উচ্চ হাসি না হইলে হয় না, আমাদের সকল রহস্য গ্রন্থই প্রায় স্পষ্ট রহস্য পরিপূর্ণ। আলালের ঘরের দুলাল, হুতমপেঁচা, দীনবন্ধু বাবুর নাটক এ সমস্তই স্পষ্ট রহস্যে পরিপূর্ণ। দীনবন্ধু বাবু বিশেষতঃ কখনং এরূপ উচ্চ হাসি হাসেন যে, তাহাতে পাঠকের প্রায় কৌতুক হয় না, গ্রন্থকারের হাস্যধ্বনিতে পাঠকের হাস্য শ্রবণ করা যায় না, আমোদ হয় না।

কেহং স্পষ্ট রহস্য ভাল বাসেন, কেহ কেহ সঙ্কেত রহস্য ভাল বাসেন। আমাদের মতে সঙ্কেত রহস্য লিখিতে অধিকতর ক্ষমতা আবশ্যক করে। কেহ আপনি না হাসিয়া পরকে হাসাইতে পারিলে আমরা তাহার প্রশংসা করি ; কোন পুস্তকে সঙ্কেত রহস্য দেখিলে আমরা আনন্দিত হই।

আমাদের দেশের অন্যং গ্রন্থকারের ন্যায় বঙ্কিম বাবুও এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানিতে স্পষ্ট রহস্যের ছড়াছড়ি করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে সঙ্কেত রহস্যেরও অভাব নাই, তাহা দেখিয়া আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। যতগুলী প্রবন্ধ ইহাতে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে "ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল" "ইংরাজ স্তোত্র" ও "সুবর্ণ গোলক" এই তিনটীতে স্থানেং শঙ্কেত রহস্যের বিশেষ নিপুণতা লক্ষিত হইতেছে। ইহাতে যে রূপ নিপুণতা দেখা যায়, বঙ্গ ভাষায় কোন গ্রন্থকারের কোন পুস্তকে আমরা তাহা অপেক্ষা অধিক নিপুণতা দেখিয়াছি কি না, স্মরণ হয় না। "দাম্পত্য দণ্ড বিধির আইনের" গ্রন্থকার হাসিয়া ছড়াছড়ি করিয়াছেন, গ্রন্থকারও হাসিতেছেন পাঠকগণও হাসিতেছেন। আমরা উভয়ের একং টী করিয়া উদাহরণ দিব।

স্পষ্ট রহস্যের উদাহরণ।

"দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন।—

দ্বিতীয় অধ্যায়। সাধারণ ব্যাখ্যা।

২ ধারা। কোন স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ অধীন যে সচলা অস্থাবর সম্পত্তি তাহাকে স্বামী বলা যায়।

উদাহরণ। (ক) বাক্স তোরঙ্গ প্রভৃ-

ত্তিকে স্বামী বলা যায় না, কেন না যদিও সে সকল অস্থাবর সম্পত্তি বটে, তথাপি সচল নহে।

(খ) গোরু বাছুরও স্বামী নহে, কেন না যদিও গোরু বাছুব সচল বটে, কিন্তু তাহাদের একটু স্বেচ্ছা মত কার্য্য করিবার ক্ষমতা আছে। সুতরাং তাহারা কোন স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ অধীন নহে।”

উপরি উক্ত কয়েক ছত্র পাঠ করিয়া কে উচ্চ হাসি সম্বরণ করিতে পারে; কে না দেখিতে পায় গ্রন্থকারও হাসিতেছেন। “গরু স্বামী নহে, কেন না গরুর কিছু স্বাধীনতা আছে,” ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট রহস্য কি হইতে পারে?

পাঠক এখন দেখুন, এবার গ্রন্থকার কেমন মুখ টিপিয়া চক্ষু ঈষৎ ফিরাইয়া সঙ্কেত করিয়া হাসিতেছেন!

সঙ্কেত রহস্যের উদাহরণ।

ব্যাঘ্র বলিতেছে—“আমি মনুষ্যালয়ে বাস কালীন জানিয়া আসিয়াছি, অনেক উচ্চ শ্রেণীস্থ মনুষ্যের নৈমিত্তিক বিবাহে বিশেষ আদর। যাঁহারা আমাদের ন্যায় সুসভ্য সুতরাং পশুরত্ত তাঁহারাই আমাদিগের এবিষয়ে অনুকরণ করিয়া থাকেন।”

আমরা এপর্য্যন্ত পুস্তকের প্রকৃত সমালোচনা করি নাই, করিবও না। কেবল গ্রন্থকারকে একটী মাত্র কথা বলিয়া শেষ করিব।

বঙ্কিম বাবুর ব্যাজোক্তির অসাধারণ ক্ষমতা, তাঁহার বিদ্রূপের অসাধারণ তীক্ষ্ণতা। সে অস্ত্র পরিচালনায় তিনি অতিশয় দক্ষ। সময়ে২ তিনি উচিত পাত্রের উপর এই অস্ত্র চালনা করিয়া থাকেন; স্বদেশের রীতি নীতির দোষ অপেক্ষা বিদ্রূপের উপযুক্ততর পাত্র নাই। তবে ক্রমাগত বিদ্রূপ করিলে অনেক সময় অনিষ্ট উৎপাদন হয়;—বিদ্রূপের উপযুক্ত বিষয়কেই কেবল বিদ্রূপ না করিয়া সর্ব্বসাধারণকে বিদ্রূপ করিলে অধিকতর অনিষ্ট উৎপাদন হয়, বিদ্রূপাস্ত্রের তীক্ষ্ণতার হ্রাস হয়; অসচ্চরিত্র লোকে তাহাতে ক্ষুণ্ন হয় না, সচ্চরিত্র লোকের উপরেই সে আঘাত পড়ে, লোকে গ্রন্থকারের হৃদয়ের দোষ দেয়।

আমরা অনেক বিষয়ে ইংরাজদিগকে অনুকরণ করি, এবিষয়েও অনুকরণ করিলে ভাল হয়। বেন্ জনসন্, আডিসন্, ষ্টীল্, সুইফ্‌ট্, থাকরী প্রভৃতি অনেকানেক লেখক বিদ্রূপাস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা সমাজের অনেক দোষ দূর করিবার প্রয়াস করিয়াছেন ও দূর করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা কখনও সমগ্র ইংরাজ জাতীকে গালি দেন নাই, ইংরাজ জাতীর নাম তাঁহারাও গর্ব্ব ও গৌরব সহকারে উচ্চারণ করিয়াছেন। আডিসনের ন্যায় সমাজোন্নতি বোধ হয় কেহ কখন করেন নাই; কিন্তু তিনি কস্মিন কালেও লোক বিশেষকে বা শ্রেণী বিশেষকে গালি দেন নাই; পাপকে বিদ্রূপ করিতেন, দোষকে বিদ্রূপ করিতেন, তাহাতে পাপী ও দোষী মনেং যন্ত্রণা পাইত। তাঁহার এই বিশেষ গুণেই তাঁহার দ্বারা এত দূর সমাজোন্নতি হইয়াছিল।

ইংরাজেরা বাস্তবিক সপদার্থ জাতী, আমরা বাস্তবিক অনেক বিষয়ে অপদার্থ; তাহার জন্য অনেকে আমাদের বিদ্রূপ করেন, আমাদের দেশীয় লেখককুলতিলকগণও কি তাহার সহিত যোগ দিবেন?

জাতীর বিশেষ বিশেষ দোষ বিদ্রূপের

উপযুক্ত পাত্র, জাতীর সাধারণ অপদার্থতা অশ্রুবর্ষণের কারণ। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বঙ্গবাসীর হীনাবস্থা স্মরণ করিয়া রোদন করেন, তখন তাঁহার সহিত কোন্ পাঠক না রোদন করে? তাঁহার কবিতা পড়িয়া কোন্ পাঠক না উন্নতি পথে ধাবিত হইতে ইচ্ছা করেন, ও সময়ে২ যত্নশীল হয়েন? কিন্তু যখন বঙ্কিম বাবু "বাঙ্গালীকে" গাধা বলেন মুর্খ বলেন, ব্যাঙ্গোক্তি করেন, তখন তাহা শুনিয়া কেবল অহৃদয় পাঠকগণ হাস্য করেন, সহৃদয় পাঠকগণ বিরক্ত হয়েন।

আমরা ইচ্ছা করি, আমরা ভরসা করি, আমরা অনুরোধ করি, বঙ্কিম বাবু দেশীয় দোষ বিশেষের উপর বিদ্রূপাস্ত্র প্রয়োগ করেন; সমগ্রজাতীর হীনাবস্থা স্মরণ করিয়া অনুশোচনা করিবেন। অনুশোচনার ক্ষমতাও তাঁহার অসাধারণ, তিনি ইচ্ছা করিলে পাঠকমণ্ডলীকে নিজ হীনাবস্থা দেখাইয়া অশ্রুবর্ষণ করাইতে পারেন। যদি অপাত্রে বিদ্রূপোক্তি ত্যাগ করিয়া তাহা করেন, তাহা হইলে দেশের কত মঙ্গল হইবার সম্ভব!

কল্পতরু। শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, ক্যানিঙ্ লাইব্রেরী শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। কলেজষ্ট্রীট। জ্যৈষ্ঠ ১২৮১।

এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি ও গ্রন্থকারের অসাধারণ রহস্য লিখিবার ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছি। এখানি আগা গোড়া রহস্য, হুতমপেঁচা, আলালের ঘরের দুলাল প্রভৃতি পুস্তকের শ্রেণীতে পরিগণিত হইতে পারে। অনেক লেখক রহস্য লিখিবার যত্ন করিয়া "বাঁদরামী" লিখিয়া বসেন, ইন্দ্র বাবু যে শ্রেণীর লেখক নহেন, তাঁহার গ্রন্থে রহস্য যে রূপ আছে সারবত্তা ও বিবেচনা শক্তি সেই রূপই প্রতীয়মান হইতেছে।

এই উপন্যাসের গল্প অতি সরল, গল্প নাই বলিলেই হয়। নায়ক নায়িকা হয় পাজী না হয় গাধা, হয় দুষ্টবুদ্ধি না হয় নির্ব্বুদ্ধি। তাহাদের মানসিক ক্ষুদ্রত্ব ও শারীরিক বিকৃতি লইয়া গ্রন্থকার রহস্য করিয়াছেন।

নরেন্দ্রনাথ এক জন কপটাচারী পাপাচারী ব্রাহ্ম যুবক, খুব মোটা সোটা, গর্ণেটের চায়না কোট পরেন, ছড়ি ব্যবহার করেন, আর যাহা করেন তাহা বলিবার নহে। রামদাস তাহা অপেক্ষাও ধূর্ত্ত পাজী, এক জন দালাল অনেক সময়ে নরেন্দ্রনাথের ঘাড়ে চাপিয়া আপন কার্য্য সাধন করেন। নরেন্দ্রনাথের বাড়ীর নিকট এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে এক বিধবা থাকিত, দুষ্ট প্রবৃত্তি ব্রাহ্ম তাহাকে বাহির করিবার চেষ্টায় বিফল প্রযত্ন হইয়া অবশেষে কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইলেন ও ঘটনা ক্রমে রাণীগঞ্জের চারি ক্রোশ পূর্ব্বে রাজহাট গ্রামে ২০ টাকার এক মাষ্টরী কার্য্যতে প্রবৃত্ত হইলেন।

নরেন্দ্রনাথের পল্লীগ্রামের এক বাড়ীতে এক ভাই ছিল আর এক "পিসীমা" ছিল। "পিসীমা" নরেন্দ্রের ভাবনায় অস্থির, সুতরাং মধুকে ভায়ের অন্বেষণে পাঠাইলেন। মধু একটী গর্দ্দভ ও দেখিতে কাফ্রির ন্যায়, তথাপি পরিশ্রমী, সচ্চরিত্র ও শান্ত, গ্রন্থের অন্যান্য নায়ক অপেক্ষা আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ। সেই গ্রামের গবেশ নামে এক জন স্বার্থপর ধূর্ত্ত ব্যক্তি তাহার ঘাড়ে চড়িয়া কলিকাতায় নরেন্দ্রের অনুসন্ধানে চলিল।

অনেক হাস্যজনক ঘটনার পর তাহারা বিফল প্রযত্ন হইয়া বাড়ী আসিল, "পিসী মা" শোকে প্রাণত্যাগ করিল।

এদিকে পাপাচারী নরেন্দ্রনাথ রাজ-হাট হইতে এক সসত্ত্বা স্ত্রীলোক বাহির করিয়া পলায়ন করিল। বাবাজীর আখড়ায় উপস্থিত হইল। বাবাজীর ঔষধে সেই রমণী বিমলার গর্ভস্রাব হয়; ব্যভিচারিণী তথা হইতে অন্য স্থানে যাইল, কিন্তু এক হাঙ্গামায় পড়িয়া বন্ধু হীন বিজন স্থানে পাপ জীবন সমর্পণ করিল। বিমলা পাপিয়সী বটে, কিন্তু তাহার শেষ দশা দেখিয়া আমাদের তাহার পাপ বিস্মরণ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহার জন্য একবিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে সঙ্কোচ হয় না। গ্রন্থকারের গ্রন্থখানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু আগা-গোড়া রহস্য ভাল লাগে না; মধ্যে বিমলার জন্য গ্রন্থকার যদি একবার শোক করিতেন ও অশ্রু-বষণ করিতেন, তাহা হইলে অধিকতর উৎকৃষ্ট হইত।

মকর্দ্দমা হইল। সেশন আদলতের জজ, "আসেসর" উকীল, মোক্তারের সুন্দর বর্ণনা আছে। বাবাজীর দুই বৎসর মেয়াদ হইল। নরেন্দ্র ও রামদাস সাক্ষী ছিলেন। নরেন্দ্র কপটাচারী হইলেও "ফাজিল" নহে। ধর্ম্ম ভয়ে না হউক দণ্ড ভয়ে আদালতে সত্য কথা কহিলেন, রামদাস বিষম ফাজিল, আগাগোড়া মিথ্যা কথা কহিয়া সাত বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরিত হইলেন।

লেখক মানব হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা ও স্বার্থ-পরতা অতি সুন্দর রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, মানব অন্তঃকরণে অতি গূঢ়ভাব ও প্রবৃত্তি সকলও তাঁহার নিকট অবিদিত নাই। কলিকাতা ও পল্লীগ্রামের নানা স্থান ও নানা অবস্থা তিনি দেখিয়াছেন, ও সুন্দর রূপে চিত্রিত করিয়াছেন! যতগুলি চিত্র আঁকিয়াছেন সকল গুলিই স্বাভাবিক ও সুন্দর হইয়াছে। কলিকাতার ধুর্ত্ত দালাল, "গদীয়ান" বাবু, কপট ব্রাহ্ম, পল্লীগ্রামের স্থূলকায় মূর্খ অথচ শোশক জমীদার, (এক কালে সেরেস্তাদারী করিয়া অনেক উপরি লাভ পাইয়া জমীদারী করিয়াছেন) উদ্ধত ষ্টেষণমাষ্টার ও তাঁহার রমণী-ভূষিত "ইয়ারকীর আড্ডা" পাড়াগেঁয়ে দোকানদার (যাহার স্ত্রী কাল হওয়ায় শ্যালীকে লইয়া দোকান করিতেছে,) কুলীন কন্যা, গ্রাম্য "মাষ্টর" জজ, আসেসর, পুলীস প্রভৃতি যে যে চিত্রের অবতরণা হইয়াছে তাহার কোনটীই অস্বাভাবিক বা অযথার্থ হয় নাই, কিরূপ যথার্থ ও স্বাভাবিক হইয়াছে, তাহা যাহারা পল্লীগ্রাম ভাল করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন।

লেখকের ভাষা সরল। নিম্ন লিখিত অংশটী পাঠ করিলে পাঠক লেখকের ভাষার সরলতা ও রহস্যের ক্ষমতা দেখিতে পারিবেন।

"ডালার উপর একটী ছিদ্র কাটা, লোহার কবজায় দেহ প্রায় আবৃত একটা কাঠের বাক্স সম্মুখে করিয়া, সেই বাক্সের উপর একখানি কৃত্তিবাসের রামায়ণে বটতলার কারিকরগণ যে সকল মুদ্রা দোষ সংগ্রহ করিয়াছিল, মুদী সুর সংযোগ করিয়া সেই গুলিকে জাজ্বল্যমান করিতেছিল। সুতরাং তাহার পাঠ প্রণালীতে নরেন্দ্রনাথ যে একটী শব্দও আগাগোড়া বুঝিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না, তাহাতে কতক গৌরব মুদীর, কতক তাহার সুরের এবং অব-

শিষ্ট "ছাপাওয়ালার ভূতের।" নরেন্দ্রকে দেখিয়া পুঁথির মধ্যে একগাছি তৃণ দ্বারা স্থানের নির্দ্দেশ রাখিয়া, মুদী মহাশয় স্বপ্রণীত বাঁশের মাচা হইতে ভূমিষ্ট হইল। নরেন্দ্রকে বসিতে দিয়া (ব্রাহ্মণ জানিয়া) করযোড়ে একটী প্রনাম, ও তামাক সাজিয়া দিল। কোথা হইতে আগমন, কোথায় বা গমন ইত্যাদি প্রশ্নের অসন্তোষকর উত্তরে মুদী সন্তুষ্ট হইয়া নরেন্দ্রনাথের পাকের ব্যবস্থা করিতে লাগিল; নরেন্দ্রনাথ সেই সময়ে স্নান করিয়া আসিলেন। "ঘাটে আহ্নিক সারিয়া আসিয়াছেন" মুদীর প্রশ্নে নরেন্দ্রনাথ গলা ঝাড়িয়া ইহা জানাইলেন; এবং কিঞ্চিৎ মিষ্টান্নাদি লইয়া জঠরাগ্নির দমন করিলেন ও পাক করিবার অগ্নি জ্বালিয়া রন্ধন আরম্ভ করিয়া, গলায় কড়ি ঝুলান হুঁকা হস্তে দোকানের বাহিরে এক খানি টুলের উপর বসিলেন।

নরেন্দ্রনাথ বাহিরে বসিয়া তামাক খাইতেছেন এবং এক একবার জ্বাল ঠেলিয়া আসিতেছেন; এমন সময়ে চারিটা বাহকের স্কন্ধে, এবং অতিরিক্ত আট জন সঙ্গে, একখানি পাল্কী আসিয়া দোকানের সম্মুখে থামিল। পাল্কীতে এক পাল্কী মানুষ বোঝাই, কিন্তু মানুষ একজন মাত্র। যিনি পাল্কীর অভ্যন্তর দেশ ব্যাপিয়া ছিলেন, তিনি অতি কষ্টে পাল্কীর দুয়ার দিয়া বাহির হইয়া পাল্কীতে ঠেশ দিয়া দাঁড়াইলেন। এ ব্যক্তি স্থূল কি সূক্ষ্ম আমরা সে বিষয়ে কিছু বলিব না; তবে একবার ইনি হস্তী পৃষ্ঠে যাইতেছিলেন, একজন দুঃখিনী স্ত্রীলোক তাহার কোলের ছেলেকে সেই সময়ে হাতী দেখিতে বলায়, গোপাল (সেই ছেলের নাম) জিজ্ঞাসা করে "মা। কোনটা? যেটা নামোয়, না যেটা ওপরে?" পরে জানা গেল ইহাঁর নাম কালীনাথ ধর। ধর মহাশয়ের চারি খানি গাল, ও একাদিক্রমে তিনটী পেট। মস্তকের উপরিভাগ অপেক্ষা চিবুকাদি সহিত নিম্নভাগ প্রায় দ্বিগুন প্রশস্ত। হস্ত পদাদি শরীরের অনুরূপ, হস্তাঙ্গুলি যেন এক একটী পেয়ারা। ধরজীর বর্ণ কেমন নিশ্চয় করা দুরূহ; কলিকাতার রাস্তায় নূতন পাথর ফেলিলে যেমন কর্কশ দেখায়, দদ্রু দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়া প্রযুক্ত ইহাঁর কলেবর সেইরূপ শোভা পাইতেছিল। ইহাঁর বয়স ৫৬। ৫৭ বৎসর।

মুদী নমস্কার করিয়া ধরজীর নিকট দণ্ডায়মান হইল, এবং সম্ভ্রমের সহিত তাঁহার সঙ্গে অনেক প্রকার আলাপ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মুদী নরেন্দ্রনাথকে বলিয়া দিল "ধর মহাশয় দেশ মান্য ব্যক্তি, অতুল ঐশ্বর্য্য, জমীদারী আদিতে বহুতর আয়, দোল দুর্গোৎসব সমস্ত দেব ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা আছে, ইত্যাদি। এই সময়ে ধরজী মুখ বিকৃতি সহকারে মনকে দদ্রু কণ্ডূয়নে নিযুক্ত করিলেন, সুতরাং মুদীর কথা শুনিলেন কি না, বলা দুঃসাধ্য। কিন্তু মুদীর কথা শেষ হইবামাত্র নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ষাঁড় লাঞ্ছিত স্বরে, অর্দ্ধচন্দ্র নিন্দিত মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্রাহ্মণ?" এবং নিশ্চয়াত্মক "আজ্ঞা" পাইয়া যুগ্ম হস্তে শিরস্পর্শ করিলেন। হাত যোড় করা দেখিয়া নরেন্দ্রনাথেরও এক ছড়া কলা মনে পড়িল। কালীনাথ ধর মহাশয়ের মুদি যে রূপ পরিচয় দিল, তাহা প্রায়ই সত্য। ধরজী পুর্ব্বে কৌ-

জদারি আদালতের শেরেস্তাদার ছিলেন; কুড়ি টাকা বেতন পাইতেন, কিন্তু লক্ষ্মীর কৃপায় অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। অবশেষে কালাকাল না মানিয়া স্থানাস্থান কণ্ডূয়নের দোষে বা গুণে, সাহেব তাঁহাকে অলসবৃত্তি (পেন্সন) দিয়া কর্ম্ম হইতে অবসর প্রদান করিলেন। ধরজী কর্ম্ম ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে পাঁঠা খাওয়া ছাড়িয়া এক জন গোঁড়া বৈষ্ণব হন। সুতরাং তন্ত্রাদি উক্ত শাক্ত পূজা সমুদয় ভিন্ন সকল পর্ব্বেই ইহাঁর বাটীতে উৎসব হইত। রাণীগঞ্জের ৪ ক্রোশ পূর্ব্ব রাজহাট গ্রামে ইহাঁর বাস।"

হীরক অঙ্গুরীয়ক।—প্রহসন। শ্রীক্ষেত্রগোপাল চক্রবর্ত্তী বিরচিত এবং শ্যামপুখুর হইতে প্রকাশিত। সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক কলিকাতা কালীকৃষ্ণের লেন ৩০ নং ভবনস্থ নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত। সম্বৎ ১৯৩১। মুল্য চারি আনা।

ক্ষেত্রপাল পূর্ব্বে এক খানি পুস্তক লিখিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, কিন্তু এখানিতে বিশেষ সুখ্যাতির কিছু দেখিলাম না। তবে লেখাটী সরল হইয়াছে বটে ও গ্রন্থ লিখিত নায়কগণও স্বাভাবিক হইয়াছে।

উত্তরা বিলাপ কাব্য অথবা ভর্ত্তৃহীনা উত্তরা।—শ্রীরুক্মিণীকান্ত ঠাকুর, প্রণীত। গুপ্ত প্রেস, ২৪ মিরজাফর্শ লেন; কলিকাতা ১২৮১ সাল। মূল্য চারি আনা।

এই কবিতা পুস্তক খানি মন্দ হয় নাই। স্থানে স্থানে সুন্দর ভাব ও সুন্দর বর্ণনা আছে, ও লেখক আপনার রচনা শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। অভিমন্যুর মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তির বর্ণনা হইতে আমরা কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম।

৬

সহসা কৌরব ব্যূহের মাঝ,
হইল ভীষণ দামামা বাজ;
বাজিল দুন্দুভি ভীষণ রবে,
নাদিল কৌরব "বিজয়" রবে।

৭

"অভিমন্যু হত দারুণ কথা,
উত্তরে পাণ্ডব বিরাজে যথা,
শুনিয়া আকুল পাণ্ডব রায়
টলিয়ে পড়িলা ভূতলে, হায়!

৮

পড়িলা মাদ্রীর কুমার দ্বয়ে,
দশনে দশন নিবদ্ধ হয়ে;
স্খলিত হিমাদ্রি শিখর প্রায়,
পড়িলা দ্বিতীয় পাণ্ডব তায়!

৯

জামাতৃ শোকেতে বিহ্বল মতি,
ধরণী লুণ্ঠিত বিরাট পতি;
দ্রুপদ দ্রৌপদ প্রভৃতি কত,
কান্দিছে পাণ্ডব সেনানী যত।

১০

বিদুরে অর্জ্জুন শুনিয়ে রোল,
কহিলা মাধবে করুণ বোল,
"ফিরাও সান্দন যাদব পতি,
চলহ সত্বর শিবির প্রতি"

১১

"অভিমন্যু" বলি সেনারা ধেন,
কান্দিছে,—শ্রবণে শুনিমু হেন।
চলহ কেশব! ব্যাকুল প্রাণ,
দেখাও বাছারে ফিরাও বান"

রণচণ্ডী।

১১ অধ্যায়।

অতি প্রত্যুষে যাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল। লোকেরা দ্রব্যাদি অশ্বপৃষ্ঠে ও ভৃত্যের পৃষ্ঠে বোঝাই করিতে লাগিল। রণুর কুটীরের নিকটে আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রমণকারীর পরিবর্ত্তে প্রহরীকার্য্যে যে ব্যক্তি নিযুক্ত ছিল, সে কনিষ্ঠের দ্রব্যজাত তাঁহাদের অশ্বের পৃষ্ঠে সাজাইতেছিল। কনিষ্ঠ তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কি আমার পরে অবশিষ্ট সমস্ত রাত্রি এই স্থানেই প্রহরীকার্য্যে নিযুক্ত ছিলে?"

সে কহিল, "হাঁ, আমিই ছিলাম।"

"রাত্রে আর কোন গোল হয় নাই ত?"

"সে কথা আর কি বলিব?—বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না।"

কনিষ্ঠ আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসিলেন, "বল; না শুনিলে বিশ্বাস অবিশ্বাস কিছুই করিতে পারি না।"

"আমি ঐ অগুরু বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া ছিলাম। শেষ রাত্রে আমার একটু নিদ্রাবেশ হইয়াছিল। আমার সম্মুখ দিয়া মনুষ্যের অনুচ্চ পদশব্দ শুনিয়া চক্ষু মেলিলাম। মেলিয়া দেখি, যেন বায়ুভরে আমার সম্মুখ দিয়া এক স্ত্রীমূর্ত্তি পর্ব্বতের শিখরাভিমুখে গমন করিল। আমি তাহার পশ্চাৎ২ কতক দূর গমন করিলাম। দুই চারি পদ গমন করিবার পরে, সে রমণীমূর্ত্তি অদৃশ্য হইল। তখন আমি ভয় পাইলাম, এবং সে স্থানে দাঁড়াইয়া চারিদিক দৃষ্টি করিতে লাগিলাম; কিন্তু আর সে স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম না। এ কথা কে বিশ্বাস করিবে?"

"সে মূর্ত্তি চিনিতে পারিয়াছিলে?"

"স্পষ্ট চিনিতে পারি নাই; কিন্তু বোধ হইল, সে আমাদের রণু।"

"একথা আমাদের দলপতিকে বলিয়াছ?"

"বলি নাই; কেননা বলিলে তিনি আমাকে পাগল জ্ঞান করিবেন।"

"বলিও, তিনি বুদ্ধিমান লোক; তোমাকে পাগল জ্ঞান করিবেন না।"

"এখন বলিব না, আবার দেশে ফিরিয়া গেলে বলিব।"

একথায় কনিষ্ঠ আর কোন উত্তর করিলেন না। তিনি আপনাদের দ্রব্যজাত অশ্বপৃষ্ঠে সাজাইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারীর নিকট গমন করিলেন। তিনি তৎকাল পর্য্যন্ত নিদ্রিত ছিলেন। কনিষ্ঠ তাঁহার গাত্রে স্বীয় হস্ত প্রচার করিবামাত্র তিনি চমকিয়া উঠিলেন, এবং কনিষ্ঠকে জিজ্ঞাসিলেন, "আমরা কি কোন শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছি?" অনন্তর অমনি উঠিয়া আপন তরবারি গ্রহণ করিলেন।

কনিষ্ঠ ধীরতাসহকারে কহিলেন, "না, এখনও আক্রান্ত হই নাই। কিন্তু হইব; সেই বিষয় আপনাকে জানাইতে আসিয়াছি। আপনি গোল করিবেন না।"

"বৎস, বিপদ আমার অপরিচিত নহে; আমি বিপদের উপক্রমে গোল করিবার লোক নহি;—তুমি বল, কি বলিতে আসিয়াছ।"

"রাত্রে আমি যখন প্রহরিকার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম, তখন জ্ঞাত হইলাম যে, ভুবনগিরিতে মণিপুরের রাজার এক জন কর্ম্মচারী (থানাদার) আছেন। তিনি শুনিয়াছেন যে, কুহিদূত কুলপিল্লালের

সঙ্গে দুই জন বাঙ্গালী বনিক আছেন। আর তাঁহাদের সঙ্গে অনেক বহু মুল্য দ্রব্যাদি আছে। তিনি তাহা লুণ্ঠন করিবার জন্য সসজ্জ হইয়া আছেন।”

“তাহাতে আমি কোন বিপদের কারণ দেখি না। তিনি শুল্কবাবদে যত টাকা চাহেন, আমি দিতে কুণ্ঠিত হইব না। কিন্তু কেবল আমার সঙ্গে যে সকল কাগজপত্র আছে, তাহা তাঁহাকে দেখাইতে পারিব না।”

“আমাদের সঙ্গে যাহাং আছে, তিনি সে সকল তন্নং করিয়া দেখিবেন। আর আমাদের সঙ্গীয় কুকি যুবকদিগের বিশ্বাস এই যে, তিনি আমাদের প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে পারেন। এজন্য যুবকেরা আমাদের রক্ষার্থ প্রাণ দান করিতে প্রস্তুত আছেন?”

“তাঁহাদের লোক সংখ্যা অতি অল্প। তাঁহারা কোন্ সাহসে আমাদের রক্ষার্থ অস্ত্র ধারণ করিতে প্রস্তুত আছেন?”

“তাঁহারা সে বিষয়ে বিবেচনা করিবার পর এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; ভরতসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত লোক ও অস্ত্র শস্ত্র তাঁহাদের আছে।”

“সিদ্ধেশ্বর করুন, যেন আমাদিগের জন্য তাঁহাদিগকে মনিপুরের রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে না হয়। যে পুনঃ২ যুদ্ধ এই উভয় জাতির অমঙ্গলের কারণ হইয়াছে, যে পুনঃ২ যুদ্ধ নিবারণ করিবার জন্য প্রাচীন কুলপিলাল সন্ধিস্থাপন মানসে বীরকীর্ত্তি সিংহের রাজধানীতে গমন করিতেছেন, আমাদের রক্ষার জন্য কুকি যুবকদিগকে সেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে দেওয়া এ সময়ে কোন ক্রমে কর্ত্তব্য নহে, তাহা করিলে আমাদিগের অকৃতজ্ঞবৎ ব্যবহার করা হয়। এজন্য আমি কুলপিলালের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পৃথক গমন করিব। তুমি যুবকদিগের কথায় ভুলিও না; উহারা অত্যন্ত উগ্রস্বভাব ---কেবল শোণিতপাত ভাল বাসে। আমাদিগের কোন প্রকারে, উহাদের সমভিব্যাহারে গমন করা কর্ত্তব্য নহে। আমি কুলপিলালকে বলিয়া এ বিষয় স্থির করিব।”

জ্যেষ্ঠভ্রমণকারির স্বভাবের এই এক বিশেষ্য ছিল যে, তিনি যাহা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিতেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পার্য্যমানে ক্ষনমাত্র বিলম্ব করিতেন না। তিনি অবিলম্বে কুলপিলালের নিকট আসিলেন। তৎকালে কুলপিলাল যাত্রার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। তিনি দণ্ডায়মান হইয়া সঙ্গী ও ভৃত্যদিগকে কর্ত্তব্য বিষয়ে আদেশ করিতেছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারী যাইয়া তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। কুলপিলাল তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, “বন্ধো, গত রাত্রে নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা হইয়াছিল ত?”

“আপনার অনুগ্রহে গত রাত্রে কুশলে নিদ্রা গিয়াছিলাম—কিন্তু অদ্য প্রাতঃকালে একটী বিষয় শুনিয়া বড় চিন্তিত হইয়াছি। শুনিলাম, ভুবনগিরিতে আমাদের দ্রব্যজাত লুণ্ঠিত হইবে। কিন্তু আমি যথা সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও বিবাদের কারণ বিদূরিত করিতে চাহি। আমি আপনার সঙ্গে না যাইয়া পৃথক্ যাইতে চাহি।”

“আপনাদিগকে ও আপনাদের দ্রব্যজাত রক্ষা করণার্থ যে আমাদের যথেষ্ট শক্তি ও সাহস আছে, বোধ করি, আপনি তাহাতে অবিশ্বাস করেন না। বন্ধো, আপনাকে আমি অকপটে বলিতেছি যে, কুক্কুটীর পক্ষের অন্তরালে

কুক্কুটীর শাবকগণ যেমন নির্ব্বিঘ্নে থাকে, তদ্রূপ কুকিপতি কুলপিলালের অতিথি নির্ব্বিঘ্ন। কিন্তু বিপদের আশঙ্কাহেতু আমাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলে জানিব যে, আপনি আমাদের সাহস ও বাহুবলে বিশ্বাস করেন না। আপনি জানেন, আমি বিবাদ ভাল বাসি না, কিন্তু বীরকীর্ত্তি সিংহ কিম্বা তাঁহার থানাদার যদি আমার অতিথির প্রতি অত্যাচার করেন, তবে বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে ভীত হইব না। তাহা হইলে এই তরবারি (হস্তস্থিত তরবারি উত্তোলন করিয়া) আবার ক্ষত্রিয় শোণিতে রঞ্জিত করিতে ত্রুটি করিব না।"

"আপনি যে আমার রক্ষার্থ প্রাণ দান করিতে প্রস্তুত আছেন, তা আমি জানি; এবং কেবল সেই জন্যই আমি এই স্থান হইতে পৃথক্ হইতে বাসনা করি। আপনার স্মরণ রাখা উচিত যে, আপনি এক রাজ্যের দূত, আমি সামান্য ভ্রমণকারী বা বণিক; আপনি এক দেশের উপকারের জন্য আসিয়াছেন, কিন্তু আমি নিজের লাভের জন্য আসিয়াছি। সামান্য বিবাদ বা যুদ্ধ উপস্থিত হইলে আপনার ও আমার, উভয়ের ক্ষতি বা সর্ব্বনাশ। অতএব আপনি অগ্রে যাত্রা করুন। আমি আমার দ্রব্যজাত রক্ষার জন্য যথেষ্ট অর্থ দান করিতে প্রস্তুত আছি। আপনি গমন করিলে আমি সে বিষয়ের বন্দোবস্ত করণার্থ ভরতসিংহের নিকট দূত প্রেরণ করিব। ইতিমধ্যে আমি অগুরু পর্ব্বতে যাইয়া বাস করিতে পারি।"

"বন্ধো, আপনি অত্যন্ত বহুদর্শী; আপনি অতি জ্ঞানবানের ন্যায় কথা কহিলেন। কোন প্রকারে মণিপুরের সীমানায় বিবাদের সূত্রপাত করা আমার কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু তাই বলিয়া আপনাকে বিপদের স্থলে রাখিয়া যাইতে পারি না। আমরা এ স্থান হইতে চলিয়া গেলে, আপনার আরো বিপদ উপস্থিত হইবে। কেননা এ অঞ্চলে অনেক মণিপুরী দস্যু বাস করে। আমাদের প্রস্থান মাত্র তাহারা আসিয়া আপনাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিবে।"

"তবে আমি আপনাদের অগ্রে গমন করি; কেননা দস্যুগণকর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হওয়া অপেক্ষা ভরত সিংহ কর্ত্তৃক হত হওয়া শ্রেষ্ঠ।"

"যদি আপনার পৃথক্ যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক হয়, আর আপনার পৃথক্ যাওয়া যে নিতান্ত কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে আপনি অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন; তাহা হইলে আপনি গমন করুন, আমরা আপনার গমনের এক প্রহর পরে যাত্রা করিব। তাহা হইলে যদি আপনি বিপদগ্রস্ত হয়েন, আমরা যাইয়া আপনার সাহায্য করিতে পারিব। আর সকাল বেলা ভরত সিংহের মেজাজ একটু ভাল থাকে। তিনি রাত্রে সুরাপান করিয়া নিদ্রা যান, বেলা এক প্রহরের পূর্ব্বে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হয় না। নিদ্রা হইতে উঠিয়া তিনি স্নানাহার করেন। আপনি সেই সময়ে উপস্থিত হইলে কোন প্রকার গোল নাও হইতে পারে। অতএব আপনি অগ্রসর হউন।"

"তবে আমাকে আর একটী অশ্ব দান করিতে হইবে।

"আমার সঙ্গে যে সকল অশ্ব আছে, তাহার যেটী আপনার আবশ্যক হয়, লইতে পারেন।" এই বলিয়া এক জনকে

একটী অশ্ব দিতে আদেশ করিলেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারী কুলপিলালকে আ-লিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "আপনার সম-ভিব্যাহারে গমন করিবার পক্ষে যদি এই বাধা উপস্থিত না হইত, আমি পরম সুখে আপনার সঙ্গে যাইতাম। এক্ষণে বিদায় হই, যদি কুশলে ভুবন-গিরি উত্তীর্ণ হইতে পারি, আবার আপ-নার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।"

"বাসনা করি, যেন আপনার সঙ্গে আমার আরবার সাক্ষৎ হয়। যদি নাও হয়, তবে ইহা চিরকাল আমার মনে থাকিবে যে, এক জন বাঙ্গালী ভ্রমণকারী ন্যায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া আপনার অসু-বিধা অবহেলা করিয়াছিলেন।"

অনন্তর জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারী কনিষ্ঠকে সঙ্গে করিয়া যাত্রা করিলেন। জ্যেষ্ঠের বিচ্ছেদে কুলপিলাল ও কনিষ্ঠের বিচ্ছেদে যুবকগণ দুঃখিত হইলেন।

দুটী অশ্বে ভ্রমণকারিদের দ্রব্যজাত সাজান হইল। একটীর পৃষ্ঠে যাহা২ সাজান হইল, তাহা উত্তম রূপে বাঁধা হইল। আর একটী অশ্বে কতক দ্রব্য অসাবধান রূপে সাজান হইল।

---

১২ অধ্যায়।

যাইতে২ পথিমধ্যে কনিষ্ঠ ভাবিলেন, "আর কি ইহাদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হইবে? কুলপিলালের ন্যায় সৎ লোক ত আর কোথায়ও দেখি নাই। স্বার্থপরতা, ভীরুতা, ও শঠতার সহিত ইহার কখনও পরিচয় হয় নাই; হইবেও না। কিন্তু রণু অতি আশ্চর্য্য বালিকা! গত রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখি-য়াছিলাম, কি যাহা২ দেখিয়াছিলাম, সে সমস্ত বাস্তবিক ঘটনা? কেবল রণুকে জিজ্ঞাসিলে এ সন্দেহ বিদূরিত হইতে পারে। কিন্তু রণুর সঙ্গে আমার যে আর সাক্ষাৎ হইবে না, তাহা নিশ্চিত।"

কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রমণ-কারী কনিষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া কহি-লেন, "বৎস, আমার ভয় হইতেছে, পাছে কুলপিলালের সঙ্গে আর আমাদের সাক্ষাৎ না হয়। তাঁহার দলি যুবকেরা কেবল যুদ্ধের সুযোগ অনুসন্ধান করিয়া থাকে—বীরকীর্ত্তিসিংহের ব্যবহারে তা-হারা যুদ্ধের অনেক সুযোগ পাইবে— এবং যে সন্ধি স্থাপনের জন্য কুলপি-লাল আসিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ হইবে না। বরং এক অতি ভয়ানক যুদ্ধ উপ-স্থিত হইবে। আমাদের পার্ব্বতীয় বন্ধুরা অত্যন্ত বলশালী,—এবং প্রকৃতি উহাঁদিগকে স্বাভাবিক আশ্রয়স্থান দিয়া-ছেন।"

"আপনি যাহা বলিয়াছেন," কনিষ্ঠ বলিলেন, "তাহা সত্য; এমন কি, আমার স্থির বিশ্বাস এই, অদ্যকার দিন নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত হইবে না। এই জন্য আমি তরবারি ও ধনুর্ব্বাণ উভয়ই সঙ্গে লইয়াছি; এবং অনুরোধ করি, আপনিও তাহাই করুন। আমাদের যথাসাধ্য সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য, কেননা পথিমধ্যেই আমরা দুষ্ট লোককর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে পারি।"

"বৎস, আমি তোমার মনের ভাব বুঝিয়াছি, কিন্তু বিবেচনা কর, আমরা নির্ব্বিরোধ ভ্রমণকারী মাত্র;—আমরা বীরকীর্ত্তি সিংহের শত্রু নহি। তবে তাঁহার কর্ম্মচারিরা আমাদের প্রতি অত্যা-চার করিতে পারে। কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য অর্থ; আমরা যদি তাহাদিগকে

যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ দান করি, তাহা হইলে সে ভয়ও নাই ।”

ইহাঁরা উভয়ে কথোপকথন করিতে২ পথভ্রমণজনিত ক্লান্তি লঘু করিতে থাকুন; আমরা পাঠকের সহিত ভুবন গিরিতে গমন করি ।

ভুবন গিরিতে একটী গিরিসঙ্কট আছে; এই গিরিসঙ্কটে মণিপুরের রাজার থানা —এখানে ভরত সিংহ বাস করেন, তাঁহাকে লোকে থানাদার কহে ।

এ পর্ব্বত পূর্ব্বে ভুবন গিরিবাসী কুকিদিগের অধিকারে ছিল, রাজা বীরকীর্ত্তি বাহুবলে তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া আপন অধিকারভুক্ত করিয়াছেন ।

কুলপিলালের আগমনের সংবাদ শুনিয়া, ভরতসিংহ সবিশেষ জানিবার জন্য কয়েক জন লোক রাত্রে, অগুরু পর্ব্বত হইতে ভুবনগিরিতে আসিবার যে পথ আছে, সেই পথে রাখিয়াছিলেন । প্রাতঃকালে তাহারা আসিলে ভরতসিংহের শয়ন-গৃহে সংবাদ প্রেরিত হইল । ভরতসিংহ অসময়ে নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া বাহিরে আসিয়া বসিলেন । রামদাস সম্মুখে আসিয়া প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হইল ।

ভরতসিংহ জিজ্ঞাসিলেন, “কুলপিলালের সমাচার কি, রামদাস ? তাহারা কি অদ্য প্রাতে অগুরু পর্ব্বত হইতে যাত্রা করিয়াছে ?”

“তাহারা এখনও যাত্রা করে নাই, কিছু বেলা হইলে যাত্রা করিবে ?”

“অগুরু পর্ব্বতের লোকেরা আমার আদেশ পালন করিয়াছে ?”

“আজ্ঞা হাঁ ; তাহারা কুলপিলাল বা তাহার সঙ্গিদিগকে আপনাদের পর্ব্বতে আশ্রয় দেয় নাই । কিন্তু তাহারা তাহাদিগকে অন্যত্র স্থান দিয়াছিল, এবং বিশ্বাসী লোকমুখে আরো শুনিলাম যে, তাহারা তাহাদিগকে যথেষ্ট খাদ্য সামগ্রী ও মদ্য দিয়াছিল ।”

“আমি আর কতকাল রাজার নিকট ইহাদের দোষ ঢাকিয়া চলিব ? যদি ইহারা আমার পানীয় মদ্য না যোগাইত, তাহা হইলে আমি কল্য ইহাদের নগর উৎসন্ন করিতাম । কিন্তু আমি আর উহাদের রক্ষা করিব না ; কেমনা এবার উহারা যে মদ্য পাঠাইয়াছে, তাহা গত রাত্রে পান করিয়া আমার মাথা ধরিয়াছে, এবার আর উহাদের রক্ষা নাই ।”

“আপনি দেখিতেছেন, অগুরু পর্ব্বতবাসিরা প্রকারান্তরে কুলপিলালের সাহায্য করিয়াছে ?”

“আমি তাহা বেশ বুঝিয়াছি । যদি তাহারা আমার পানার্থ ভাল সুরা না দেয়, আমি রাজার নিকট এ বিষয় প্রকাশ করিব ।”

“আমি বুঝিয়াছি—তাহারাও জানে যে, আপনাকে সন্তুষ্ট রাখিতে না পারিলে তাহাদের মঙ্গল নাই । আমি তাহাদের এ কথা বলিব ।”

“তুমি অতি বুদ্ধিমান লোক । ভাল, রামদাস, তুমি কুলপিলালের আশ্রয় স্থানে প্রবেশ করিয়া রাত্রে আগুন লাগাইয়া দিতে পার নাই ?”

“আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিতে অযত্ন করি নাই—আমরা রাত্রে গিয়াছিলাম—কিন্তু তাহাদের আশ্রয়স্থানের চারিদিকে প্রহরী ছিল ; প্রবেশ করিবার পথ পাই নাই ।”

“যাহা হউক, তাহারা যখন এখানে পঁহুছিবে, তখন বিশেষ মনোযোগী থাকিও । তাহাদের সঙ্গে স্ত্রীলোক আছে,

তাহাদের গহনা আছে, তাহারা গজমুক্তার মালা পরিয়া থাকে, তুমি জান, আমি সে সমস্ত বড় ভালবাসি। তাহা যেন বেহাত না হয়।"

"তাহাদের সঙ্গে দুই জন বাঙ্গালী বণিক আছে।"

"বটে, বাঙ্গালী বণিক! সঙ্গে বহুমূল্য দ্রব্য! যদি সে সকল হস্তগত করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি বীরকীর্ত্তি সিংহের শ্যালক নহি।

"তাহারা ঢাকার বাঙ্গালী—শ্রীহট্টের বাঙ্গালী নহে। তাহাদের সঙ্গে ঢাকার মলমল আছে।"

"বেশ২! ঢাকার মলমল! ঢাকার মলমলের চাদর আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা বড় ভালবাসে! আমি একথান মলমলের একটা পাগড়ি করিব। ঢাকার মলমলের পাগড়ি বড় ভাল হয়, কেমন রামদাস?"

"আজ্ঞা, হাঁ! কেবল মলমল নহে, তাহাদের সঙ্গে ঢাকার স্বর্ণ অলঙ্কার আছে।"

"বেশ২, রামদাস! আমার গৃহিনীরা ঢাকার স্বর্ণালঙ্কার বড় ভালবাসে। রামদাস, সে সকলই আমার!"

"সকলই আপনার? তবে আমি—"

"তোমাকে আমি খুসি করিব। সকলই আমার—আমার হইলেই তোমার হইল। তাহাদের সঙ্গে কত লোক আছে?"

"লোক বড় অধিক নাই।"

"তবে আমাদের অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত রাখ। বাঙ্গালী বণিকদ্বয়কে বধ করিতে হইবে, কুকিদিগকে জব্দ করিতে হইবে। শতপতি গম্ভীর সিংহ!"

এই আহ্বান শুনিয়া এক জন সেনানী নিকটে আইল।

"এক্ষণে তোমার নিকট কত লোক আছে?"

"পঞ্চাশ জন ছিল, দশ জন প্রহরী কার্য্যে নিযুক্ত আছে, চল্লিশ জন উপস্থিত।"

"তাহাদিগকে এই মুহূর্ত্তে অস্ত্র শস্ত্র লইয়া প্রস্তুত থাকিতে আদেশ কর। তাহাদিগকে বল যে, আজ এই পথে কয়েক জন বণিক যাইবে, তাহাদিগের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিতে হইবে। সকলকেই আমি উচিত অংশ দিব। তাহাদিগকে গিরিসঙ্কটের পশ্চিমমুখে থাকিতে বল।"

"আমি মুহূর্ত্তেকের মধ্যে আপনার আদেশ পালন করিতেছি। আপনার জয় হউক।"

সেনানী এই বলিয়া প্রস্থান করিল।

"রামদাস, এ কার্য্যে তোমাকে অধিক সাহস দেখাইতে হইবে। তুমি ভিন্ন কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। দেখ, কুকিদিগকে জব্দ করিলে আমাদের রাজা বড় সন্তুষ্ট হইবেন। রামদাস, তুমি যে নীরবে রহিলে, ভাবিতেছ কি?"

"ভাবিতেছি, যদি আমাদের মহারাজা একার্য্য অন্যায় জ্ঞান করেন, তাহা হইলে আমাদের ভয়ানক দণ্ড হইবে।"

"তুমি কি তাঁহাকে আমা অপেক্ষা অধিক জান? তিনি আমার ভগিনীপতি, তিনি যাহাতে সন্তুষ্ট হয়েন, আমি তাহা ভাল জানি। রামদাস, তোমার ভয় কি? এ কার্য্যে সাহস অবলম্বন করিতে হয়। এ বীরত্বের কর্ম্ম।"

"কিন্তু যদি রাজা ইহাতে ক্রুদ্ধ হয়েন?"

"রাজা ক্রুদ্ধ হইবেন?—কখনও না।

কুলপিলালকে শাসন করা যে তাঁহার অত্যন্ত ইচ্ছা, তাহা কি তুমি জান না? আর রাজা যদিই বা ক্রুদ্ধ হয়েন, কি করিবেন? আমার ত কোন জমিদারী নাই যে, তাহা বাজে আপ্ত করিবেন?"

"আপনার জমিদারী না থাকিতে পারে, প্রাণত আছে? রাজা অসন্তুষ্ট হইলে আপনার প্রাণ দণ্ড করিতে পারেন।"

"আমি কি প্রাণ দিতে ভয় করি? আমি তোমার মতন কাপুরুষ নহি। এরূপ বীরত্বের কর্ম্ম করিয়া যদি প্রাণ যায়, সেও ভাল। ঢাকাই বস্ত্র ও স্বর্ণ অলঙ্কার জীবন অপেক্ষা বহুমূল্য।"

"আমার যুক্তির তহবিল ফুরাইয়াছে, আপনার দ্বারা আমি তর্কে হারিলাম; বিশেষ আপনার শেষ কথা বড়ই যুক্তি-সম্মত।"

"তবে এক্ষণে সাহসী বীর পুরুষের ন্যায় কার্য্য করিতে প্রস্তুত হওগে। কিন্তু দেখ, বৌদ্ধ পুরোহিতকে ডাকিতে হইবে। যদিও আমি মনেং হিন্দু, কিন্তু রাজা যখন বৌদ্ধ ধর্ম্ম মানেন, তখন মুখে আমাদিগকে সেই ধর্ম্ম মানিতে হইবে।"

"আমি শুনিলাম, সে বাঙ্গালী বণিকেরা আমাদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে, রুদ্র তাহাদের সাহায্য করিবে। সে সামান্য বীর নহে।"

"সেত ভালই, বাঙ্গালী বণিকেরা ত মেষবৎ শান্তস্বভাব, তাহাদের বধ করাত কঠিন কথা নয় বা বীরত্বের কায নয়? রুদ্রকে বধ করাই বীরত্বের কর্ম্ম। রামদাস, তুমি কেবলই আপত্তি তুলিতেছ।"

"আমি অকারণ আপত্তি করি না। কুকিদিগের খড়্গ ও বড়শার সহিত আমার অনেকবার পরিচয় হইয়াছে, সেই জন্য আপত্তি করিতেছি। আর আপনি যদি আমাদের সমস্ত সৈন্য এই লুণ্ঠন কার্য্যে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে থানায় আসিবার পার্ব্বতীয় পথ রক্ষা করিবে কে? যদি সে পথে কুকিদের কিয়দংশ সৈন্য আসিয়া আমাদের আক্রমণ করে? তাহারা ত এ সকল পথ জানে।"

"তুমি কি ক্ষেপিয়াছ? তাহাদের পার্ব্বতীয় পথে আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে সাহস হইবে না। সে বিষয়ে তোমার ভাবিতে হইবে না। আর নিতান্তই যদি তাহারা পার্ব্বতীয় পথে আইসে, গ্রামবাসী চাষারা তাহাদের আসা বন্ধ করিবে।"

"গ্রামবাসিদিগকে বিশ্বাস করা যায় না। যাহারা আমাদের বাহুবলদ্বারা পরাজিত হইয়া আমাদের অধীনে আছে, তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাদের বিপদকালে সাহায্য করিবে না। বরং তাহারা সুযোগ পাইলে কুকিদিগের সঙ্গে যোগ দিয়া আমাদের অধীনতা হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিতে চেষ্টা পাইতে পারে।"

"কি, তাহারা আমার হুকুম মানিবে না? তবে তাহাদের সম্পত্তি ও স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি তাহাদের স্নেহ নাই? তুমি তাহাদিগকে বল, যদি আমার হুকুম না শুনে, যদি আমার বিরুদ্ধে কিছু করে, তাহাদের গ্রাম আগুনে পোড়াইব, ও তাহাদের স্ত্রী পুত্রদিগকেও তুরুকদের নিকট বিক্রয় করিব।"

এমন সময়ে এক জন শ্মশ্রুধারী খর্ব্বাকৃতি বৃদ্ধ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ভরতসিংহ প্রণামপূর্ব্বক বসাইলেন, এবং বলিলেন, "আসুন,

আমি একটী লাভকর কার্য্যের আয়োজন করিতেছি, সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলে এক দিন আপনার উপদেশ শুনিতে ইচ্ছা করি।"

"ভরতসিংহ, তুমি আমায় ডাকিয়াছ বলিয়া আমি তোমার নিকট আসিয়াছি, নতুবা আমার উপদেশে যেস্থানে কোন সুফল ফলে না, আমি এমন স্থানে যাই না।"

"তাহা সত্য বটে, সাধু লোকেরা কি যেখানে সেখানে যাইতে পারেন? কিন্তু যখন আমাকে দয়া করিয়া চরণ-ধুলি দিয়াছেন, তখন একটী আশীর্ব্বাদ দান করিয়া যাইতে হইবে। আমরা একটী রাজকীয় গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি। সেই বিষয়ে আপনার আশী-র্ব্বাদ প্রার্থনা করি।"

"ভরতসিংহ, কি প্রকার রাজকীয় কর্ম্ম। কাহারও সর্ব্বনাশ করা? এরূপ কার্য্যে আমি আশীর্ব্বাদ দান করিতে পারি না। আমাদের ধর্ম্মে পরহিংসা মহাপাপ; আমি সে কার্য্যে আশীর্ব্বাদ দান করিতে পারি না।"

ভরতসিংহ যে কার্য্য করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, বৌদ্ধ ঋষি তাহা জানি-তেন।

"আপনি ভুলিবেন না, আপনি রাজা বীরকীর্ত্তি সিংহের প্রজা। অতএব তাঁ-হার নামে আমি যাহা করি, তাহা রাজ-কীয় কার্য্য; তাহাতে যদি আপনি আ-শীর্ব্বাদ না করেন, ভবিষ্যতে আপনার অনিষ্ট হইতে পারে। আর ইহাও জানিবেন যে, আমি এস্থানে রাজার প্রতিনিধি।"

"আমি আপনার কথা বেশ বুঝিয়া-ছি, আপনি যেরূপ বাড়া বাড়ি আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে শীঘ্রই তাহার প্রতিফল পাইতে হইবে।"

"রামদাস, শুন, ঋষিবরের কথা শুন। মহাশয়, আপনি ভাল কায করি-তেছেন না।"

"ভরতসিংহ; আমি তোমার কথায় ভীত হইবার লোক নহি। আমি যাহা মনে ভাবি, তাহাই মুখে বলি। আমি নদীজলের ন্যায় চঞ্চল নহি, এই ভুবন গিরির ন্যায় অটল।"

ইহা বলিয়া ঋষি রক্তিম লোচনে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ভরত সিংহ একবার তাঁহাকে রাজবিদ্রোহী বলিয়া ধৃত করিবার মনস্থ করিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার কি ভাবিয়া নি-রস্ত হইলেন। কিন্তু ক্রোধে তাঁহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলেন। মনে২ কি ভাবিলেন, তৎপরে আবার গম্ভীর সিংহ শতপতিকে ডাকিয়া পাঠালেন।

---

১৩ অধ্যায়।

বেলা প্রহরেক হইল, ভরতসিংহ থানাদার সমস্ত আয়োজন করিয়া বাঙ্গা-লী বণিকদিগের আগমন প্রতীক্ষায় রহিলেন। ভুবনগিরির উত্তরাংশে একটী ভয়ানক গহ্বর আছে, কষ্ট দিয়া যে সকল লোকের নিকট হইতে থানাদার অর্থ সংগ্রহ করিতেন, তাহাদিগকে সেই গহ্বরে লইয়া যাওয়া হইত। সেখানে লোকদিগকে কষ্ট দিবার জন্য নানা প্রকার অস্ত্র ও যন্ত্র ছিল।

বেলা দেড় প্রহরের সময়ে বাঙ্গালী ভ্রমণকারিরা ভুবনগিরিসঙ্কটে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের প্রবেশমাত্র কয়েক জন সৈনিক পুরুষ আসিয়া তাঁহাদিগকে

ও তাঁহাদের অশ্বাদি থানাদারের নিকট লইয়া গেল।

থানাদার তাঁহাদিগকে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহাদের সঙ্গে দুটী মাত্র অশ্ব ছিল, ও সেই অশ্বদ্বয়ের পৃষ্ঠে তাঁহাদের দ্রব্যজাত বোঝাই করা ছিল। দুই অশ্বে যত দ্রব্য বহিতে পারে, তাহা ভরতসিংহের সন্তোষবিধানজন্য যথেষ্ট নহে।

থানাদারের সম্মুখে বাঙ্গালী বণিকেরা নীত হইলে থানাদার তাঁহাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রাজা বীরকীর্ত্তি সিংহের আদেশক্রমে এদেশে কুকিদিগের বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া আসা রহিত হইয়াছে, তোমরা বাঙ্গালী বটে, কিন্তু তোমরা কিয়দ্দিবস কুকি রাজ্যে বাস করিয়াছ, এবং তাহাদের সঙ্গে২ অগুরু পর্ব্বত পর্য্যন্ত আসিয়াছ—আমার বোধ হয়, এ সকল দ্রব্য তোমাদের নহে, তাহাদের। তাহারা আমাদের রাজার শত্রু, তোমরা তাহাদের বন্ধু, অতএব তোমরাও আমাদের রাজার শত্রু, এজন্য আমি তোমাদের দণ্ড দিব। সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিলেও তোমাদের এ দোষের উচিত দণ্ড হয় না।"

জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারী কহিলেন, "কুকিদিগের সহিত আমার কোনই সম্পর্ক নাই—আমি তাহাদের দেশ দিয়া আসিয়াছি, এ জন্য তাহাদের সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়াছে, এই মাত্র। আমি কোন বিশেষ প্রয়োজনে আপনাদের রাজা বীরকীর্ত্তি সিংহের নিকট গমন করিতেছি। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা আমার এ দেশে আসিবার একমাত্র উদ্দেশ্য। যদি আপনার দ্বারা আমার গমনের বাধা হয়, তাহা হইলে আপনাকে এ জন্য রাজার নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে।"

"তুমি বড় সাহসের সহিত কথা বলিতেছ; আমিও ভীরু নহি। তোমার সংকল্প যেমন অটল, আমার আজ্ঞাও তেমনি অকাট্য। আমি যদি তোমার সঙ্গের দ্রব্যজাত আটক করি, তাহা হইলে কি করিবে?"

"এখানে আপনি সর্ব্বেসর্ব্বা; আপনার যাহা ইচ্ছা, আপনি করিতে পারেন। কিন্তু যদি আপনি আমার দ্রব্যজাত আটক করেন, তাহা হইলে আমি রাজার নিকট যাইয়া সমস্ত বলিব, এবং যাহাতে সে সকল ফিরিয়া পাইতে পারি, প্রাণপণে সেরূপ যত্ন করিব।"

"তবে তুমি আমার নামে রাজার কাছে নালিস করিবে? তুমি জান, রাজা আমার ভগিনীপতি? তিনি তোমার কথা বিশ্বাস করিবেন, না আমার কথা বিশ্বাস করিবেন?"

"তবে আপনি আমার সমস্ত দ্রব্য আটক করুন—কেবল রাজার জন্য যে একটী দ্রব্য আনিয়াছি, তাহা আমি লইয়া যাইতে চাহি; এরূপ করিলে আমি আপনার নামে রাজার নিকট নালিস করিব না, এবং এ সকল দ্রব্যও ফিরিয়া লইতে চাহিব না।"

"রাজার জন্য কি দ্রব্য আনিয়াছ, তাহা আমাকে দেখাও। সে কি বড় বহুমূল্য দ্রব্য?"

"তাহা আপনাকে দেখাইতে পারি না। তাহা একটী রৌপ্যময় আবরণে আবৃত। যাঁহার জন্য তাহা আমার দ্বারা প্রেরিত হইয়াছে, তিনি ভিন্ন আর কাহারো তাহা খুলিবার অধিকার নাই,

আর সে আবরণ না ভাঙ্গিলে তাহা খোলা যাইতে পারে না।”

“তাহা কোথায় আছে?”

“আমার সঙ্গে।”

“বাহির কর।”

“করিবার অনুমতি নাই।”

“করিবার অনুমতি নাই?—আমি হুকুম করিতেছি, তাহা এক্ষণে বাহির কর।”

“আমি আপনার প্রজা বা ভৃত্য নহি; সুতরাং আমি আপনার হুকুমে আমার প্রভুর আদেশের অন্যথা কার্য্য করিতে পারি না।”

“তুমি আমার হস্তস্থিত এই তরবারি দেখিতেছ? ইহা তোমার প্রতি ব্যবহার করিবার ক্ষমতা আমার আছে, তাহা জান?”

“জানি, আমারও উহার আঘাত সহ্য করিবার ক্ষমতা আছে।”

“তুমি জান, আমি এক্ষণই তোমাকে উলঙ্গ করিয়া তোমার বস্ত্র মধ্যে যাহা২ আছে, সে সমস্ত বাহির করিতে পারি।”

“তাহা আমি জানি, আপনি আমার প্রতি যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু তাহা করিবার আগে আপনাকে বলিয়া রাখিতেছি যে, আমি কোন গুরুতর বিষয়ের সংবাদ লইয়া আপনার রাজার নিকট গমন করিতেছি, আর আমার বস্ত্র মধ্যে তাঁহার জন্য প্রেরিত কোন দ্রব্য আছে।”

“তাহা বাহির কর।”

“আমি স্বহস্তে পারি না।”

“রামদাস, উহার হাত বান্ধ।”

রামদাস জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ উভয় ভ্রমণকারীর হস্ত বন্ধন করিল।

তখন ভরতসিংহ রামদাসকে আজ্ঞা করিলেন,

“উহার বস্ত্রাভ্যন্তরে কি আছে, বাহির কর।”

রামদাস বলপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারির বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটী রৌপ্যময় গোলাকার বস্তু বাহির করিল। তাহা ভরতসিংহের হস্তে দিল। ভরতসিংহ তাহা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন।

প্রাচীন ভ্রমণকারী উপস্থিত সেনাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

“তোমরা মহারাজ বীরকীর্ত্তি সিংহের লোক; এই জন্য আমি তোমাদিগকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, দেখ, এই রৌপ্যমণ্ডিত গোলাকার বস্তুটীর উপরে তোমাদের রাজার নাম লিখিত আছে, ইহা তাঁহার জন্য আমার দ্বারা তাঁহার কোন বন্ধুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিল। ভরতসিংহ ইহা আমার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন।”

ভরতসিংহ ক্রোধান্ধ হইয়া কহিলেন, “দুষ্টাশয়, তুমি আমার সেনাদিগকে রাজবিদ্রোহী হইতে উত্তেজনা করিতেছ; রামদাস, সেনাগণকে বাহিরে যাইতে আদেশ কর।”

সেনাগণ বাহিরে গেল, কিন্তু তাহাদের মুখে অসন্তোষের চিহ্ন লক্ষিত হইল। অনন্তর ভরতসিংহ প্রাচীন ভ্রমণকারিকে কহিলেন,

“এই রৌপ্য আবরণের মধ্যে কি আছে, ও কাহার দ্বারা ইহা প্রেরিত হইয়াছে, আমাকে বলিতে হইবে।”

“ইহার মধ্যে কি আছে ও ইহা কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়াছে, তাহা আমি আপনাকে বলিব না।”

ভরতসিংহ ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং রামদাসকে বলিলেন,

"রামদাস, এই বৃদ্ধকে বাহিরে লইয়া যাও, এবং কিছু শিক্ষা দেও।"

রামদাস তাঁহাকে বাহিরে লইয়া গেল। প্রাচীন বাঙ্গালী বলিদেয় মেষ শাবকের ন্যায় নীরবে রামদাসের সঙ্গে গমন করিলেন। ভরতসিংহের আদেশক্রমে আর দুই জন সেনা আসিয়া কনিষ্ঠ ভ্রমণকারিকে স্থানান্তর লইয়া গেল। ভরতসিংহ তাহাদিগকে আদেশ করিলেন, "ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ রাখ।"

রামদাস ফিরিয়া আইলে, ভরতসিংহ তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "ভাল, রামদাস, ইহাতে কি আছে, তোমার বোধ হয়?"

"ইহাতে কোন বহুমূল্য বস্তু আছে। আর ইহা যাঁহার দ্বারা প্রেরিত হইয়াছে, তিনিও সামান্য লোক নহেন।"

"তবে, এ বহুমূল্য দ্রব্য কি ছাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য?"

"ইহাতে যখন রাজার নাম লিখিত আছে, তখন ছাড়িয়া না দিলে, পশ্চাৎ গোলে পড়িতে হইবে।"

"তুমি নিতান্ত কাপুরুষ। এমন বহুমূল্য বস্তু হাত ছাড়া করিতে তোমার প্রবৃত্তি হইতেছে?"

"আমি বীরত্বে কাপুরুষ নহি; কিন্তু পরদ্রব্য অপহরণ করিতে কাপুরুষ বটি।"

"তবে আমি পরদ্রব্য অপহরণ করিতেছি!"

"আমি সে কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি না।"

"একবার বলিয়াছ, আরবার বলিতে দোষ কি?"

"সে কথা বলিয়া আমি অন্যায় করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন।"

"এখন পথে এস। তবে এ বহুমূল্য দ্রব্য হাতছাড়া করা হইবে না।"

"যদি হজম করিতে পারেন, তবে রাখুন।"

"হজম করিতে পারিব না কেন? এত হজম করিয়াছি, আর এই সামান্য বণিকের একটী বস্তু হজম করিতে পারিব না?"

"যদি বাঙ্গালী বণিকেরা যাইয়া রাজার নিকট এ সকল বিবরণ বলিয়া দেয়?"

"রামদাস, মৃত মনুষ্য কি কথা কহিতে পারে?"

"না; পারে না। তবে কি আপনি উহাদের বধ করিতে স্থির করিয়াছেন?"

"তাই করিব।"

"তাহা করিবেন না; আমার বোধ হয়, এই বাঙ্গালী বণিকেরা সামান্য লোক নহে। কোন রাজার গুপ্ত দূত হইবে।"

"কিসে তোমার এরূপ বোধ হইতেছে?"

"উহাদের আকৃতি দেখিয়া ও কথা কহিবার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া।"

"আচ্ছা, তবে কি করা যাইতে পারে?"

"উহারা কুকি রাজ্য দিয়া আসিয়াছে, বোধ হয়, কুলপিলাল উহাদের বিষয় কিছু জানে; তাহাদের আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন। তাহারা আসিলে, সবিশেষ জানিয়া যাহা হয়, করিবেন।"

"আচ্ছা, তাহাই করা যাইবে, আপাততঃ এই আবরণের মধ্যে কি আছে, তাহা না দেখিলে আমার মন স্থির হইতেছে না।"

"তবে খুলুন, খুলিয়া দেখুন।"

অনন্তর উপযুক্ত অস্ত্র আনিয়া আবরণ

খুলিলেন, খুলিয়া তাহার মধ্যে দুটী বস্তু পাইলেন, এক ছড়া হীরকময় কণ্ঠহার আর একখানি পত্র।"

এরূপ হীরকের কণ্ঠহার ভরতসিংহ ইহজন্মে দেখেন নাই। রামদাস উবুড় হইয়া দেখিতে লাগিল। রামদাস শেষে পত্রখানি হাতে করিয়া পড়িল। তাহাতে লিখিত ছিল, "মহারাজ বীরকীর্ত্তি, পত্রবাহক অতি বিশ্বস্ত ও সম্ভ্রান্ত লোক, আর আপনার সহিত ইহাঁর আলাপ আছে, অতএব সবিশেষ বিবরণ ইহাঁর প্রমুখাৎ শুনিবেন। এই সামান্য একছড়া কণ্ঠমালা আপনার জন্য পাঠাইলাম।"

রামদাস পড়িয়া মনে২ বলিল, "এই কি সামান্য কণ্ঠহার? এমন হীরকের কণ্ঠহার এ পূর্ব্ব দেশের কোন রাজার কণ্ঠে শোভা পায় নাই।"

রামদাসের হস্ত হইতে পত্রখানি লইয়া ভরতসিংহ পাঠ করিয়া কহিলেন, "রামদাস, এ পত্রে প্রেরকের নাম নাই।"

"আমি তাহা দেখিয়াছি—আর লিখিত আছে যে, পত্রবাহকের সঙ্গে আমাদের রাজার আলাপ আছে।"

"রামদাস, ও সকল ফাঁকি। আমি ফাঁকিতে ভুলিবার লোক নহি। আমি এ কণ্ঠহার ছাড়িতে পারি না।"

---

১৪ অধ্যায়।

ভরতসিংহের আদেশক্রমে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী পৃথক্২ কারাকূপে নিক্ষিপ্ত হইলেন। একটী পর্ব্বত গহ্বরে কনিষ্ঠকে রাখিয়া দিল। সে গহ্বর অন্ধকার। কনিষ্ঠ দুই চক্ষে কিছুই দেখিতে পাইতেছিলেন না; যথাসাধ্য হস্ত প্রচার করিয়া দেখিলেন, সে গহ্বরে ইতস্ততঃ মনুষ্য অস্থি পতিত রহিয়াছে। তাঁহার হস্তদ্বয় রজ্জু দ্বারা বদ্ধ ছিল, এজন্য অধিক দূরে হস্ত প্রচারিত করিতে পারিলেন না। তথাপি যতদূর পারিলেন, তাহাতে তাঁহার বোধ হইল যে, এই গহ্বরে অনেক লোকের অনাহারে প্রাণত্যাগ হইয়াছে। তিনিও বুঝিতে পারিলেন, "আমারও অস্থি এই গহ্বরে থাকিবে। আমিও আর এ গহ্বর হইতে বাহির হইতে পারিব না। এই গহ্বর আমার সমাধি হইল! ভগবান, সিদ্ধেশ্বর, আর কি আমার দুঃখিনী জননীকে দেখিতে পাইব না? আর কি বস্ত্রপ্রান্ত দিয়া তাঁহার নেত্রজল মুছাইতে পারিব না? ভগবন, আমার অদৃষ্টে এই ছিল?'
এইরূপ কাতরোক্তি করিয়া তিনি গহ্বরের এক দিকে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলেন।

সকলকেই মরিতে হইবে, ইহা আমরা জানি। কিন্তু যাহারা সংসারের সুখ দুঃখ ভোগ করিয়াছে ও যাহাদের জীবনের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নাই; আসন্নমৃত্যু তাহাদের তত অধিক ভয়ের কারণ নহে। কিন্তু কনিষ্ঠ যুবকের অন্তঃকরণ নানাবিধ কল্পনা ও আশায় পরিপূর্ণ, সংসার ইহাঁর পক্ষে অজ্ঞাত সুখের আকর, কেননা সংসারের তিক্ততা কিছুমাত্র আস্বাদ করেন নাই, ইহাঁর পক্ষে মৃত্যু বড় দুঃখের ও আশাভঙ্গের কারণ। ফলতঃ যাহাদের জীবনের কোন বিশেষ ও মৎলক্ষ্য না থাকে, তাহাদের জীবন মরণ উভয়ই তুল্য; কিন্তু যাহাদের জীবনের কোন বিশেষ লক্ষ্য থাকে, তাহাদের নিকট মৃত্যু বড়ই ভয়ঙ্কর। যুব ভ্রমণকারী মৃত্যুর আশঙ্কায় বড়ই কাতর হইলেন। তিনি

দেখিলেন, তাঁহার সমস্ত আশা ও সমস্ত জীবনের লক্ষ্য এই গহ্বরে নিহিত হই-বেক। তিনি বড়ই নিরাশ ও কাতর হইয়া মস্তক অবনত করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবি-লেন, "শুনিয়াছি, এবং দেখিয়াছি, প্রেত সাহায্যে রণু যেখানে ইচ্ছা, গমন করিতে পারে। সে কি এই অন্ধকার গহ্বরে আসিয়া আমাকে উদ্ধার করিতে পারে না? রণু, তুমি কোথায়? এ সময়ে এক-বার আসিয়া আমাকে উদ্ধার কর।"

এই ভাবিয়া মুহূর্ত্ত পরে তিনি চক্ষু উন্মীলিত করিলেন, দেখেন, গহ্বরে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিয়াছে, সূর্য্যালো-কের সঙ্গে২ গহ্বর মধ্যে এক রমণী প্র-বেশ করিয়াছেন। যুবক বসিয়া২ তাঁহার মুখ প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রমণীকে তিনি চিনিতে পারিলেন। রমণীর হস্তে এক অতি দীর্ঘ তরবারি ছিল। যুবক চক্ষু উন্মীলিত করিবামাত্র রমণী বলিলেন, "এই আমি আসি-য়াছি।" যুবক দেখিলেন, "সাক্ষাৎ আশারূপিণী রণু যেন তাঁহার কাতরো-ক্তি শুনিয়া তাঁহার মুক্তির নিমিত্তে এই কারাকূপে উপস্থিত হইয়াছেন। যদি কোন পুরুষ তরবারি হস্তে গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিত, তাহা হইলে যুবক তাহা-কে তাঁহার বধার্থ-প্রেরিত লোক বলিয়া ভীত হইতেন। কিন্তু এমন দয়ার প্রতি-রূপ স্বরূপা রমণীর হস্তে তরবারি দেখিয়া তাঁহার কোন ভয় হইল না। তিনি এত আহ্লাদিত হইলেন যে, তাঁহার বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি নীরবে রহি-লেন বটে, কিন্তু তাঁহার মুখাকৃতি তাঁহার মনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

রমণী হস্তস্থিত তরবারি দ্বারা যুবকের হস্তের বন্ধনরজ্জু কাটিয়া দিলেন। তথা-পি যুবক সেই ভাবেই বসিয়া রহিলেন, রমণী তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে তুলিলেন। যুবক গহ্বর মধ্যে মৃতবৎ পতিত ছিলেন, কিন্তু রমণীর করস্পর্শে যেন তাঁহার শরীর মধ্যে নবজীবন প্র-বিষ্ট হইল! তিনি উঠিয়া আপনি রম-ণীর হস্ত ধারণ করিলেন। বলিলেন, "রণু, আমার সঙ্গী প্রাচীন ব্যক্তি কো-থায়? তাঁহাকে কে মুক্ত করিবে, কে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিবে?"

"আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম, তাহাই করিলাম, তো-মার সঙ্গীর প্রাণ তুমি রক্ষা কর।"

"আমি জানি না, তিনি কোথায় আছেন, আর আমার হাতে কোন অস্ত্র নাই, আমি কেমন করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিব?"

"আমার হস্তস্থিত এই তরবারি লও।"

যুবক তরবারি গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "আমার সঙ্গীকে আমার একা উদ্ধার করা অসম্ভব কথা বটে, কিন্তু চল, দেখিবে, আমি কেমন করিয়া তাঁহার জন্য প্রাণ দান করি।"

"যুবক, প্রাণদান করিও না। তো-মার জীবনের মূল্য তুমি জান না; আমি এক জন ফুঙ্গির (বৌদ্ধ ধর্ম্মোপদেশক-দিগকে ফুঙ্গি বলে) সঙ্গে তোমার সা-ক্ষাৎ করাইয়া দিব; তিনি যাহা বলেন, তাহা করিও। এক্ষণে আমার সঙ্গে২ আইস।"

যুবক বাক্য ব্যয় না করিয়া রণুর পশ্চাৎ২ চলিলেন। মনে২ ভাবিলেন, সত্যই রণু প্রেতসাধন জানে।

যুবতী গহ্বরের পার্শ্বস্থ এক ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া বাহির হইয়া একটী জঙ্গলাকীর্ণ

হ্রদের ধার দিয়া চলিলেন। কিয়দ্দূর যাইয়া এক বৃক্ষতলে গৈরিক বস্ত্র পরিহীত এক ফুঙ্গির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। যুবতী তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, এবং তাঁহার সঙ্কেতক্রমে যুবকও তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর যুবতী যুবককে কহিলেন, "এই ব্যক্তি যাহা বলেন, কর; আমি চলিলাম।" এই বলিয়া তিনি হ্রদের জলে ঝাঁপ দিলেন, আর তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না।

ঋষি যুবককে কহিলেন, "যদি তোমার সঙ্গীকে মুক্ত করিতে চাহ, আমার পরামর্শ শুন। এ কর্ম্ম তোমার একার নহে। তুমি বরাবর এই হ্রদের ধার দিয়া যাও, এ হ্রদ ক্রমে বক্র হইয়া গিয়াছে, তুমি যাইতেং অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তর একটী বৃহৎ অগুরু বৃক্ষ দেখিতে পাইবে, সেই খানে যাইয়া পর্ব্বতে আরোহণ করিবে। করিলে, সেই পর্ব্বতের পার্শ্ব দেশে যে পথ আছে, সেই পথে তোমার সহিত রুদ্রের সাক্ষাৎ হইবে। তাহাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে। এবং তাহাকে তোমার সঙ্গীর উদ্ধারার্থ ত্বরায় আসিতে বলিবে। আরও বলিবে যে, ভুবনগিরির প্রজারা তাহার সাহায্য করিবে। যাও, আশীর্ব্বাদ করি, কৃতকার্য্য হও।"

যুবক ঋষিকে প্রণাম করিয়া বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতেং হ্রদের জলের প্রতি এক একবার দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। জলজন্তু দ্বারা জল আন্দোলিত হইলে তিনি অমনি সেই দিকে দৃষ্টি করিলেন, ভাবিলেন, এই বুঝি রণু ভাসিয়া উঠিল। কিন্তু তিনি আর রণুর কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। যাইতেং ঋষির কথিত সেই অগুরু বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। আরোহণ করিয়া দেখেন, সেই পর্ব্বতের অপর পার্শ্বস্থ পথে রুদ্র ও তাহার সঙ্গীরা আসিতেছে কনিষ্ঠ দ্রুতপদে আরোহণ করিয়া রুদ্রকে সমস্ত বলিলেন। কুকিরা কনিষ্ঠের অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। নিজের ভবিষ্যদ্বাক্য সফল হইয়াছে, দেখিয়া রুদ্রের কিছু অহঙ্কার হইল। সে কনিষ্ঠকে কহিল, "আমাদের দোষ কি? ইহা যে ঘটিবে, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম। এখন অগুরু পর্ব্বতের লোকেরা অনেক দূরে রহিয়াছে, তোমাদের সংবাদ দিতে গেলে, ততক্ষণ তোমার সঙ্গির প্রাণ থাকে কি না সন্দেহ। আমাদের সঙ্গে যে লোক আছে, এত অল্প লোক লইয়া আমি ভরত সিংহের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারি না।"

রুদ্রের কথায় কনিষ্ঠ বড় হতোৎসাহ হইলেন। তিনি কহিলেন, "তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য। কিন্তু ফুঙ্গি বলিয়াছেন, ভুবনগিরিবাসী কুকিরা তোমার সাহায্য করিবে।"

"তাহা করিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও এক জন বাঙ্গালী বণিকের প্রাণ রক্ষার্থ ভরত সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করা আমাদের পক্ষে কতদূর সঙ্গত, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। ফলতঃ আমি তোমার সঙ্গীর রক্ষার্থ অস্ত্র ধারণ করিতে পারি না।"

কনিষ্ঠ আরো নিরুৎসাহ হইলেন, তাঁহার মুখাকৃতি মলিন, ও হস্তপদ যেন অবশ হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ভদ্রপাল কহিলেন, "কনিষ্ঠ, হতাশ হইও না, আমি তোমার সঙ্গীর রক্ষার্থ প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছি। চল, দুই জনে সহস্র লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিব।"

এই বলিয়া ভদ্রপাল, আপনার ধনুর্ব্বাণ ও তরবারি লইয়া প্রস্তুত হইল। তাহার কথায় সাহস পুনরায় কনিষ্ঠের হৃদয় মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। আর ভদ্রপালের কথা শুনিয়া তাহার বন্ধুগণের মধ্যে সাত আট জন কনিষ্ঠের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল। ইহা দেখিয়া রুদ্র কহিল, "তোমরা যদি যাও, আমাদের রাজার আদেশ লইয়া যাও। আর তিনি যদি আদেশ করেন, আমিও কনিষ্ঠের সাহায্য করিতে সম্মত আছি। আমাদের রাজা ঐ আসিতেছেন। কনিষ্ঠ, তুমি অগ্রসর হইয়া তাঁহার নিকটে যাও।

কনিষ্ঠ, রুদ্রের একথা ন্যায়সঙ্গত জ্ঞান করিয়া দ্রুতবেগে কুলপিলালের দিকে গমন করিলেন।

কনিষ্ঠের অবস্থা দেখিয়া কুলপিলাল চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "বৎস, কি ঘটিয়াছে, আমাকে বল।"

কনিষ্ঠ, যত সংক্ষেপে হইতে পারে, সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। শুনিয়া কুলপিলাল কহিলেন, "চিন্তা করিও না; আমি যে প্রকারে হয়, তাঁহার মুক্তিসাধন করিব।"

একথা শুনিয়া, কুলপিলালের এক জন সহকারী কহিলেন, "অস্ত্রধারণ না করিলে প্রাচীন ভ্রমণকারির উদ্ধারসাধন করা যাইতে পারে না; কিন্তু আমরা কি প্রকারে ভরতসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারি! তাহা করিলে আমাদিগকে সাধারণ রাজনীতির বিরুদ্ধ ব্যবহার করা হইবে।"

"শুকপিলো, তুমি আনুপূর্ব্বিক বিচার করিয়া এ কথা বল নাই। বিবেচনা করিয়া দেখ, বাঙ্গালী বণিক আমাদের এক সঙ্গে মণিপুর রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহাদের আত্মরক্ষার জন্য তাঁহাদের সঙ্গে লোক জন নাই; আমি তাঁহাদের রক্ষার ভার লইয়াছিলাম। এক্ষণে তিনি বিপদে পড়িয়াছেন, তাঁহাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমি তাঁহাকে উদ্ধার করিব। যদি ভরত সিংহ তাঁহাকে হত করিয়া থাকে, অদ্য কুকি যুবকেরা ভরতসিংহের রক্ত পান ও মাংস ভক্ষণ না করিয়া ভুবনগিরি অতিক্রম করিবে না।"

কুকিপ্রধানদিগের মধ্যে যতক্ষণ তর্ক বিতর্ক হইতেছিল, ততক্ষণ কনিষ্ঠভ্রমণকারী রণুর বিষয় ভাবিতেছিলেন। রণুকে কুলপিলালের সঙ্গে দেখিয়া তিনি অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তিনি ভাবিলেন, "সত্য সত্যই কি রণু প্রেতসাধন জানে? তাহা না হইলে চারিদণ্ড পূর্ব্বে এই রমণী আমাকে স্বয়ং কারাকূপ হইতে মুক্ত করিয়া হ্রদের জলে ঝাঁপ দিল, আবার এখানে আসিয়া দেখি, এ অবহেলে ইহাদের সঙ্গে অশ্বে আরোহণ করিয়া যাইতেছে। আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি, না এ সকল বাস্তবিক ঘটনা? কে আমাকে এ আশ্চর্য্য ব্যাপারের রহস্য বলিয়া দিবে?" তিনি কুলপিলালকে বলিলেন না যে, রণুকর্ত্তৃক তিনি চারিদণ্ড পূর্ব্বে কারাকূপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। আর বৌদ্ধ ঋষির বিষয়ও তাঁহাকে বলিবার কোন আবশ্যকতা দেখিলেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরস্পর তর্ক বিতর্কের পর, কুকিরা প্রাচীন বাঙ্গালী ভ্রমণকারিকে যে প্রকারে হউক মুক্ত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া অপেক্ষাকৃত দ্রুতপদে ভুবনগিরি

অভিমুখে চলিলেন। এত পথ তাঁহারা তিন দলে বিভক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণাবধি সকলে এক সঙ্গে চলিলেন। তাঁহারা অনতিবিলম্বে ভুবনগিরি সঙ্কটে প্রবিষ্ট হইলে ভরতসিংহের মণিপুরী সিপাহিরা তাঁহাদের গতি রোধ করিল। তাঁহারা প্রায় এক শত লোক সশস্ত্র হইয়া একত্র দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহাদিগের চারিদিকে অস্ত্রধারী মণিপুরী সৈন্য ঘেরাও করিয়া দাঁড়াইল।

অনতিবিলম্বে ইহাঁদিগের আগমনের সংবাদ শুনিয়া ভরতসিংহ স্বয়ং দলবলসহ তাঁহাদিগের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভরতসিংহের আদেশ ক্রমে কুকিরাজ কুলপিলাল তাঁহার সম্মুখে নীত হইলেন।

ভরত সিংহ জিজ্ঞাসিলেন, 'তোমারা অস্ত্রধারী হইয়া আমাদের সীমানায় প্রবেশ করিয়াছ।"

কুলপিলাল ধীরতাসহকারে কহিলেন, "আমরা যুদ্ধার্থ অস্ত্রধারী হইয়া আসি নাই। আমরা উভয় রাজ্যে শান্তি স্থাপন মানসে আপনাদের রাজার নিকট যাইতেছি। আমাদের সঙ্গে যে অস্ত্র শস্ত্র আছে, সে আত্মরক্ষার নিমিত্ত, যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত নহে।"

"এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে, তোমাদের প্রতি আমার সন্দেহ হয়।"

"আমরা স্বাধীন রাজ্যের লোক, আমরা মিথ্যা কথা জানি না।"

"তোমরা স্বাধীন রাজ্যের শূকর, তোমাদের দাঁত ভাঙ্গিতে হইবে।"

এ কথায় কুলপিলাল ক্রুদ্ধ হইলেন না। তিনি আবো ধীরতাসহকারে কহিলেন, "আপনি আমাদের গমন রোধ করিতে যদি ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা স্পষ্ট বলুন।"

"আমি অনেকবার কুকি শূকরদের জব্দ করিয়াছি, তোমাদের গতি রোধ করিতে চাহি না, তোমরা যাও, গোবিন্দপুরে গেলে তোমাদের দাঁত ভাঙ্গা যাইবে।"

ইহাতেও কুলপিলালের ক্রোধ উত্তেজিত হইল না, কিন্তু সঙ্গী যুবকদের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। তিনি কহিলেন, "আপনি আমাদের সঙ্গী বাঙ্গালী যুবককে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাকে মুক্ত করুন, আর তাঁহার যে২ দ্রব্য সামগ্রী আপনি আটক করিয়াছেন, তাহা ফিরিয়া দিউন।"

ভরত সিংহ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "রামদাস, বন্য পশুদের কথা শুন! আমি বাঙ্গালী বণিকদিগকে কয়েদ করিয়াছি, সে আমার ইচ্ছা, সে বিষয়ে তোমার কথা কহিবার অধিকার কি?'

কুলপিলাল কহিলেন, "তাঁহার রক্ষার্থ আমাদের কথা কহিবার অধিকার আছে, আর তাঁহার মুক্তির নিমিত্ত ক্ষত্রিয়ের রক্তপাত করিবারও আমাদের ক্ষমতা আছে।"

"রামদাস, শুনিলে, পাষণ্ডের কথা শুনিলে! রামদাস, যুদ্ধে মরিব, স্বর্গে যাইব।"

যৎকালে ভরতসিংহ চীৎকার শব্দে এই রূপ কথা কহিতেছিলেন, তৎকালে অকস্মাৎ পঙ্গপালের ন্যায় অগুরু পর্ব্বতের ও ভুবনগিরির কুকিরা এককালে থানা ও গিরিসঙ্কট আক্রমণ করিল। বায়ুসহকারী অগ্নির ন্যায় তাহারা মুহূর্ত্ত মধ্যে সর্ব্বত্র ব্যাপিল। থানায় ভয়ানক মার২ কাট২ শব্দ উঠিল। এই সকল গোলযোগ দেখিয়া কুলপিলাল

স্বদলে গমন করিয়া সকলকে আদেশ করিলেন, "তোমরা কাহারও প্রতি আপনাদের অস্ত্র ব্যবহার করিও না। মেষশাবকবৎ এই স্থলে নীরবে দাঁড়াইয়া থাক। যে কার্য্য আমরা করিতে কৃত-সংকল্প হইয়াছিলাম, তাহা অন্যের দ্বারা হইতেছে। সাবধান, আমরা যেন কাহারও বিঘ্নস্বরূপ না হই।" অনন্তর তিনি কনিষ্ঠ ভ্রমণকারিকে কহিলেন, "বৎস, চল, এই সময়ে তোমার সঙ্গীর অনুসন্ধান করিগে। চল, কেহ আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে না।"

সঙ্গীদিগকে গিরিসঙ্কটে রাখিয়া কুলপিলাল কনিষ্ঠ ভ্রমণকারির সঙ্গে, যে দিকে বন্দিদিগকে রাখা হইত, সেই দিকে গমন করিলেন। সে স্থানে এক জন সেনানী দণ্ডায়মান ছিল। কুলপিলাল তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "বাঙ্গালী বণিককে যে কারাগারে রাখিয়াছ, সেই স্থান আমাকে দেখাইয়া দেও, যদি না দেও, তোমার প্রাণবধ করিব।"

সেনানী কিয়দ্দূর তাঁহাদিগকে লইয়া যাইয়া এক গহ্বরের মুখ হইতে একটী বড় প্রস্তর তুলিল, তুলিয়া কহিল, "এই গহ্বরে বাঙ্গালী বণিক রহিয়াছেন।"

কুলপিলাল ও কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী সেই অন্ধকার গহ্বরে অবরোহণ করিলেন। তাঁহারা অবরোহণ করিলে কুলপিলাল, জিজ্ঞাসিলেন, বন্ধো, আর ভয় নাই, আমরা আসিয়াছি।"

প্রাচীন অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, "বন্ধো, তোমার কণ্ঠশব্দ শুনিয়া আমার ভয় ও নিরাশা পলায়ন করিয়াছে। সমাচার কি?"

"সমাচার কুশল। অগুরু পর্ব্বতের ও ভুবনগিরিবাসী কুকিরা থানা আক্রমণ করিয়াছে। আমাদের কিছুই করিতে হয় নাই। চল, আমরা বাহিরে যাই! আমার ভয় হইতেছে, পাছে আমাদের যুবকেরা কাহারো বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে।"

"বন্ধো, আপনার নিকট চিরবাধিত রহিলাম। চলুন।"

তাঁহারা যখন নির্গত হইবার জন্য সিঁড়িতে উঠিতে লাগিলেন, তৎকালে এক বৃহৎ প্রস্তর পড়িয়া গহ্বরের মুখ রুদ্ধ হইল। অনেক যত্ন করিলেন, কোন প্রকারে সে প্রস্তর সরাইতে পারিলেন না।

সভ্যতার ইতিহাস।

৫ অধ্যায়।

নিকো এবং তদীয় উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় সামাটিকসের সাম্রাজ্য বৃদ্ধি লালসায় পার্শ্ববর্ত্তী নৃপতিদিগের সহিত অনেক যুদ্ধ বিগ্রহে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সিরিয়া প্রভৃতি এসিয়া খণ্ডস্থ দেশ ও সাইপ্রস্ প্রভৃতি ভূমধ্যসাগরস্থ দ্বীপ, তাঁহাদিগের সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। ভুবনবিখ্যাত মন্ত্রীর সেনানীগণ ভাবিয়াছিলেন তাঁহাদিগের সৌভাগ্য-সূর্য্য আর অস্তমিত হইবে না। বিধাতাপুরুষ তাঁহাদিগকে ভূমণ্ডলের অধীশ্বর করিয়া সৃজন করিয়াছেন।

হায়! মনুষ্যের আশা কি অকিঞ্চিৎ-

কর! মনুষ্যের ইচ্ছা কি অসার? সৌভাগ্যে, ভোগে, সম্পদে লোকে অন্ধবৎ আচরণ করে, ভবিষ্যতের কিছুই চিন্তা করে না, ভাবে এদিন বুঝি যাইবে না; কিন্তু দিনান্তে নিশার অন্ধকারের ন্যায় মানব জীবনে সুখান্তে দুঃখও অবশ্যম্ভাবী। বস্তুতঃ ইহা ঐশ্বরিক বা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল জনিত নহে। একেবারে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ-মূলক। মনুষ্য অপূণ, সুতরাং কদাপি প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার অতিক্রম করিতে ক্ষমবান্ নহে। পক্ষান্তরে ব্যভিচার দুঃখের জনয়িতা। অতএব অপূর্ণ মনুষ্য যে সুখ দুঃখভাগী, তাহা কার্য্যকারণসম্বন্ধমূলক ব্যতীত অন্য কোন কারণ বশতঃ হইতে পারে না। অপিচ সৌভাগ্যে আমরা অতি অল্পই পরিণাম চিন্তা করি। সুস্থ শরীরে শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিতে ইতস্ততঃ করি না। অতএব সৌভাগ্যে দুঃখ, সুস্থ শরীরে ব্যাধি, সম্পদে বিপদ কার্য্যকারণ সম্বন্ধমূলক, কুগ্রহের ফল নহে। মিসোরের ধ্বংসও এই অমোঘ নিয়মের বশবর্ত্তী। একদা যে মিসরীয়গণ বীরকুণ্ডল স্পন্দন করিয়া, ভূমণ্ডলে সর্ব্বজাতির অগ্রণী হইয়াছিল, এই অমোঘ নিয়মে পারস্যের দাস হইল। একদা যাহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ মহেলান পারিসকে অবরুদ্ধ করিয়া হেলানাকে স্বদেশে পাঠাইয়াছিলেন, এই অমোঘ নিয়মে আবার তাঁহাদিগের মহারাণী ক্লিওপেট্রা জুলিয়াস, অন্টনী প্রভৃতি জেতৃবর্গের নিকট রমণীকুলের সার সর্ব্বস্ব সতীত্ব বিক্রয় করিয়া অসাধারণ রূপলাবণ্য ও বহুকালের সভ্যজাতি-সুলভ ভোগ বিলাস বলে তাঁহাদিগকে বশীভূত করিয়া দেশের গৌরব (পিতিরক্ষা স্বাধীনতা) রাখিয়াছিলেন। যে রূপ বিশেষ বিশেষ মনুষ্যের সমুদায় জীবন কার্য্যকারণসম্বন্ধমূলক, সেই রূপ বিশেষ বিশেষ মনুষ্য সমষ্টি জাতিসাধারণের কার্য্যকলাপও কার্য্যকারণ সম্বন্ধ যুক্ত। যদি এই সাধারণ নিয়ম সত্য হয়, তাহা হইলে মিসোরের অভ্যুদয় ও ধ্বংস ঐশ্বরিক বা দৈবসম্ভূত না হইয়া কার্য্যকারণ সম্বন্ধাধীন।

নিকোর রাজত্বকালে পার্শ্ববর্ত্তী নৃপতিবর্গসহ পূর্ব্বতন সৌহার্দ্য বিনষ্ট হইয়া সম্পূর্ণ বৈরিতা জন্মিয়াছিল। সুতরাং একমাত্র ভয় ব্যতীত ভক্তি বশতঃ আর মিসোরের প্রাধান্য সংরক্ষিত হইতেছিল না। ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, প্রেম ব্যতীত ভয় কোন জাতীয় বন্ধনের মূল হইলে উক্ত বন্ধন বহুকাল স্থায়ী হয় না। সুতরাং যে পর্য্যন্ত নিকো কিম্বা তদীয় উত্তরাধিকারী বিশেষ বলশালী ছিলেন অথবা অন্যান্য জাতি বিশেষ দুর্ব্বল ছিল,সেই পর্য্যন্ত মিসোরও স্বাধীনতার আলোকে আলোকিত ছিল। কালে যখন সেই বলের কথঞ্চিৎ হ্রাসতা জন্মিল, অথবা অন্যান্য জাতি বলশালী হইল, তখনই পারস্যাধিপতি কাম্বাইসিসের সামন্ত মিসোরাধিকার করিল।

এমাইসিসের রাজত্বকালে মিসোরে ঘোর বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। তদীয় সামন্ত এপ্রাইস রাজ-সম্মানলোলুপ হইয়া প্রকাশ্যভাবে রাজবিদ্রোহী হইয়াছিল। কোন কোন গ্রন্থকারের মতে তৃতীয় সামাটিকস মিসোরের রাজা ছিলেন। তদীয় জামাতা প্রধান সেনানী এমাইসিস স্বয়ং রাজাধিকার লাভ করিবার প্রত্যাশায় শ্বশুরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। সে যাহাই হউক, নাম ও ব্যক্তি লইয়া তর্ক বিতর্ক সভ্যতার

ইতিহাসের উদ্দেশ্য নহে; সুতরাং আমরা বৃহৎ বৃহৎ ঘটনার কারণ, ও কার্য্য ও তৎসহ দেশের উন্নতি নিরুন্নতি বর্ণন করিব।

উপর্য্যুক্ত বিদ্রোহিতার কারণ কি? ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, প্রথম উন্নতিকালে জাতিবিশেষ বলশালী ও ক্লেশ সহিষ্ণু থাকে। তাহাদিগের মধ্যে ভোগাভিলাষপরায়ণতা অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। মিসোর, রোম, আরব, ফরাসি, ভারত, ইংলণ্ডীয় প্রভৃতি সকল জাতির ইতিহাসই এপক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বাইবেলে যে সকল জাতির ধ্বংস বর্ণন আছে, একমাত্র ভোগাভিলাষাতিশয্যই তাহার মুল কারণ রূপে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে যে রোমীয়গণ বীরত্ব মদে মত্ত হইয়া সমস্ত জগতকে তৃণবৎ জ্ঞান করিত ও যুদ্ধ ক্ষেত্র আমোদ ক্ষেত্র বোধ করিয়া সভ্য জাতির রঙ্গশালার ন্যায় তাহার অনুসরণ করিত, আবার বহু কালের ভোগাশক্তি বশতঃ নিস্তেজ হইয়া তাহারা সামান্য উত্তরাঞ্চলীয় অসভ্যগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া দাসবৎ ব্যবহার করিতে লাগিল। একদা যে আরবীয়গণ দিনান্তে সামান্যাহার ও চর্ম্ম বস্ত্র পরিধান ব্যতীত অন্য সুখলিপ্সু ছিল না, এবং স্পেন হইতে ভারত পর্য্যন্ত সমুদয় দেশ বীরদর্পে কম্পিত করিয়াছিল, আবার তাহাদিগের বংশাবলী ভোগবিলাসী দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া নিতান্ত হীনাবস্থ হইয়াছে। একদা যে আর্য্যজাতি অপক্ক মাংস বা ফলমুলাহার করিয়া যোদ্ধবর্গ অগ্রণীরূপে ভূমণ্ডলে পরিচিত হইয়াছিল, আবার কালে তাহাদিগেরই বংশাবলী বিলাসী হইয়া ব্রিটনীয়দিগের অধীন হইয়াছে এবং পূর্ব্বকীর্ত্তি ও বলবীর্য্য বিস্মৃত হইয়া তাহাদিগের ব্রিটনীয়দের রীতি নীতি অনুকরণ লোলুপ হইয়াছে। সুতরাং এই সাধারণ অমোঘ নিয়মানুযায়ীই মিস্রীয়গণ ক্রমে নিস্তেজ ও রণক্ষেত্রের পরিবর্ত্তে ভোগ ক্ষেত্রের লোলুপ হইল। এ দিকে নিকো ও তদীয় পরবর্ত্তী কতিপয় ভূপাল সর্ব্বদা যুদ্ধকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় সৈন্য সামন্তগণ অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। কালে যখন এমাইসিস সিংহাসনারোহণ করিল, এপ্রাইস তদীয় বিরুদ্ধ পক্ষাবলম্বী হওয়ায় শাস্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাহার অনুগমন করিল। কথিত আছে, এপ্রাইস যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সিরিয়াধিপতি নিবুকাডনিজারের স্মরণাপন্ন হইলেন। ঐদিকে সিরীয়জাতি ইতঃপূর্ব্বে কতকবার মিস্রীয় ভূপালদিগের দ্বারা পরাজিত হইয়া প্রবল বৈরিভাব হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়াছিল। একে বহুকালজাত বৈর-নির্য্যাতন-স্পৃহা তাহাতে গৃহ বিচ্ছেদ বশতঃ এক পক্ষ হস্তগত হওয়াতে সিরিয়াধিপতি সানন্দচিত্তে মিসোর আক্রমণ করিয়া সহজেই এমাইসিসকে পরাভূত করিলেন।

এমাইসিস স্বয়ং অতীব ক্ষমবান্ লোক ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি-প্রাখর্য্য ও কার্য্যদক্ষতা বর্ণনাতীত। বীর পুরুষের ন্যায় তাঁহার হৃদয় স্বার্থপরায়ণ ছিল না। কি রূপে মিসোরের গৌরব বৃদ্ধি হইবে, কিরূপে স্বজাতীয় পতাকা দেশ বিদেশে উড়িবে, কি রূপে মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দেশের শোভা বৃদ্ধি হইবে, কি রূপে বিদেশীয়দিগের সহিত মিসোরের বাণিজ্য বৃদ্ধি হইবে, কি রূপে বিদেশীয় বণিকগণ অধিক পরিমাণে আসিয়া স্বদেশের বিদ্যা বুদ্ধি শিল্প কৌশল মিসোরে প্রচলন করিবে, এমাই-

সিস তজ্জন্যই একান্ত লোলুপ ছিলেন। কিন্তু এই সমুদয় কার্য্যই যারপর নাই শ্রমসাধ্য, সুতরাং শীঘ্রই ভোগ বিলাসপ্রিয় মিস্রীয়গণের বিদ্বেষের পাত্র হইয়া উঠিলেন।

সাধারণ লোকে মনে করে, গুণ থাকিলেই আদরের পাত্র হওয়া যায়। এবাক্য সর্ব্বথা যথার্থ নহে। লোকে গুণবত্তা জানিতে পারিলে আদর করে; কিন্তু গুণ থাকিলেই যে লোকে তাহা জানিতে পারে এমন নহে। অপিচ গুণবান্ ব্যতীত অন্য লোকে প্রকৃত গুণ বুঝিতে পারে না। অনেক স্থলে দেশের কুপ্রথা সংস্কারক ভয়ানক রূপে উৎপীড়িত হয়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনুষ্য তাহা বুঝিতে পারে না। সুতরাং এমাইসিসও যে তৎকালে সাধারণের বিদ্বেষভাজন হইয়াছিলেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যদি এমাইসিস এক শতাব্দী পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে লোকে তাঁহার গুণবত্তা বুঝিতে পারিত এবং তিনিও আপনার উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিতেন। বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীতে যেরূপ ফরাসিস ভূপতি লুই ও তদীয় বনিতা কেথারাইন অশেষ গুণ সত্ত্বেও সাধারণের বিরাগ ভাজন হইয়াছিলেন। এক মাত্র তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ভূপতিদিগের দোষেই প্রজাগণকে ক্রমে ক্ষিপ্ত করিয়া তাঁহার সময়ে বিদ্রোহানল ও সমরানল জ্বালিয়াছিল।

সাধারণ লোকে সর্ব্বদা সর্ব্বথা বিবেচনাধীন কার্য্য করে না। অতি সভ্যতম জাতির মধ্যেও প্রকৃত চিন্তাশীল লোক অতি অল্পই থাকে। ২।১ জন লোকে গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিয়া যাহা সিদ্ধান্ত করে অথবা এক জন সাধারণ লোক উদাসীন রূপে যাহা উচ্চারণ করে, সাধারণ্যে তাহাই ক্রমে প্রচারিত হয়। এক জনের নিকট শ্রুত হইয়া আর এক জন তন্মতাবলম্বী হয়, ও স্বাভাবিক গল্প পরায়ণ মনুষ্য অন্য বিষয়াভাবে তাহা লোকের নিকট বলিয়া বেড়ায়। কালে এই মত সাধারণ্যে * গৃহীত হয়। তদ্রূপ এমাইসিসের গুণে লোকে অন্ধ হইয়া তাঁহাকে দেশের অপকারী বিবেচনা করিতে লাগিল। হয়ত, এমাইসিস মানব সাধারণ-সুলভ অপূর্ণতা বশীভূত হইয়া প্রভুত্ব লোলুপ হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজার প্রভুত্ব ও গৌরব দেশের উন্নতি ও নিরুন্নতি সহ নিকট সম্বন্ধ যুক্ত। দেশের উন্নতি সাধন না করিয়া রাজা কদাপি সাধারণ্যে আদরে গৃহীত অথবা সমাদৃত হইতে পারেন না। আবার রাজা পৃথিবী প্রভুত্বোপযোগী বহু দেশ জয় করিলে স্বদেশের মুখোজ্জ্বল হয়। বিভিন্ন দেশে সংস্থাপন বহু দূরের কথা, প্রকৃত ক্ষমতা ব্যতীত লোকে

* দুই বৎসর অতীত হইল অত্র বোয়ালীয়া নগরীতে এক জন লোক অপর এক জনকে হাস্যচ্ছলে বলিয়াছিল, পদ্মাতে ২০০ হাত দীর্ঘ একটা মৃত সর্প ভাসিয়া আসিতেছে এই জন্য সরকার হইতে ঢোল হইয়াছে যে, 'কেহ যেন কিয়দ্দিবস পদ্মার জল পান না করে, যেহেতু সমুদ্রের জল বিষাক্ত হইয়াছে। এই অমূলক জনরব এতদূর প্রচারিত হইয়াছিল যে, সহরস্থ অনেক বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তি নদীজল পরিত্যাগ করিয়া পুষ্করিণীর জল পানারম্ভ করিয়াছিলেন। ঢোল দিয়াছে, কেহই শুনে নাই, অথচ প্রত্যেকেই অপরের নিকট শুনিতে পায় ঢোল দিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কেহ তদ্বিষয় কাছারিতে অথবা পুলিষে অনুসন্ধান করে নাই। ক্রমে এই জনরব এতাদৃশ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল যে, একদা এক জন শিক্ষিত যুবা মাজিষ্ট্রেট আপিসের হেড ক্লার্কের সহ উক্ত জনরবের সত্যতা সম্বন্ধে অনেকক্ষণ তর্ক বিতর্ক করিয়াছিলেন। যুবক কেরাণী বাবুর বাসাতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। অনেক অনুরোধেও যুবক নদীর জল পান করিলেন না।

স্বদেশেও প্রভুত্ব লাভ করিতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত এই সকল সামান্য দোষ সত্ত্বেও যে এমাইসিস প্রশংসার পাত্র ছিলেন, এই বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পূর্ব্বভূপতি-বর্গের কৌশল দোষে তিনি দেশের পতনের অনুযোগ ভাজন হইলেন।

যদিও এমাইসিস নিবুকাডনিজার কর্তৃক পরাভূত হইয়াছিলেন, নিবুকাডনিজার প্রবল পরাক্রান্ত মিসোর সাম্রাজ্য করতলস্থ করিতে প্রয়াস পান নাই। কেবল প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়া প্রাধান্য বিস্তারই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। সুতরাং এপ্রাইস জয় লাভ করিলেই নিবুকাডনিজার হৃষ্টচিত্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

এই পরাজয়বশতঃ যদিও মিসোর সিরিয়ার অধীনস্থ না হইয়াছিল, তথাপি দূরস্থ জাতিরা পূর্ব্বে মিসোর নাম শুনিলে যেরূপ কম্পিত কলেবর হইত, তাহা অনেক পরিমাণে অপনীত হইয়াছিল। সচরাচর সংসারে দেখা যায়, এক বার কোন বিষয়ে খ্যাতি লাভ অথবা দুর্নাম ঘটিলে শীঘ্র তাহা যায় না। ক্রোড়পতি বণিক উন্নতি সময়ে "ফেল" (Fail) হইয়াছে বলিয়া দুর্নামগ্রস্ত হইলে, কেহ আর তাঁহাকে বিশ্বাস করে না। এক কালে যাবতীয় উত্তমর্ণ আসিয়া উপস্থিত হয়। সকলেই স্ব স্ব প্রাপ্য টাকা দাওয়া করে। বণিকবর হঠাৎ সকল টাকা দিয়া উঠিতে পারেন না, সুতরাং প্রকৃতপক্ষেই "ফেল" হইয়া যান। মিসোরের পক্ষেও অবিকল ইহাই ঘটিয়াছিল। বস্তুতঃ মিসোর দেশ তখন পর্য্যন্ত তাদৃশ দুর্ব্বল হয় নাই। লোকে সামান্য কথায় বলিয়া থাকে "মরা হাতী লক্ষ টাকা"। মিসোর গতভেজ হইলেও সিরীয় অথবা পারস্যাপেক্ষা অনেক অধিক বলশালী ছিল। কিন্তু নিবুকাডনিজারের সহিত সম্মুখ সমরে পরাভূত হওয়ায়, মিসোরের দুর্নাম রটিয়াছিল। সুতরাং রাখালেও আর ঢেলা দিতে ইতস্ততঃ করিল না। এদিকে পারস্য দেশ তখন উন্নত হইতেছিল। গত কয়েক বৎসর হইল পারস্যের জয়পতাকা অনেক রণক্ষেত্রে উড্ডীন হইয়াছিল। অনেক নূতন দেশের সমীরণে কেলী করিয়াছিল। ইহার অনেক কারণ সত্ত্বেও কয়েক জন বিশেষ ধীশক্তি-সম্পন্ন ভূপালের আবির্ভাবই অন্যতর কারণ।

যখন মিসোর উপর্য্যুক্ত রূপে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়, তখন পারস্যের সিংহাসনে কেম্বাইসিস নামক একজন বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি অধিরোহণ করিয়াছিলেন। কেম্বাইসিস রাজা হওয়া অবধি বিশেষ রণনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং কিরূপে সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন।

কথিত আছে, পারস্যাধিপতি সাইরস কোন কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া এমাইসিসের নিকট এক জন চিকিৎসক প্রার্থনা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এমাইসিস এক জন প্রসিদ্ধ চিকিৎসককে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পারস্যে পাঠাইয়াছিলেন। এই চিকিৎসক এমাইসিসের উপর এত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল যে, কি রূপে তাঁহার অনিষ্ট করিবে, সর্ব্বদা মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিল। চিকিৎসক অতি অল্প কালেই রাজার পীড়া আরোগ্য করিয়া রাজপরিবার ও রাজ্য মধ্যে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ

করিল। ইহার কিয়দ্দিবস পরে সাইরসের মৃত্যু হয় এবং তদীয় তনয় কেম্বাইসিস সিংহাসনাধিরোহণ করিয়াছিলেন। সুন্দরী রমণীর ন্যায় অল্প বয়স্ক যুবককে মোহিত করার আর উপায় নাই। চিকিৎসক তাঁহাকে হস্তগত করার অভিপ্রায়ে বলিলেন মিসোরাধিপতির এক অসাধারণ রূপ-লাবণ্য-সম্পন্না দুহিতা আছে। একে সুন্দরী তাহাতে আবার রাজতনয়া, সহজেই কেম্বাইসিসের মন গলিয়া গেল। কেম্বাইসিস মিসোরাধিপতির নিকট তাঁহার তনয়া প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলেন। এদিকে এমাইসিস স্বাভাবিক অপত্য-বাৎসল্য পরবশ হইয়া কন্যাকে নিকট হইতে বহু দূরে প্রেরণ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। বিশেষতঃ তৎকালিক পারস্য ভূপালেরা অতীব ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন, সুতরাং মহিষী যতই কেন রূপবতী হউন না, বিগত-যৌবনা হইলেই আর রাজার অনুরাগ ভাগিনী হইতে পারিতেন না। এই রূপ নানা বিষয় বিবেচনা করিয়া এমাইসিস আপনার তনয়াকে প্রেরণ করিলেন না, তথাপি প্রবল পরাক্রান্ত পারস্যাধিপতির সহিত প্রকাশ্য শত্রুতোৎপাদন ভয়ে আপন কন্যা ভানে অপর এক যুবতীকে পারস্যে প্রেরণ করিলেন। স্ত্রী লোকের পেটে গুপ্ত কথা থাকে না। বিশেষতঃ স্ত্রীলোক-জীবন-সর্ব্বস্ব স্বামীর নিকট কিরূপে কথা গুপ্ত রাখিতে পারে? শীঘ্রই সমুদয় গুপ্ত কথা ব্যক্ত হইয়া পড়িল। কেম্বাইসিস মিসোরাধিপতির উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ সজ্জা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

কেহ কেহ এই যুদ্ধের কারণান্তর নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মিসোর-রাজার কেনস্ নামক এক জন অধীন ভূপাল ছিলেন। কেনস্ অসাধারণ বুদ্ধিমান ও রণনিপুণ ছিলেন। কেনস্ কোন কারণ বশতঃ একবার এমাইসিস কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন! কেনস্ এই কারণে মিসোরাধিপতির উপর যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া পারস্যাধিপতির নিকট গমন করিলেন। পারস্যরাজ কেনসের বাক্য শুনিয়া সসৈন্যে মিসোরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কারণ যাহাই হউক, ক্রমে মিসোর জাতি অনেক নিস্তেজ হইয়াছিল, এমন সময়ে কেম্বাইসিস নামক এক জন বিশেষ প্রবল পরাক্রান্ত ভূপ পারস্যের সিংহাসনাধিরোহণ করিয়া ছিলেন। এবং কোন কোন কারণ বশতঃ কেম্বাইসিস ও এমাইসিসের মধ্যে পরস্পর বৈরিতা জন্মিয়াছিল।

দুর্ভাগ্য বশতঃ কেম্বাইসিসের মিসোরে আগমনের কএক মাস পূর্ব্বেই এমাইসিস মানবলীলা সংবরণ করিলেন। এবং এমাইসিসের তনয় সম্মানিটস রাজা হইলেন। একে দেশের এই অবস্থা, সম্মুখে প্রবল শত্রু আগত প্রায়, তাহাতে আবার সম্মানিটস কিশোর বয়স্ক ও রাজনীতিকুশল ও রণকুশলানভিজ্ঞ। সহজেই কেম্বাইসিস তাঁহাকে পরাভূত করিয়া মিসোরাধিকার করিলেন।

হায়! সৌভাগ্য লক্ষ্মী কি চঞ্চলা! বিশেষ বীর পুরুষের অঙ্কস্থিতা হইয়া পর পুরুষের অনুগতা। একদা যে মিসোর সাম্রাজ্যের দিগন্তব্যাপী নামে অতি দুরন্ত জাতি কম্পিতকলেবর হইত, শত্রুর শিশু মাতৃক্রোড়ে ক্রন্দন ত্যাগ করিত, যাহাদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি, রণকুশল অদ্যাপি অনুপম ও সভ্য জাতির প্রার্থনীয়। যাহারা আড়াম স্মিথের ও সহস্র

বৎসর পূর্ব্বেই বার্ত্তা শাস্ত্রের অনেক মত অবগত হইয়া দেশের ধনবৃদ্ধি সম্বন্ধে তদনুযায়ী আচরণ করিয়া ছিলেন, যাহাদিগের নির্ম্মাণ পরিচয় স্বরূপ মিষ্‌রের ক্ষেত্রস্থিত পীরামিড উনবিংশ শতাব্দীর যোদ্ধৃ অগ্রগণ্য নেপোলিয়ানের সৈন্যবর্গকে উৎসাহিত করিয়াছিল, অদ্য সেই মিসোর জাতি পারস্যের দাস। একদা যে মিসোর ভূপগণ গর্ব্ববিস্ফারিত লোচনে পার্শ্বস্থত ভূপতিদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিত না, অদ্য তাহারাই আবার একজন সামান্য মন্ত্রীপাত্রের মনস্তুষ্টি হেতু আপনার কন্যা ভাবে অন্য এক জন স্ত্রীলোককে পারস্য রাজার নিকট প্রেরণ করিল। সময়ে সকলই করে। মনুষ্য এইরূপ অপূর্ণ সৌভাগ্যে হত বুদ্ধি হয়, এবং শীঘ্রই তাহা হারায়।

বঙ্গ দেশ।

১

কোথা আছে হেন দেশ বঙ্গের সমান ;
কোথা পদ্মা ভাগীরথী,
বুড়ীগঙ্গা স্রোতঃস্বতী,
কল কল স্বরে করে প্রকৃতির গান !
কোথা রে এমন দেশ ত্রিদিব সমান !

২

প্রকৃতির করচিহ্ন বিলে আর ঝিলে,
দিবা ভাগে কমলিনী,
নিশিযোগে কুমুদিনী
কোথা ফোটে? কোথা ডাকে বসন্তে কোকিলে ?
কোথারে মরাল ভাসে বিমল সলিলে ?

৩

নিদাঘে বহে রে কোথা মলয় পবন ?—
বাতায়ন দ্বার খুলে,
নিদ্রা যাই ক্লেশ ভুলে।
এমন মধুর কোথা গ্রীষ্মে সমীরণ ?
কোথা রে শীতলে প্রাণ মলয় পবন ?

৪

কোথা রে গরজে মেঘ বরষা আসিলে ?
নদ নদী সরোবর,
জলে পূর্ণ কলেবর ;
কোন্ দেশ শস্যশালী বরষাসলিলে ?
কোথা নাচে শিখী হেন মেঘ গরজিলে ?

৫

শরতে শারদ শশি উদয় কোথায় ?—
সে শশিরে হৃদে ধরে,
কোথা মৃদু কলস্বরে
নাচিয়ে২ নদী সাগরে মিশায় ?
নদীজলে শশি ভাসে এমন কোথায় ?

৬

আশ্বিনে অম্বিকাপূজা বল কোন্ দেশে,
মায়াময়ী মহামায়া
ধরিয়া মাটীর কায়া
বিরাজিত কোন্ দেশে বল হেন বেশে ?
কোথা নিরানন্দ হেন নবমীর শেষে ?

৭

কোন্ দেশে আছে হেন রমণী রতন ?—
বঙ্গকুলবালাসম
রূপে গুণে অনুপম,
দেখিয়াছ কোন্ দেশে রমণী এমন ?
বঙ্গসরে সরোজিনী বঙ্গনারীগণ।

৮

নাহি বস্ত্র আড়ম্বর, বনেট মাথায়,
অপরের চুল পরে
খোঁপা বড় নাহি করে।
স্বভাবে সুকেশী হেন আছে গো কোথায় ?
স্বভাবে সুন্দরী এরা সুন্দর ধরায়।

৯

বাঙ্গালির গৃহলক্ষ্মী বাঙ্গালী রমণী ;
আধ হাসি কথা কয়,
পতি মন কেড়ে লয়।
মনে এক মুখে আর দেখি না কখনি।
বাঙ্গালির গৃহশোভা বাঙ্গালী রমণী।

১০

কোন্ দেশী নারী বল স্বামির মরণে,
চিতা আরোহণ করে,
হেসে হেসে পুড়ে মরে ?
কত সুখ হায়, মৃত স্বামীআলিঙ্গনে,
অন্যে কি জানিবে ?—জানে বঙ্গসতীগণে।

১১

কোন্ দেশী নারী হেন সাজে অলঙ্কারে ?
সুবর্ণ বলয় করে,
স্বর্ণ হার বক্ষোপরে,
সীমন্তে সিন্দূরবিন্দু শোভে আর কারে ?
কোন্ দেশী নারী হেন সাজে অলঙ্কারে ?

১২

পর লো বাঙ্গালী নারী, পর অলঙ্কার ;—
কর্ণে পর স্বর্ণ দুল,
করে নারিকেল ফুল ;
পর স্বর্ণ সীতিপাটী সীমন্তে আবার।
পতিপ্রাণা সতী তুমি, কি ভয় তোমার ?

১৩

অলক্তে রঞ্জিত কর যুগল চরণ।
পান খেয়ে বিম্বাধরে
সুরাগে রঞ্জিত কোরে,
কহ কহ লাজে মাখা মধুর বচন।
অলক্তে রঞ্জিত কর কমল চরণ।

১৪

পর লো, ঢাকাই শাড়ী, গাউনে কি কাজ ?—
কিম্বা বারাণসী পর,
পর সচ্ছ নীলাম্বর ;
যাতে লজ্জা রক্ষা হয়, কর হেন সাজ
পর লো ঢাকাই শাড়ী, গাউনে কি কাজ ?

১৫

ঢাক ঢাক চন্দ্রমুখ, ঢাক নীলাম্বরে,
ঢাকে যথা মেঘরাশি,
গগণে শরদশশি,
সুখের শরত কালে সুনীল অম্বরে।
ঢাক২ চন্দ্র মুখ, ঢাক নীলাম্বরে।

১৬

গজেন্দ্রগামিনি, মৃদু করলো গমন !—
চল দেখি ধীরে২
বিনয়াবনত শিরে,
নীরবে নিঃশব্দে ধনি, ফেল লো চরণ ;
কোন্ দেশী নারী জানে গজেন্দ্রগমন ?

১৭

বিখ্যাত বাঙ্গালিনারী উত্তম রন্ধনে।
কি ছার ফাউল কারি,
রাঁধ তুমি তরকারি ;
চন্দ্রাননি, চন্দ্রপুলি গড়লো যতনে !
বিখ্যাত বাঙ্গালী নারী উত্তম রন্ধনে।

১৮

বার মাসে ছয় ঋতু আছে কোন দেশে ?—
কুসুমকুন্তলা ধরা
যেন হয়ে স্বয়ম্বরা
বরে, ষড় ঋতু বরে নব নব বেশে ?
বার মাসে ষড় ঋতু আছে কোন্ দেশে ?

১৯

কোথারে মেঘের কোলে নাচে সৌদামিনী !
যেন ব্রজে দেব দোলে,
রাধিকা মোহনকোলে।
শোভিতেন বৃন্দাবনে রাধিকামে হিনী
কোথা হেন কালো মেঘে শোভে সৌদামিনি ?

২০

কোন দেশে দ্বিজগণ ভাগীরথী তীরে।
অবগাহি গঙ্গাজলে,
গন্ধ পুষ্প বিল্বদলে,
পূজেন কৈলাশনাথ পার্ব্বতী পতিরে।
কোন্ দেশে বেদ গান ভাগীরথী তীরে,

২১

সুবঙ্গে বাণিজ্য লক্ষ্মী নব ব্রতে ব্রতী ;
কত দেশ দেশান্তরে,
খাদ্য দ্রব্য অকাতরে
যোগাইছে অন্নপূর্ণাসম বঙ্গসতী।
সুবঙ্গে বাণিজ্যলক্ষ্মী নব ব্রতে ব্রতী।

২২

বিদ্যা অধ্যয়নতরে বঙ্গ সুতগণ,
অবহেলে দূর দেশে,
যায় গো সাগরে ভেসে,

বিসর্জ্জিয়া জাতি মান সমাজবন্ধন,
বিদেশে যাইয়া লভে বিদ্যা-জ্ঞান-ধন।

২৩

মধুপায়ী মধুকর সম যে বাঙ্গালী।
শিখিয়া বিদেশী ভাষা,
তৃপ্ত করে বিদ্যা আশা,
যুবক বাঙ্গালী বিদ্যামধুর কাঙ্গালী।
মধুপায়ী মধুকর সম যে বাঙ্গালী।

২৪

যে যে দেশে আছে ভাল সাহিত্য কানন,
সে কাননে উলি উলি,
সুন্দর কুসুম তুলি
বঙ্গ ভারতীর পদে করি সমর্পণ,
এরূপে বাঙ্গালী সেবে ভারতীচরণ।

২৫

নিয়ত যে পরাধীনে, পরপদতলে
দলিত সুবঙ্গ এবে,
তবু যদি দেখ ভেবে,
বঙ্গ সম দেশ আর নাহি ধরাতলে।
ভারতরতন বঙ্গে বলে কবি দলে।

২৬

তাই এত ভাল বাসি হে বঙ্গ তোমারে,
বাঙ্গালী বলিয়া তাই,
পরিচয়ে সুখ পাই।
যে তোমারে ভালবাসে, ভালবাসি তারে,
ঘৃণি গো, তাহারে, সত্তি, যে ঘৃণে তোমারে।

রাহা।

ভূগোলের ইতিহাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ফিনিসীয়দিগের নিকট এবং মিশরীয় ও বাবিলোনীয়দিগের সমীপেই গ্রীকেরা প্রথমে ভূগোল বিদ্যা শিক্ষা করে। বাবিলোনীয়দিগের মধ্যে এই বিদ্যার এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের অতি প্রাচীন কাল হইতে বিশেষ রূপ অনুশীলন ছিল। এপিজিনিস বলেন, যে তাহাদের ৭৩০ বৎসর ধরিয়া নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণের ফল ইষ্টকের উপর অঙ্কিত ছিল। পর্ফাইরিয়সও (Porphyrius) লিখিয়াছেন, যে যখন আলেকজাণ্ডার বাবিলন অধিকার করেন, তখন তিনি তথা হইতে ১৯০৩ বৎসরের পর্য্যবেক্ষণের ফল লইয়া আইসেন। এই বাবিলোনীয় অথবা কাল্ডীয়গণ পৃথিবীর আয়তন প্রায় ঠিক্ অনুভব করিয়াছিল। কারণ একিলিস টেসিয়স লিখিয়াছেন যে, তাহারা এই বলিত যে, যদি কোন মনুষ্য অপ্রতিহত হইয়া সমভাবে সূর্য্যের ন্যায় পৃথিবীকে বেষ্টন করে, তবে সূর্য্যের সঙ্গে এককালে সেই মনুষ্যও পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আসিতে পারে। অর্থাৎ অবাধে অবিশ্রান্ত সমভাবে গমন করিলে এক জন মনুষ্য ৩৬৫ দিন আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবী বেষ্টন করিয়া আসিতে পারে। কেননা এক জন মনুষ্য সাধারণতঃ ঘণ্টায় ১ লিগ পথ চলিতে পারে। তাহা হইলে সে ১ দিনে ২৪ লিগ পথ চলিবে; সুতরাং ৩৬৫ দিনে তাহার ৮৭৬০ লিগ চলা হইবে, আর পৃথিবীর পরিধিও বিষুব রেখার নিকট প্রায় ৯০০০ লিগ। অতএব তাহাদের গণনা প্রায় ঠিক্ হইয়াছিল।

মিশরীয়দিগের নিকট গ্রীকেরা যে সমস্ত বিদ্যা শিক্ষা করে, তাহার মধ্যে মানচিত্র প্রস্তুত করিবার কৌশলও একটী

প্রধান। কিন্তু স্ত্রাবো এবং ডাইওজিনিস লার্সিয়স বলেন, সে কৌশল আনাক্জমাণ্ডার প্রথম উদ্ভাবন করেন। ইয়ুস্টেথিয়স বলেন, যে সিসাষ্ট্রিস যে সমস্ত দেশ জয় করিয়াছিলেন, তাহার চিত্রসমূহ কাষ্ঠ ফলকে অঙ্কিত করেন; এবং তাহার অনুকৃতি প্রস্তুত করাইয়া মিশরীয় এবং সিথিয়দিগকে প্রদান করেন। তাহারা তৎসমস্ত বহু যত্নে রাখিয়াছিল। হিরোদোতস, মিলিটসের দুরাচার রাজা আরিষ্টাগোরস কর্ত্তৃক প্রস্তুত এক মানচিত্রের কথা লিখিয়াছেন। সেই বিবরণ পাঠ করিলে পূর্ব্বকালে কিরূপ মানচিত্র প্রস্তুত হইত, তাহা কতকটা অনুভব করা যাইতে পারে। একারণ আমরা তাহার সংক্ষেপ বিবরণ দিতেছি। আরিষ্টাগোরাস সেই মানচিত্র প্রস্তুত করিয়া স্পাটার রাজা ক্লিওমিনিসকে দেখান। সুসার রাজভবন পর্য্যন্ত গিয়া পারস্যরাজকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত, ক্লিওমিনিসকে প্রলোভন দেখাইবার জন্য, সেই মানচিত্র প্রস্তুত হয়। সেই চিত্র পিত্তল ফলকে অঙ্কিত হয়; এবং তাহাতে "পৃথিবীর সমস্ত পরিধি, সমস্ত সাগর, সমস্ত নদী অঙ্কিত ছিল।" (হিরোদোতস)। তাহাতে এক সরল রেখার পার্শ্বে সার্ডিস হইতে সুসা পর্য্যন্ত সমস্ত শিবির সংস্থানের স্থান চিত্রিত ছিল। সেই রেখার নাম "রাজমার্গ" দেওয়া হইয়াছিল।

হোমরের লিখিত পৃথিবীস্থ ভিন্ন২ জাতির এবং দেশের বিবরণ যাহা হউক এবং যে রূপ সঙ্গত হউক না কেন, তিনি পৃথিবীর আকৃতির বিষয় যেরূপ ভাবিতেন, তাহা অতিশয় হাস্যজনক। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে তিনি পৃথিবীকে চতুর্দ্দিকে জলবেষ্টিত টেবিলসদৃশ গোলাকার সমতল ক্ষেত্র বলিয়া বিবেচনা করিতেন। প্রাচীনদিগের এই বিষয়ে প্রায়ই মতভেদ ছিল; এবং মতের বৈষম্য যাদৃশ ছিল, মত সকলও তাদৃশ হাস্যজনক এবং বিচিত্র ভ্রম সংকুল ছিল। এমন কি হিরোদোতসের সময়েও পৃথিবীর আকৃতি বিষয়ক ভ্রম নিরাকৃত হয় নাই। কেন না হিরোদোতস স্বয়ং, তাঁহার সময়ে যাঁহারা পৃথিবীকে গোলাকার ভাবিতেন, তাঁহাদের কথা শুনিয়া উপহাসচ্ছলে লিখিয়াছেন, যে, "অনেকে পৃথিবীকে গোলাকার বলে, যেন তাহারা ইহাকে চাকে বসাইয়া ঘুরাইয়া প্রস্তুত করিয়াছে।" আমরা এই অবসরে প্রাচীনদিগের এই সকল বিষয়ের মতের কথা কিছু বলিব। পাঠক কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। পণ্ডিত আনাক্জামিণ্ডার বিবেচনা করিতেন যে, পৃথিবী স্তম্ভাকৃতি অথবা মসৃণ প্রস্তরস্তম্ভের ন্যায়। আনাক্জিমিনিয়স হোমরের ন্যায় পৃথিবীকে টেবিল-সদৃশ সমতল ক্ষেত্র বলিয়া অনুমান করিতেন। লিউসিপ্পসের তাহাকে ঢক্কাকৃতি বলিয়া বোধ ছিল। ডিমোক্রাইটসের মতে ইহা অশ্ব-পদ—ত্রাণাকৃতি, অতি বিস্তৃত এবং শূন্য-গর্ভ।—কেহ বা সূচ্যাকৃতি, কেহ বা অণ্ডাকারও বিবেচনা করিতেন, এমন কি আমাদের আবাস ভূমি বসুন্ধরাকে সজীব, সজ্ঞান জন্তু বলিয়া জ্ঞান করিতেও অনেকে সঙ্কুচিত হন নাই। পিথাগোরাসের শিষ্য ঈসিটেস দুইটী পৃথিবীর অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতেন; একটীর উপরে আমরা বাস করি; অপরটী তাহার বিপরীত দিকে আছে। মিট্রোডোরস বলিতেন, যে

জলের ময়লা বিরচিত স্তরদ্বারা পৃথিবী রচিত হইয়াছে। এম্পিডক্লিসের বিশ্বাস ছিল যে, আকাশ কঠিন ও গুরু পদার্থে বিরচিত; তাহার আকৃতি এবং কাঠিন্য স্ফটিকের ন্যায়। তিনি আরও বলিতেন, যে চন্দ্র অশ্ব-পাদুকার; হিরাক্লাইটসের মতে চন্দ্র নাবাকৃতি; অন্যে তাহাকে স্তম্ভাকৃতি জ্ঞান করিতেন। ডাইওজিনিস ভাবিতেন যে, নক্ষত্রগণ আগ্নেয় পর্ব্বত নির্গত জ্বলন্ত ঝামা প্রস্তরের ন্যায়। আনাক্জিমিনিস্ বিবেচনা করিতেন, নক্ষত্রগণ স্ফটিক নভোমণ্ডলে প্রোথিত জ্বলন্ত লৌহশলাকা (পেরেক) সদৃশ। হিরাক্লাইটস এবং পিথাগোরাস-শিষ্যদিগের বোধ ছিল যে, এক একটী নক্ষত্র এক একটী পৃথিবী; এবং তাঁহারা এই কথা অর্ফিয়ুসের কবিতা পাঠে শিক্ষা করেন। আনাক্জিমাণ্ডার বলিতেন, যে সূর্য্য জ্বলন্ত শকট-চক্র তুল্য। এম্পিডক্লিস শিক্ষা দিতেন যে, দুইটী সূর্য্য আছে। একটী পৃথিবীর অপরার্দ্ধে, এবং তাহাই প্রকৃত সূর্য্য; আর যেটী আমাদের উপর কিরণ বিকীর্ণ করে, সেটী ভাক্ত; সে তাহার কিরণ প্রকৃত সূর্য্য হইতে পায়। এপিকুরস বলিতেন যে, সূর্য্য আগ্নেয় পর্ব্বত নির্গত জ্বলন্ত ঝামা প্রস্তর অথবা স্পঞ্জের ন্যায়। আনাক্জাগোরাস অনুমান করিতেন যে, সূর্য্য পিলোপনিসসের (গ্রীসের দক্ষিণাংশের) অপেক্ষা কিছু বড়। হিরাক্লাইটসের মতে সূর্য্য মনুষ্য পদের অপেক্ষা অধিক বড় নহে, এবং তাহা ঈষদ্বক্র নাবাকৃতি। আনাক্জিমিনিস বলিতেন যে, তাহা পত্রের ন্যায় পাতলা। তিনি আরও বিবেচনা করিতেন যে, যখন বাষ্প দ্বারা সূর্য্যের জ্বলন্ত মুখ বন্ধ এবং অবরুদ্ধ হয়, তখনই সূর্য্যগ্রহণ হয়। জিনিফানিস বলিতেন, জ্বলিতে জ্বলিতে যখন সূর্য্য নিবিয়া যায়, তখনই সূর্য্যগ্রহণ ঘটিয়া থাকে। ইত্যাদি কত পণ্ডিতেরই কত বিচিত্র মত ছিল। এই সকল পুরাতন পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেবল থেল্‌স, ষ্টোয়িকগণ এবং তাঁহাদের শিষ্যেরাই পৃথিবীকে গোলাকৃতি বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এতদ্ভিন্ন পিথাগোরাস-শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ২ জ্যোতিষী গণনা এবং পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা পৃথিবীর গোলত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু পিথাগোরাস স্বয়ং এই বিষয় অবগত ছিলেন কি না, তাহা অনিশ্চিত; কেননা প্লেটোর সময়ের পূর্ব্বে এই মত গ্রীসে সর্ব্ববাদী সম্মত হইয়া প্রচারিত হয় নাই।

এক্ষণে বক্তব্য বিষয়। হিসিয়দের সময়ে (৮০০ পূঃ খৃঃ অঃ) ভূগোল বিদ্যার বহুল প্রচার হয়। সে সময়ে পাশ্চাত্য দেশের বিষয়ই লোকে বিশেষ রূপ অবগত হয়; ইয়ুরোপস্থ দেশ প্রদেশাদির কথা লোকে ভাল করিয়া জানে। সে সময়ে নীলনদও উক্ত আখ্যায় অভিহিত হয়; এবং (প্রাচীন) আফ্রিকার দক্ষিণাংশে সে ইথিওপীয়দিগের আবাস, তাহাও লোকে জানিতে পারে। হোমর স্বীয় গ্রন্থে আফ্রিকার পূর্ব্বপশ্চিম তাহাদের বাসস্থান বলিয়া যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, হিসিয়দের সময়ে সে ভ্রম নিরাকরণ হয়। অপিচ পূঃ খৃঃ ৭ম শতাব্দীর চরম ভাগে অথবা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফিনিসীয়দিগের কর্ত্তৃক লিবিয়া পরিবেষ্টন রূপ প্রথম সমুদ্রযাত্রার দ্বারা দেশ আবিষ্ক্রিয়া করণের যে চেষ্টা করা হয়, তাহার বিবরণ আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। আবার এই সময়ের আখ্যায়িকা

লেখকেরাও স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানের যে বর্ণনা করেন, তাহাতে ভূগোল বিদ্যার বহুল প্রচারের অনেক সাহায্য হয়। তদ্ভিন্ন অনেকে নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া স্ব স্ব ভ্রমণ বৃত্তান্তও লিপিবদ্ধ করেন। তাহাতেও অনেক উপকার দর্শে। এই রূপ পর্য্যটকদিগের মধ্যে হিমিস্কো একজন প্রধান। পণ্ডিতবর বিভান সাহেব বলেন যে, উক্ত পর্য্যটকের লিখিত বিবরণ কিয়ৎ পরিমাণে আভিয়েনসের (Avienus) গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। তিনি ব্রিটিশ দ্বীপ পুঞ্জ, আল্বিয়ন এবং আয়ার্ণি দ্বীপ আবিষ্কৃত করেন এবং ঈষ্ট্রিম্ন্রাইডিস্ (Œstrymnrides) অর্থাৎ সিল্লি দ্বীপ পুঞ্জের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, তার্ত্তেসসের উপকূল হইতে উক্ত দ্বীপপুঞ্জে সমুদ্রপথে যাইতে হইলে চারিমাস লাগে।

কাল্পনিক কালের বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল। এই সময়ের অন্তর্গত প্রাচ্য পণ্ডিতদিগের ভূগোলবিদ্যায় কতদূর জ্ঞান ছিল, এবং মুসার সময়ে তাহার কতদূর প্রচার ছিল, তাহা স্থানান্তরে বলা যাইবে। এক্ষণে

২য় অর্থাৎ সঙ্কলন কাল

বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। হিরোদোতসের ভূগোল সংক্রান্ত মত সাধারণ লোকে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, তাঁহার সময়ে লোকের তদ্বিষয়ক কি মতামত ছিল, তাহা এস্কাইলসের গ্রন্থ পাঠে জানা যায়। সে সময়ে লোকে পৃথিবীকে বৃত্তাকার (?) বিবেচনা করিত, এবং ডেল্ফাই তাহার কেন্দ্রস্থ বলিয়া ভাবিত। এই পৃথিবী চতুর্দ্দিকে সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত, নদী দ্বারা নহে। পূর্ব্ব প্রচারিত মতানুযায়ী পৃথিবীর দুই দিকের পরিবর্ত্তে, এক্ষণে পৃথিবীর চারি অংশের কথা শুনা যায়—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম। হিরোদোতসও পৃথিবীর স্থল ভাগকে তিন মহাদেশে বিভক্ত করিয়াছিলেন,—ফেসিস্ নদী দ্বারা আসিয়া, এবং হর্কুলিসের প্রণালী দ্বারা আফ্রিকা, ইয়ুরোপ হইতে বিভক্ত।

৩৫ শ অলিম্পেডের প্রথম বৎসর মিলিটসে থেল্সের জন্ম হয়। ইনি হিরোদোতসের পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং তাঁহার সময়ে এক জন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিৎ ছিলেন। তিনি হিরোদোতসের জন্মের কিছু কাল পূর্ব্বে একটী সূর্য্যগ্রহণ গণনা করেন, এবং সেই অবধি গ্রীক পণ্ডিতদিগের জ্যোতিষ্ শাস্ত্রের প্রতি আস্থা জন্মে। উক্ত শাস্ত্রের উন্নতিও সেই সময় হইতে পরিগণিত হয়। কিন্তু পণ্ডিতেরা অতি সত্বরেই বুঝিতে পারিলেন যে, জ্যোতিষ্ শাস্ত্রের আলোচনায় তাঁহারা যে প্রগাঢ় পরিশ্রম করিয়া অনেক তত্ত্ব নির্ণয় করিতে লাগিলেন, তাহা অনেক স্থলে ব্যর্থ ও অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠিল; কেননা তৎকাল পরিজ্ঞাত নগর প্রভৃতির প্রকৃত অবস্থিতি স্থান নির্দ্ধারিত ছিল না; সুতরাং জ্যোতির্ব্বিদ্গণ দেশ নগরাদির লঘিমা ও দ্রাঘিমা নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত উপায় কল্পনা করিতে লাগিলেন। অধুনা যে উপায়ে ঐ সকল বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, তাহার সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে, যদিও গ্রীক জ্যোতির্ব্বিদ্দিগের কল্পিত উপায় অতি সামান্য এবং অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, তথাপি ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, তদ্দ্বারা ভূগোলবিদ্যার সমধিক উন্নতি সাধন করিয়াছিল। পণ্ডিত-

বর থেল্‌স্‌ শঙ্কু (Gnomon) প্রস্তুত করিবার কৌশল সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া ছিলেন; কিন্তু গ্রীসে তাঁহার শিষ্য, আনাক্‌জিমাণ্ডারই তাহা প্রথমে প্রস্তুত করেন। থেল্‌স্‌ রাশিচক্রে সূর্য্যের গতিও আবিষ্কৃত করেন; এবং তদনুসারে বার্ষিক ৪ ঋতু বিভাগ, এবং ৩৬৫ দিনে বৎসরের পরিমাণও সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। থেল্‌সের পর হিরোদোতসের জন্ম পর্য্যন্ত, ভূগোল বিদ্যার আর বিশেষ কিছু উন্নতি হয় নাই।

ইতিহাস-লেখক-কুল-তিলক হিরোদোতস, ভূগোল-বিদ্যাবিদ্দিগের গুরু ও বন্দনীয়। কেননা তাঁহারই গ্রন্থে ভূগোল শাস্ত্রের অপেক্ষাকৃত প্রকৃত এবং সুন্দর সুশৃঙ্খল বিবরণের সূত্রপাত দেখা যায়। সেই সকল বিবরণ, তিনি স্বচক্ষে নানা দেশ দেখিয়া এবং তৎকাল প্রচারিত বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব সমূহ অবগত হইয়া, সংগ্রহ করেন। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে ভূগোল সংক্রান্ত যে সকল বিবরণ আছে, তাহা সংক্ষেপ এবং সাধারণ, কিন্তু অতিশয় পরিষ্কার; এবং তিনি যে সকল দৈনিক পরিবর্ত্তন এবং ঘটনা স্বীয় ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎসমুদায় দেশের প্রকৃতিগত বিশেষ বিভিন্নতা দ্বারা যে কতদূর সংসাধিত হইতে পারে; তাহা উক্ত ভূগোল বিবরণ পাঠে সম্যক্‌ অবগত হওয়া যায়। যখন তিনি কোন দেশে বিশেষ কিছু দেখিয়াছেন, তখন, তখনই তাহার সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকে ২য় অধ্যায়ে মিসরের বিবরণ এবং ৪র্থ অধ্যায়ে সিথীয়দিগের এবং তাহাদের দেশের বিবরণ, ইহার উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

৭৪ ম অলিম্পেডের প্রথম বৎসরে (প্রায় ৪৮৪ পূঃ খৃঃ অঃ), ইতিহাসলেখক-কুলচূড়ামণি হিরোদোতস হালিকার্ণেসসে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পরিভ্রমণ করিয়া পৃথিবীর তৎকালপরিজ্ঞাত প্রায় সমুদায় ভূভাগের বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহার ইতিহাসের রলিন্সন সাহেবকৃত নূতন ইংরাজী অনুবাদের (১৮৫৮) প্রারম্ভে, হিরোদোতসের জীবন বৃত্তান্ত এবং রচনা সম্বন্ধে যে কয়েক অধ্যায় আছে, তৎপাঠে জানা যায় যে, অতি অল্প বয়সে তাঁহার কৌতুহলাক্রান্ত চিত্ত তাঁহাকে দেশ ভ্রমণ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল। যে সকল দেশে তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহারি বিস্তার, এবং যে রূপ তন্ন তন্ন করিয়া তিনি সেই সকল স্থান দেখিয়াছিলেন, তাহা, বিবেচনা করিতে গেলে এই বোধ হয়, যে তিনি এই কার্য্যে সুদীর্ঘকাল ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল মিসর দেশে বাস করিয়াছিলেন। তৎপরে ম্যাগ্না গ্রীসিয়ায় (ইটালির দক্ষিণাংশ) গিয়াছিলেন এবং ক্রমান্বয়ে ডান্যুবনদীর তীরস্থ দেশ সমূহ (থ্রেস প্রভৃতি) কৃষ্ণ সাগরের উপকূলস্থ রাজ্যাদি (কল্‌চিস্‌ ইত্যাদি) এবং সাইরিনি (বর্ত্তমান কুরেণ এবং ত্রিপলি), জান্টি ডডোনা, এবং সম্ভবতঃ বাবিলন, ও সুসার সন্নিকটস্থ আর্ডেরিকাও দেখিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন ডারায়ুসের ভারতবর্ষ আক্রমণ এবং সিথিয়দিগের সহিত যুদ্ধ যাত্রাকালে, এবং ক্যাম্বাইসিসের ইথিওপীয়া আক্রমণ কালে, উক্ত রাজদ্বয় যে সকল বিবরণ সংগ্রহ করেন, তাহা অবগত হইবার সুযোগও তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল। এইরূপে পরিভ্রমণ

করিয়া পৃথিবীর যে অংশ তিনি দর্শন করিয়াছিলেন, তাহার পরিমাণ, পূর্ব্ব পশ্চিমে ৩১০ (অর্থাৎ ১৭০০ মাইলেরও অধিক) এবং উত্তর দক্ষিণে ২৪০ (১৬৬০ মাইল)। রলিন্সন সাহেব বলেন যে, এই পরিমাণ স্থানের তিনি যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ পূর্ণ এবং প্রকৃত। তিনি ঐ সকল স্থান তাড়াতাড়ি দেখিয়া চলিয়া যান নাই;—সাবকাশ ক্রমে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছিলেন; তত্তৎ দেশে যে সকল মনোহর দৃশ্য ছোট বড় নগর, আশ্চর্য্যজনক কীর্ত্তি, দেবালয় এবং অন্যান্য গৃহ ছিল, এবং অধিবাসীদিগের রীতি নীতিই বা কিরূপ ছিল, সমস্তই প্রগাঢ় মনোযোগ এবং আগ্রহ সহকারে দেখিয়াছিলেন। এই রূপে ভ্রমণ করিয়া তিনি বিবিধ এবং বিচিত্র বৃত্তান্ত সমূহ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন; এবং এই সকল কারণেই, তাঁহার অতীব প্রয়োজনীয় গ্রন্থ প্রাচীন কালের এক মহামূল্য কীর্ত্তি-স্বরূপ হইয়াছে। আসিয়া এবং আফ্রিকা খণ্ডের তিনি যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা অতি পূর্ণ এবং সুন্দর; এবং তিনি নীলনদের উৎপত্তি স্থানের যে বিবরণ দিয়াছেন, অধুনাতন পর্য্যটকদিগের মধ্যে অনেকেই অদ্যাপি ততদূর গমন করিতে পারেন নাই। মিসর দেশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার বেলায়, অধুনাতন পর্য্যটকদিগের ন্যায়, তিনি নীল নদের মুখ হইতে ভিতর কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত একবার যাতয়াত করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই;—নিশ্চয়ই সেই বিবরণ পাঠে বোধ হয়, সেই দেশের বিবিধ কৌতুহল জনক বিষয় ভাল করিয়া দেখিবার জন্য, অনেক বৎসর না হউক, অনেক মাস অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ পূর্ব্ব গত গ্রন্থকর্ত্তাদিগের নিকট স্বীয় জ্ঞানোন্নতির সূত্রপাত করার জন্য, তিনি যতদূর ঋণী হউন না কেন; ভূগোল সংক্রান্ত যে সকল বিবরণ তিনি আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রায়ই হিরোদোতসের চাক্ষুষ দর্শন এবং স্বয়ং তথ্যানুসন্ধানের ফল। তিনি যে সকল দেশের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই স্বচক্ষে দেখিয়া লেখা; সুতরাং সেই সকল দেশের সাধারণ প্রকৃতি এবং বিশেষকাণ্ড সমূহের সহিত সুপরিচিত হইবার নিমিত্ত যে পরিমাণে সময় ব্যয় করিতে পারিয়াছিলেন, তদনুসারে লিখিত বিবরণ পূর্ণ অথবা খণ্ড (অল্প) হইয়া রহিয়াছে। যে সকল স্থানে তিনি নিজে ভ্রমণ করিতে পারেন নাই; তাহার বর্ণনা করিবার সময়, অন্যলোক কথিত বিবরণই গ্রাহ্য করিয়াছেন; এবং সম্ভবতঃ ঐ সকল বিবরণ প্রদাতারাও অনেকে স্বচক্ষে দর্শক ছিলেন। যদি কখন কোন বিষয় নিজে না দেখিয়া জনশ্রুতি হইতে অবগত হইয়া লিখিয়া থাকেন, তবে অতি যত্ন সহকারে তাহাতে স্বপ্রদত্ত বিবরণ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকে যেখানে২ ভূগোল সংক্রান্ত কথা আছে, সেই বিবরণ সমুহ তিনি এইরূপ প্রগাঢ় পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় সহকারে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

যদিও হিরোদোতস এরূপ উপায়ে অনেক বিষয় অবগত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি ইয়ুরোপের পশ্চিমাঞ্চলস্থ দেশ সকলের—গল, ব্রিটেন, জর্ম্মানির অধিকাংশ এবং ইটালির উত্তরাংশের বিষয় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। অপিচ হিরোদোতস, তাঁহার সময়ে বিজ্ঞানের—

বিশেষতঃ জ্যোতিষ শাস্ত্রের যতদূর উন্নতি হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই; এবং জ্যোতিষী গণনা দ্বারা কোন স্থানের প্রকৃত অবস্থিতি ও সীমা নির্দ্দেশ করিবার কৌশল সেই সময়ে সম্যক্ উদ্ভাবিত হয় নাই বলিয়াই, হিরোদোতস-কৃত বর্ণনা সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ এবং একেবারে অভ্রান্ত হইতে পারে নাই। এই কারণে যে সকল ভ্রম জন্মিতে পারে, তাহা ইরাটোস্থিনিসের সময় হইতেই দূরীকৃত হইতে আরম্ভ হয়।

ইতি প্রথম প্রস্তাব।

ধর্ম্ম সমাজ বন্ধনের মূল।

পূর্ব্বেই এক প্রকার বলা হইয়াছে, মানব জাতি অন্যদীয় সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া কোন ক্রমে থাকিতে পারে না। শিশুর জীবন রক্ষার্থে যেমন পিতা মাতা বা অন্য প্রতিপালকের যত্ন আবশ্যক, যৌবন ও প্রৌঢাবস্থায়ও সেইরূপ সামাজিক সাহায্যের প্রয়োজন। তবে বিশেষ এই যে, যুবা এক দিকে সমাজের দ্বারা উপকৃত হন, অপর দিকে সমাজের উপকার করেন। যে ব্যক্তি কিছু মাত্র সমাজের উপকার না করিয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া সমাজে অবস্থিতি করে, সে সকলেরই ঘৃণার পাত্র। ফলে কোনরূপে সমাজের হিত সাধন না করিলে, সমাজে বাসের অধিকার নাই।

প্রত্যেক ব্যক্তিরই নানা বস্তুর প্রয়োজন, অথচ প্রয়োজনীয় সমুদয় বস্তু উৎপাদনের ক্ষমতা কাহারও নাই। এই নিমিত্তই সমাজে শ্রম বিভাগ বা ব্যবসায় ভেদ হইয়াছে। আমরা এক মাত্র স্বার্থানুরোধে, যে কার্য্য করিয়া থাকি, তাহাতে কেবল আমাদের উপকার হয় এমন নয়, সমাজও তদ্দ্বারা উপকৃত হইয়া থাকে। নিঃস্বার্থ সমাজহিতৈষী অতি বিরল। স্বার্থ বশতঃ জ্ঞান, ধর্ম্ম, ব্যবসায় প্রভৃতির যাহা কিছু উন্নতি সাধন কর, তাহাতেই সমাজের উপকার হইবে।

এই বিভিন্ন প্রকৃতি বিভিন্ন ব্যবসায়ী লোকে যাহাতে পরস্পরের প্রতি সকলে বৈধ ব্যবহার করে, তাহাই সমাজ বন্ধনের এক মাত্র উদ্দেশ্য।

আমাদের অধিকাংশ কার্য্য স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বশতঃ হইয়া থাকে। কার্য্যকালে সদসৎ বিবেচনা শক্তির পরিচালনা প্রায় হয় না। প্রতিবেশীর গৃহে অগ্নি লাগিলে তাহা নির্ব্বাণ করা উচিত, সেই অগ্নিতে হয়তঃ আমার গৃহ দগ্ধ হইয়া যাইবে; অথবা তাহার বিপৎ সময়ে আমি সাহায্য না করিলে, সে আমাকে সাহায্য করিবে না, এই সকল বিষয় মনোমধ্যে বিচার করিয়া প্রায় কেহই অগ্নি নির্ব্বাণে কি লোকের বিপদুদ্ধারে যত্নবান্ হয় না। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বশতঃ লোকে এই সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, অথচ তদ্দ্বারা সমাজের হিত হয়।

যে সকল কার্য্য দ্বারা সমাজের অনিষ্ট হইয়া থাকে, তাহাও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বশতঃ হয়। যে স্বাভাবিক প্রকৃতি বশতঃ লোকে জলমগ্ন ব্যক্তির উদ্ধার জন্য আত্ম বিসর্জ্জন করিয়া থাকে, সেই

স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতেই সুন্দরীর সতীত্ব নাশ সংঘটন হয়।

ফলে একমাত্র স্বাভাবিক নিয়মের অধীন হইয়া কার্য্য করিলে সকল সময়েই যে সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে, এরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। স্বাভাবিক প্রকৃতি বশতঃ আমাদের অধিকাংশ কার্য্য নির্ব্বাহ হইলেও, আমরা নিরবচ্ছিন্ন স্বভাবের অধীন নহি। স্বভাবের নিতান্ত অধীন হইলে আমরা পাপের যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইতাম বটে, কিন্তু পুণ্য জনিত সুখেও আমরা চিরকালে বঞ্চিত থাকিতাম। যে সম্পত্তি থাকাতে আমরা পশু জগৎ হইতে বিভিন্ন হইয়াছি,যাহা থাকাতে আমরা নিজ নিজ কার্য্য জন্য দণ্ড বা পুরস্কারের যোগ্য, যাহা থাকাতে আমরা জগতে শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া অভিমান করিয়া থাকি, সেই স্বাধীনতা—আত্মার স্বাধীনতা থাকাতেই নিরবচ্ছিন্ন স্বভাব বশতঃ কার্য্য করিলে, আমাদের সকল কার্য্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় না। আমাদের স্বাধীনতা থাকাতেই বিচার শক্তির প্রয়োজন। বিচার শক্তি থাকাতেই কার্য্যের প্রাক্কালে সেই কার্য্য সৎ কি অসৎ তাহার বিবেচনা করিতে হয়।

কিন্তু কার্য্য কালে বিচার করিয়া কার্য্য করা প্রায় কাহারও অদৃষ্টে ঘটে না। অথচ কৃত কার্য্যের ফলাফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হয়; এনিমিত্তই পাপ পুণ্য জ্ঞান আমাদের স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তি বিনা অধ্যয়নে অনায়াসে পাপ পুণ্য বিচার করিতে পারে; এবং মন প্রকৃতিস্থ থাকিলে তদনুরূপ কার্য্যও করিয়া থাকে।

এই কারণে জগতে অধিকাংশ লোকের কার্য্য সৎকার্য্য মধ্যে পরিগণিত। লোকে উদাসীনভাবে প্রবৃত্তি বশতঃ যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তন্মধ্যে অধিকাংশ সাধু কার্য্য। যেমন শরীরের বিকার রোগ, সেইরূপ মনের বিকার পাপ। জগতে যেমন রোগী অপেক্ষা সুস্থ লোকের সংখ্যা অধিক, সেইরূপ পাপী অপেক্ষা পুণ্যবানের সংখ্যা অধিক।

আমাদের আত্মার স্বাধীনতা থাকায় একমাত্র প্রকৃতির অধীন হইয়া কার্য্য করিলে অনেক সময় আমাদিগকে অজ্ঞাতসারে পাপানুষ্ঠান করিতে হয়। আমাদের মানসিক বৃত্তি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে, যাহা পরস্পর বিরুদ্ধ গুণসম্পন্ন। দয়া এবং হিংসা উভয় আমাদের মনোমন্দিরে বিরাজ করিতেছে। ইহার একটিও আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি না অথবা পরিত্যাগ করিতে আমাদের সাধ্য নাই। অথচ এই উভয় বিধ প্রবৃত্তি মনোমধ্যে পোষণ করিয়া আমাদের কার্য্য করিতে হইবে। এবং সেই কার্য্যগুলি সাধু কার্য্য হইবে। জগদীশ্বর যদি এইরূপ কতকগুলি বিরুদ্ধ স্বভাব বৃত্তি আমাদের হৃদয়ে নিহিত করিয়া তাহার সামঞ্জস্যের কোন উপায় করিয়া না দিতেন অবশ্যই আমাদের ন্যায় অসুখী জীব জগতে আর একটীও দেখা যাইত না। কিন্তু আমরা এই সকল বিরুদ্ধ গুণসম্পন্ন প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াও তৎসহ ন্যায়পরতা প্রাপ্ত হওয়াতে ঐ সকল বিরুদ্ধ বৃত্তিতে আমাদের সুখ ব্যতীত অসুখ হয় না। পশুর ন্যায় আমরা প্রবৃত্তির দাস নহি। বরং ন্যায়পরতা থাকাতে আমাদের মানসিক বৃত্তির

উপরে আমাদের বিলক্ষণ প্রভুত্ব আছে। এই ন্যায়পরতা বা বিচার শক্তি থাকায় জগতে পুণ্যানুষ্ঠান অতি সহজে সম্পন্ন হয়।

আমাদের মানসিক বৃত্তির স্বভাব এই যে, তাহার উপভোগ্য পদার্থ পাইলেই উত্তেজিত হয়। তখন নিতান্ত প্রবৃত্তির বশীভূত হইলে অবশ্যই সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। পরিশেষে কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে, তাহার সাধুতা বা অসাধুতার দিকে দৃষ্টি পড়ে এবং তখনই আত্মা পুণ্যজনিত সুখ বা পাপজনিত দুঃখ প্রাপ্ত হয়। অতএব প্রথম হইতে আমাদের আত্ম প্রবৃত্তি পর্য্যালোচনা এবং আত্ম সংযম অভ্যাস করিতে হয়। এবং অভ্যাস দ্বারা সর্ব্বদা ন্যায়ের ভাব বৃদ্ধি ও অন্যান্য প্রবৃত্তিকে তাহার অধীন করিতে হয়।

এইরূপ করা মনুষ্যের স্বাভাবিক। সকল মনুষ্যই অল্প বা অধিক পরিমাণে এরূপ করিয়া থাকে এবং এরূপে ন্যায়পরতা সকল বৃত্তি অপেক্ষা প্রবল করে বলিয়াই, জগতে অধিকাংশ লোকের কার্য্য সৎ কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। লোকে বিশেষ প্রবৃত্তি দ্বারা উত্তেজিত ও বিশেষ উদ্দেশ্য পরায়ণ হইলেই অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। এবং ক্রমে যত অপকর্ম্ম করিতে থাকে, ততই তাহার ঐ অপকর্ম্মের প্রবৃত্তি প্রবল হইতে থাকে এবং অভ্যাস দ্বারা তাহার পাপ বৃত্তি প্রবল হয়। চালনার অভাবে অন্যান্য বৃত্তি দুর্ব্বল হইয়া যায়। পরিশেষে এই সকল লোক সমাজের কণ্টক হইয়া উঠে।

অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে যেরূপ বিশেষ বৃত্তির উত্তেজনা বশতঃ বিশেষ উদ্দেশ্য পরায়ণতার আবশ্যক, সেইরূপ তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতেও বিশেষ বৃত্তির উত্তেজনার আবশ্যক।

এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, মনুষ্য ন্যায়পরতা প্রণোদিত না হইলে, তাহা দ্বারা নিরবচ্ছিন্ন সাধু কার্য্যের আশা করা যাইতে পারে না। এবং ধর্ম্মভাব ব্যতীত ন্যায়ের ভাব সহসা হয় না। যাহার লক্ষ্য ক্ষুদ্র, তাহার কার্য্যও ক্ষুদ্র হইবে। এক মাত্র সংসারকে লক্ষ্য করিলে অনুচিত স্বার্থ পরায়ণ হইতে হয়, পরিশেষে সাংসারিক কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। ন্যায়বান ঈশ্বর যাহার আদর্শ, তাহার কার্য্য সাংসারিক লোকের কার্য্য অপেক্ষা অধিকতর পবিত্র হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত লোক সমাজের নিমিত্ত কার্য্য করিবে, হঠাৎ তাহার কার্য্য দ্বারা সমাজের মঙ্গলের সম্ভাবনা না হইলে, সে তৎক্ষণাৎ তাহার উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়া নিরস্ত হয়। কিন্তু যিনি ঈশ্বরের কার্য্য করিতেছি বলিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তিনি সহস্র বাধা পাইলেও নিরস্ত হইবার নহেন; তিনি কার্য্যের আশু অশুভ ফল দর্শনেও ভগ্নোৎসাহ হন না, ভবিষ্যতের সুফল তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়া থাকে। ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তির কার্য্যও পবিত্র হইবে। পার্থিব যশঃ, অভিমান প্রভৃতি তাঁহার সৎ কার্য্যের নেতা নহে; সুতরাং তিনি লোকের নিকট সুখ্যাতির আশায় ব্যতিব্যস্ত হন না, এবং অভিমানে স্ফীত হইয়া, লোকে মন্দ বলিল বলিয়াও, ভগ্নোৎসাহ হন না। তাঁহার সকল কার্য্য ঈশ্বর লক্ষ্য করিয়া হয়।

ধর্ম্ম, লোকের স্বাভাবিক সম্পত্তি। ধর্ম্ম-

ভাব হইতেই ন্যায়ের ভাব উপস্থিত হয়। ন্যায়ের ভাবে সংসার সুনিয়মে চলিতেছে। অসৎ কার্য্যের উপর সাধারনের যে ঘৃণা আছে, তাহাও এই ধর্ম্মভাবমূলক। কারণ জগতে ধর্ম্মভাব থাকাতেই লোকে পাপকে ঘৃণা করিয়া থাকে। অভিমান বা সমাজের ভয়ে অনেক সময় লোকে অপকর্ম্ম হইতে নিরস্ত হয় বটে, কিন্তু এমনও দেখা গিয়াছে যে, একমাত্র অভিমান নিবন্ধন লোকে প্রকৃত সৎকর্ম্ম হইতে নিরস্ত হইয়াছে। যাহাকে সৎকর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করে, যে কার্য্যের অনুষ্ঠান হইলে সমাজের মঙ্গল হয়, অথচ দেশে সেই প্রথা বিদ্যমান নাই; কোন হীনবংশীয় মান মর্য্যাদা হীন লোকে সেই প্রথা চালাইতে যত্নবান্ হইলে, তাহার উপদেশের বশীভূত হওয়াতে অভিমানের হানি হইবে বলিয়া, অনেক সময়ে লোকে তাহা গ্রহণ করে না। সামাজিক ভয় সম্বন্ধেও ইহাই বক্তব্য, যখন কোন দস্যুদলভুক্ত ব্যক্তি সত্য কথা বলিলে স্বীয় দলের অপমান বা দণ্ড হইবার সম্ভাবনা দেখে, তখন সে তাহা কখনই প্রকাশ করে না। যে সমাজ ভয়ে লোকে সৎকর্ম্ম করিয়া থাকে, এস্থলে সেই সামাজিক ভয়ই পূর্ব্বোক্ত দস্যুদলভুক্ত ব্যক্তির অপকর্ম্মের নেতা হইয়া থাকে।

ফলতঃ অভিমান, সমাজ ভয়, যশোলিপ্সা প্রভৃতি দ্বারা অনেক সময়ে লোকে সৎকর্ম্ম করিয়া থাকে বটে, কিন্তু ধর্ম্ম বিযুক্ত হইলে এই সকলের দ্বারা নিরবচ্ছিন্ন সৎকার্য্যের আশা করা যাইতে পারে না।

ভাবী সুখের আশা না থাকিলে, লোকে কখনও বর্ত্তমান সুখ পরিত্যাগ অথবা দুঃখ সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে; অথচ মনুষ্যের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, প্রত্যেক মনুষ্যই অনন্ত জীবনের আশা করে। এই আশা যখন সমুদয় মানব জাতির অন্তরে আছে, তখন ইহা অবশ্যই প্রাকৃতিক হইলেই ঈশ্বর দত্ত; ঈশ্বর দত্ত বলিলে অবশ্যই ইহা সফল হইবে। আবার সংসারে দেখা যায়, লোকে যে কোন কর্ম্ম করে, তাহাকে তাহার ভাল মন্দ ফল ভোগ করিতে হয়। অথচ এমন কতকগুলি কার্য্য আছে, যাহার ফল ইহকালে সমগ্ররূপে হয় না। অনন্ত জীবনের সহিত এই ভাবের সংলগ্ন করিলে এতদ্দ্বারা সাংসারীক কার্য্যেরও অনেক সুবিধা। পরন্তু সাংসারিক সুবিধা হয় বলিয়া পূর্ব্বোক্ত দুইটী বিষয় কল্পনাপ্রসূত নহে। যাঁহারা অনন্ত জীবনের সুখ কামনায় ইহকালে ন্যায়ানুসারে কার্য্য করেন, তাঁহারা কেবল ইহকালে সংসারের মঙ্গল সম্পাদন করিয়া সুখী হন এমন নয়, ভবিষ্যতেও তাঁহাদের অবশ্যই কোন বিশুদ্ধ সুখ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। যে সকল লোক ধর্ম্মের নিমিত্ত প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারা যে কেবল মানবজাতির হিত করিয়াই গেলেন তাহা নহে, অনন্ত কালের জন্য তাঁহাদেরও হিত হইল।

ধর্ম্মের দ্বারা যেমন ব্যক্তিগত মহত্ত্ব হয়, সেইরূপ জাতিগত মহত্ত্বও হইয়া থাকে। যে জাতির ধর্ম্মে প্রবল আস্থা আছে, তাহারা জগতের অনেক বিধ মহৎ কার্য্য করিয়া গিয়াছে। বিজ্ঞান, বীরতা প্রভৃতি ধর্ম্মের সঙ্গে উন্নতি লাভ করে। উৎকৃষ্ট ধর্ম্মভাব থাকিলে পরস্পর পরস্পরের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখ প্রাপ্ত

হয়। এবং সকলে দলবদ্ধ হইয়া অত্যুৎকট দুরূহ ব্যাপার সকল সাধন করিয়া থাকে। প্রাচীন আর্য্যজাতি এবং মুসলমানগণ এক মাত্র ধর্ম্মভাবের প্রাবল্য নিবন্ধন জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন। খ্রীষ্টধর্ম্মকে বর্ত্তমান ইয়ুরোপখণ্ডের উন্নতির মূল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ধর্ম্মভাব ব্যতীত জাতির মহত্ত্ব হয় না, মহত্ত্ব ব্যতীত একতার সম্পাদন হয় না এবং একতা ব্যতীত কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতির উন্নতির আশা করা যায় না।

সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উন্নতিও ধর্ম্মভাব হইতেই হইয়া থাকে। প্রয়োজন ব্যতীত মনুষ্য কোন প্রকার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না এবং প্রাচীন আরব জাতির ন্যায় বিভিন্নং সম্প্রদায়ী হইয়া তাম্বুতে বাস করিয়া পুনঃ পুনঃ বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিলে কৃষি, শিল্প, কি বাণিজ্যের তত প্রয়োজন উপস্থিত হয় না। সমাজ পুষ্টাঙ্গ না হইলে, বিস্তৃত রূপে ঐ সকল বিষয়ের প্রয়োজন হয় না। বিস্তৃত রূপে কৃষি বাণিজ্যাদি করিতে হইলেই বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রয়োজন, এবং সাহিত্যের উন্নতি ব্যতীত কদাপি বিজ্ঞান স্বতঃ উন্নত হইতে পারে না। ফলে শরীরস্থিত হৃৎকোষ যেমন সমুদয় অঙ্গকে রক্ত দান করিয়া সজীব রাখে, ধর্ম্ম সেইরূপ মানবজাতিকে একত্র করিয়া কার্য্য করাইয়া থাকেন। ধর্ম্মের প্রতি আস্থা না থাকিলে, সমাজবন্ধন দৃঢ় হয় না; এবং সমাজ বন্ধনের দৃঢ়তা না থাকিলে, মনুষ্যের কোন প্রকার উন্নতি হইতে পারে না।

আত্মচিকিৎসা।

২। পাক যন্ত্র সমূহের পীড়া।

পাক যন্ত্র সমূহের পীড়া সম্যক রূপে বর্ণনা করিতে হইলে, প্রথমতঃ তাহাদিগের কাহার কিরূপ স্বাভাবিক ক্রিয়া, তাহা বলা কর্ত্তব্য।

সাতটী পৃথকং ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে এক পাক ক্রিয়া হয়। এই সাত ক্রিয়ার প্রথম ক্রিয়ার নাম চর্ব্বণ। চর্ব্বণ দন্তের দ্বারা সম্পাদিত হয়। ভোজ্যদ্রব্য সুচারু রূপে চর্ব্বিত না হইলে, সহজে পরিপাক হয় না। যেমন খানিক গন্ধকদ্রাবকে (Sulphuric Acid) এক খণ্ড সোডা (Soda) নিক্ষেপ করিলে অনেকক্ষণ পরে দ্রব হয়, কিন্তু সেই পরিমাণে সোডা চূর্ণ করিয়া দিলে অবিলম্বেই গলিয়া যায়, সেইরূপ ভোজ্যদ্রব্য সম্যক চর্ব্বণ না করিয়া উদরস্থ করিলে পরিপাক হইতে বিলম্ব হয়; কিন্তু ভালরূপে চর্ব্বিত হইলে সহজেই পরিপাক হইয়া যায়। বৃদ্ধ লোকের অন্ন * সহজে পরিপাক হয় না। তাহার কারণ এই যে, তাহারা দন্তের অভাব বশতঃ ভালরূপে ভোজ্যদ্রব্য চর্ব্বণ করিতে পারে না। তাড়াতাড়ি আহার করিলে অন্ন সুচারু রূপে চর্ব্বিত হয় না, এই হেতু তাহার পরিপাকে বিলম্ব হয়।

২। পরিপাকের দ্বিতীয় ক্রিয়া সিক্ত

* এ অধ্যায়ে "অন্ন" শব্দে ভোজ্য দ্রব্য মাত্রেই বুঝিতে হইবে।

করণ, অর্থাৎ মুখের রসে ভোজ্যদ্রব্যকে উত্তমরূপে ভিজান। মুখের রস অন্নের সহিত না মিশ্রিত হইলে, পরিপাকে বিলম্ব হয়। ফ্রান্স দেশে সেন্ট মার্টিন নামে এক ব্যক্তির, বন্দুকের গুলি লাগিয়া, পেটে একটী ছিদ্র হইয়াছিল। সেই ছিদ্র দিয়া পাকস্থলীর অভ্যন্তরস্থ ক্রিয়া দেখা যাইত ও ইচ্ছা করিলে সেই ছিদ্র দিয়া ভোজ্য দ্রব্য নিক্ষেপ করা যাইতে পারিত। সেই ব্যক্তিকে প্রথমতঃ কোন দ্রব্য আহার করিতে দিয়া, পরে সেই পরিমাণে সেই দ্রব্য চূর্ণ করিয়া পেটের ছিদ্র দিয়া পাকস্থলিতে নিক্ষেপ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, মুখের রস ভোজ্যের সহিত মিশ্রিত না হইলে, পরিপাকে দেরি পড়িয়া যায়।

৩। পরিপাকের তৃতীয় কারণ গলধঃকরণ। পাকস্থলীতে না গেলে কোন দ্রব্যই জীর্ণ হইতে পারে না।

৪। পরিপাকের চতুর্থ কার্য্য পাকস্থলীতে সম্পাদিত হয়। মুখে যেরূপ রস আছে, পাকস্থলীতে অন্নের সংস্পর্শে সেই রূপ এক প্রকার রস নির্গত হয়। সে রসকে ইংরাজীতে Gastric Juice বলে। এ রস অম্ল। ইহার সংযোগে অন্ন দ্রব হইয়া যায়।

কতকগুলি দ্রব্য, যথা দুগ্ধ, চিনির সরবত, সুরা ইত্যাদি পাকস্থলীতেই রক্তের সহিত মিশ্রিত হইবার উপযুক্ত হয়, এবং সে গুলি পাকস্থলী হইতেই সূক্ষ্মং শীরার (Absorbants) মধ্য দিয়া রক্তের সহিত মিশিয়া যায়। কিন্তু অন্য সমস্ত দ্রব্য পাকস্থলী হইতে নাড়িতে গিয়া পড়ে।

৫। অন্ননাড়ীতে (Intestine) পড়িলে পরিপাকের পঞ্চম ক্রিয়া আরম্ভ হইল। নাড়ী অনেক খানি লম্বা। পাকস্থলী হইতে আরম্ভ হইয়া মলদ্বারে ইহার শেষ হইয়াছে। ইহার প্রথম অর্থাৎ পাকস্থলীর নিকটস্থ ভাগ সরু, শেষ ভাগ মোটা। সরু ভাগকে ক্ষুদ্র নাড়ী (Small Intestine) মোটা ভাগকে বড় নাড়ী (Large Intestine) বলে। পরিপাকের পঞ্চম ক্রিয়া এই ক্ষুদ্র নাড়িতে হয়। যেমন মুখে ও পাকস্থলীতে রস আছে, সেইরূপ এই ক্ষুদ্র নাড়ির অভ্যন্তরেও রস আছে। সেই রসে অন্ন উত্তরোত্তর পরিপাক হইতে থাকে। অন্ন এই ক্ষুদ্র নাড়িতে থাকিতেং পিত্ত, জকৃত হইতে এক শিরার মধ্য দিয়া আসিয়া, ঐ অন্নের সহিত মিশ্রিত হয়। এই পিত্ত কর্তৃক মলের রং হয়। মলের স্বাভাবিক রং মেটে কিম্বা হরিদ্রাক্ত। মল সাদা কিম্বা কাল হইলে জকৃতের (Liver) পীড়া হইয়াছে বুঝিতে হইবেক।

৬। ক্ষুদ্র নাড়ী হইতেই প্রায় অন্নের সমুদয় সারাংশ ক্ষুদ্রং শীরার দ্বারায় রক্তে গিয়া পড়ে। যাহা কিছু বাকী থাকে, তাহা বৃহৎ নাড়ী হইতেই ক্ষুদ্রং শীরায় শোষিত হয়। অন্ন বৃহৎ নাড়িতে পড়িলে পরিপাকের ৬ষ্ঠ ক্রিয়া আরম্ভ হইল।

৭। পরিপাকের শেষ ক্রিয়া অন্নের অসারাংশ বহিষ্করণ। ইহা বৃহৎ নাড়ির শেষ ভাগদ্বারা সম্পাদিত হয়।

—০—

কর্ণমূল ফুলা।

যেং যন্ত্র হইতে রস নির্গত হইয়া মুখের অভ্যন্তরকে সিক্ত রাখে, তাহার একটী কর্ণমূলে সংস্থিত, আর একটী চিবুকের নিম্নভাগে। কর্ণমূলে যেটী সংস্থিত তাহার নাম প্যারটিড (Parotid Gland), যেটী চিবুকের নিম্নভাগে তাহার নাম সবম্যাকসিলারি (Submaxillary Gland

এই দুটী ভিন্ন আর অন্যান্য কতকগুলি আছে। অম্ল স্পর্শে তাহাদিগের ক্রিয়া উত্তেজিত হয়। এমন কি, দুই এক দ্রব্যের নামেই মুখে জল আইসে, যথা তেঁতুল, কাঁচা আম্র ইত্যাদি। পরিপাকে ইহাদিগের ক্রিয়া প্রয়োজন, এই জন্য কর্ণমূল ফুলা এই স্থানেই সন্নিবেশিত হইল। কর্ণমূল ফুলায়, কেবল কর্ণমূলস্থ যন্ত্র ফুলে এরূপ নহে, কিন্তু কাহারং চিবুকের নিম্ন ভাগের যন্ত্র ও অন্যান্য যন্ত্রও ফুলে। এই রোগ বসন্তের ন্যায় সংস্পর্শে উৎপত্তি হয়, এবং একবার হইলে আর সে ব্যক্তির পুনর্ব্বার হয় না।

এই রোগের প্রারম্ভে, অল্প জ্বর হয়, পরে কর্ণমূল ফুলে ও বেদনা অনুভূত হয়। কখনং দু দিকেই ফুলে ও ঐ ফুলা বিস্তৃত হইয়া চিবুকের নিম্ন ভাগের যন্ত্রকে আক্রমণ করে। ক্রমেই যাতনা বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং চতুর্থ দিবসে অত্যন্ত কষ্টদায়ক হইয়া উঠে। আবার পঞ্চম দিবস হইতে পীড়ার হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু দৈবাৎ কাহারং পাকিয়া পুঁজ হয়।

চিকিৎসা প্রায় প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অতিশয় ক্লেশ বোধ হইলে, ফুলা স্থানে ফ্লানেলের সেক দিবেক। জোলাপের দ্বারা ও নিম্নলিখিত ঔষধের দ্বারা জ্বরের বেগ হ্রাস করিবেক।

সোরা ... ... ১৫ রতি

নাইট্রীক ইথার ... ৩ ড্রাম

কর্প্পূর বাসিত জল, ৬ আউন্স অর্থাৎ ৩ ছটাক।

ইহার অর্দ্ধ ছটাক ২ ঘন্টা অন্তর সেবন করিবে।

শিশুদিগকে ইহার ৩০ ফোটা করিয়া দিবেক।

পথ্য। দুগ্ধ, মাংসের ক্বাত (সুরুয়া) ইত্যাদি তরল অথচ বলকারক দ্রব্য।

মন্দাগ্নি বা অজীর্ণতা।

অজীর্ণতা অতি সাধারণ রোগ। পরিপাক হইতে যে সমস্ত কার্য্য প্রয়োজন, তাহার যে কোনটীতে হউক, দোষ জন্মিলে মন্দাগ্নি হয়। ইহার উৎপত্তির কারণ নানাবিধ। ১ম অতিভোজন, ২য় অপকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন, যথা পচা দ্রব্য ইত্যাদি, ৩য়, ব্যস্ততা, বা দাঁতের বেদনা ইত্যাদি বশতঃ অসম্পূর্ণ চর্ব্বণ, ৪র্থ অতিশয় সুরাপান, ৫ম উপর্য্যুপরি আহার। যেরূপ ক্ষণকাল পরিশ্রম করিয়া একটু বিশ্রাম না করিলে পুনর্ব্বার পরিশ্রম করা যায় না, সেইরূপ পাকস্থলিকে যদি একবার আহারের পর ও আর একবার আহারের পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম না দেওয়া যায়, তাহা হইলে ভোজ্য দ্রব্য সুচারু পরিপাক হইবার সম্ভাবনা নাই। দুই বার আহারের মধ্যে অন্ততঃ ৫ ঘন্টা অনাহারে থাকা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ৬ষ্ঠ অতিশয় শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম, ৭ম গুরুতর চিন্তা, ৮ম শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ৯ম অতিরিক্ত ধূমপান (তামাক খাওয়া) বা নস্য গ্রহণ, ১০ম পাকস্থলীর পীড়া, জকৃতের পীড়া, কিম্বা জ্বর, শ্লেষ্মা ইত্যাদি।

লক্ষণ। লক্ষণ সকলের সমান হয় না। যাহার যে রূপ উৎকট, তাহার সেই রূপ লক্ষণ। কিন্তু বহুকাল স্থায়ী হইলে ক্ষুধা মান্দ্য, এবং পেটে বেদনা ও সর্ব্বদাই যেন পেট ফাঁপিয়া আছে বোধ হয়। নাড়ির মধ্যে বায়ু জমে, পেট ডাকে, গা বোমিং করে ও কখনং বমন

হয়। দুই চারি দিবস মল বদ্ধ হয়, পরে এক দিবস অতিশয় তরল মল নির্গত হয় (অর্থাৎ উদরাময় Diarrhœa হয়), জিহ্বা অপরিষ্কার থাকে, নিশ্বাসে ও মুখে গন্ধ হয়, বুক দর দর করে, মাজায় বেদনা হয়, হাত পা কামড়ায়, মাথার মধ্যে দপ২ করে, ও মন সর্ব্বদা খারাপ থাকে, কিছুই ভাল লাগে না। বুক জ্বলে, পেট জ্বলে, অম্ল ঢেকুর উঠে, ও মুখ দিয়া জল উঠে, বিশেষ স্ত্রীলোকের।

চিকিৎসা। চিকিৎসা দ্বিবিধ। প্রথমতঃ বিবেচনা পূর্ব্বক আহার করা, দ্বিতীয়তঃ ঔষধ সেবন করা।

১। যদি অনিয়মিত বা অতি ভোজনে মন্দাগ্নি হইয়াছে, জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে আহার কমাইয়া দিবেক, এবং একবার আহার করিয়া অন্ততঃ ৫।৬ ঘন্টা অনাহারে থাকিয়া পুনর্ব্বার আহার করা উচিত। কিন্তু এরূপ অল্পাহার অধিক দিবস থাকা বিধেয় নহে।

অজীর্ণ হইলে কোন্২ দ্রব্য আহার করা উচিত ও কোন্২ দ্রব্য আহার করা উচিত নহে, তদ্বিষয়ে সকলের পক্ষে এক রূপ নিয়ম খাটে না। সাধারণতঃ মাংস সকলেরই পক্ষে উপকারী দেখা যায়। কিন্তু মাংসে অধিক ঘৃত বা অনেক গরম মস্‌লা দিয়া রন্ধন করিলে অপকারী হইয়া উঠে। অতি অল্প ঘৃত ও মস্‌লা দিয়া রন্ধন করিলে, মাংস অতি সহজেই পরিপাক হয়।

ভাত খব সিদ্ধ করিয়া আহার করা উচিত, নচেৎ জীর্ণ হইতে অত্যন্ত বিলম্ব হয়।

তরকারি মাত্রেই পরিত্যাগ করিবেক, বিশেষ আলু, সসা, লাউ, কুমড়া ইত্যাদি। মৎস্য। ইলিসা প্রভৃতি তৈলাক্ত মৎস্য আহার নিষেধ। তদ্ব্যতীত অন্য সকল প্রকার মৎস্যই সুপথ্য। মাংস ও মৎস্যে প্রায় অজির্ণতা হয় না। কিন্তু অনেকে মাংসকে যে গুরুপাক বলিয়া জানেন, সে কেবল মাংসের সহিত অধিক অন্ন আহার করেন বলিয়া সে রূপ সংস্কার হইয়াছে।

দুগ্ধ সকলের বরদস্ত হয় না। যাহাদের বরদস্ত না হয়, তাহাদের পক্ষে মন্দাগ্নি হইলে দুগ্ধ সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জনীয়।

তাড়াতাড়ি আহার পরিহার করিবেক। আস্তে২ সমস্ত ভোজ্যদ্রব্য সুচারুরূপে চর্ব্বণ করিয়া খাইবেক।

ক্ষুধা না হইলে আহার করিবেক না। কিন্তু মন্দাগ্নি হইলে অনেকের একেবারে ক্ষুধার লোপ হয়। তাহাদিগের পক্ষে নিয়মিত আহারের সময় উপবাস না করিয়া অতি অল্প ভোজন করা উচিত।

আহারান্তে অধিক জল সেবন করিলে পাকস্থলিস্থ অম্ল রস পাত্‌লা হইয়া গিয়া পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মায়। কিন্তু অন্য সময়ে ইচ্ছানুরূপ জল খাইলে কোন দোষ হয় না।

২। ঔষধ সেবন দ্বারা অজীর্ণ দুর করা যাইতে পারে; কিন্তু ঔষধ সেবন করিতেছি বলিয়া পথ্যের প্রতি নজর না রাখা অবিধেয়।

নিম্ন লিখিত মত ঔষধ সেবনে উপকার হইবেক।

ডিলিউট হাইড্রক্লরিক অ্যাসিড ১ ড্রাম

চিরতার জল... ... ...৬ আউন্স।

ইহার ষষ্ঠাংশের এক অংশ অর্থাৎ

অৰ্দ্ধ ছটাক করিয়া দুবেলা আহারের পূর্ব্বে বা পরে সেবন করিবেক।

যদি সচরাচর মলবদ্ধ থাকে ও শরীরের দৌর্ব্বল্য থাকে, তাহা হইলে উক্ত ঔষধের প্রতি মাত্রায় ৫ বিন্দু লাইকর ইষ্ট্রিকনিয়া মিসাইয়া সেবন করিলে উপকার হইবে। যথা—

ডিলিউট, হাইড্রক্লরিক অ্যাসিড ১ ড্রাম
লাইকর ইষ্ট্রিকনিয়া ......অৰ্দ্ধ ড্রাম
চিরেতার জল... ... ৬ আউন্স।

ইহার ছয় ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ অৰ্দ্ধ ছটাক দিনে দুই বার আহারের পূর্ব্বে বা পরে সেবন করিবেক।

উল্লিখিত ঔষধের ফৰ্দ্দ ইংরাজিতে এই রূপে লিখিতে হইবে।

Diluted Hydrochloric Acid one drachm.
Liquor Strychniœ. Half a drachm.
Infusion of Cheretta. Six ounces.
Mix—Make a mixture.

যদি পেটে বেদনা থাকে বা বমী হয়, তাহা হইলে নিম্ন লিখিত ঔষধ খাইবেক।

ডিলিউট হাইড্রক্লরিক অ্যাসিড ১ ড্রাম
লাইকর মরফিয়................২ ড্রাম
জল.......................৬ আউন্স।

একত্র মিশ্রিত করিয়া ইহার ছয় ভাগের এক ভাগ দিনে দুই বার সেবন করিবেক।

ইংরাজিতে উল্লিখিত ঔষধের ফৰ্দ্দ এই রূপ হইবেক।

Diluted Hydrochloric Acid. One drachm.
Liquor Morphiœ. Two drachms.
Water..............Six ounces.
Mix—Make mixture.

যদি মন্দাগ্নির সহিত পেট জালা বা বুক জালা থাকে, তবে ৩০ গ্রেণ সোডা বা কার্ব্বনেট অব ম্যাগনিসিয়া (Carbonate of Magnesia) অৰ্দ্ধ ছটাক জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবা মাত্রেই প্রায় জালা থামিয়া যায়। কাহারং পক্ষে এত ঔষধ প্রয়োজন হয় না, কেবল প্রত্যহ একটুং চিরতার জল সেবন করিলে আরোগ্য লাভ করিতে পারে।

যদি পেটে অত্যন্ত অম্ল হয় ও পেট ভার হয়, তাহা হইলে মাঝেং বমি করিয়া ফেলিলে কষ্ট নিবারণ হয়, কিন্তু সর্ব্বদা বমি করা ভাল নয়। বমি করিবার জন্য বিশেষ ঔষধের প্রয়োজন নাই। গলায় একটা পালক কিম্বা অঙ্গুলি দিলেই বমি হইয়া যাইবে।

এতক্ষণ যে সমস্ত ঔষধের কথা বলা হইল, সে সকলই প্রাপ্ত বয়স্কের পক্ষে। বালকের পক্ষে নহে। শিশুদিগের মন্দাগ্নি হইলে, একটুং চিরতার জল দিনে দুই তিন বার দিলেই আরাম হয়। যদি তাহাদিগের মলে অম্ল গন্ধ বাহির হয়, তবে একটু চূনের জলের সহিত দুগ্ধ দিলে সারিয়া যায়। চূনের জল প্রস্তুত করিবার নিয়ম এই। একটা ছোট সুপুরি যত বড় এত খানি চূন লইয়া একটা বড় বোতলের এক বোতল জলে গুলিয়া দিয়া বোতলটীকে এক স্থানে রাখিতে হইবেক। পর দিন দেখা যাইবে সে সমস্ত চূন বোতলের নিচে জমিয়া রহিয়াছে, আর উপরের জল পরিষ্কার আছে। সেই পরিষ্কার জল বোতল না নাড়িয়া আস্তেং ঢালিয়া লইতে হইবে। এই জলের ১ ঝিনুক দিনে তিনবার সেবন করিতে দিলে

বালকেব মন্দাগ্নি ও অম্ল গন্ধযুক্ত মল আরাম হইবেক।

বালকদিগের পেট ফাঁপিলে এক ঝিনুক ডিল ওয়াটর (Dill water) দিনে তিন বার সেবন করাইলে আরাম হয়।

যদি দাঁত ওঠার সময় পেটের পীড়া হয়, তবে ডাক্তার দ্বারা দাঁত কাটিয়া লইবেক!

মৃণ্ময়ী।*

কোন২ দার্শনিক বিয়োগান্ত আখ্যায়িকাকে দোষাবহ এবং অনিষ্টকর বিবেচনা করেন। তাঁহারা বলেন, মনুষ্য চরিত্রের একটি নিয়ম এই যে, পুনঃ২ ভাবোত্তেজনে ভাবপ্রাখর্য্যের হ্রাস হইয়া যায়। যদি সেই ভাব, কার্য্যে পরিণত হইতে পায়, তাহা হইলে ভাবপ্রাখর্য্য হ্রাস হইয়া যায় বটে, কিন্তু কার্য্য পারগতার বৃদ্ধি হয়; সুতরাং কোন অনিষ্ট হয় না। ভাবোদ্দীপন হইতে কার্য্যানুস্মৃতির নিরোধ না হইলে, প্রথমে যে কার্য্য করিতে প্রখর ভাবোত্তেজনের আবশ্যক হইত, অভ্যাস নিবন্ধন, পরে অতি দুর্ব্বল ভাব হইতেই তাহা সমুৎপন্ন হয়। অবশেষে এমন সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন ভাব ব্যতিরেকে অথবা অতি অল্প ভাবেই আমরা কার্য্য করিতে পারি। সুতরাং ভাবপ্রাখর্য্যের হ্রস্বতানিবন্ধন কোন ক্ষতি হয় না। বিয়োগান্ত উপন্যাস পাঠে ভাবোত্তেজিত হয়, অথচ তাহার কার্য্য হইতে পায় না—ভাবপ্রাখর্য্য কমিয়া যায়, কার্য্যপারগতা বৃদ্ধি হয় না। বিয়োগান্ত উপন্যাস অথবা নাটকের বিরুদ্ধে, এই আপত্তি অনেকে করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার এ আপত্তি সমর্থন করি না।

এ সংসারে আমরা, দিবারাত্র শত সহস্র বিয়োগান্ত আখ্যায়িকা প্রত্যক্ষ করিতেছি। তাহাতে অবশ্য ভাবোদ্রেক হয়; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহা হইতে কার্য্যানুস্মৃতি ঘটিয়া উঠে না। সুতরাং বিয়োগান্ত আখ্যায়িকা হইতে যে অনিষ্টাশঙ্কা করি, তাহা মনুষ্যজীবনে অপরিহার্য্য। আমাদের নিরর্থক ভাবোত্তেজন এত অধিক পরিমাণে ঘটিয়া থাকে যে, দুই চারি দশ খানা বিয়োগান্ত উপন্যাস পড়া না পড়ায় উল্লিখিত অনিষ্টের ক্ষতি বৃদ্ধি সম্ভবে না। সাগরগর্ভে যখন শয্যা পাতিয়াছি, তখন শিশিরপাতে অনিষ্টাশঙ্কা করার ন্যায় হাস্যজনক আর কি হইতে পারে? কথিত আছে, ইংলণ্ডে কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়। যে দিবস তাহাকে টাইবর্ণের বধ্যভূমিতে যাইতে হয়, সে দিবস অল্প২ বৃষ্টি হইতেছিল। অপরাধী মরিতে চলিয়াছে, অথচ শরীরে বৃষ্টি লাগিলে পাছে কফ্ লাগে এই ভয়ে, সে ব্যক্তি একটি ছত্রের প্রার্থনা করিয়াছিল। বিয়োগান্ত উপন্যাস হইতে অনিষ্টাশঙ্কাও এইরূপ।

* মৃণ্ময়ী। কপালকুণ্ডলার উপসংহার ভাগ। শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, নূতন সংস্কৃত যন্ত্র। মূল্য ১।০।

দ্বিতীয়তঃ, সংসার সুখ দুঃখময়—মিলন আছে, বিয়োগও আছে। কেবল সুখের ভাগটা দেখাইলে, কেবল মিলনান্ত উপন্যাস লিখিত হইলে সংসারের একদেশ মাত্র প্রদর্শিত হয়।

তৃতীয়তঃ, মিলনান্ত উপন্যাস হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় না—গ্রন্থ বন্ধ করি, নায়ক নায়িকাকে ভুলিয়া যাই। তাঁহাদের মিলন হইল, তাঁহারা সুখী হইলেন—আর তাঁহাদের জন্য ভাবিবার প্রয়োজন কি? বিয়োগান্ত আখ্যায়িকা পড়িয়া দুঃখিত হই, আপনা ভুলিয়া যাই এবং সে ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। হেলেনার প্রেম, জুলিয়েটের প্রেমাপেক্ষা কোন অংশে ম্লান নহে; কিন্তু এ দুই জনের জন্য পাঠকের মনে যে ভাবোদ্রেক হয়, তাহার অনেক তারতম্য আছে। এক খানি গ্রন্থ বন্ধ করি, আর হেলেনাকে ভুলিয়া যাই—শেক্সপীয়রের কবিত্বকে ধন্যবাদ দিই বটে, কিন্তু হেলেনাকে ভুলিয়া যাই। অপর গ্রন্থখানি শেষ করিয়া, জুলিয়েটকে ভুলি না—কবিকে ভুলিয়া যাই, কিন্তু জুলিয়েটকে কখন ভুলি না। শেক্সপীয়র কেমন কবি, এ কথা পাঠকের মনে হয় না; পাঠকের মনে হয়, জুলিয়েট বড় দুঃখিনী!—বড় হতভাগিনী! জুলিয়েটের জন্য আপনার সর্ব্বস্ব দিতে, পাঠকের ইচ্ছা হয়। সে ইচ্ছা ক্ষণস্থায়ী নহে। জুলিয়েট মন হইতে যায় না, সে ইচ্ছাও মন হইতে যায় না। মানব হৃদয়ের কোমলতা সম্পাদনের জন্য, মনুষ্য জীবনের মহত্ত্ব সাধনের জন্য, এরূপ আত্মানাদর, এরূপ আত্মবিসর্জ্জনের ভাব যে হৃদয়ে, লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হয়, তাহা বাঞ্ছনীয়। পরের দুঃখে আমরা যতটুকু দুঃখিত হইতে পারি, তাহাতেই মঙ্গল আছে। সময়ে সে ভাব দুর্ব্বল হইয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার কার্য্যের অবসান হয় না। ক্রমে ঐ ভাব, ঐ পরদুঃখকাতরতা হৃদয়ের সঙ্গে জড়াইয়া যায়, হৃদয়ের সঙ্গে মিশিয়া যায়। ভাববেগ মন্দীভূত হইলেও, তন্নিবন্ধন অনিষ্ট হয় না, কেননা যেমন ভাবের বেগ হ্রাস হয়, তেমনই হৃদয়ের কোমলতা বৃদ্ধি হয়। তাহাতেই বলি, বিয়োগান্ত আখ্যায়িকা আবশ্যক, বাঞ্ছনীয়, আদরণীয়।

অতএব কপালকুণ্ডলার উপসংহার ভাগ লিখিত হইবার আদৌ প্রয়োজন ছিল না। যখন কপালকুণ্ডলা প্রথম বাহির হইল, তখন অনেক অল্পবুদ্ধি লোকে এরূপ ভরসা করিয়াছিল যে, ত্বরায় রেই ইহার দ্বিতীয় ভাগ বাহির হইবে। যাঁহারা বুঝেন, তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, কপালকুণ্ডলা শেষ হইয়াছে। নায়ক নায়িকার মিলন যে সুখের হইবে না, ভগবতী বিল্বপত্র গ্রহণ না করিয়াই ত তাহা বলিয়া দিয়াছিলেন; এবং গ্রন্থের আরও দুই এক স্থলে বঙ্কিম বাবু ইহার আভাস দিয়া রাখিয়াছেন। তবে দামোদর বাবু গায়ে পড়িয়া মিলন করাইতে আসিলেন কেন? আমাদের বোধ হয়, বঙ্কিম বাবুর নামের সঙ্গে নিজের নাম লাগাইতে পারিলে, গ্রন্থ অনেক বিক্রয় হইবে, এই আশায় দামোদর বাবু এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন।

দামোদর বাবুর গ্রন্থের দোষ গুণ সম্বন্ধে কোন কথাই এখনও বলা হয় নাই। তাহা এক্ষণে বলিতেছি। গ্রন্থ খানিতে প্রশংসা করিবার অনেক জিনিষ আছে। স্থানেং এরূপ মনোহর, হৃদয়-গ্রাহী বর্ণনা আছে যে, আমরা তাহা

পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল, বিশুদ্ধ, গ্রাম্যতাসম্বন্ধ-বর্জ্জিত এবং উপন্যাসের বিলক্ষণ উপযোগী। রচনাভঙ্গী অধিক স্থলেই প্রশংসনীয় এবং আড়ম্বর শূন্য। সত্যানুরোধে বলিতে হইতেছে, এ গ্রন্থে' অনেকগুলি দোষও আছে। লেখক অতি সামান্য হইলে, সে সকল আমরা ধরিতাম না। লেখক ক্ষমতাপন্ন বলিয়াই, ভবিষ্যতে তাঁহার লেখনী হইতে সুন্দর গ্রন্থ বাহির হইতে পারে, এরূপ ভরসা আমরা করি বলিয়াই, সে সকল দোষ দেখাইয়া দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য বোধ করিলাম।

এ গ্রন্থে এতগুলি নূতন লোকের সমাগম হইয়াছে যে, ইহাকে আমরা কপালকুণ্ডলার উপসংহার ভাগ বলিতে সম্মত নহি। সকল গ্রন্থেরই নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্র থাকা বিধেয়। মৃণ্ময়ী যখন কপালকুণ্ডলার উপসংহার ভাগ, তখন কপালকুণ্ডলার কেন্দ্রই মৃণ্ময়ীর কেন্দ্র হওয়া উচিত। তাহা হয় নাই। কপালকুণ্ডলার অনেকগুলি লোক, এ ব্যাপারে দেখা দিয়াছেন বটে, কিন্তু কেমন উদাসীন ভাবে। তাঁহারা, এ ব্যাপারে লিপ্ত নহেন—কেবল অনুরোধে পড়িয়া, প্রণামির টাকাটী হাতে করিয়া, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছেন মাত্র। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে মৃণ্ময়ী, কপালকুণ্ডলার উপসংহার ভাগ হয় নাই;—যেন, একটি নূতন কাহিনী লিখিত হইয়াছিল, তাহাকে জোর করিয়া, ধরিয়া বাঁধিয়া, কপালকুণ্ডলার ঘাড়ে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কপালকুণ্ডলার নায়ক, নবকুমার শর্ম্মা; মৃণ্ময়ীর নায়ক তাঁহার বন্ধু।

নবকুমারকে মৃণ্ময়ীর নায়ক বলিতে আমরা সম্মত নহি কেন? উত্তর, দামোদর বাবু তাঁহাকে নায়ক করেন নাই—সে প্রাধান্য দেন নাই। মৃণ্ময়ীতে, নবকুমারের কথা এবং কার্য্য এত অল্প এবং এত সামান্য যে, অনুগ্রহ করিয়াও তাঁহাকে নায়ক বলা যায় না। যেখানে নবকুমারের সহিত দেখা হইল, সেই খানেই দেখিলাম, নবকুমার পরের হাত ধরিয়া হাঁটি হাঁটি পা পা করিয়া বেড়াইতেছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে একবার যখন দেখা দিলেন, তখন, কখনও তাঁহার বন্ধুর হাত ধরিয়া, কখনও চিরপাপিষ্ঠা পদ্মাবতীর উপর ভর দিয়া। আবার যখন জেহাঙ্গীর সাহ, পদ্মাবতীর কাছে শেষ বিদায় লইতে আসিলেন, তখন দেখি, নবকুমার শর্ম্মা, "দিনহীন কাঙ্গালের মতন এক পাশে দাঁড়ায়ে" আছেন। মৃণ্ময়ীতে নবকুমারের কথা আছে বটে, কিন্তু না থাকিলেও চলিত। বোধ হয় যেন, নবকুমারের কথা না থাকিলে এ গ্রন্থ, কপালকুণ্ডলার উপসংহার ভাগ বলিয়া পরিচিত হইতে পায় না, এই জন্য নবকুমারকে এখানে ধরিয়া আনয়ন করা হইয়াছে। ধরিয়া আনয়ন করার দরুন, নবকুমারও বড় নাস্তানাবুদ, খানে খারাব্ হইয়া গিয়াছেন। আর সে নবকুমার নাই। কপালকুণ্ডলার নবকুমার, বিদ্বান, ভদ্রলোক, বিজ্ঞ, ধীরপ্রকৃতিক এবং পরোপকারী;—যাহার সঙ্গে পরিচয় হইবে, সেই প্রশংসা করিবে, সেই শ্রদ্ধা করিবে, সেই ভক্তি করিবে। দামোদর বাবুর নবকুমারকে, যাঁহার ভাল লাগে তিনি প্রশংসা করুন, কিন্তু কেহ কোন কালে ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। ইনিও

ভদ্রলোক বটেন, কিন্তু এ ভদ্রতা অন্য প্রণালীর। আমেরিকার মিং উড, স্বামীর মৃত্যুতে যার পর নাই দুঃখিতা হইয়া, অনেক প্রাণনাথ-প্রাণধন-সম্বলিত কাতরোক্তির পর লিখিয়াছেন—"আমার স্বামী অতি ভদ্রলোক ছিলেন। আমার প্রণয়ীর সহিত তিনি একগৃহে বাস করিতেন, অথচ তাঁহাদের দুই জনে কখন বিবাদ বিসম্বাদ হয় নাই।" মৃন্ময়ীর নবকুমার, এই রূপ প্রণালীর ভদ্রলোক।

কথাটা, বোধ করি, পরিষ্কার হইল না। আমরা বুঝাইতেছি। নবকুমারের বন্ধু যখন, তাঁহার নিকটে পদ্মাবতীকে পুনর্গ্রহণ করিবার কথাবার্ত্তা কহিলেন, তখন নবকুমার বলিলেন—"পদ্মাবতী যবনী বলিয়া আমার তাদৃশ আপত্তি নাই।" কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, হিন্দুর* পক্ষে ইহার অপেক্ষা অধিক আপত্তির কারণ আর কি হইতে পারে? যে নবকুমার কৃতোপকারিণী বিবাহিতা পত্নীকেও সমাজের এবং আত্মীয় কুটুম্বের মুখাপেক্ষা করিয়া ভাল করিয়া আদর করিতে পারেন নাই, সেই নবকুমারই যে, তাঁহার বন্ধুর অসার যুক্তিতে ভুলিয়া এমন কথা বলিবেন, এ আশা আমরা করি নাই; সেই নবকুমারই যে, সহস্র পুরুষোপভুক্তা বেশ্যার মুখে দুই চারি বার 'প্রাণেশ্বর' 'প্রাণনাথ' শুনিয়া, গলিয়া জলেরও অধিক হইয়া যাইবেন, ইহা স্বপ্নের অগোচর। দামোদর বাবুর মনে থাকিলেও থাকিতে পারে যে, আর এক দিন যখন পদ্মাবতী নবকুমারের কাছে কাতর ভাবে স্নেহ ভিক্ষা করিয়াছিলেন, তখন নবকুমার সদর্পে বলিয়াছিলেন—"আমি যবনীজার হইতে পারিব না।"

যে সময়ের এ কাহিনী, সে সময়ে, মুসলমানের একাধিপত্য সত্ত্বেও হিন্দুসমাজ, হিন্দুসমাজই ছিল। সে সময়ে কোন হিন্দুযুবার মুখ হইতে, বিশেষতঃ নবকুমারের ন্যায় লোকের মুখ হইতে এরূপ অত্যাশ্চর্য্য চমৎকার সভ্যতার কথা বাহির হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। পদ্মাবতী অনুতাপ করিয়াছেন, সত্য; কিন্তু অনুতাপের উপর এতটা ভর দেওয়া ভাল নহে। ভিকার-অব-ওয়েকফিল্ড পড়া পণ্ডিতে এবং নবকুমারের ন্যায় বিচক্ষণ লোকে অনেক প্রভেদ।

পদ্মাবতী, নবকুমারের পত্নী ছিলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে কি? ধর্ম্মভ্রষ্টা, সমাজচ্যুতা, মুসলমানী, মুসলমানের উপপত্নী, মুসলমানের পরিত্যক্তা উপপত্নী। এমন পত্নীর সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার করিতে ভদ্র লোকে পারে না। বঙ্কিম বাবুর নবকুমার পারেন নাই। তার পর, প্রত্যাখ্যানের কারণ বৃদ্ধি হইয়াছে বৈ কমে নাই। পদ্মাবতীর ষড়যন্ত্রেই নবকুমার, প্রাণাধিকা পত্নীকে হারাইয়াছেন। যে মৃণ্ময়ী, আসন্ন মৃত্যু হইতে নবকুমারের জীবন রক্ষা করিয়াছেন, যে মৃণ্ময়ীকে বিবাহ করিয়া নবকুমার জীবন আলোকিত করিয়াছেন, যে মৃণ্ময়ীকে হারাইয়া নবকুমারের জীবন অন্ধকার হইয়াছে, সেই মৃণ্ময়ীর প্রাণনাশের যে কারণ, তাহাকে কি নবকুমার ভালবাসিতে পারেন? দামোদর বাবুর নবকুমার, মানুষ নহেন;—তিনি, হয় দেবতা, না হয় পিশাচ।

আবার যে দিন জেহাঙ্গীর বাদ-

* হিন্দুশাস্ত্র মতে যবনান্ন গ্রহণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে, কিন্তু যবনী অভিগমন করিলে হইতে পারে না।

সাহ, লুৎফ উন্নিসাকে দেখিবার জন্য সপ্তগ্রামে আসিলেন, সে দিন নবকুমার, আরও মনুষ্যত্বের, আরও ভদ্রতার পরিচয় দিলেন। উপপতির সঙ্গে গোপনে কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য পদ্মাবতী স্বামীকে (নবকুমারকে) তফাৎ হইতে বলিলেন। নবকুমারও বিনাবাক্যব্যয়ে—বোধ করি, কর্ত্তব্যানুরোধে—উঠিয়া গেলেন। তার পর আবার বেশ্ পরিষ্কার ভাবে জেহাঙ্গীরের সঙ্গে পদ্মাবতী সম্বন্ধীয় অনেক কথাবার্ত্তাও কহিলেন, জেহাঙ্গীর পদ্মাবতীকে কেমন ভাল বাসেন, তাহা বসিয়া ২ শুনিলেন। নবকুমার, নিরীহ লোক হইলে হইতে পারেন, কিন্তু ভদ্রলোক কখনই নহেন।

দামোদর বাবুর হাতে পড়িয়া, নবকুমার শর্ম্মা যেমন বিকৃত হইয়াছেন, তেমনি অনেকে হইয়াছেন। পদ্মাবতীতে, কই আর সে গর্ব্ব নাই। যে গর্ব্ব, প্রেমভিক্ষা করিতে আসিয়া, প্রাণাধিকের পদপ্রান্তে লুটাইতে লুটাইতেও গ্রীবা বক্র করিয়া দাড়াইয়াছিল, সে গর্ব্ব মুছিয়া গিয়াছে। সময়ে শোকে, দুঃখে, প্রণয়ে, মনুষ্যহৃদয় পরিবর্ত্তিত হয় বটে, কিন্তু একেবারে "মূলেই ভুল" হইয়া যায় না। আবার যে পদ্মাবতী আপন মুখে পেষমনের কাছে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, আতাউল্লা হইতে জেহাঙ্গীর বাদসাহ পর্য্যন্ত যত উপপতি করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কাহাকেও ভালবাসেন নাই, সেই পদ্মাবতীই আবার জেহাঙ্গীরকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছেন—যেমন তেমন ভালবাসা নয়, একেবারে যা নয়-তাই গোছ হইয়া উঠিয়াছে। আইভানহোর সম্বন্ধে রেবেকা যাহা ভাবিয়াছিলেন; জগৎসিংহকে আয়েসা যাহা বলিয়াছিলেন; প্রতাপকে শৈবলিনী যাহা বলিয়াছিল, পদ্মাবতী—যে পদ্মাবতী জেহাঙ্গীরকে সিংহাসনবঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিতেও ত্রুটি করেন নাই, সেই পদ্মাবতী, জেহাঙ্গীরকে তাহাই বলিতেছেন। সে কথার মর্ম্ম এই ;—তোমায় আর দেখা দিব না, তুমি আর আমায় দেখিতে চাহিও না, চিঠি পত্র লেখালেখিরও আর প্রয়োজন নাই, কেন না আমার ন্যায় স্নেহশালিনী রমণীর বেগবান হৃদয়কে বিশ্বাস নাই। দামোদর বাবুর গ্রন্থে বিলক্ষণ আমোদ আছে।

কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তির ছবি, অবিকল চিত্রিত হওয়া উচিত। তাহার ব্যভিচারে পাপ আছে। ভবিষ্যতে লোকে ভ্রমে পতিত হইতে পারে। দামোদর বাবুর গ্রন্থ পড়িয়া, ভবিষ্যতে কাহারও ভ্রম জন্মিবে কিনা, তাহা বলিতে পারি না ; কিন্তু এরূপ কার্য্য দোষাবহ। পদ্মাবতীকে আগ্রা হইতে শেষ বিদায় দিবার সময় জেহাঙ্গীর শাহ, অজস্র অশ্রুপাত করিয়াছেন, এবং "বধু আমি তোমা বই আর কার নই" রকমের অনেক কথা বলিয়াছেন। আমরা স্পষ্ট বুঝিয়াছি, জেহাঙ্গীর সাহ পদ্মাবতীকে প্রাণের অধিক ভালবাসিতেন। যাহাকে ভালবাসিতেন, তাহাকে ছাড়িবার লোক, জেহাঙ্গীর সাহ ছিলেন না! ছাড়িয়া দিলে পদ্মাবতী সুখী হইতে পারে, সত্য ; কিন্তু পরের সুখের মন্দিরে আত্ম সুখকে বলি প্রদানের মহত্ত্ব, জেহাঙ্গীরের ছিল না। তিনি নূরজেহানের রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে আপন আয়ত্ত করিবার জন্য, তাহার স্বামীকে বধ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই ;—তেমন

উন্নত চরিত্রের লোক, তিনি ছিলেন না। তিনি মনে করিলেই পদ্মাবতীকে আয়ত্তে রাখিতে পারিতেন। তবে যে দেহকদ্ধ ভোগাশক্তি জেহাঙ্গীর সাহ ইচ্ছা পূর্ব্বক অভিলাষের ধনকে, বিলাসের উপকরণকে প্রিয়তমা বেগমকে অপরকে বিলাইয়া দিলেন, এ কথা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। দামোদর বাবুর গ্রন্থে জেহাঙ্গীরকে দেখিয়া, তাঁহাকে ইতিহাসের জেহাঙ্গীর সাহ বলিয়া আমরা চিনিতে পারিলাম না।

আবার দিল্লীর বাদসাহ—যাঁহার অবরোধে লক্ষ২ সুন্দরী উপপত্নী ছিল, সেই ভারত সাম্রাজ্যের মুসলমান অধীশ্বর যে সামান্য লোকের ন্যায়, এক জন ভূতপূর্ব্ব উপপত্নী আহ্বানে, রাজকার্য্য ফেলিয়া, নুরজেহানকে ফেলিয়া, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া, বঙ্গদেশের এক নিভৃত প্রান্তস্থিত এক সামান্য পল্লীগ্রামের এক সামান্য গৃহ পর্য্যন্ত আসিলেন এবং সেই উপপত্নীর নবপ্রেম পাত্রের সহিত এক মন প্রাণ হইয়া আত্মীয়তা প্রকাশ করিলেন—এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসিয়া সমকক্ষের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিলেন, ইহাও নূতন কথা বটে। ছেলে বেলায় ঠাকুরমার কাছে শুনিতাম, এক মালিনী মন্ত্রপূত বটিকা দ্বারা অনেক রাজপুত্রকে গাড়ল করিয়া রাখিয়াছিল। এতদিনে জানিলাম, সে কথা মিথ্যা নহে।

দস্যু দল সম্বন্ধে যত কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে "আমার গুপ্ত কথা" নামক সুদীর্ঘ উপন্যাস বর্ণিত দস্যু দলের বিবরণের অনেক সাদৃশ্য আছে। যে কেহ উভয় গ্রন্থ পড়িয়াছেন, তিনিই সাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন; অতএব তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়া আমরা, পাঠকের সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। মৃণ্ময়ী যখন 'গুপ্ত কথার' পরে লিখিত হইয়াছে, তখন সুতরাং বলিতে হইতেছে যে, হরিদাস উত্তমর্ণ এবং দামোদর বাবু অধমর্ণ।

আর একটি কথা বলিয়া আমরা এ সমালোচন শেষ করিব। গ্রন্থকারের সহৃদয়তা নাই। নবকুমার শর্ম্মা এমন কি মহাপাতক করিয়াছিলেন যে, দামোদর বাবু, তাঁহাকে বেশ্যার প্রণয়াশক্ত করাইলেন? পুণ্যবানের অধঃপাত দেখিতে আমাদের বড় দুঃখ হয়। আবার পদ্মাবতী এমন কি প্রায়শ্চিত্ত করিলেন যে, তিনি বেশ্যাবৃত্তিতে যৌবন অতিবাহিত করিয়া, বৃদ্ধ বয়সে স্বামী প্রেম লাভ করিলেন। পাপের দণ্ড হওয়া উচিত। পদ্মাবতী দুই চারি বিন্দু চক্ষের জল ফেলিয়াছেন, দুই চারি বার 'প্রাণনাথ' 'প্রাণেশ্বর' বলিয়াছেন, তাহা জানি; চক্ষের জল যে ভাল জিনিষ, প্রাণনাথ যে বেশ সরস কথা, তাহাও জানি; কিন্তু ইহাতে আজীবনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। আপন হৃদয়ের পবিত্রতায়, এক জনকে অযথা ভাল বাসিয়াছিল বলিয়া, বিশুদ্ধমতি আলিস * আঠার বৎসর কাল কাঁদিল—সুখের সমাধির উপর বসিয়া সমস্ত যৌবন বুকের ভিতর জ্বলন্ত হুতাশন বহিল; অযথা ভালবাসিয়াছিল বলিয়া সরলা কুন্দনন্দিনীকে বিষ খাইয়া মরিতে হইল; অযথা ভালবাসিয়া শৈবলিনী জাগিতে ঘুমাইতে, বুকে করিয়া নরক বহিল। আর পদ্মাবতী,

* A character in Lord Lytton's novel, Alice or Tho' Mysteries.

আজীবন পাপহ্রদে ডুবিয়া থাকিয়াও শেষে স্বর্গে গেল। পবিত্রতার মাহাত্ম্য, অপবিত্রতার নীচতা যিনি বুঝেন না, তাঁহার রুচির প্রশংসা করিব না। ধর্ম্মাধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে যিনি জানেন না, তাঁহাকে সহৃদয় বলিব না। পাপের জয় দেখিতে, আমরা নারাজ। সাধুর অধঃপতন দেখিতে, আমরা ততোধিক নারাজ। যে গ্রন্থকার, এ সকল দেখাইতে আসেন, তাঁহার উপর আবার ততোধিক নারাজ।

শ্রী চ, শে, মু,

সমাজতত্ত্ব।

সভ্যতা।

১৬। ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অসভ্য জাতি ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া সভ্যতা প্রাপ্ত হয়। মানব জাতি অসভ্যাবস্থায় থাকিলে, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমূহ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে পরিচালিত হয়, কিম্বা যে পরিমাণে শাসিত হওয়া উচিত, তাহা হয় না এবং উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি পরিচালিত হইয়া উন্নতি লাভ করে না। এই অবস্থায় ভার্য্যা স্বামির প্রিয়তমা সঙ্গিনী হইবার পরিবর্ত্তে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়; পিতা পুত্রের উপর অপরিমিত ক্ষমতা প্রকাশ করেন, বলবানেরা দুর্ব্বলদিগকে উপদ্রব করিয়া তাহাদের যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ করেন। মনুষ্যের মধ্যে পরস্পর প্রত্যয় না থাকিলে, সমবেত হইয়া সমাজ-সূত্রে নিবদ্ধ হইতে পারে না। সভ্য সমাজে ইহার বিপরীত ভাব; নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি যথোচিত রূপে সুশাসিত হয় এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তি উন্নতি লাভ করে, স্ত্রীলোক যথোপযুক্ত স্থান গ্রহণ করেন; দুর্ব্বলেরা রক্ষিত হয়, যে সকল বিষয় সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলার্থে স্থাপিত হয়, তাহার গৌরব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। অসভ্য লোকেরা তাহাদের স্বদেশীয় অরণ্যমধ্যে যথা ইচ্ছা তথায় স্বাধীনতা সহকারে ভ্রমণ করে এবং সভ্য লোকেরা সমাজের প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত তদ্রূপ স্বাধীনভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে পারেন না, ইহা দৃষ্টি করিয়া কেহ২ অসভ্যাবস্থায় অধিক স্বাধীনতা আছে বলিয়া বোধ করেন। কিন্তু অসভ্যাবস্থার স্বাধীনতা অনাহারে কষ্ট প্রদান করে, ক্ষমতা থাকিলে এই স্বাধীনতাই উপদ্রব করিবার এবং অপরাধ করিয়া দণ্ড এড়াইবার স্বাধীনতা হইয়া উঠে। কেবল সভ্যতম দেশে সর্ব্ব সাধারণের মঙ্গলকর রাজ নিয়মাদি সংস্থাপিত হইয়া, লোকদিগকে প্রকৃত স্বাধীনতা প্রদান করেন।

১৭। কেহ২ ইহাও বলিয়া থাকেন যে, অসভ্যাবস্থা প্রাকৃতিক ও সভ্যাবস্থা অপ্রাকৃতিক। এই স্থলে প্রাকৃতিক শব্দ প্রকৃত অর্থ প্রকাশক নহে। অসভ্যাবস্থায় যেমন, তদ্রূপ সভ্যাবস্থাও মনুষ্যেরা অনেক২ বিষয়ে প্রাকৃতিক ভাব প্রদর্শন করেন। সভ্যাবস্থায় যে সকল নিয়ম ও আচার ব্যবহারাদি প্রতিপালন করা হয়, তাহা প্রায় সমুদয়ই প্রাকৃতিক ভাব দ্বারা প্রবৃত্তি পাইয়া করা যায়। যাহা বলা হইল, তাহার এই দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে যথা;—

অসভ্যাবস্থায় গৃহ ও নিজ শরীরাদি অতি অপরিষ্কার থাকে। পরিষ্কার কার্য্য সভ্যতার সহিত আরম্ভ হয়। কেহই এরূপ বলিবেন না যে, পরিষ্কার থাকিবার প্রবৃত্তি আমাদের প্রাকৃতিক নহে। এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যেমন বালকদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমশঃ পরিচালিত হইয়া বৃদ্ধি পায়, তদ্রূপ অসভ্যদিগের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার প্রবৃত্তি ক্রমশঃ জন্মিয়া থাকে।

১৮। অসভ্যদিগের মধ্যে অপ্রাকৃতিক ব্যবহার নাই, বলা নিতান্ত ভ্রম। কোন২ দেশীয় অসভ্য লোকেরা বালক বালিকাদিগের শৈশবাবস্থায় মস্তক প্রশস্ত করণার্থে তদুপরি কাষ্ঠ ফলক বন্ধন করিয়া রাখে। অর্দ্ধ সভ্য চিন দেশীয় লোকেরা স্ত্রীলোকদিগের পদ শঙ্কোচিত করণার্থে বাল্যকালে তাহাদিগকে লৌহময় পাদুকা ব্যবহার করিতে দিয়া থাকে। প্রকৃত সভ্যতা প্রাকৃতিক গতি প্রতিরোধ করিতে শিক্ষা দেয় না।

১৯। সভ্যতম দেশে মানব প্রকৃতি যে সুপরিচালিত হয়, তাহা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। অসভ্য দেশে যে পরিমাণে ভূমি আছে, সেই পরিমাণে লোক সংখ্যা নাই। ইহা প্রায় এক প্রকার স্থির হইয়াছে যে, অসভ্য দেশে এক বর্গ মাইলে প্রায় এক জন মনুষ্যকে প্রতিপালন করে; খাদ্য দ্রব্যাদির অভাবই ইহার প্রধান কারণ। সভ্য দেশে যে স্থলে ভূম্যাদি কর্ষিত হইতেছে; গোমেষাদি প্রতিপালিত হইতেছে, সে দেশে প্রায় ২৫০ জন মনুষ্য এক বর্গ মাইলে বসতি করিয়া প্রতিপালিত হইতেছে। অসভ্য দেশে আয়ুর পরিমাণ সচরাচর অতি অল্প। অপরিমিত পরিশ্রমে, শিশু ও বৃদ্ধদিগের জীবন রক্ষা করা অতি দুঃসাধ্য ব্যাপারই ইহার কারণ। সভ্যতা যত বৃদ্ধি হইতে থাকে, আয়ুও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। গত এক শত বৎসরে ইংলণ্ডে আয়ুর পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

২০। ইংলণ্ডের নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে অনেকেই অশিক্ষিত, সুতরাং তাহারা অসভ্য লোকদিগের ন্যায় অজ্ঞান এবং অনেকে নানা প্রকার পাপ ও অধর্ম্মাচরণ করিয়া আপনাদিগকে শোচনীয় অবস্থায় নিক্ষেপ করিয়াছে। এই সকল লোক প্রায়ই ইংলণ্ডের সভ্যসমাজ হইতে দূরে বাস করে বলিয়া, সভ্যতার আশীর্ব্বাদ ভোগে বঞ্চিত হইয়াছে। এইরূপ সভ্য দেশেও অসভ্যতা দৃষ্টি হয়। ইহা ভরসা করা যাইতে পারে যে, কালক্রমে ইংলণ্ড হইতে অসভ্যতা দূরীকৃত হইবে। সাঁওতাল, কুকি ইত্যাদি অসভ্য জাতি আপন২ চেষ্টায় কখনই সভ্যতা লাভ করিতে পারিবে না। যে পর্য্যন্ত সভ্যতম দেশের লোক যাইয়া তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান না করিবেন, সে পর্য্যন্ত তাহারা অসভ্যাবস্থায় থাকিবে।

২১। সভ্যতার ফল স্বরূপ যে সকল আংশিক ও ক্ষণকালস্থায়ি অসুবিধা ও আপদ বিপদ অবস্থিতি করে, তাহাও দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। আংশিক অসুবিধা ইত্যাদি আমরা এমন অপেক্ষা করিতে পারি যে, সভ্যতার উন্নতি সহকারে সংশোধিত হইবে; কিন্তু সভ্যতায় যে সকল ভ্রষ্টভাব দৃষ্ট হয়, তাহা অন্য উপায় অবলম্বন করিলে দূরীকৃত হইবে। সভ্যাবস্থায় ঐশ্চর্য্যাদি 'অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হয়

বলিয়া, দরিদ্র লোকের প্রলোভনও বৃদ্ধি পায়। কার্য্যাদি ক্রমশঃ উন্নতরূপে চালাইবার নিমিত্ত নানা প্রকার যন্ত্রাদি ব্যবহার করা যায় বলিয়া, সময়েং পরিশ্রমী লোকদিগের কার্য্য বন্ধ হওয়ায়, তাহাদের ক্লেশ দায়ক হইয়া উঠে। এই রূপ সাময়িক বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত পরিশ্রমী লোকদিগকে সভ্যাবস্থার নিয়মাদি শিক্ষা করাইয়া, যাহাতে অন্য কোন লাভ জনক বিষয়ে তাহারা পরিশ্রম করিতে সক্ষম হয়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। ইংলণ্ড দেশে উৎকৃষ্ট যন্ত্রাদির দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত হয় বলিয়া এতদ্দেশের তন্তুবায় দিগের যার পর নাই কষ্ট হইয়াছে। এই দুরাবস্থাতে পতিত তন্তুবায় দিগের শিক্ষা প্রদান করা ও যাহাতে তাহারা স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, এমন কোন কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া তাহাদিগের উচিত। সমকক্ষতা অতিশয় বৃদ্ধি হইলেও সদাচারী ও পরিশ্রমী লোকেরা সভ্য দেশে সর্ব্বদা কোন না কোন কার্য্য প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের পরিশ্রমের ফল লাভ করিবে; কেননা যতই সভ্যতা বৃদ্ধি পায়, ততই মনুষ্যের অভাব জন্মে, সুতরাং অভাব দূরীকৃত করিবার নিমিত্তে নানা প্রকার শ্রমজীবী লোকের আবশ্যক হইয়া উঠে।

রণচণ্ডী।

১৫ অধ্যায়।

অসভ্য কুকি জাতির স্বভাব এই, যাহা দ্বারা উপকৃত হয়, তাহার জন্য অকাতরে প্রাণদান করিতে পারে; আবার যে ব্যক্তি উহাদের অপকার করে, উহারা, যত দিনে হউক, যে প্রকারে হউক, তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। উহারা যেমন কৃতজ্ঞতাপরায়ণ, তেমনি বৈরনির্যাতনপ্রিয়, ভরত সিংহ ভুবনগিরির কুকিদিগের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছিলেন। অদ্য সুযোগ পাইয়া, তাহারা তাহার প্রতিফল দিতে লাগিল। তাহারা থানা লুণ্ঠন করিল, ভরতসিংহের যে সকল দ্রব্যজাত ছিল, সে সকল যে পাইল, সে লইয়া গেল। অনন্তর থানার গৃহ সমূহে আগুন লাগাইয়া দিল। প্রহরেকের মধ্যে সমস্ত পুড়িয়া গেল। যতক্ষণ গৃহ দাহ হইতেছিল, ততক্ষণ কুকিরা এক এক জন মণিপুরিকে ধরিয়া জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতেছিল।

এই সকল গোলযোগে কুলপিলালের সঙ্গীয় লোকেরা মিশ্রিত হয় নাই। তাহাদিগকে কুলপিলাল যে স্থানে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহারা সকলে সেই স্থানে নীরবে দণ্ডায়মান ছিল। তাহাদিগের প্রতিও কেহ অস্ত্র উত্তোলন করে নাই, তাহারাও কাহারও প্রতি আপনাদের অস্ত্র ব্যবহার করে নাই।

অগুরু পর্ব্বতের এক জন দলপতি, আতংখেলু থানা লুণ্ঠনের পরে ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতেছে, এমন সময়ে অকস্মাৎ এক খানি প্রস্তরখণ্ড ভূমিতে দেখিয়া, তাহার তাহা উঠাইয়া দেখিতে ইচ্ছা হইল। চেষ্টা করিল, কিন্তু একা উঠাইতে পারিল না; আর এক জন কুকিকে ডাকিল; এবার সে প্রস্তর উঠিল। প্রস্তর উঠিবামাত্র আমাদিগের বাঙ্গালী ভ্রমণকারিরা ও কুলপিলাল গহ্বর হইতে উঠিলেন। তাঁহাদের গর্ত্তে অবস্থান কালে কি কি ঘটনা হইয়া গিয়াছিল, তাহা তাঁহারা জানিতেন না। কুলপিলাল যে স্থানে আপনার সহকারী লোকদিগকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই স্থানাভিমুখে গমন করিতে২ আতংখেলুর নিকটে সমস্ত শুনিলেন। এবং তাঁহার লোকেরা এ গোলযোগে মিশ্রিত হয় নাই শুনিয়া, বড় সন্তুষ্ট হইলেন। দ্রুতপদে গিরিসঙ্কটে আসিয়া দেখেন, তিনি যে ভাবে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার লোকেরা সেই ভাবে দণ্ডায়মান আছে। তাঁহাকে দেখিয়া তাহাদের শরীরে যেন জীবন লাভ হইল। কেননা অনেকেই, বাঙ্গালী ভ্রমণকারিদের সহিত তাঁহার কোন অনিষ্টাপাত হইয়াছে, এরূপ মনে করিয়াছিল। কনিষ্ঠভ্রমণকারিকে দেখিয়া, রুদ্র ও ভদ্রপাল বড় সন্তুষ্ট হইল।

এক্ষণে সমস্ত গোলযোগ নিবারিত হইয়াছে, ভরতসিংহের লোকদিগের মধ্যে অধিকাংশই কুকিদিগের বড়শার আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, আবার অনেকে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিল। আবার গৃহ সকল ভস্মসাৎ হইয়াছে, কোন স্থানে ভস্মরাশির মধ্যে দুই চারিটী শব অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় পতিত আছে; কোন স্থানে কোন সাংঘাতিক আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভূমিতে পড়িয়া আর্ত্তস্বর করিতেছে, গিরিপার্শ্বে ও গিরি-

সঙ্কটে মণিপুরিদিগের শব ইতস্ততঃ পতিত আছে।

অনন্তর কয়েকজন কুকি ভরতসিংহকে ধরিয়া লইয়া গিরিসঙ্কটের পার্শ্বস্থিত পর্ব্বতের শিখরে উঠিল। তাহাদের সঙ্গে বৌদ্ধপুরোহিত পুঙ্গিকে দৃষ্ট হইল। তাহারা হস্তপদ বন্ধন পূর্ব্বক ভরতসিংহকে সেই পর্ব্বতশিখর হইতে ফেলিয়া দিল। ভরতসিংহ গড়াইতে২ গিরিসঙ্কটে পড়িল। পড়িবামাত্র আর কয়েক জন কুকি তাহার পৃষ্ঠে, মস্তকে ও উদরে বড়শার দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। যখন স্থির হইল যে, তাহার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে, তখন তরবারি দ্বারা তাহার দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিল। এই প্রকারে ভরতসিংহ আপনার কৃত কর্ম্মের পুরস্কার পাইল।

অনন্তর কালনাগী কুকিরা এ স্থান হইতে প্রস্থানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, তাহাতে আতংখেলু আসিয়া এক দিন এই স্থানে অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিল। সে কহিল, "আপনাদিগের প্রতি কল্য যে ব্যবহার করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন, অদ্য এ স্থানে থাকিয়া আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে।"

কুলপিলাল কহিল, "তাহাতে আমার কোন বাধা নাই, কিন্তু এ স্থানে থাকিলে, পাছে রাজা বীরকীর্ত্তি সিংহ মনে করেন যে, আমার পরামর্শে ও সাহায্যে তোমরা ভরতসিংহকে বধ করিয়াছ, এ জন্য আমি চিন্তা করিতেছি।"

"তাহা তিনি মনে করিবেন, এস্থানে অদ্য রাত্রি যাপন করিলেও মনে করিবেন, না যাপন করিলেও মনে করিবেন। কিন্তু আপনার বন্ধু এই বাঙ্গালী ভ্রমণকারী যদি সমস্ত বৃত্তান্ত রাজার নিকট বিবৃত করেন, তাহা হইলে তাঁহার সে বিশ্বাস দূর হইবে।"

"আমার বাঙ্গালী বন্ধু যে তাহা করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাল, রাজা যে তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিবেন, তাহা তুমি কি প্রকারে জানিলে?"

"কি প্রকারে জানিলাম, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে, এই বাঙ্গালী ভ্রমণকারিদ্বয় সামান্য লোক নহেন। আর রাজার সহিত ইহাঁদের পরিচয় আছে।"

"সে ভালই। ভাল, আমরা যদি এ স্থানে থাকি, তবে আমাদের কোথায় স্থান দিবে?"

আপনাদিগকে ভুবনগিরি পল্লীতে স্থান দিব।

সকলে এই স্থানে দিবসের অবশিষ্ট ভাগ ও রাত্রি যাপন করা স্থির করিলেন। বিশেষ আমাদের প্রাচীন ভ্রমণকারী কুলপিলালকে বলিলেন যে, "অদ্য এ স্থানে থাকিয়া আমাদের যাত্রার বিষয়ে পরামর্শ করা যাউক, কেননা অদ্য যে ঘটনা ঘটিয়াছে, ইহা আমাদের হয় মঙ্গলের, না হয় অমঙ্গলের কারণ হইতে পারে। অদ্যকার সমাচার রাত্রি মধ্যে দেশময় রাষ্ট্র হইবে। যাহারা এস্থান হইতে পলাইয়া গিয়াছে, তাহারা চতুর্দ্দিকে এ সংবাদ প্রকাশ করিবে, সুতরাং আমাদের পঁহুছিবার পূর্ব্বে গোবিন্দপুরে এ সংবাদ নীত হইবে। অতএব কর্ত্তব্য বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য সময় আবশ্যক।"

কুকি পল্লীতে সকলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আশ্রয় লইলেন। ভৃত্যেরা আহারাদির আয়োজন করিতে গেল। যুবকেরা

পালানুক্রমে প্রহরী কার্য্যে ব্রতী হইল। আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রমণকারীও তাহাদের সঙ্গে প্রহরী কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

---

১৬ অধ্যায়।

রাত্রে আহারান্তে সকলে মন্ত্রণা করিতে বসিলেন। প্রাচীনেরা এক দিকে ও যুবকেরা অন্য দিকে বসিলেন। আমাদের বাঙ্গালী ভ্রমণকারিরা তখনও তথায় আহূত হয়েন নাই।

কুলপিলাল দলপতি, তিনিই কথা আরম্ভ করিলেন। তিনি কহিলেন, "এক্ষণে আমাদের কি কর্ত্তব্য! আমি এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়াছি, এবং বুঝিতে পারিয়াছি যে, অদ্যকার ঘটনায় রাজা বীরকীর্ত্তি আমাদের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইবেন।"

রুদ্র উদ্ধতভাবে কহিল, "অসন্তুষ্ট হইলে ভয় কি? আমরা কি তাঁহার প্রজা?"

কুলপিলাল ধীরতাসহকারে কহিলেন, "আমরা তাঁহার প্রজা নহি, তাহা সত্য, কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান যাত্রার উদ্দেশ্য উভয় রাজ্যের মধ্যে শান্তি সংস্থাপন; তিনি অসন্তুষ্ট হইলে, সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিব না।"

আর এক জন যুবক কহিল, "সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে যুদ্ধ করিব।"

এ কথা শুনিয়া এক জন প্রাচীন কহিলেন, "যুদ্ধের কারণ উদ্ভাবন করা সহজ কথা, কিন্তু শান্তি স্থাপনে কৃতকার্য্য হওয়া কঠিন কথা। আর ইহাও জানিও, যে, অনাবশ্যক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।"

কুলপিলাল কহিলেন, "আমাদের সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, যুদ্ধের কারণ নিবারণ করাই আমাদের এ যাত্রার উদ্দেশ্য, অতএব সে বিষয় বিস্মৃত হইয়া যুদ্ধের জন্য ব্যগ্রতা দেখান কর্ত্তব্য নহে। আমি বোধ করি, আমার বন্ধু জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারী যদি অগ্রে যাইয়া রাজার নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবৃত করেন, তাহা হইলে রাজা আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট না হইতে পারেন।"

এ কথা শুনিয়া উষ্ণরক্ত রুদ্র কহিলেন, "তবে কি আমাদের মঙ্গলামঙ্গল এক জন বাঙ্গালির কথার উপর নির্ভর করে? বাঙ্গালী,—যাহাদের রাজ্য পরাধীন—তাহার দ্বারা উপকৃত হওয়া?—"

কুলপিলাল কহিলেন, "রুদ্র, তুমি আমার বন্ধু প্রাচীন ভ্রমণকারির নিন্দা করিও না;—তিনি বাঙ্গালী বটে—বাঙ্গালাদেশ পরাধীনও বটে; সে জন্য তাঁহাকে দোষ দিও না। সে বিধাতার কার্য্য, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি বিবেচনার প্রশংসা করিতে হয়।"

"দেশ পরাধীন হওয়া বিধাতার কার্য্য নহে; সে দেশের লোকদের কাপুরুষতার ফল।"

"ভাল, সে যাহাই হউক, এক্ষণে সে তর্কে প্রয়োজন নাই। তুমি এক জন লোক প্রেরণ করিয়া আমার বাঙ্গালী বন্ধুকে এ স্থলে আনাও।"

তাঁহার কথানুসারে লোক প্রেরিত হইল। আমাদের জ্যেষ্ঠভ্রমণকারী লোকসহ আইলে কুলপিলাল তাঁহাকে সাদরে বসাইলেন। এক্ষণে তাঁহার সহিত কর্ত্তব্য বিষয়ে পরামর্শ হইতে লাগিল।

অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক কষ্টের পর আহারাদি করিলে বিলক্ষণ

আরাম বোধ হয়। কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী সমস্ত দিন শারীরিক ও মানসিক যাতনা ভোগ করিয়া সন্ধ্যার পর আহারান্তে ভুবনগিরির এক শৈলোপরে চন্দ্রালোকে বসিয়া আরাম করিতেছিলেন। আপতিত বিপদের বিষয় সর্ব্বদা চিন্তা করিলে মন অনুৎসাহিত হয়। এজন্য সে চিন্তা না করিয়া লোকে অন্য প্রকার সুখকর চিন্তা দ্বারা মনকে আমোদিত করিয়া থাকে। আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী আপনার বর্ত্তমান দুঃখের চিন্তা একেবারে ভুলিয়া পূর্ব্ব সুখ বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিগত সুখ দুঃখ উভয়েরই চিন্তা মানুষের মনের পক্ষে সুখদায়ক। উভয়েই মানুষের মনকে আমোদিত করিয়া থাকে। কনিষ্ঠ ভ্রমণকারীর মনে বাল্যকালের চিন্তা উদয় হইল। তাহা ইহাঁর পক্ষে বিলক্ষণ সুখকর হইল। বাল্যের সুখ, বিপদ, আত্মগোপন, এ সকল চিন্তা বড় সুখের চিন্তা। মানুষের মনের চিন্তাস্রোতঃ নদীস্রোতের ন্যায় বহুদিকগামী। চিন্তাস্রোতঃ ক্রমে বহিতে২ ভুবনগিরি পর্য্যন্ত আসিল, এই পর্য্যন্ত আসিয়াই থামিল না; কারাকূপে অবস্থিতি ও রণু দ্বারা মুক্তি লাভ পর্য্যন্ত আসিল। শেষে সমস্ত মন রণু বিষয়ক চিন্তায় মগ্ন হইল। ভাবিলেন,"রণু কি ;—দেবী, কি মানবী? আমার সাক্ষাতে হ্রদের জলে ডুবিল, আবার গিয়া দেখি কুলপিলালের সঙ্গে আসিতেছে। এ কি প্রকার! এ কি মানবী! না কোন দেবতা রণুর বেশে আমার মঙ্গল সাধন করিতেছেন! তবে কোন্ দেবতা, আমার প্রতি কেন এত সদয় হইলেন? জননী যে প্রতিনিয়ত দেব দেবীর আরাধনা করেন, তবে বোধ হয়, তাঁহার ব্রতানুষ্ঠানে সন্তুষ্ট হইয়া কোন দেবী আমার মঙ্গল সাধন করিতেছেন! একথা তাঁহার বিশ্বাস হইল না। তাঁহার ইচ্ছা এই, যেন তাঁহার উপকারকারিণী প্রকৃত রণু হয়েন। তিনি ভাবিলেন, "আজি যদি এক বার রণুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, এ সমুদায়ের নিগূঢ় কারণ জিজ্ঞাসা করি। সে কি বলিবে? বলিবে না, সব কথা সে আমায় বলে না। বলে না কেন? তবে সে আমায় ভাল বাসে না।" এ চিন্তায় তাঁহার অনেক কষ্ট হইল, তাহা তিনি বুঝিলেন। আবার মনে২ কহিলেন, "আমায় ভাল না বাসিল ত কি হইবে? আমিও ত তাহাকে ভাল বাসিব না। ভাল বাসি আর নাই বাসি; কিন্তু কি শক্তিতে রণু এ প্রকার আশ্চর্য্য কর্ম্ম সাধন করে, তাহা আমার শুনিতে বড় বাসনা হইতেছে। এক বার কেন রণুর কুটীরে যাই না? সেখানে এখন আতঙ্কী বৈ আর কেহ নাই। না, যাওয়া হইবে না; তাহা হইলে রণু মনে করিবে, আমি তাহাকে ভাল বাসি। এখন থাক্, যদি ভগবান সিদ্ধেশ্বর দিন দেন ত এ সকল রহস্য জানিতে পারিব।"

এই রূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে এক জন তাঁহার পশ্চাদ্দিকে আসিয়া তাঁহার গলায় একছড়া হীরণ্ময় কণ্ঠহার পরাইয়া দিল। কনিষ্ঠ অমনি পশ্চান্মুখ হইয়া দেখেন রণু, আর কেহ নয়। তিনি আপনার কণ্ঠদেশ হইতে হীরণ্ময় হার বাহির করিয়া রণুকে জিজ্ঞাসিলেন, "রণু, এ হার তুমি কোথায় পাইলে?"

রণু হাসিতে২ কহিলেন, "যেখানেই পাইনা কেন, এ হার তুমি কখন দেখিয়াছ?"

"দেখিয়াছি।"

"কতবার দেখিয়াছ?"

"তা, বলিব কেন? তুমি এ হার কোথায় পাইলে?"

"যেখানেই পাই, এ কাহার?"

"আমাদের।"

"তাই তোমাকে দিলাম।"

"আমি এ জন্য তোমার নিকট বাধ্য হইলাম।"

"ভরতসিংহ কি এই হার তোমাদের নিকট হইতে লইয়াছিল?"

"হাঁ, এই হার।"

"ইহার দাম কত।"

"আমি জানি না।"

"তুমি বণিক? তবে জান না কেন? কত দামে কিনিয়াছে?"

"আমি বণিক নহি; আমি এ হার কিনি নাই।"

"তবে কোথায় পাইলে।"

"এক জন দিয়াছেন।"

"ইহা কি বেচিবে?"

"না।"

"তবে কি করিবে?"

"রাজা বীরকীর্ত্তি সিংহকে দিব।"

"তিনি তোমার কে?"

"তিনি আমার কে?"

"তবে তাঁহাকে দিবে কেন?—আমাকে দেও।"

"তোমাকে দিতে পারি না।"

"তবে তোমাকে আমি আর গান শুনাইব না।"

"গান শুনাইবে না।—কিন্তু আবার কোন বিপদে পড়িলে আমাকে উদ্ধার করিবে ত?"

"তাহা করিব।"

"তা কেন করিবে? আমি যে তোমাকে কণ্ঠহার দিলাম না?"

"কেন করিব, জানি না; করিতে ইচ্ছা করে।"

"রণু, তুমি দয়ার মূর্ত্তি; তুমি আমার কত উপকার করিয়াছ। একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, বলিবে?"

"যদি ইচ্ছা হয়, বলিব।"

"তুমি কি প্রকারে এরূপ আশ্চর্য্য কর্ম্ম কর।"

"আমি কি করিয়াছি?"

"এই আমাকে উদ্ধার করিয়াছ?"

"হাঁ করিয়াছি।"

"কি প্রকারে করিলে?"

"তাহা তুমি জান।"

"আমি যাহা জানি না, তাহা বল?"

"তাহা বলিব না।"

"তবে তুমি আমাকে ভাল বাস না?"

"আমি সকলকেই ভাল বাসি,—কেবল"—

"কেবল কি?"

"তাহা বলিব না।"

"তুমি বড় দুষ্ট।"

"আমি দুষ্ট নহি; আমি বালিকা।"

"তুমি কখন বালিকা, কখনও প্রবীণা।"

"আমি চলিলাম, তোমার সঙ্গে আর কথা কহিব না, তুমি আমাকে গালি দিলে।"

"তবে আমি বিপদে পড়িলে তুমি আমাকে উদ্ধার করিবে না?"

"করিব, তোমার জন্য প্রাণ দিতে পারি।"

অনন্তর রণু চলিয়া গেলেন। কনিষ্ঠ অনেকক্ষণ তাঁহার দিকে এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। রণু অদৃশ্য হইলে তিনি আবার সেই স্থলে বসিলেন। আবার ভাবিতে লাগিলেন; তবে ইহা

স্থির যে কোন দেবতা রণুর বেশ ধারণ করিয়া আমার উপকার করিতেছেন না; রণু নিজেই এরূপ করিতেছে, কিন্তু কি ক্ষমতায় এরূপ করিতেছে? বোধ করি, রণু প্রেতসাধন জানে। এদেশে ভূত প্রেতের অতিশয় প্রাদুর্ভাব। এত অল্প বয়সে এরূপ প্রেতসাধন কোথায় শিখিল, এই রূপে অনেকক্ষণ নানা চিন্তা করিতেছেন। এমন সময়ে রণু অকস্মাৎ তাঁহার সম্মুখে মুক্তকোষ তরবারি হস্তে দণ্ডায়মানা হইলেন। রণু কহিলেন, "তুমি আমায় গালি দিয়াছ, এই তরবারি দ্বারা তোমাকে কাটিব।"

কনিষ্ঠ হাসিতে২ কহিলেন, "ইহা আমার বিশ্বাস হয় না।"

"কেন তোমার বিশ্বাস হয় না?"

"তুমি নিজে কতবার আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছ, তখন সেই প্রাণ বধ করিতে পার না।"

"রণু হাসিতে২ কহিলেন, আমি তোমাকে কাটিতে আসি নাই, তোমার মন বুঝিতেছিলাম। ভাল, (তরবারি কনিষ্ঠের হস্তে দিয়া) এ তরবারি কাহার?"

কনিষ্ঠ তরবারি হস্তে লইয়া চিনিলেন, কহিলেন, এ আমার তরবারি।"

"তবে তোমার নিকট থাকুক; ভাল, এ তরবারি দিয়া কি করিবে?"

"যবনের শিরশ্ছেদ করিব।"

"যবনের উপর তোমার এত রাগ, কেন?"

"যবন আমার স্বদেশের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে।"

"সেই জন্য এত রাগ? সকল বাঙ্গালিরই কি যবনের প্রতি এত রাগ?

"তাহা হইলে এত দিনে যবন নির্মূল হইত।"

"তবে তোমার এত মাথা ব্যথা কেন?"

"আমি দেশহিতৈষী!"

"তুমি দেশহিতৈষী; তুমি কি করিবে?"

"আমি স্বদেশ স্বাধীন করিব।"

"যদি না পার?"

"সেই চেষ্টায় প্রাণ দিব।"

"তোমার সঙ্গে আর কত লোক এ চেষ্টায় প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছে?

"সহস্র২ লোক।"

"তাহাদের মধ্যে আমাকে এক জন গণ্য করিও।"

"তুমি কেন বঙ্গদেশের জন্য প্রাণ দিবে;—তুমি কি বাঙ্গালী?"

"আমি বাঙ্গালী, আমি যবন যথার্থ এত কাল জীবন ধারণ করিতেছি।"

"তুমি বাঙ্গালী, তুমি যবন যথার্থ জীবন ধারণ করিতেছ? শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম। তুমি এ প্রতিজ্ঞা কেন করিলে?"

"এ প্রতিজ্ঞা কেন করিলাম? আমার কুষ্ঠীপত্রে লিখিত আছে,—আমি সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে সহস্র যবনমুণ্ড পাত করিব।"

"তাহার পর কি করিবে?"

"তাহার পর কি করিব, তাহা নিশ্চয় বলিতে পারি।"

"রণু, তুমি স্ত্রীলোক; তুমি কি যুদ্ধ করিতে পারিবে?"

"পারিব; সুলেখকের হস্তে লেখনী যেমন সহজে চালিত হয়, আমার হাতে তরবারি তেমনি সহজে চালিত হয়।"

"তুমি এ সকল কি প্রকারে শিখিলে?"

"কালনাগিদের মধ্যে বাস করিলে যুদ্ধ বিদ্যা আপনি শেখা যায়।"

"ভাল, যবনবধ কার্য্যে উহারা তোমার সাহায্য করিবে ?"

"উহাদিগকে আমি যাহা বলিব, উহারা তাহাই করিবে।"

"উহারা তোমার এত বশীভূত!"

"এত বশীভূত।"

"উহাদের কথায় বিশ্বাস করিতে পারা যায় ?"

"উহারা বাঙ্গালী নহে; উহারা মিথ্যা কথা কহে না। উহাদের কথায় যদি বিশ্বাস করা না যায়, তবে দেবতাদের কথায়ও বিশ্বাস করা যায় না।"

"উহাদের প্রতি যে তোমার বড় ভক্তি ?"

"উহাদের গুণে এত ভক্তি।"

"রণু, আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি; তোমার জন্ম স্থান কোথায় ?"

"বঙ্গদেশে।"

"বঙ্গদেশ অতি বিস্তীর্ণ—বঙ্গদেশের কোন্ অঞ্চলে তোমার জন্ম স্থান ?

"সে সকল আজ বলিব না; সময়াস্তরে বলিব। বিশেষ, সে সকল বলিতে এখনও অনুমতি পাই নাই, যতটুকু বলিতে অনুমতি পাইয়াছিলাম, ততটুকু বলিলাম।"

"তুমি কাহার্ অনুমতির অপেক্ষা কর ?"

"আমার এক জন আছেন, তিনি ভিন্ন পৃথিবীতে আমার আর কেহ নাই।" বলিতে২ রণুর নয়নদ্বয় বাষ্পভারাক্রান্ত হইল।

"তিনি কোথায় থাকেন ?"

"তাঁহার থাকিবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই।"

"এখন কোথায় আছেন ?"

"এখন এই ভুবন গিরিতেই আছেন।"

"তিনি তোমার কে ?"

"আমার ইষ্টদেবতা—আমার সর্ব্বস্ব।"

বলিতে২ আবার তাঁহার নয়নদ্বয় বাষ্পভারাক্রান্ত হইল।

তিনি বলিলেন, "কনিষ্ঠ, তোমার তরবারি ত তুমি নিলে, আমার তরবারি আমায় দেও।"

কনিষ্ঠ তাঁহার তরবারি তাঁহাকে দিলেন। দিয়া কহিলেন, "এই তরবারি দ্বারা কি তুমি সহস্র যবনমুণ্ড পাত করিবে ?"

"এই তরবারি দিয়া।"

যখন রণু তরবারি হস্তে করিয়া—তরবারি তুলিয়া কহিলেন, "এই তরবারি দিয়া," তখন কনিষ্ঠের বোধ হইল যেন, দৈত্যকুলনাশিনী চামুণ্ডা দেবী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপ নানা প্রকার কথোপকথনের পরে, উভয়ে আপনাপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন। আজি কনিষ্ঠের অন্তঃকরণে চিরাধিষ্ঠিত সাহস অধিকতর বলবৎ হইল। রণুর প্রত্যেক কথা তিনি বিশ্বাস করিলেন। রণুকে এক্ষণে তাঁহার পরম উপকারী বন্ধু বলিয়া জ্ঞান হইল।

---

১৭ অধ্যায়।

পর দিন প্রাতঃকালে আমাদিগের বাঙ্গালী ভ্রমণকারীদ্বয় অশ্বারোহণে মণিপুর রাজধানী গোবিন্দপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে এক জন মাত্র মণিপুরী সন্ন্যাসী পথদর্শক হইয়া চলিল। ভুবনগিরিতে ইহাঁদের সঙ্গের যে সকল দ্রব্য লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কেবল সেই বহুমূল্য হীরণ্ময় হার পাওয়া গিয়াছিল। আর কোন দ্রব্য পাওয়া যায় নাই। সুতরাং তাঁহাদের দ্রব্যজাত বহি-

বার জন্য স্বতন্ত্র অশ্ব ও ভৃত্যের প্রয়োজন হইল না।

রাত্রের মন্ত্রসভায় ইহাঁদের পৃথক্ ও অগ্রে যাওয়া স্থির হইয়াছিল, এজন্য ইহাঁরা অগ্রেই যাত্রা করিয়াছিলেন। ভুবনগিরি হইতে চারি পাঁচ ক্রোশ দূরে আসিলে বেলা প্রহরেক হইল। তখন পথদর্শক মণিপুরীকে জ্যেষ্ঠভ্রমণকারী জিজ্ঞাসিলেন, "ভদ্র, তোমার নাম কি, আবার বল; ভুলিয়া গিয়াছি।"

সে বলিল, "আমার নাম বলরাম, বা বলরাম ঠাকুর। আপনি আমাকে বলরাম ঠাকুর বলিবেন।"

"ভাল, বলরাম ঠাকুর, তুমি কত দূরে এবং কোথায় যাইবে?"

"আমার যাইবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই; আপনার যে দিকে ইচ্ছা চলুন, আমি সঙ্গে২ যাইতে প্রস্তুত আছি। কেবল মধ্যে২ আমাকে সন্ধ্যা আহ্নিক করিবার জন্য অবকাশ দিবেন।"

"তবে তোমার নিজের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইবার অভিপ্রায় নাই?"

"না; অথবা মনে করিবেন না যে আমি অকারণে ভ্রমণ করিয়া বেড়াই। নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া সাধু লোকের সহিত সাক্ষাৎ করাই আমার উদ্দেশ্য।"

"তবে আমাদের সঙ্গে, আমাদের পথদর্শক হইয়া যাইতেও তোমার আপত্তি নাই।"

"নাই; পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আর আমি সঙ্গে থাকিলে, আমার দ্বারা কেবল গন্তব্য পথের বিষয়ই জ্ঞাত হইবেন না; পারমার্থিক বিষয়েও কিছু২ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।"

"আমি তোমা অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া তোমার নিকট ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি না। তুমি যুবক বট; কিন্তু ধর্ম্ম জ্ঞান আমা অপেক্ষা তোমার অধিক থাকিতে পারে। কিন্তু আমি এ দেশে ধর্ম্ম জ্ঞান লাভ করিতে আসি নাই; আমার দেশে ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ অনেক পণ্ডিত আছেন; আমি তাঁহাদের চরণ তলে বসিয়া অনেক কাল ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়াছি।"

"তাহা আমি অস্বীকার করি না। আমার বোধ হয়, আপনি বড় গোঁড়া হিন্দু; এজন্য বৌদ্ধধর্ম্মের কথা শুনিবেন না, ও পথে কোন বৌদ্ধমন্দির দেখিতে পাইলে তথায় যাইয়া গৌতম ঋষির আরাধনা করিবেন না।"

"সত্য বলিয়াছ, আমি তান্ত্রিক হইয়া তাহা করিতে পারি না।"

এই রূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে চারি জন লোক অশ্বারোহণে দ্রুত পদে তাঁহাদের সঙ্গ ধরিল। তাহাদের দুই জন স্ত্রীলোক ও দুই জন পুরুষ। কনিষ্ঠ স্ত্রীলোক দুটীকে চিনিলেন, পুরুষ দুই জনকে চিনিতে পারিলেন না। স্ত্রীলোক দুই জন, রণু আর তাঁহার সঙ্গিনী আতঙ্গী। ইহাঁরা ধনুর্ব্বাণ হস্তে অশ্বারোহণে মৃগয়া করিতে২ যাইতেছিলেন।

রণু ইঙ্গীত করিবামাত্র কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী তাঁহার পার্শ্বে গমন করিলেন, এবং উভয়ে অন্য সকলের অপেক্ষা অগ্রবর্ত্তী হইলেন। তখন রণু জিজ্ঞাসিলেন, "তোমরা কোন্ পথে যাইবার মানস করিয়াছ?"

"আমরা সম্মুখবর্ত্তী নির্ঝর তীর বহিয়া রাজাবাটী নামক গ্রামে যাইয়া অদ্য অবস্থিতি করিতে মানস করিয়াছি।"

যুবতী গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "এমন কর্ম্ম করিও না। এ দেশে তোমাদের

আগমনের উদ্দেশ্য প্রকাশিত হইয়াছে। তোমরা এ স্থানে শত্রুবেষ্টিত। অতএব আমার কথা শুন, এই পথে বরাবর যাইয়া সম্মুখবর্ত্তী নির্ঝর পার হও, এবং অপর পারে কৃষ্ণকুঞ্জ নামক গ্রামে রাত্রি যাপন কর। অন্যথা তোমাদের বিপদ ঘটিবে; অনেকে তোমাদের প্রাণ নাশার্থ প্রতীক্ষা করিয়া আছে।" এই কথোপকথন কালে বজ্রনাগ ঠাকুর তাঁহাদের এত নিকটে আসিল যে, তাঁহাদের অনুচ্চ রব তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সুতরাং যুবতী কথা শেষ করিলেন, তাঁহার শেষ কথা এই, "কৃষ্ণকুঞ্জ গ্রাম নির্ব্বিঘ্ন স্থান" ইহা কহিয়া যুবকের হাতে কোন বস্তু দিয়া কহিলেন, "বিপদের সময় ইহা দ্বারা উপকার হইবে।" অনন্তর তিনি অদূরে পলায়মান এক হরিণের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন, তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহার অনুসরণ করিল। তাঁহারা নিমেষমধ্যে অদৃশ্য হইলেন।

তাঁহারা গেলে, আমাদের ভ্রমণকারিরা ক্ষণেককাল নীরবে রহিলেন। প্রথমে জ্যেষ্ঠ কহিলেন, "তবে সম্মুখবর্ত্তী নির্ঝরের তীর দিয়া আমাদের যাওয়া কর্ত্তব্য।"

কনিষ্ঠ গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "ওপথে বিপদের আশঙ্কা আছে।"

"কিরূপে জানিলে?"

"ঐ যুবতীর নিকট শুনিলাম।"

"যুবতীদের কথায় যুবকদের অধিক বিশ্বাস হয়।"

"আপনারও বিশ্বাস করা উচিত।"

"আমি যুবক নহি।"

"সে কারণে নহে; এ যুবতী মিথ্যা কথা কহিতে পারেন না।"

"তুমি কিরূপে জানিলে?"

"এ সেই রণু।"

"রণু? তবে সত্য কথা বলিয়াছে।"

"রণু আমাদিগকে সম্মুখবর্ত্তী নির্ঝর পার হইয়া কৃষ্ণকুঞ্জ নামক স্থানে অদ্য রাত্রি অবস্থিতি করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, আমাদের এ পথে আগমনের উদ্দেশ্য প্রকাশিত হইয়াছে, এবং অনেকে আমাদের জীবন নাশার্থ অপেক্ষা করিয়া আছে।"

"সত্য; এদেশে আগমনের উদ্দেশ্য প্রকাশিত হইলে, অনেকে আমাদের শত্রু স্থানীয় হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। তবে এক কাজ করা যাউক; এস, আমরা দুই জনে দুই পথে যাই—তাহা হইলে বিপদ ঘটিলে এক জনের প্রাণ রক্ষা হওয়া অধিক সম্ভব। যদি এক সঙ্গে যাই, উভয়েরই প্রাণনাশ হইতে পারে। তাহা হইলে আমরা যে সংবাদ লইয়া রাজার নিকট যাইতেছি, তাঁহাকে সে সংবাদ দিবার জন্য কেহ থাকিবে না।"

"আপনি যথার্থ বলিতেছেন। তাহা হইলে আপনি কোন্ পথে যাইবেন, এবং আমাকেই বা কোন্ পথে যাইতে অনুমতি করেন?"

"আমি নির্ঝরের তীর দিয়া রাঙ্গাবাটী গ্রামাভিমুখে যাই, তুমি যুবতীর পরামর্শানুসারে নির্ঝর পার হইয়া কৃষ্ণকুঞ্জ গ্রামে যাও।"

"আমি তাহা করিতে পারি না। আপনাকে কোন্ প্রাণে জানিয়া শুনিয়া বিপদাকীর্ণ পথে একাকী যাইতে দিতে পারি?"

"বৎস, আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক বিপদে পড়িতে চাহি না, কিন্তু বিপদে পড়িলেও ব্যাকুলচিত্ত হই না। এদেশে আমাদের

বাহুবলে বিপদ হইতে উদ্ধার হওয়া অসম্ভব, বুদ্ধিবলে বা দৈববলে উদ্ধার হইতে হইবে। সুতরাং একাকী যাওয়া আর উভয়ে একত্র যাওয়া সমান কথা।”

“তাহা যদি হয়, আপনি নির্ঝর পার হইয়া কৃষ্ণকুঞ্জে গমন করুন; আমি এই পথদর্শকের সঙ্গে নির্ঝরের তীর দিয়া রাজাবাটী গ্রাম অভিমুখে যাই।”

“বৎস, এই পথদর্শক বিশ্বাসযোগ্য লোক নহে। এ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী; বৌদ্ধেরা না করিতে পারে, এমন কর্ম্ম নাই; উহারা এমন অহিংস্রক যে একটী পতঙ্গের প্রাণ বধ করে না, আবার এমন হিংস্রক যে, স্বকার্য্য সাধনার্থ অকাতরে মনুষ্যের প্রাণ নষ্ট করিতে পারে। তুমি আমার কথা রাখ, যে পথে নিরাপদের আশা আছে, তুমি সেই পথে যাও, কেননা তোমার প্রাণ আমার প্রাণাপেক্ষা বহুমূল্য।”

“তা যথার্থ বলিয়াছেন, কিন্তু আপনার অভাবে আমার প্রাণ আর এই ছদ্মবেশী বৌদ্ধের প্রাণ সমমূল্য।”

“বৎস, তোমাকে পুত্রের তুল্য স্নেহ করি, তাহা তুমি জান, অতএব আমি জানিয়া শুনিয়া তোমাকে বিপদাকীর্ণ পথে যাইতে দিতে পারি না। স্থির সংকল্প করিয়াছি, আমি রাজাবাটী অভিমুখে যাইব, তুমি কৃষ্ণকুঞ্জে যাইবে। কোন কথায়, কোন কারণে আমার সংকল্প বিচলিত হইবার নহে। এখন এস, বিদায় হওয়া যাউক। এই নেও, হীরণ্ময় হার। দেখ যেন তোমার সঙ্গী ইহা দেখিতে না পায়। যদি আমি পথে বিনষ্ট হই, এবং তুমি কুশলে গোবিন্দপুরে পঁহুছিতে পার, এই হীরণ্ময় হার রাজাকে দিয়া সমস্ত বিবরণ কহিও। তাহা হইলে আমার নিধনেও আমাদের কার্য্য সিদ্ধ হইবে। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি কুশলে মণিপুরের পর্ব্বত ও সঙ্কটময় পথ অতিক্রম করিয়া গোবিন্দপুরে উপস্থিত হও। দেখিও, বৃথা আমার অন্বেষণ করিয়া বিপদে পড়িও না, ও সময় নষ্ট করিও না।”

জ্যেষ্ঠ এই কথা বলিয়া বিদায় লইলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে কয়েক বিন্দু বাষ্পবারি পতিত হইল। তিনি বস্ত্রপ্রান্তে নয়নাশ্রু মোচন করিয়া কনিষ্ঠের শিরচুম্বন করিয়া গন্তব্য পথে অশ্ব চালাইলেন। কনিষ্ঠ তাঁহার পার্শ্বে২ অশ্ব চালাইয়া তাঁহার হস্তে একটী অঙ্গুরীয় দিলেন। কহিলেন, “যদি কোন স্থানে বৌদ্ধ ঋষিদিগের দ্বারা আক্রান্ত হয়েন, এই অঙ্গুরীয় দেখাইলে উপকার হইতে পারে।”

বৃদ্ধ তাহা লইলেন না; দেখিয়া ফিরিয়া দিলেন। কহিলেন, “যদি ইহা দ্বারা উপকার হয়, তবে ইহা তোমার নিকটেই থাকুক। দেখ, আমি কখনও কাহারও হানি করি নাই—ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করিবেন।” অনন্তর বৃদ্ধ দ্রুতবেগে অশ্ব চালনা করিয়া কিয়ৎক্ষণের মধ্যে অদৃশ্য হইলেন।

আজি প্রাতঃকাল হইতে রণু বিষয়ক চিন্তায় কনিষ্ঠের মন মগ্ন ছিল, এক্ষণে তাঁহার চিন্তার বিষয় পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি একাকী এ বিদেশে পথ ভ্রমণ করিতে যে ভীত হইয়াছিলেন, তাহা নয়; পাছে জ্যেষ্ঠের কোন অনিষ্ট ঘটে, এই তাঁহার ভাবনা। তিনি ভাবিতে২ নির্ঝর অভিমুখে গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা নির্ঝরের তীরে পঁহুছিলেন। তখন বলরাম ঠাকুর কনিষ্ঠকে কহিল,

"এই নির্ঝরের জল কিছু পান করুন। ইহা পান করিলে আর কখনও কাঁদিতে হয় না।"

কনিষ্ঠ হাসিয়া জিজ্ঞাসিলেন "বলরাম ঠাকুর, ইহা পান করিলে আর কখনও কাঁদিতে হয় না কেন ?"

"মহাভারতে অর্জ্জুনের দিগ্বিজয় বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছেন ?"

"হাঁ করিয়াছি।"

"অর্জ্জুন যখন দিগ্বিজয় করিতে মনিপুরে আইসেন, তখন বভ্রুবাহন কর্ত্তৃক হত হয়েন। পতি শোকে চিত্রাঙ্গদা বহু রোদন করেন; তাঁহার নেত্রজল স্রোতরূপে বহিয়া এই নির্ঝরের সৃষ্টি হয়। এদেশে প্রবাদ এই যে, যদি কেহ এই নির্ঝরের জল পান করে, তাহাকে আর কখনও কাঁদিতে হয় না, অর্থাৎ তাহার কখনও দুঃখ ঘটে না।"

বলরাম ঠাকুরের কথায় কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী নির্ঝরের জল তুলিয়া পান করিলেন।

---

১৭ অধ্যায়।

আমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারী একাকী অশ্বারোহণে চলিলেন। তাঁহার সঙ্গে কোন ভৃত্য বা পথদর্শক ছিল না; তিনি পথিক ও কৃষকদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে২ অবশেষে অপরাহ্নে রাজাবাটী নামক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। রাজাবাটী গ্রামে নির্ঝরের তীরে স্থিত। গ্রামে বিস্তর লোকের বাস।

নির্ঝরের তীরে তীরে লোকদিগের পর্ণকুটীর। মনিপুরীদিগের গৃহ বঙ্গদেশের খড়োঘরের ন্যায় নহে। এদেশে সম্পন্ন বা অসম্পন্ন প্রায় পল্লীগ্রামস্থ সমস্ত লোকের বাটীতেই একাধিক পর্ণকুটীর থাকে; কিন্তু মনিপুরে সেরূপ নহে। মনিপুরে বাটীর মধ্যে এক খানি মাত্র আটচালা গৃহ, তাহাতে অনেকগুলি করিয়া কুঠরী থাকে; তাহার কোন কুঠরীতে গৃহস্থেরা বাস করে, কোন কুঠরীতে, ধান্য চাউল ইত্যাদি থাকে, কোন কুঠরীতে গো মেষাদির স্থান ও কোন কুঠরী পাকশালা। বাটীর সম্মুখে পুষ্পের বাগান, চারিদিকের বাগানে তরি তরকারির গাছ। মনিপুরে পল্লীগ্রামে লোকেরা চালে২ ঘর বাঁধিয়া বাস করে না। গ্রামের মধ্যে একটী সাধারণ গৃহ থাকে, তাহাকে রাসমণ্ডপ কহে। গ্রামে পথিক লোকেরা উপস্থিত হইলে, সেই গৃহে অবস্থিতি করে। আমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারী গ্রামে উপস্থিত হইয়া রাসমণ্ডপে গমন করিলেন, এবং মণ্ডপের কাষ্ঠ স্তম্ভে অশ্ব বাঁধিয়া ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতেছেন, এমন সময়ে এক জন প্রাচীন লোক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসিল, "আপনি কি অদ্য এস্থানে অবস্থিতি করিবেন ?"

পথিক কহিলেন, "দিবা অবসানপ্রায়, তাহাতে আমি এ দেশের পথ ঘাট জানি না, অতএব অদ্য রাত্রি এ স্থানে যাপন করিতে চাহি।"

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসিল, "আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন, এবং কোথায় যাইবেন ?"

"আমি বঙ্গদেশ হইতে আসিতেছি, গোবিন্দপুরে যাইব।"

"অদ্য কোথা হইতে আসিতেছেন ?"

"অদ্য ভুবনগিরি হইতে আসিতেছি।"

"তবে এ রাসমণ্ডপে রাত্রিবাস করিবেন না; আমার সঙ্গে আমার বাটীতে

চলুন; বিশেষ কারণ আপনাকে পশ্চাৎ বলিব।”

পথিক দেখিলেন যে, বৃদ্ধের যে বয়স, এ বয়েসে লোকে প্রতারণা করিতে পারে না। তিনি তাহাকে বিশ্বাস করিয়া অশ্বের বল্গা ধরিয়া তাহার পশ্চাৎ২ চলিলেন।

বৃদ্ধের বাটীর আটচালা একটু বড়। সে আমাদের ভ্রমণকারীকে আটচালার দক্ষিণদিকের বারাণ্ডায় বসাইল, এবং আপনি ক্লান্ত অশ্বটীকে বল্গাবিযুক্ত করিয়া বাগানের এক স্থানে বাঁধিয়া দিল। ইতিমধ্যে বৃদ্ধের কন্যা এক পিত্তলের হুঁকাতে তামাক সাজিয়া অতিথিকে দিয়া গেল।

এ বৃদ্ধ জাতিতে ব্রাহ্মণ, নাম সামন্ত গোস্বামী। ইহার পুত্রসন্তান নাই, একটী কন্যা মাত্র; কন্যার নাম শর্ব্বরী। শর্ব্বরীর বয়ঃক্রম প্রায় বিংশতি বৎসর। মনিপুরে প্রায় এই বয়েসে বালিকাদিগের বিবাহ হয়। আর বিবাহ বিষযে মনিপুরী বালিকারা স্বাধীনা। তাঁহারা যাহাকে মনোনীত করে, পিতামাতার বিশেষ আপত্তি না থাকিলে, তাহাকে পতিত্বে বরণ করিয়া থাকে। মনিপুরে আজিও গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ হয়। শর্ব্বরীর এথনও বিবাহ হয় নাই।

পিতার আদেশ ক্রমে শর্ব্বরী অতিথির পাদ প্রক্ষালনের জন্য জল আনিয়া দিল। অতিথি পাদ প্রক্ষালন করিয়া প্রথমে কিছু জলযোগ করিলেন, তৎপরে রন্ধনের সমস্ত সামগ্রী আনীত হইল; শর্ব্বরী চুল্লিতে অগ্নি জ্বালিল; আমাদের ভ্রমণকারী পিত্তলের পাত্রে অন্ন রাঁধিতে বসিলেন। এবং সেই অবসরে তামাকু সেবন করিতে২ সামন্ত গোস্বামির সঙ্গে তাঁহার যে কথোপকথন হইল, তাহার সার এই।—

সামন্ত। আপনি কোন্ সাহসে একা এই পথে ভ্রমণ করিতেছেন?

অতিথি। আমি বরাবর একা নহি। আমার সঙ্গে আর এক জন ছিলেন। বোধ করি, গোবিন্দপুরে গেলে তাঁহার সহিত আমার আবার সাক্ষাৎ হইবে।

সা। আপনার সঙ্গে আর এক জন ছিলেন, তিনি কোথায় গেলেন?

অতি। তিনি ভুবনগিরি হইতে কিয়দ্দূর আসিয়া অন্যপথে কৃষ্ণকুঞ্জ নামক গ্রামাভিমুখে গিয়াছেন, আমি এ পথে আসিয়াছি।

সা। তাঁহার সঙ্গে কোন লোক আছে?

অতি। তাঁহার সঙ্গে এক জন এদেশী পথদর্শক আছে, তাহার নাম বলরাম ঠাকুর।

যৎকালে আমাদিগের ভ্রমণকারী বলরাম ঠাকুরের নাম করিলেন, তৎকালে শর্ব্বরী সামন্ত গোস্বামির মুখ পানে দৃষ্টি করিয়া ঈষৎ হাসিল, এবং কহিল, “বাবা; সেই বলরাম না?”

পিতা কহিলেন, “হাঁ, বোধ হয়, সেই বলরামই বটে। ভাল, অতিথি মহাশয়, আপনি তাহাকে কোথায় পাইলেন?”

“তাহাকে পথে পাইয়াছিলাম। কেন, সে কি মন্দ লোক?

“সে বড় মন্দ লোক, এই গ্রামেই তাহার বাস, দস্যুবৃত্তি দ্বারা সে জীবন ধারণ করে।”

“তবে তাহাকে আমার সঙ্গীর সঙ্গে দিয়া ভাল কাজ করি নাই?”

“বড় মন্দ কাজ করিয়াছেন। পূর্ব্বে জানিলে নিবারণ করিতে পারিতাম, এখন কিছু করিবার জো নাই?”

"সে আমার সঙ্গির কি করিবে?"

"দস্যুরা যা করে—বধ করিয়া সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইবে।"

"সে একা বধ করিতে পারিবে না।"

"সে একা কখনও এ কাজ করে না।"

আমাদিগের ভ্রমণকারীর মনে বড় ভাবনা হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার রন্ধন সমাপ্ত হইলে শর্ব্বরীদত্ত কদলীপত্রে তিনি আহার করিতে বসিলেন। সমস্ত দিনের পরে আহার করিলে শরীর বড় তৃপ্ত বোধ হয়, কিন্তু তাঁহার মনে কনিষ্ঠ-ভ্রমণকারির জন্য নানা চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। আহার সমাপ্ত হইলে শর্ব্বরী তাঁহার উচ্ছিষ্ট পত্র সকল স্থানান্তরিত করিল। আমাদিগের ভ্রমণকারী বসিয়া তাম্বুল ও তামাক সেবন করিতে লাগিলেন। তাঁহার আহারাদি হইলে সামন্ত গোস্বামী তাঁহার অনুমতি লইয়া আহার করিতে গেল। অতিথি একাকী বসিয়া নানা বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

যে চিন্তায় কোন ফলোদয় নাই, তিনি এরূপ বিষয় চিন্তা করিবার লোক নহেন। তিনি ভাবিলেন, বলরামের বাটী এই গ্রামে, অতএব সে আমার সঙ্গির প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করিয়াছে, তাহার প্রাণ নষ্ট করিয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে কি না, চেষ্টা করিলে কি তাহা জানা যায় না? কত রাত্রে সে গৃহে আইসে? এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের দ্বারা কি এ সংবাদ পাইতে পারিব না?

কিয়ৎক্ষণপরে সামন্ত গোস্বামী আসিয়া আর একবার তামাকু সাজিল। শর্ব্বরী আসিয়া তাম্বুলপাত্র পূর্ণ তাম্বুল দিয়া গেল। দুই জনে আবার কথোপকথন হইতে লাগিল। আমাদিগের ভ্রমণকারী জিজ্ঞাসিলেন, "ভাল, বলরাম ঠাকুরকে আপনি চিনেন?"

"তাহাকে আমি বেশ চিনি; সে আমার শ্যালকপুত্র।"

"সে দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবন ধারণ করে?"

"হাঁ, এই তাহার জীবিকা।"

"আপনার সহিত তাহার সদ্ভাব আছে?"

"আমার সহিত তাহার অসদ্ভাবও নাই, সদ্ভাবও নাই—সে মধ্যে২ টাকা কড়ি ধার করিবার জন্য আমার বাটীতে আইসে; আমি কখনও তাহার বাটীতে পদার্পণ করি না।"

"এখন আপনি তাহার নিকট কিছু পাইবেন?"

"পাইব বৈ কি? এই সে দিবস দুই মোন চাউল ধার করিয়া নিয়াছে।"

"ভাল, সে দস্যুবৃত্তি করিয়া যে সকল দ্রব্য সামগ্রী পায়, তাহা কি করে?"

"বিক্রয় করে; মহাজন আছে, তাহাদের নিকট বিক্রয় করে।"

"আমার সঙ্গীর প্রতি সে অদ্য রাত্রে কি প্রকার অত্যাচার করে, তাহা আমি কি প্রকারে জানিতে পারি?"

"আমি আপনাকে প্রাতে জানাইব।"

এই প্রকার কথোপকথন হইতে২ উভয়েরই নিদ্রাকর্ষণ হইল। সুতরাং সামন্ত গোস্বামী গৃহের অভ্যন্তরস্থ এক কুঠরীতে শয়ন করিতে গেল। আমাদের ভ্রমণকারী বহিঃস্থ কুঠরীতে শয়ন করিলেন। শয্যায় যাইয়া তাঁহাকে অধিকক্ষণ জাগিয়া থাকিতে হইল না, দিবসের ক্লান্তি প্রযুক্ত তিনি ত্বরায় নিদ্রিত হইলেন।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর সময়ে সামন্ত গোস্বামী আমাদের ভ্রমণকারির কুঠরী-

তে যাইয়া তাঁহাকে জাগরিত করিলেন। শর্ব্বরী পিত্তলের হুঁকায় তামাকু সাজিয়া আনিয়া দিল।

ভ্রমণকারী সামন্তকে জিজ্ঞাসিলেন, "ভদ্র, কেন আমাকে এত রাত্রে জাগাইলে?"

সামন্ত পথিকের হাতে হুঁকা দিয়া কহিলেন, "বলরামের স্ত্রী আমার নিকটে এক ছড়া হার আর একটী অঙ্গুরীয় বিক্রয় করিতে আনিয়াছে; (ইহা বলিয়া অলঙ্কার দ্বয় বাহির করিয়া কহিলেন) দেখুন দেখি, ইহা আপনার সঙ্গীর কি না?"

আমাদিগের ভ্রমণকারী দেখিয়া চিনিতে পারিলেন যে, এ সেই হার ও সেই অঙ্গুরীয়। তখন তাঁহার নিশ্চয় বোধ হইল যে, বলরাম তাঁহার সঙ্গীকে হত করিয়া এ সকল দ্রব্য অপহরন করিয়াছে। তিনি অতিশয় দুঃখে ও মানসিক যাতনা ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন, "সামন্ত, দুরাত্মা বলরাম যে আমার সঙ্গীর প্রাণ বধ করিয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই; কেননা তাঁহার দেহে জীবনের লেশ মাত্র থাকিতে কেহ তাঁহার দ্রব্য অপহরণ করিতে পারে নাই। যাহা হউক, এ অলঙ্কারদ্বয় কত মূল্যে বিক্রয় করিবে, ও সেই মূল্য যদি আমি দিই, তাহা হইলে উহা আমাকে দিবে কি না?"

"এ দুই দ্রব্যের মূল্য দুই শত রৌপ্য মুদ্রা চাহে, এত টাকা আমার নাই। যদি আপনি এত টাকা দিতে পারেন, অনায়াসে রাখিতে পারেন।"

আমাদিগের ভ্রমণকারী তৎক্ষণাৎ দুই শত রৌপ্য মুদ্রা মূল্যের স্বর্ণ মুদ্রা বাহির করিয়া দিলেন। এবং হীরণ্ময় হার ও অঙ্গুরীয় আপনার নিকট রাখিলেন।

এই ব্যপার শেষ হইলে আমাদিগের ভ্রমণকারী সামন্তকে কহিলেন, "ভদ্র, তোমার দ্বারা আমি বড়ই উপকৃত হইলাম; কিন্তু একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, এস্থান হইতে গোবিন্দপুরে যাইবার কোন নিরাপদ পথ আছে?"

সামন্ত একটু চিন্তা করিয়া কহিল, নিরাপদ পথ নাই—কিন্তু আমি যদি আপনার সঙ্গে যাই, তাহা হইলে আপনার কোন আপদের কারণ দেখি না। আচ্ছা, কল্য প্রাতঃকালে আমিই আপনার সঙ্গে যাইব! কিন্তু আমি গোবিন্দপুর পর্য্যন্ত যাইতে পারিব না। বিলাসপুর পর্য্যন্ত যাইব, এবং তথা হইতে আপনি অন্য লোকের সঙ্গে যাইবেন।"

"তাহা যদি করিতে পার, আমি তোমার নিকট চিরকৃত হইব। আমি দেখিতেছি, মণিপুরের পথে পদে পদে বিপদ। এ দেশে দস্যুবৃত্তির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। এ দেশে একাকী পথভ্রমন কর্ত্তব্য নহে।"

পর দিবসের যাত্রার বন্দোবস্ত করিয়া আমাদিগের ভ্রমণকারী আবার সয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু অনেক যত্নেও তাঁহার আর নিদ্রাকর্ষণ হইল না। অবশিষ্ট রাত্রি তিনি শয্যায় এ পাশ ও পাশ করিয়া কাটাইলেন।

রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র আমাদিগের ভ্রমণকারী সামন্ত গোস্বামির সঙ্গে অশ্বারোহণে যাত্রা করিলেন।

আত্মচিকিৎসা।

৩। রক্তামাশয়।

যে রোগে মলের সহিত রক্ত ও আম, অথবা কেবল রক্ত ও আম নির্গত হয়, তাহার নাম রক্তামাশয়। এই রোগ হইলে নাড়ীর মধ্যে ঘা বা ক্ষত হয়। এবং মলের সহিত যে রক্ত দেখা যায়, তাহা ঐ ক্ষত স্থান হইতেই নির্গত হয়।

শরীরের উপরিভাগ যে রূপ চর্ম্মদ্বারা আবৃত, শরীরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাবলিও সেই রূপ এক প্রকার চর্ম্মের ন্যায় পদার্থে আবৃত থাকে। ইংরাজীতে এই পদার্থকে মিউকস্ মেমব্রেন (Mucous Membrane) কহে। মিউকস্ মেমব্রেন ও চর্ম্ম স্থান বিশেষে পরস্পর যুক্ত আছে। ওষ্ঠের বহির্ভাগ চর্ম্মে আবৃত। এই চর্ম্ম ক্রমে পাতলা, লোমহীন ও কোমল হইয়া মুখের অভ্যন্তরে গিয়াছে, এবং ইহাই বিস্তৃত হইয়া অন্ননল, পাকস্থলী ও ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নাড়ীর অভ্যন্তরকে আবরিত করিয়া রাখিয়াছে।

শরীরের উপরিভাগে অর্থাৎ চর্ম্মের উপর কি রূপে ঘা হইতে পারে, বুঝিতে পারিলে, নাড়িতে কি রূপে ঘা হয়, অনায়াসে বোঝা যাইতে পারিবে। অতএব চর্ম্মের উপর কি রূপে ঘা হইয়া থাকে, দেখা যাউক।

কোন উত্তেজক পদার্থের সংস্পর্শ না হইলে, ঘা হয় না। কোন কঠিন দ্রব্য যথা কাষ্ঠ, প্রস্তর ইত্যাদির ঘর্ষণ, ছুরি, কাঁচ ইত্যাদির খোঁচা, লঙ্কা, রাই, (Mustard) বা বেলেস্তারার (Blister) সংস্পর্শ ইত্যাদি কোন না কোন এক উত্তেজকের যোগ না হইলে ঘা হয় না। উত্তেজকের সংস্পর্শ হইলে সেই স্থানে অধিক রক্ত আইসে। কোন স্থানে খোঁচা লাগিলে পর দিবস তাহার চারিদিকে লাল হইতে দেখা যায়। এই লাল বর্ণ ঐ স্থানে রক্তাধিক্যের জন্যই হয়। এই সময়ে ঔষধ প্রয়োগ না করিলে, রক্তাধিক্য ক্রমেং অধিক হইতে থাকে, পরে যে স্থানে খোঁচা লাগিয়াছিল, সেই স্থান নীলবর্ণ হয়। তদ্দ্বারা এই জানিতে পারা যায় যে, তথাকার রক্ত বদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ চলিতেছে না। দুই এক দিবস পরে সে স্থানটী একেবারে মরিয়া যায়। সুতরাং সে অংশটি শরীরের এক অংশের ন্যায় থাকে না। স্বভাবের নিয়ম এই যে, শরীরের মধ্যে শরীর হইতে পৃথক্ কোন পদার্থ থাকিবে না। এজন্যই চক্ষুতে এক বিন্দু বালি পড়িলে, তাহাকে বহিষ্করণ করিবার জন্য চক্ষু হইতে জল পড়ে, নাসিকার মধ্যে ধূলা প্রবেশ করিলে, হাঁচি হয়, ও শ্লেষ্মা ঝরে। শরীরের উপরিভাগের কোন অংশ মরিয়া গেলে, সেই রূপ ঘা হইয়া সে অংশ পড়িয়া যায়।

রক্তামাশয় নানাবিধ কারণে উৎপত্তি হইতে পারে। কঠিন দ্রব্যের ঘর্ষণে যেমন শরীরের উপরিভাগ ক্ষত হইতে পারে, সেইরূপ কঠিন দ্রব্য আহার করিলে নাড়িতে ক্ষত হইয়া রক্তামাশয় হইতে পারে। মাছের কাঁটা, মাংসের সহিত অস্থিখণ্ড, ছোলাভাজা ইত্যাদি দ্রব্যে এই রোগ জন্মিতে পারে। এ ভিন্ন শরীরের উপরিভাগে শীত লাগিয়া সমুদয় রক্ত নাড়িতে গেলে, রক্তামাশয় হইয়া থাকে। সর্দ্দির প্রবন্ধে এ কথার উল্লেখ করা গিয়াছে।

লক্ষণ। পেটে বেদনা, ক্ষুধা মান্দ্য, ঘনং মলত্যাগ, মলের সহিত রক্ত ও আম, প্রস্রাবের অল্পতা, ও প্রস্রাব করিবার সময় জ্বালা, জ্বরভাব ও কখনং প্রবল জ্বর ইত্যাদি।

চিকিৎসা। যদি জানিতে পারা যায় যে, কঠিন দ্রব্য ভোজন করায় রক্তামাশায় হইয়াছে, তাহা হইলে, অর্দ্ধ ছটাক এরণ্ড তৈল ও ১৫ ফোটা লডেনম (Laudanum) একত্র করিয়া সেবন করিবেক। তাহাতে পেটের অজীর্ণ পদার্থ সমস্ত বাহির হইয়া যাইবে ও লডেনমে বেদনার শান্তি হইবে। ইহার পর একটু সাগু কি সুজী সাগুর ন্যায় পাক করিয়া আহার করিলে ও পরে ৩।৪ দিবস বিবেচনা পূর্ব্বক পথ্য করিলে আর অন্য কোন ঔষধের প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু এ চিকিৎসা রোগের প্রথমেই খাটে। রোগ দুই তিন বা ততোধিক দিবসের হইলে এ চিকিৎসা খাটিবে না। তখন ইপিক্যাকুহেনা ও অহিফেনের উপর নির্ভর করিবে। প্রথমতঃ খালি ইপিক্যাকুহেনা ১০ গ্রেণ অর্থাৎ ৫ রতি পরিমাণে লইয়া দুটী কিম্বা তিনটী পিল প্রস্তুত করিয়া দিনে দুই বার সেবন করিবেক।

ইপিক্যাকুহেনা খালি পেটে সেবন করা অত্যাবশ্যক ও সেবনের পর এক ঘন্টাকাল পর্য্যন্ত কোন দ্রব্য আহার করিবে না। এই নিয়মে না সেবন করিলে, ঔষধ বমি হইয়া উঠিয়া যাইবে। কিন্তু কোনং সময়ে এরূপ সতর্কতা পূর্ব্বক ইপিক্যাকুহেনা সেবন করিলেও বমি হইয়া যায়। তখন ইপিক্যাকুহেনার সহিত অহিফেন যোগ করা প্রয়োজন। ১০ গ্রেণ ইপিক্যাকুহেনার সহিত এক গ্রেণ অহিফেন মিশ্রিত করিয়া দুইটী বটিকা প্রস্তুত করিবে, এবং দুইটীই একেবারে খাইবে। বৈকালে আবার এইরূপ দুটী বটীকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবেক। এরূপ করিয়া সেবন করিলেও কাহারং বমি হয়। সে স্থলে পেটে একটা রাইসরিষার পটী (Mustard plaster) দেওয়া আবশ্যক। তাহার পর ইপিক্যাক অহিফেনের সহিত সেবন করিলে প্রায় বমি হয় না।

ইপিক্যাকুহেনার দ্বারা রক্ত ও আম নির্গত বন্ধ হয়, কিন্তু তথাপি কাহারং মল স্বভাবিক না হইয়া তরল থাকে ও দিনে অনেকবার মলত্যাগ করিবার প্রয়োজন হয়। এরূপ অবস্থায় নিম্নলিখিত ব্যবস্থাপত্র মত ঔষধ সেবন করিবে।

টিংচার ক্যাটিকিউ	৩ ড্রাম
ঐ কাইনো	ঐ
চিরতার জল	৬ আউন্স

একত্র মিশ্রিত করিয়া ইহার অর্দ্ধ ছটাক করিয়া দিনে তিনবার সেবন করিবেক।

উল্লিখিত ঔষধের ব্যবস্থা ইংরাজিতে এই রূপে লিখিতে হইবে।

Tincture of Catecheu	3 drachms.
Do. of Kino	Do.
Infusion of Cheretta	six ounces.

যদি দিবারাত্রে ৪।৫ বারের অধিক বহির্দেশে যাইতে হয়, তাহা হইলে উক্ত ঔষধের সহিত ১ ড্রাম লডেনম (Laudanum) মিশাইয়া পূর্ব্ববৎ নিয়মে সেবন করিবেক। যত বহির্দেশের সংখ্যা কম হইয়া আসিবে, ঔষধের মাত্রাও তত কম করিয়া আনিতে হইবেক।

মল পূর্ব্ববৎ হইলেও রোগীর দৌর্ব্বল্য দূর হয় না। দৌর্ব্বল্য দূর করিবার জন্য

নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার করিবে।

টিংচার কলম্বা ৬ ড্রাম।

চিরতার জল ৬ আউন্স।

একত্র মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ ছটাক দিনে ৩ বার সেবন করিবে।

শিশুদিগের রক্তামাশয় হইলে এক গ্রেণ ইপিক্যাকুহেনা দিনে দুইবার সেবন করিতে দিবেক। যদি বমি হইয়া যায়, তাহা হইলে পেটের উপর সরিষার তৈলে কর্পূর মিশ্রিত করিয়া, সেই তৈল ঈষৎ উত্তপ্ত করিয়া, মালিস করিবেক। তাহার পর ইপিক্যাকুহেনা দিলে বমি হইবার তাদৃশ সম্ভাবনা থাকিবে না।

শিশুদিগকে ইপিক্যাকুহেনা চূর্ণ মধু কিম্বা চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবেক। বটিকা করিয়া দিলে গলায় বাধিয়া যাইতে পারে।

ইপিক্যাকুহেনার দ্বারা মলের রক্ত ও আম বন্ধ হইলে,অর্দ্ধরতি পাঁপড়ি খয়ের জলে ভিজাইয়া রাখিয়া দিনে দুই বা তিন বার সেবন করিতে দিলে, মল স্বাভাবিক রকম গাঢ় হইবে ও বহির্দেশের সংখ্যা কমিয়া যাইবে। পরে এক ঝিনুক চিরতার জল দিনে ৩।৪ বার সেবন করাইলে, শিশু পূর্ব্ববৎ বলিষ্ঠ হইবেক।

জগতে জীবসঞ্চার।

"These are Thy glorious works, Parent of good—
Almighty! Thine this universal frame,
Thus wondrous fair: Thyself how wondrous then,
Unspeakable! who sit's above the heavens—
To us invisible, or dimly seen
In these thy lowest works; yet thse declare
Thy goodness beyond thought, and power divine."

Milton. Book VI.

আমাদিগের অধিষ্ঠানভূতা অবনী কি সুখময়ী! ইহার বাহ্যিক শ্রী দেখিয়া, আমরা প্রতিক্ষণে মোহিত হইতেছি। দেখিতেছি যে চন্দ্র সূর্য্য কি নিয়মের আজ্ঞাবহ হইয়া নিত্য নবকর প্রদান করিতেছে। বসুমতী, বন, উপবন, পুষ্পোদ্যান, পরিসর পথ, জৌহুবক্ষ, ইন্দ্রভবন সদৃশ অট্টালিকা প্রভৃতিতে পরিবৃত হইয়া নিত্য নূতন শোভায় প্রতিফলিত হইতেছে। বসুমতীর ক্রোড়ে অবস্থান করিয়া অসংখ্য জীব নিত্য নূতন আমোদ প্রমোদ এবং বিলাসকলা বিস্তার করিতেছে। কিন্তু আমরা কি চিরকালই অবনীর এইরূপ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আসিতেছি? এ প্রশ্নের উত্তর কে করিবে? কে করিতে পারে? বিজ্ঞান! কিন্তু বিজ্ঞান এখনও এরূপ ক্ষমতাশালী হয় নাই যে, এ প্রশ্নের নিশ্চয় উত্তর করিতে সমর্থ হয়। আমাদের গর্ব্ব বৃথা! কি ক্ষমতা! এই সামান্য প্রশ্নের উত্তর করিতেও সমর্থ নহি! প্রকৃতি আমাদের শিক্ষয়িত্রী, অতএব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি।

আমরা চতুর্দ্দিকে যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছি, কেহই একভাবে বহুকাল অবস্থিতি করিতে পারে না। পরিবর্ত্তনই বিশ্বের নিয়ম। মানব! এই সূত্র ধরিয়া প্রশ্নের মীমাংসা কর, জানিতে পারিবে

যে, আমরাও চিরদিন ছিলাম না। মনুষ্য জাতি একাকী জীবপদে বাচ্য নহে। সামান্য বুদ্‌বুদাকার সামুদ্রিক জীব হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলই জীবপদ বাচ্য। অতএব হইতে পারে,আমরা চিরকালের নহি, আমাদের মনুষ্যাবস্থা সাধারণ জীবসৃষ্টির অবস্থা পরিবর্ত্ত বিশেষ মাত্র এবং পৃথিবীরও বর্ত্তমান অবস্থা পৃথিবীর অবস্থান্তর বিশেষ মাত্র। তবে যখন আমরা ছিলাম না, পৃথিবীর এ অবস্থা ছিল না, তখন কি কি ছিল? আমরা চক্ষে দেখি নাই, সুতরাং চক্ষুকে তদুত্তর জিজ্ঞাসা করা বৃথা। চক্ষু সে বিষয়ে অন্ধ। কিন্তু যে পরিবর্ত্তনের অধীন হইয়া জীবশ্রেণীভুক্ত আমরা মনুষ্যপদ পাইয়াছি, সেই পরিবর্ত্তনের অধীন হইয়া আমরা আরও এক অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ অমূল্য রত্ন জ্ঞানচক্ষু। পার্থিব চক্ষু যথায় অতীত, জ্ঞানচক্ষু তথায় সদর্পে আপন অভিজ্ঞতা বহুল ভাবে বিস্তার করিয়া থাকে। প্রকৃতি বহু যত্ন করিয়াও জ্ঞাতব্য বিষয় সে নেত্রপথ হইতে লুক্কায়িত করিয়া রাখিতে সমর্থ হইতেছেন না। মনুষ্য জ্ঞাননেত্রবলে কতই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিতেছে। সেই জ্ঞাননেত্র প্রসারিত হওয়ায়, অবনীর আদি বিষয়, যাহা অতীত কাল যত্নে আবরিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা অনেক অংশে দর্শনপথবর্ত্তী হইয়াছে। বিজ্ঞান জ্ঞাননেত্রের ভৃত্য স্বরূপ।

ডিম্বের খোলা বা দুগ্ধের সরের ন্যায়, আভ্যন্তরিক নিত্য উষ্ণ তরল পদার্থকে আবরিত করিয়া পৃথিবীর যে আবরণ ভাগ, যাহার উপর আমরা বাস করিতেছি, তাহা স্থূলতায় ৪০ মাইল পরিমাণ। আভ্যন্তরিক যে নিত্য উষ্ণ তরল পদার্থের কথা হইল, এবং যাহা প্রতিনিয়ত সমুদ্র তরঙ্গবৎ তরঙ্গায়িত হইতেছে, তাহা যে কত উষ্ণ, তাহা মনে ধারণ করা যায় না। কুবার বা হপকিন্সের নির্ণয় অনুসারে নিম্নে প্রতি ৬০ ফিটে এক ডিগ্রি করিয়া উত্তাপ বৃদ্ধি বা লার্ডনার সাহেবের হিসাব মতে নিম্নে প্রতি মাইলে ১০০ ডিগ্রি তাপ বৃদ্ধি ধরিয়া লইলে ৪০ মাইল নিম্নে কি ভয়ঙ্কর তাপ, তাহা কে মনে ধারণা করিতে সমর্থ হয়? ৪০ মাইল স্থূলতার কথা বলা গেল, তাহা যে মনুষ্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দড়া দড়ি ফেলিয়া মাপ করিয়াছে, তাহা নহে। খনন কার্য্য দ্বারা মনুষ্য নিম্নদেশে অতি অল্প দূরই গমন করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর উৎক্ষিপ্ত কম্পনে উৎক্ষিপ্ত স্তরানতি এবং অন্যান্য বহুবিধ কারণযোগে, নিম্ন দশ মাইল পর্য্যন্ত অবলোকনে এবং তথা পর্য্যন্ত পৃথিবীর আবরণের আকার প্রকার গঠনাদি ও ইতিবৃত্ত এবং জ্ঞাতব্য বহুবিধ আবিষ্করণে পারগ হইয়াছে, তন্নিম্নে যাহা কিছু, তাহা প্রমাণাদি যোগে অনুমানসিদ্ধ। ভূতত্ত্ব এই রূপে যতদূর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রচুর রূপে প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর যে আকার আমরা দেখিতেছি, তাহা এক দিনে বা এক সময়ে নির্ম্মিত হয় নাই। আভ্যন্তরিক নিত্য উষ্ণ তরল পদার্থের উপর দুগ্ধের সরের ন্যায় পৃথিবীর আবরণ ভাগ প্রথম ছাঁচ বাঁধিয়া,—অল্পে অল্পে পুষ্টতা প্রাপ্ত হইয়া, বর্ত্তমান স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই পুষ্টতা প্রাপ্ত হইতে কত যুগ যুগান্তর গত হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে। আমরা সময় পরিমাণের আতিশয্য দেখাইতে হইলে "যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য" বলিয়া যে